শামে কারবালা

মূল : খতীবে পাকিস্তান আল্লামা মুহাম্মদ শফী' উকাড়ভী (রহ.)
অনুবাদ : মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান

প্রকাশনায় ঃ আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ

islamibookbd.wordpress.com

যাঁরা আল্লাহর রাহে নিহত হন, তাঁদেরকে তোমরা মৃত বল না, বরং তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পার না। আল-কুরআনুল করীম।

শামে কারবালা

মূল

খতীবে পাকিস্তান আল্লামা মুহাম্মদ শফী' উকাড়ভী

(রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি)

অনুবাদ

মুহাম্মদ আনিসুজ্জমান

আরবী প্রভাষক, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।
খতীব, খাজা গরীব উল্লাহ্ শাহ্ (রাহ্.) জামে মসজিদ, দামপাড়া, চট্টগ্রাম।

প্রকাশনায়: আ'লা হযরত ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

SHAM-E-KARBALA (URDU), BY : KHATIB-E-PAKISTAN ALLAMA SHAFI UKARVI (RH.), TRANSLATED INTO BENGALI BY MOHAMMAD ANISUZZAMAN, PUBLISHED BY A'LA HAZRAT FOUNDATION BANGLADESH.

islamibookbd.wordpress.com

শামে কারবালা (অনূদিত)
মূল: খতীবে পাকিস্তান আল্লামা মুহাম্মদ শফী' উকাড়ভী (রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি)
অনুবাদ: মুহাম্মদ আনিসুজ্জমান

পৃষ্ঠপোষকতায় ——————
পীরে ত্বরীক্বত ফকীহে বাংগাল আল্লামা শাহ্‌সূফী
কাজী মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম হাশেমী (রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি)
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, আন্‌জুমানে আশেকানে মোস্তফা (দ.) বাংলাদেশ।

নিরীক্ষা ও সম্পাদনায় ——————
আল্লামা মুফ্‌তী সৈয়দ মুহাম্মদ অসিয়র রহমান
ফকীহ্‌, জামেয়া আহ্‌মদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।
সভাপতি, আহ্‌লে সুন্নাত সম্মেলন সংস্থা (ওএসি) বাংলাদেশ।

স্বত্ব ——————
বইয়ের সর্বস্বত্ব অনুবাদক কর্তৃক সংরক্ষিত

সহযোগিতায় ——————
মুফ্‌তী কাজী মুহাম্মদ শাহেদুর রহমান হাশেমী

মুদ্রণ ——————
শব্দনীড়, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ০১৮১৯-৩৭৭১৪৬

শুভেচ্ছা মূল্য : ২৫০ (দুই শত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র।

শাহ্ আস্ত্ হুসাইন, পাদশাহ্ আস্ত্ হুসাইন,
দ্বীন আস্ত্ হুসাইন, দ্বীঁ পানাহ্ আস্ত্ হুসাইন,
সর্ দা-দ্, নহ্ দা-দ দস্ত্ দর্ দস্তে ইয়াযিদ,
হক্বকা কেহ্ বেনায়ে 'লা-ইলাহ্' আস্ত্ হুসাইন।

—খাজা গরীব নওয়ায (রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি)

উৎসর্গ

আওর জেতনে হ্যাঁয় শাহ্‌যাদে উস্ শাহ্‌কে
উন্ সব্ আহ্‌লে মকানত্ পেহ্ লাখোঁ সালাম।

—আ'লা হযরত (রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি)

মুর্শিদে বরহক্ব, গাউসে যমান, আলে রাসূল, হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব
হাফেজ ক্বারী মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্
(রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি) সহ নবী বংশের সকল সদস্যের পবিত্র চরণ কমলে।

গর কবুল উফ্‌তদ্ যহে ইয্‌য ও শরফ

islamibookbd.wordpress.com

تصدیق تنویر

منبع علم وعرفاں، پارۂ جگر سرور کون ومکاں، فخر اہل سنت، واقف اسرار
حقیقت، رازدار معرفت، مرشدنا مرشد برحق حضرت علامہ

سید محمد طاہر شاہ مدظلہ العالی

سجادہ نشین، دربار عالیہ قادریہ، سریکوٹ شریف پاکستان

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

دو مختلف زبانوں میں سے ایک زبان کو دوسری زبان میں تبدیل کرنا ایک اہم مرحلہ ہے۔ اگر صاحب قلم دونوں زبانوں میں ماہر نہو تو یہ کام ازبس ناممکن ہے خطیب پاکستان علامہ محمد شفیع صاحب اکاڑوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے کربلائے معلا کے دل دہلانے والے سانحہ عظیمہ اور خونی منظر کو ' شام کربلا' کے نام سے اردو زبان میں پیش کر کے اردو خواں حضرات کے دلوں میں اہل بیت کی قربانی کو تازہ رکھا۔ البتہ علماء کرام کے علاوہ بنگلہ دیش کی اکثریت شام کربلا کے افہام وتفہم سے محروم تھے۔ عزیزم مولانا حافظ محمد انیس الزمان زید عمرہ مدرس جامعہ احمدیہ سنیہ عالیہ چاٹگام نے نہایت محتاط انداز میں اسکو زبان میں ترجمہ کر کے اس کٹھن مرحلہ کو طی کیا اور بنگلہ دیش کے عوام وخواص کیلیئے شام کربلا سمجھنے کو آسان کر دیا۔

اللہ تبارک وتعالی مولانا کی سعی جمیل کو قبول فرمائے، امین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

حررہ الراجی الی رحمۃ ربہ القوی
الفقیر العباد
قادری طاہر شاہ

রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরীকত ,হাদীয়ে দ্বীন ও মিল্লাত, মুর্শিদে বরহক হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব শাহ্ সুফী **সৈয়দ মুহাম্মদ তাহের শাহ্** (ম.জি.আ.)'র

বানীর অনুবাদ

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসুলিহিল কারীম।

দুটি ভাষার একটিকে অপরটিতে রূপান্তরিত করা এক দূরূহ কাজই বটে। যদি অনুবাদক দুটি ভাষাতেই পারদর্শী না হন, তবে তা সম্ভব হয় না মোটেই।

খতীবে পাকিস্তান আল্লামা শফী উকাড়ভী (রহ.) কারবালার মর্মান্তিক ও রক্তাক্ত দৃশ্যপটকে উর্দু ভাষায় 'শামে কারবালা' নামে উপস্থাপন করে উর্দু ভাষাভাষিদের অন্তরে আহ্‌লে বাইতের ত্যাগ তিতিক্ষার স্মৃতিকে জীবন্ত করে রেখেছেন। অবশ্য ওলামায়ে কেরাম ছাড়া বাংলাদেশের অধিকাংশ পাঠক শামে কারবালার রসাস্বাদন থেকে বঞ্চিতই রয়ে গেছেন। জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়ার শিক্ষক স্নেহাস্পদ হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান সযত্ন প্রচেষ্টায় এ কিতাব বাংলায় অনূদিত করে এক কঠিন কাজ সমাধা করেছেন। আর বাংলা পাঠকদের জন্য তা বুঝতে সহজ করে দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর এ শুভ উদ্যোগকে কবুল করুন। আমীন, বিহুরমাতি সাইয়িদিল মুরসালীন।

الفقیر العباد
قادری طاہر شاہ

আহকারুল ইবাদ
সৈয়দ মুহাম্মদ তাহের শাহ্
সাজ্জাদানশীন, দরবারে আলিয়া ক্বাদেরিয়া,
সিরিকোট শরীফ, পাকিস্তান।

islamibookbd.wordpress.com

বাণী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসাবে মানুষকে তিনি পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। প্রিয় নবীর উম্মতেরাও তম্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়ায় তাদের পরীক্ষাও কালে কালে তেমনিই হয়েছে।

৬১ হিজরী সনে নবীজির প্রিয় দৌহিত্র হযরত হুসাইন (রাদি.) র যে পরীক্ষা সংঘটিত হয়েছিল, তা একদিকে তাঁকেও যেমন সত্য ন্যায়ের প্রতীক হিসাবে এক অতুলনীয় ইমেজ দিয়েছিল, তেমনি বিশ্বাসঘাতকের স্বরূপ প্রকাশেও কারবালার যুদ্ধ এক ইস্যুতে পরিণত হয়েছিল।

সত্য মিথ্যা, হক-বাতিলের দ্বন্দ্ব হিসাবে কারবালার এ অসম যুদ্ধ এক ঐহিতাসিক গুরুত্ব ধারণ করেছে। ইমাম হুসাইনের করুণ আত্মত্যাগ ও ইয়াযীদের নৃশংসতার অনন্য দলীল হিসাবে এ যুদ্ধকে উপজীব্য করে ইতিহাস ও সাহিত্য রচিত হয়ে আসছে সেই থেকে। তারই ধারাবাহিকতায় খতীবে পাকিস্তান আল্লামা শফী উকাড়ভী (রহ.)'র উর্দু ভাষায় রচিত শামে'কারবালাও এক উৎকৃষ্ট দলীল। সম্প্রতি বাংলা ভাষায় এর তর্জমা করেছেন আমার অতি স্নেহভাজন হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আনিসুজ্জমান। বাংলা সাহিত্যে ও ইতিহাসে এ প্রয়াস এক ইতিবাচক সংযোজন বলে আমি মনে করি।

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর হাবীব (দ.) ও আহলে বাইতের উসিলায় এ উদ্যোগ কবুল করুন। আমিন।

পীরে তরীকত ফকীহে বাংগাল আল্লামা শাহ্ সূফী
কাজী মুহাম্মদ আমীনুল ইসলাম হাশেমী (র.জি.আ.)
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি , আনজুমানে আশেকানে মুস্তফা (দ.) বাংলাদেশ।

বাণী

হামেদাওঁ ওয়া মুসাল্লিয়াওঁ ওয়া মুসাল্লিমা

দ্বীন ও ঈমানের হেফাজতে খোদাদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে আওলাদে রাসূলের প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্ব ও এক অসম যুদ্ধের নাম কারবালার যুদ্ধ। সাচ্ছা মুমিনের সেই থেকে প্রতীকি পরিচয় নির্ধারণ হয়ে যায় হুসাইনী মুসলমান হিসেবে। হক্ব ও বাতিলের এ যুদ্ধ শুধু রক্তক্ষয়ীই ছিলনা, এ যুদ্ধ ছিল লোম হর্ষক, ঐতিহাসিকভাবে মানবতার কলঙ্কজনক এক অধ্যায়।

ইয়াযীদিদের পৈশাচিকতা ও পাশবিকতার দলীল হিসাবে ঐতিহাসিক প্রামাণ্য বর্ণনায় সমৃদ্ধ এক অনবদ্য উর্দু কিতাব শামে কারবালা। হৃদয়গ্রাহী, মর্মস্পর্শী কিতাব খানি লিখেছেন খতীবে পাকিস্তান আল্লামা শফী উকাড়বী (রহ.)। বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের জন্য এ কিতাব বাংলায় অনুদিত করেছেন। আমার স্নেহাস্পদ জামেয়ার আরবী প্রভাষক হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আনিসুজ্জমান। এমনিতে তরজমা এক দূরূহ কাজ, তদুপরি এখানে উর্দু-ফাসী শে'র গুলো তিনি কাব্যে অনুবাদ করে শুধু মুসলিম মিল্লাতের জন্য নয়; বরং বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এক সেবাধর্মী অবদান রেখেছেন।

আমি এ কিতাবের বহুল প্রচার ও প্রসার কামনা করি। দোয়া করি আহলে বাইতের উসীলায় এ প্রয়াস লেখকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য নাজাতের পাথেয় হউক। আমীন, বিহুরমাতি সাইয়্যিদিল মুরসালীন, ওয়াআলিহী আজমাঈন।

শেরে মিল্লাত মুফতী ওবায়দুল হক নঈমী
শায়খুল হাদীস, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া, চট্টগ্রাম।

islamibookbd.wordpress.com

হলকুমে হানে তেগ ও কে বসে ছাতিতে,
আফতাব ছেয়ে নিল আঁধিয়ারা রাতিতে।
আসমান ভরে গেল গোধূলীতে দুপুরে,
লাল নীল খুন ঝরে কুফরের উপরে।

---------- নজরুল।

অনুবাদকের কথা

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের মহান দরবারে অশেষ কৃতজ্ঞতা। আমার মত ক্ষুদ্র বান্দাকে 'শামে কারবালা'র অনুবাদের মত একটি বড় কাজ করার তাওফীক দিয়েছেন। প্রিয় নবীর মহান দরবারে অসংখ্য দরূদ সালাম, যাঁর গুনগান উম্মতের জন্য নাজাতের উসীলা হয়।

আল্লাহ্ চাইলে অপদার্থের হাতেও ফোটাতে পারেন আশার গোলাপ। আমি অপকটে আমার জ্ঞানগত দৈন্যের কথা স্বীকার করছি। তদুপরি যে বিশেষ কারণে আমার হাতে বড় কাজ হয়ে উঠছে না, তার কৈফিয়ত দিতেও আমি অকুণ্ঠ। আর তা হচ্ছে কুম্ভ কর্ণের মত আমার 'আলস্য' আমাকে দিয়েছে নিষ্ক্রিয়তার এক বিশেষ ইমেজ। এ জন্য এ সামান্য খেদমতকে আমার নিজের কাছে অসামান্য মনে হয়েছে।

প্রিয় নবীর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমেই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি পাওয়া সম্ভব। এজন্য নবীজির পরিবার পরিজন ও তাঁর নূরানী বংশধরদের প্রতি মুহাব্বত রাখা প্রতিটি ঈমানদারের উপর ওয়াজিব। আহলে বাইতের এ মুহাব্বতের পরিবর্তে ৬১ হিজরী সনে তথাকথিত মুসলমানেরা (?) পার্থিব লোভ লালসা ও কাপুরুষোচিত প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে প্রিয় নবীজির প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র ইমাম হোসাইনকে সপরিবার ও সবান্ধবে শহীদ করার মত এক ঘৃণ্য, নৃশংসতম, হীন ও জঘন্য ঘটনা সংঘটিত করেছিল কারবালার ময়দানে। আহলে বাইতের প্রতি মুহব্বত ও ইয়াযীদের প্রতি ঘৃণা সেই থেকে মান দন্ড সাব্যস্ত হয়েছে হক্ব-বাতিল ও সত্য-মিথ্যার। ইমাম হুসাইন (রাদি.) ও তাঁর নির্যাতিত পরিজনের প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন বহু লেখক ও বহু ভাষায়। এরই ধারাবাহিকতায় উর্দু ভাষায় খতীবে পাকিস্তান আল্লামা শফি উকাড়বী (রহ.) লিখেছেন দু' দুটি স্বতন্ত্র কিতাব। শামে কারবালা এবং ইমামে পাক আউর ইয়াযিদে পলীদ। প্রাঞ্জল বর্ণনা, প্রামাণ্য উদ্ধৃতি সমৃদ্ধ শামে কারবালা কিতাবটি পড়তে পড়তে অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছি আহলে বাইতে রাসূল (দ.)'র প্রতি লেখকের কতটা অনুরাগ আর অকুণ্ঠ ভালবাসা। সে ভালবাসার আবেদনটুকু বাংলা ভাষা-ভাষী ভাই-বোনদের অন্তরে পৌছে দিতে অনুবাদে হাত দিয়েছি। এর অংশ বিশেষ আহলে সুন্নাতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী মাসিক পত্রিকা তরজুমান এ আহ্লে সুন্নাতের বেশ কিছু সংখ্যায় কিস্তিতে পত্রস্থ করি। সময়ের গতিধারায় মনে হলো কিছু পাঠক বাংলায় বইটি পেতে চান। দীর্ঘ সময়েও কাজের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি না হওয়ায় পাঠকের অনুরোধ উপরোধে অনেকটা লজ্জিত হয়েই আপাতঃ প্রথমার্ধ প্রকাশের উদ্যোগ নিই। শাহাদাত পরবর্তী ঘটনা থেকে অবশিষ্ট পরে ছাপাতে ইচ্ছা আছে। আপাতত এটুকু যা করেছি তা গ্রহণযোগ্য হলো কিনা তার বিচার একান্তই পাঠকের। তবে আহলে বাইতের শ্রদ্ধার্থে আমি সামান্য শ্রম দিয়েছি। তাঁদের অনুগ্রহে তা কবুল হলে মনে করবো পরযাত্রার কিছুটা হলেও পাথেয় আমার সঞ্চিত হয়েছে।

পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষা গুরু জামেয়ার শায়খুল হাদীস শেরে মিল্লাত মুফতী ওবাইদুল হক নঈমী সাহেবের সস্নেহ সহযোগিতা কখনো ভুলতে পারবো না। এছাড়া জামেয়ার ফকীহ শ্রদ্ধেয় উস্তাদ মুফতী সৈয়দ অছিয়র রহমান বইটির পান্ডুলিপি নিরীক্ষা ও সম্পাদনা করে অপরিসীম অবদানে ঋণী করেছেন। মাসিক 'প্রথম বসন্ত'র সম্পাদক, আ'লা হযরত ফাউন্ডেশনের সভাপতি, বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও গ্রন্থকার শ্রদ্ধেয় এডভোকেট মোছাহেব উদ্দীন বখতিয়ার ভাই প্রচন্ড ব্যস্ততার মাঝেও আমার অনূদিত বইটির মুখবন্ধ লিখে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ করেছেন। মুদ্রণ কাজে সহযোগিতা দিয়ে মুফ্তী কাজী মুহাম্মদ শাহেদুর রহমান হাশেমীও আমাকে কৃতার্থ করেছেন। তাঁদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মত পর্যাপ্ত শব্দমালা আমার নেই।

সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতা দিয়ে কাজ করার পরেও মুদ্রণ প্রমাদ থেকে যাওয়াই স্বাভাবিক। তথ্যগত বিশেষ কোন ভুল সচেতন পাঠকের দৃষ্টিতে এলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের সদুদ্দেশ্যে তা আমাকে অবহিত করলে ভুল টুকু ফুল হয়ে দেখা দেবে।

অনুবাদের জন্য যে সকল শুভাকাঙ্খী, শুভার্থীরা আবদার করেছিলেন, বইটি তাদের পাশাপাশি মুসলিম মিল্লাতের সামান্যতম উপকারে আসলেও আমার সাধনায় সিদ্ধি লাভ হয়েছে বলে মনে করবো। আহ্লে বাইতে রাসূলের প্রতি আমার এ শ্রদ্ধার্ঘ্য আল্লাহ্ ও রাসুল কবুল করুন। আমীন, বিহুরমাতি সাইয়িদিল মুরসালীন, ওয়া আ'লিহী আজমাঈন।

---

islamibookbd.wordpress.com

মুখবন্ধ

নাহ্‌মাদুহু ওয়ানুসাল্লী আলা রাসূলিহিল করীম।

কারবালায় সপরিবারে ইমাম হোসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)'র শাহাদাতের পূর্বাপর ঘটনাবলীর চেয়ে নির্মম ও হৃদয়বিদারক অপর কোন ঘটনা সম্ভবত ইসলামের ইতিহাসে আর নেই। ৬১ হিজরীর ১০ মুহর্‌রমের সেই নির্মম শাহাদাতের ঘটনা পরম্পরা বিগত সাড়ে তেরোশ বছর ধরে মুসলিম সমাজে এতো বেশি আলোচিত হয়ে আসছে যে, যার ফলশ্রুতিতে দুনিয়ার সৃষ্টিলগ্ন থেকে ১০ মুহর্‌রমে সংগঠিত পূর্ববর্তী নবীগণ (আলাইহিমুস্ সালাম)'র অপরাপর মহাঘটনাবলীও এর কাছে ম্লান হয়ে পড়েছে। আহ্‌লে বাইতে রাসূলের উপর নির্যাতনের নির্মম স্মারক সেই 'কারবালা' শব্দটি আজ শুধু একটি ঐতিহাসিক যুদ্ধক্ষেত্রের নাম নয়, সেটি আজ স্বয়ং যুদ্ধের প্রতীকি শব্দ হয়ে গেছে। কারবালা মানে দ্বীনের জন্য বুকের তাজা রক্ত ঝরানো। 'ইসলাম যিন্দা হোতা হ্যায় হার কারবালা কে বা'দ' এ কথাটি আজ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। বিশেষত বর্তমান বিশ্ব মুসলিম পরিস্থিতিতে আরো বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে বিধায় অধিক আলোচিত হচ্ছে। যেহেতু, এই কারবালার প্রেক্ষিতে মুসলিম সমাজের তীব্র আবেগ, শোকানুভূতিতে রচিত হয়েছে অসংখ্য সাহিত্য রচনা। কারবালার কাহিনী সর্বস্ব পুঁথি, শোকগাঁথা, বিলাপ, কবিতা, উপন্যাস-কী নেই আমাদের বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারে! যদিওবা ওইসব সাহিত্য, শুধুমাত্র সাহিত্য হিসেবেই গণ্য হতে পারে, কারবালার প্রকৃত ঘটনাবলীর দলীল হিসেবে অবশ্যই নয়। এরপরও পাঠকদের হাতের কাছে অতি সহজেই পৌঁছে যায় এইসব সাহিত্যাবলী। ফলে এতে বর্ণিত অতিরঞ্জিত সাহিত্যিক কাহিনীগুলোকে অনেকে আজো সত্য ঘটনা বলে বিশ্বাস করে এবং অপরের কাছে বর্ণনা দেয়। ফলে কারবালার কাহিনীর নামে আমাদের সমাজে অনেক উদ্ভট, এমনকি ঈমান-আক্বিদা বিধ্বংসী কথাবার্তা পর্যন্ত চালু হয়ে আছে। কারবালার বিখ্যাত রচনা 'বিষাদ সিন্ধু'র জন্য মীর মোশারফ হোসেন বাঙালী মুসলিম সমাজে অতি পরিচিত একটি নাম এবং 'বিষাদ সিন্ধু' যেন কারবালার ইতিহাস হয়ে ওঠেছে অনেক সরলপ্রাণ মানুষের কাছে। অথচ শিল্প-সাহিত্যের প্রয়োজনে মীর মোশারফ তার বিষাদ সিন্ধুতে এমন অনেক ঘটনা এবং মন্তব্য সংযোজন করেছেন, যা কারবালার চেতনাকেই ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে দেয়। তাছাড়া কারবালার হৃদয় বিদারক উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুসলিম সমাজও কম বিভক্ত হয়ে পড়েনি। যে পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়টি এই ঘটনাকে পুঁজি করে নিজেদের ষড়যন্ত্রের নীল নক্শা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ হিসেবে আহ্‌লে বাইতের জন্য মায়াকান্না আর মাতম করার ছুঁতোয় ইয়াযিদ পিতা আমীরে মুয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)'র মতো সাহাবীকে গালিগালাজ করার সুযোগ লুফে নেয়, তারা 'শিয়া' হিসেবে পরিচিত। অপর সম্প্রদায়টি বর্তমানে 'খারেজী' হিসেবে পরিচিত। যারা ঠিক শিয়াদের বিপরীত অবস্থান নিয়েছে। এরা আমীরে মুয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)'কে সম্মান প্রদর্শনের অজুহাতে কারবালার পুরো ঘটনার দায়-দায়িত্ব ইমাম হোসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)'র ঘাড়ে চাপানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত এবং কখনো কখনো সুস্পষ্টভাবে জালিম ইয়াযিদকে নির্দোষ খলিফা এবং ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)'কে দোষী ও বিদ্রোহী বলতেও দ্বিধা বোধ করে না। ইসলামের মূলধারা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারীরা উভয়ের উগ্র এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অভিযোগ ও মন্তব্যকে কঠিনভাবে প্রতিহত করে আসছে এ পর্যন্ত। সুন্নীরা কারবালার ঘটনার জন্য হযরত মুয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)'কে নির্দোষ জানলেও ইয়াযিদকে বড় পাপিষ্ট ও অভিশপ্ত বলে মনে করে এবং ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)'কে সৈয়্যদুশ্‌হ শোহাদা এবং ইসলামী চেতনার প্রতীক বলে মনে করে থাকে। সুতরাং দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কারণেও কারবালার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। এই বিভিন্নতার কারণে শুধু লেখালেখিতে বা রচনাবলীতে নয়, ওয়াজ-নসীহত, বক্তৃতা-বিবৃতিতে ও রয়েছে কারবালার ঘটনাকেন্দ্রিক বিতর্ক। এরপরও কারবালার চেতনা অধিকাংশই সুন্নী মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গির অনুকূলে। যদিওবা প্রচলিত কাহিনীগুলোতে কখনো কখনো অতিরঞ্জনের অভিযোগ আসে। এই অতিরঞ্জন কখনো কখনো ঘটনার বর্ণনাকে অতিরিক্ত মর্মস্পর্শী করবার প্রয়াস থেকেও হয়ে আসতে পারে। আমরা জানি যে, উপস্থাপনার বাহাদুরীতে নাটক উপন্যাসগুলোর অনেক কাহিনী মানুষকে কাঁদিয়ে ছাড়ে। বিষাদ সিন্ধু আজো কাঁদায় পাঠককে। কারবালার বাস্তব কাহিনীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিছু বাড়তি ঘটনাও যে মানুষকে কাঁদাতে পারবে তাতে সন্দেহ নেই। এই প্রসঙ্গে, চট্টগ্রামের খ্যাতিমান মুহাদ্দিস আল্লামা ফোরকান (রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি)'র একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি একবার কোথাও মন্তব্য করেছিলেন যে, 'কারবালার ওয়াজ শুনিয়ে এই জীবনে দুই ওয়ায়েজ আমাকে কাঁদিয়েছেন। একজন সত্য ঘটনার বর্ণনা দিয়ে, অপরজন মিথ্যা বয়ান করে।' তিনি বলেন, 'যিনি কারবালার সত্য বয়ান করে আমাকে কাঁদিয়েছেন তিনি হলেন, পাকিস্তানের আল্লামা শফী উকাড়ভী (রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি)।' অবশ্য, যিনি মিথ্যা কাহিনী শুনিয়ে কাঁদাতে পেরেছিলেন তাঁর নামও তিনি বলেছেন, যা এখানে উল্লেখের প্রয়োজন নেই।

'শামে কারবালা' নামক কারবালার ঘটনাবলীর নির্ভরযোগ্য বর্ণনা সম্বলিত কিতাবটির লেখক হলেন সেই আল্লামা শফী উকাড়ভী (রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি)। যিনি শুধু বাহ্‌রুল উলুম, শায়খুল হাদীস আল্লামা ফোরকান (রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি)'কে নয়; বরং উপমহাদেশসহ বিশ্বের অসংখ্য নবী প্রেমিক মুসলমান নর-নারীকে কাঁদিয়ে গেছেন কারবালার সত্য ঘটনা বর্ণনা করে। তাঁর ওয়াজ মাহফিলের ভিডিও দৃশ্যগুলো আজো বাকী হয়ে আছে তাঁর অনুপম শানে কারবালা মাহফিলের। ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)'র শাহাদাতের ঘটনাবলী বর্ণনার সময় তাঁর মাহফিলের কঠিন ধ্যান মগ্ন শ্রোতাটির দুই নয়ন বেয়ে অশ্রু বইত। সেই আল্লামা শফী উকাড়ভী (রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি) কারবালার নির্ভরযোগ্য ও তথ্য উপাত্ত সমৃদ্ধ বর্ণনা সম্বলিত কিতাব শামে কারবালা উর্দূ ভাষাভাষিদের জন্য তিনি লিখে গিয়েছিলেন। কিতাবটির

islamibookbd.wordpress.com

পাঠক চাহিদা এতো বেশি ছিল যে, শেষ পর্যন্ত এটি আর উর্দু অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকলো না। উর্দু জানা লোকদের মাধ্যমে এর ঢেউ এই বাংলাদেশেও আছড়ে পড়তে শুরু করছিল। তাই চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্রাসার সুযোগ্য শিক্ষক, লেখক, কবি হাফেজ মুহাম্মদ মুহাম্মদ আনিসুজ্জমান বইটি উর্দু থেকে অনুবাদ শুরু করেন গত ক'বছর আগে থেকে। তাঁর এই বাংলা তরজমা প্রকাশিত হয় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত মাসিক তরজুমান এ ধারাবাহিকভাবে। শামে কারবালার বাংলা তরজমা পড়ে তরজুমানের পাঠকদের মধ্যেও এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তরজুমানের পাঠকদের অনুরোধে শামে কারবালার বাংলা তরজমাগুলোকে একত্রিত করে গ্রন্থিত করবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হলো। হাফেজ মুহাম্মদ আনিসুজ্জমান তাঁর অনূদিত খসড়া কপিগুলো আমাকে দেখতে দিয়েছেন এই মুখবন্ধ লিখবার আগে আগে। খুব অল্প সময় নিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েছি এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। প্রত্যেকটি মন্তব্যের পেছনে রয়েছে সঠিক তথ্যসূত্র। কুরআন-হাদীসসহ নির্ভরযোগ্য কিতাব সমূহের মূল উদ্ধৃতি আরবী-উর্দুতে হুবহু সংরক্ষিত হয়েছে। তথ্যসূত্রবিহীন বক্তব্য না থাকায় ঘটনাবলী এবং মন্তব্যগুলো নির্ভরযোগ্য। বাংলা ভাষাভাষিরা এ বইটি পড়ে কারবালার প্রকৃত ঘটনাবলী জানতে পারবেন এবং ঘটনার সাথে সম্পর্কিত অনেক প্রশ্নের উত্তর পাবেন। বিশেষতঃ তিনি মূল কিতাবে আল্লামা শফী উকাড়ভী (রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি) কর্তৃক পাতায় পাতায় উদ্ধৃত ক্বাসীদা-শে'রগুলো অত্যন্ত স্বাভাবিক সরল কাব্যানুবাদ করে ফেলেছেন নিজেই। যা পাঠককুলের মূল উর্দু কবিতাগুলো বুঝার অতৃপ্তি থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। হাফেজ আনিসুজ্জমানের লেখাপড়া মূলতঃ মাদ্রাসা ভিত্তিক হওয়ায় তিনি কিতাবের মূল ভাব ও বক্তব্য আত্মস্থ করতে পেরেছেন সহজভাবে। মাদ্রাসা শিক্ষার পাশাপাশি তিনি ছাত্র জীবন থেকে ছিলেন সাহিত্যপ্রেমী। সে তখন থেকেই তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেছেন যা আজো চলছে। এক পর্যায়ে আলিম, ফাযিল, কামিল, ডিগ্রীগুলোর পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যে অনার্স-মাস্টার্স সম্পন্ন করেন। উর্দু-আরবি কিতাবের এই বিষয়টিকে অতি যত্নসহকারে সাবলীল বাংলা তিনি তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। মোটকথা আল্লামা শফী উকাড়ভী (রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি)'র বহুল প্রচারিত 'শামে কারবালা' কিতাবটি হাফেজ মুহাম্মদ আনিসুজ্জমানের হাতে অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং সাবলীলভাবে বাংলা ভাষায় একই সাথে গদ্যানুবাদ ও কাব্যানুবাদ হয়ে গেছে। তাই বইটি সহজেই পাঠকপ্রিয়তা পাবে বলে আশা করছি। আমি শামে কারবালার বাংলা সংস্করণটির বহুল প্রচার কামনা করছি। আমিন, বিহুরমাতি শাফিয়্যিল মুবনিবীন।

এডভোকেট মোহাম্মদ উদ্দিন কর্পোরেটর
সভাপতি, আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
সাংগঠনিক সম্পাদক, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ

শামে কারবালা

সূচী পত্র

		পৃষ্ঠা নং
১।	মূল কিতাবের রচয়িতা	১
২।	শাহাদাত	৫
৩।	শাহাদাতের প্রকাসমূহ	৬
৪।	শহীদের অর্থ	৭
৫।	প্রিয় নবীজীকে বিষ প্রয়োগ	৮
৬।	শাহাদাতের কারণ ও প্রেক্ষাপট	১৯
৭।	মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়ার পরামর্শ	২৪
৮।	একটি সংশয়	২৬
৯।	মদীনা মুনাওয়ারাহ্ থেকে যাত্রা	২৮
১০।	আবদুল্লাহ্ ইবনে মুত্বীর সাক্ষাৎ	২৯
১১।	কুফাবাসীর চিঠি ও প্রতিনিধি	৩০
১২।	হযরত মুসলিম কুফায়	৩৫
১৩।	ইয়াযীদকে সংবাদ জ্ঞাপন	৩৬
১৪।	ইবনে যিয়াদের কুফায় আসা	৩৮
১৫।	শুরাইক ইবনে আ'ওয়ার	৪০
১৬।	ইমাম মুসলিমের অনুসন্ধানে গুপ্তচর	৪২
১৭।	হানীর গ্রেফতারী	৪৩
১৮।	হযরত মুসলিম এবং ইবনে যিয়াদ	৫৯
১৯।	হযরত মুসলিমের শাহাদাত	৬০
২০।	হানীর শাহাদাত	৬১
২১।	ইমাম মুসলিমের দুই পুত্র	৬২
২২।	ইমামে আলী মকামের যাত্রা	৭৪
২৩।	হযরত কায়েস (রাদি.) শাহাদাত	৮৩
২৪।	আবদুল্লাহ ইবনে মুত্বী'র সাক্ষাৎ	৮৪
২৫।	যুহাইর বিন কাইন আল বাজলী	৮৫
২৬।	ইমাম মুসলিমের শাহাদাতের সংবাদ	৮৬
২৭।	ইমামের অভিভাষণ	৮৭
২৮।	ত্বকরীর	৮৯
২৯।	ত্বকরীর	৮৯

islamibookbd.wordpress.com

৩০। ত্বকরীর ৯১
৩১। শিক্ষনীয় বিষয় ৯৩
৩২। ত্বরমাহ্ ইবনে আদীর আগমন ৯৫
৩৩। ত্বরমাহ্ ইবনে আদীর পরামর্শ ৯৭
৩৪। কারবালার ময়দানে ১০০
৩৫। আমর বিন সাদ ১০৩
৩৬। শিক্ষনীয় বিষয় ১০৫
৩৭। পানি বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ ১০৮
৩৮। একটি রাতের অবকাশ ১১৪
৩৯। সহযাত্রীদের উদ্দেশ্যে ইমামের ভাষণ ১১৫
৪০। সহযাত্রীদের প্রত্যুত্তর ১১৬
৪১। দশই মহররম ৬১ হিজরী ছোট ক্বিয়ামত ১২৩
৪২। সীমারের ধৃষ্টতা ১২৪
৪৩। শেষ চেষ্টা ১২৫
৪৪। শিক্ষনীয় বিষয় ১৩০
৪৫। হুরের আগমন ১৩২
৪৬। হুরের অভিভাষণ ১৩৪
৪৭। যুদ্ধের সুচনা ১৩৫
৪৮। আবদুল্লাহ ইবনে ওমাইর ক্বালবী ১৩৭
৪৯। কারামত ১৩৮
৫০। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুসলিম ১৫৩
৫১। হযরত আক্বিল (রাদি.) পুত্রগণ ১৫৫
৫২। হযরত আলী (রাদি.) পুত্রগণ ১৫৬
৫৩। ইমাম হাসান মুজতবার সন্তানগণ ১৫৯
৫৪। সৈয়দুনা কাসেম বিন হাসান ১৬০
৫৫। হযরত মুহাম্মদ ও আউন ১৬৪
৫৬। হযরত আব্বাস আলমদার ১৬৭
৫৭। শেষ চেষ্টা ১৬৮
৫৮। হযরত সৈয়্যদুনা আলী আকবর ১৭৩
৫৯। মাসুমে কারবালা হযরত আলী আলী আসগর ১৮৪
৬০। তাজেদারে কারাবালা ইমাম হুসাইন (রাদি.) ১৯০
৬১। শেষ চেষ্টা ১৯৮

দ্বিতীয়ার্ধের সূচিপত্র

অধ্যায়ের শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
১। শাহাদাত পরবর্তী ঘটনাসমূহ	১
২। কারবালার দিন শেষে	২৩
৩। কুফা অভিমুখে	৩১
৪। সমাধিতে শহীদেরা	৩২
৫। জ্যোতিময় শির মোবারক ও সাদা পাখি	৩২
৬। নূরানী শির ও ইবনে যিয়াদ	৩৩
৭। ইবনে যিয়াদ ও কারবালার বন্দীগণ	৩৫
৮। কুফার মসজিদে বিজয় ঘোষণা ও ইবনে আফীফের শাহাদত	৩৮
৯। ইয়াযীদের দরবারে-	৫২
১০। প্রথম বর্ণনা	৫২
১১। দ্বিতীয় বর্ণনা	৫৩
১২। তৃতীয় বর্ণনা	৫৫
১৩। চতুর্থ বর্ণনা	৫৭
১৪। পঞ্চম বর্ণনা	৬০
১৫। ফলাফল (বা চূড়ান্ত অভিমত)	৬১
১৬। আপত্তির জওয়াব	৬৩
১৭। ইয়াযীদের ঘরে মাতম	৭০
১৮। ইয়াযীদের আচরণ	৭০
১৯। আহ্‌লে বাইতের মদীনা মুনাওয়ারায় প্রত্যাবর্তন	৭১
২০। কারবালা হয়ে গমন	৭২
২১। সহযোগীসহ আহ্‌লে বাইতের শহীদানের সংখ্যা	৮৩
২২। কারবালায় বন্দীদের সংখ্যা	৮৭
২৩। ইয়াযীদ বাহিনীর নিহতদের সংখ্যা	৮৯

islamibookbd.wordpress.com

অধ্যায়ের শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
২৪। নূরানী শির মোবারক কোথায় সমাহিত	৯০
২৫। শির মোবারক'র কারামত	৯২
২৬। কারবালার ঘটনার পর ইয়াযীদের কার্যকলাপ	৯৪
২৭। মক্কা মুকার্‌রামায় আক্রমণ	১০১
২৮। মুয়াবিয়া আসগর	১০৫
২৯। সম্মানিত পাঠক বৃন্দ	১০৫
৩০। হত্যাকারীর পরিণাম	১১০
৩১। আমার বিন সা'দ	১২৩
৩২। খোলী বিন ইয়াযীদ	১২৫
৩৩। শিমার যিল জওশন	১২৫
৩৪। হাদীস বিন তুফাইল আত্‌তায়ী	১২৮
৩৫। যায়েদ বিন রুফাদ	১২৯
৩৬। আমর বিন সবীহ্	১৩০
৩৭। মুখতারের নবুওয়ত দাবী	১৩৫
৩৮। আশুরা'র ফযীলত	১৩৮
৩৯। আশুরার আমলসমূহ	১৩৯
৪০। শাহাদতের উল্লেখে অশ্রুপাত করা	১৪৭
৪১। মুহররমের অনুষ্ঠানাদি উদ্‌যাপন	১৫০
৪২। তা'যিয়া প্রসঙ্গে	১৫৪
৪৩। ধৈর্য বনাম হা-হুতাশ	১৫৮
৪৪। শিয়া সম্প্রদায়ের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলী থেকে...	১৬১
৪৫। শাহাদত সংক্রান্ত আলোচনার সংক্ষিপ্ত উপকারিতা	১৭২

শামে কারবালা

মূল কিতাবের রচয়িতা

খতীবে পাকিস্তান আল্লামা শফী'উকাড়ভী (রহ.)

ভারতের পূর্ব পাঞ্জাবের অন্তর্গত খেম করণ নামক জায়গায় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাজী শেখ করম ইলাহী (রহ.)'র ঔরশে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে এ ক্ষণজন্ম মহাপুরুষের জন্ম হয়।

শিক্ষাজীবন ঃ স্কুলে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পড়ার পর দরসে নিযামীতে সম্পূর্ণ দাওরায়ে হাদীস, তাফসীর অধ্যয়ন সম্পন্ন করেন। তাঁর শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে আশরাফুল মাদারেস দারুল উলুমের হাদীস ও তাফসীর বিভাগের প্রধান আল্লামা গোলাম আলী আশরাফী উকাড়ভী, মাদ্‌রাসায়ে আরাবিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম, মুলতানের শায়খ, উস্তাদুল উলামা গাজ্জালিয়ে যমান আল্লামা সাইয়িদ আহমদ সাঈদ কাযেমী (রহ.)'র নাম উল্লেখযোগ্য।

তরীক্বতের দীক্ষা ঃ শেরে রাব্বানী মিয়া শে'র মুহাম্মদ (রহ.) এর সহোদর শায়খুল মাশায়েখ পীর মিয়া গোলামুল্লাহ শরকপুরী (রহ.) প্রকাশ 'সানী ছাহেব' এর পবিত্র হাতে সিলসিলায়ে নকশবন্দিয়া মুজাদ্দেদিয়ায় দীক্ষিত হন। হযরত মিয়া শে'র মুহাম্মদ শরকপুরী (রহ.) তাঁর সম্পর্কে সুসংবাদ হাজী শেখ করম ইলাহীকে পূর্বেই দিয়েছিলেন। পিতা মাতা উভয়েই তাঁর শুভ আবির্ভাব প্রাক্কালে বহু নেক স্বপ্নও দেখেছিলেন।

কর্ম জীবন ঃ স্বীয় পীর মুর্শিদ হযরত সানী ছাহেব কেবলা (রহ.) সহ অপরাপর ওলামায়ে আহ্‌লে সুন্নাতের সাথে সম্পৃক্ত থেকে পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৭ ইং সনে দেশবিভাগের পর ভারত থেকে পাকিস্তানের উকাড়ায় এসে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। জামেয়া হানাফিয়া আশরাফুল মাদারেস নামে এক মাদরাসা কায়েম করেন। জামে মসজিদ মন্টগোমারী (সাহী ওয়াল)'র জুমার খতীব হিসাবে দায়িত্ব পালন শুরু করেন। পাশাপাশি উকাড়ার বিরলা হাই স্কুলে ধর্মীয় শিক্ষক হিসাবে নিয়োজিত হন।

১৯৫২-৫৩ ইং সালে 'খতমে নবুয়াত' আন্দোলনে শুধুমাত্র সাইয়েদে আলম (দ.) 'শেষ নবী' হওয়ার মর্যাদাকে সমুন্নত রাখার মহান লক্ষ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এ কারণে রাজরোষের শিকার হয়ে মন্টগোমারী কারাগারে

islamibookbd.wordpress.com

দশ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। জেলে থাকা অবস্থায় তাঁর দু জন ছেলে তানভীর আহমদ (৩ বছর) ও মুনীর আহমদ (১ বছর) ইন্তেকাল করেন। এ ঘটনায় প্রভাবশালী কিছু লোক সাহী ওয়ালের ডেপুটি কমিশনারকে তাঁর কারামুক্তির জন্য সুপারিশ করেন। ডেপুটি কমিশনার তাঁর সাথে বিশেষ সাক্ষাৎকারে বলেন, 'দুই জন ছেলের মৃত্যুতে আপনার পরিবারের অবস্থা শোচনীয়। অনেক লোক সুপারিশ করার দরুণ আমার পরামর্শ হল, আপনি ক্ষমা চেয়ে একটি আবেদন পত্র পেশ করুন। আজই মুক্তি পেয়ে যাবেন। আপনার আবেদনের বিষয় গোপন রাখা হবে।" উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "আমি বিশ্বাস করি হুযুর পাক (দ.) সর্বশেষ নবী। আমার এ পবিত্র আকীদা এবং নবীজির মর্যাদার পক্ষে আমি কাজ করেছি। সুতরাং ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্নই আসেনা। আমার সন্তানেরা আল্লাহ্‌র প্রিয় সান্নিধ্যে চলে গেছে। আমার নিজের জীবনও যদি চলে যায় তথাপি আমি এ আক্বীদা বিশ্বাস থেকে এক চুল নড়বো না, ক্ষমাও চাইব না।" পরিণামে তাঁর মুক্তির পরিবর্তে আরো নির্দয় ব্যবহার শুরু হয়। কারো সাথে তাঁর সাক্ষাৎও নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। কিন্তু তিনি ধৈর্য্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করে যান।

১৯৫৫ ইং সনে করাচী মাযহাবী আবেদনের প্রেক্ষিতে করাচীর সর্ববৃহৎ কেন্দ্রীয় মেমন মসজিদ (বোল্টন মার্কেট) এ খতীব নিযুক্ত হন। সর্বান্তকরণে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দ্বীন ও মসলকের খেদমতে নিয়োজিত থাকেন। এই ফাঁকে তিন বছর ঈদগাহ ময়দান জামে মসজিদে, দুই বছরাধিক কাল আরামবাগ জামে মসজিদে, বার বছর নূর মসজিদে খতীবের গুরু দায়িত্ব পালন করেন। এ সকল মসজিদে কুরআন পাকের দরস ও তাফসীর প্রদান করতেন। প্রায় উনত্রিশ বছরে নয় পারার মত তাফসীর বর্ণনা করেন।

১৯৬৪ ইং সনে পি, আই, সি, এইচ সোসাইটিতে মসজিদে গাউসিয়া ট্রাষ্ট সংশ্লিষ্ট দারুল উলুম হানাফিয়া গাউসিয়া নামে একটি ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করেন।

১৯৭২ ইং সনে গুলিস্তানে শফী উকাড়ভী (সোলজার বাজার) করাচীতে এক খন্ড জমিতে তিনি একটি মসজিদ ও ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেন। যার নাম গুলজারে হাবীব (দ.) ট্রাস্ট।

তাঁর বাগ্মীতা : চল্লিশ বছর ধরে তিনি অবিরাম দ্বীন ও মাযহাবের খেদমতে তাকরীর বয়ান চালিয়ে যান। অনর্গল বর্ণনা ও ভাষার সাবলীলতা, প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপনা ও সুগভীর তত্ত্ব সমৃদ্ধ আলোচনা ও সমধুর কণ্ঠের জন্য তিনি

'খতিবে পাকিস্তান' হিসাবে শুধু স্বীকৃতই ছিলেন না; তাঁর গণচুম্বী জনপ্রিয়তোকে এখনও পর্যন্ত কোন বাগ্মীবক্তা ম্লান করতে পারে নি। রাতের পর রাত সহস্র শ্রোতাকে মুগ্ধমুগ্ধের মত তিনি মোহাবিষ্ট করে রাখতেন। এ মুগ্ধ সমাবেশ থেকে হাজার হাজার মানুষের ভ্রান্ত আক্বীদা তিনি পরিশুদ্ধ করেছেন। তিন সহস্রাধিক অমুসলিম তাঁর হাতে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন।

বিভিন্ন দেশ সফর : দ্বীন ও মাযহাবের প্রচার প্রসারের জন্য তিনি ছুটে গেছেন দেশ থেকে দেশান্তরে। মিল্লাতের মুখপাত্র হয়ে তিনি সফর করেছেন মধ্য প্রাচ্য, উপসাগরীয় দেশ সমূহে, ফিলিস্তিন, আফ্রিকার বহুদেশ, এশিয়া ভারত ও বাংলাদেশে।

সাংগঠনিক তৎপরতা : সাংগঠনিক দক্ষতার স্বাক্ষর হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বহু সংগঠন। কেন্দ্রীয় জমাতে আহলে সুন্নাত ও জাতীয় সীরাত সংস্থার তিনি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। দ. অফ্রিকার আনজুমানে আহলে সুন্নাত পাকিস্তানের সুন্নী তাবলীগী মিশন, আনজুমানে মুহিব্বনে সাহাবা ওয়া আহলে বাইত, তানযীমে আয়িম্মা ও খুতাবায়ে আহলে সুন্নাত ইত্যাদি তাঁর সাংগঠনিক প্রজ্ঞার ফসল।

জাতীয় পর্যায়ে অবদান : ১৯৭০ ইং সনে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। প্রেসিডেট জিয়াউল হকের শাসনামলে মসজিদে শুরা'র অন্যতম সদস্য মনোনীত হন। এ সুবাদে আহলে সুন্নাতের স্বীকৃত আইন প্রবর্তনের ক্ষেত্রে তিনি ভূমিকা রাখতে সমর্থ হন। এ ছাড়া ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন কমিটিতেও তাঁর প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা ছিল। ওফাতের কিছুকাল আগেও তিনি ছিলেন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ওয়াক্‌ফ বিভাগের প্রধান পরিদর্শক এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী বিভাগের সদস্য। এ ছাড়া জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিল গঠন, দুর্যোগ মোকাবিলাসহ আফগানের মজলুম মুজাহিদদের জন্য তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ছিল অবর্ণনীয়।

islamibookbd.wordpress.com

হারামাইন শরীফাইনের সফর ঃ প্রেমিকদের অন্তর বার বার ছুটে যেতে যায় আল্লাহ্ রাসুলের টানে মক্কাশরীফ ও মদীনা মূনা ওয়ারায়। এ আশেক বান্দাও সে দুর্বার আকর্ষনে ষোলবার উপস্থিত হয়েছেন হারমাইন শরীফাইনে।

অন্তিমযাত্রায় খতীবে পাকিস্তান ঃ ১৯৮৪ ইং সনের ২০ এপ্রিল গুলযারে হাবীব ট্রাস্টের জামে মসজিদে তাঁর আখেরী খুৎবাহ প্রদান করার পর সে রাতেই তৃতীয় বারের মত হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় তাঁকে জাতীয় হৃদরোগ

ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়। তিনদিনপর ২৪ এপ্রিল ১৯৮৪ মোতাবিক ২১ রজব ১৪০৪ হিজরী মঙ্গলবার ফজর নামাযের আযান শেষ হওয়ার সাথে সাথে সরবে দরূদ সালাম পাঠ করতে করতে তিনি শেষ নিঃশেষ ত্যাগ করেন।

লেখার ভুবনেও কিংবদন্তী এ বক্তা ঃ অমিত বাগ্মীতা সম্পন্ন 'খতীবে পাকিস্তান' এর ইমেজ নিয়ে দ্বীন ও মযহাবের মুখপাত্র হিসাবে দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে তাঁর লেখনী বিষয়কর ভাবে তিনি সচল রেখেছেন। ওয়াজ-বক্তৃতার মতো ইসলামী আকায়েদ ও আদর্শের আলোকে তাঁর লেখা অজস্র কিতাব-পুস্তক মুসলিম মিল্লাতকে শানিত করেছিল। পাঠক নন্দিত তাঁর লেখা গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, (১) দরসে তাওহীদ (২) রাহে আক্বীদত (৩) রাহে হক (৪) নামায মুতারজাম (৫) সাওয়াবুল ইবাদাত (৬) মুসলমান খাতুন (৭) আনওয়ারে রেসালত (৮) আখলাক ও আ'মাল (৯) আয়েনায়ে হাকীকত (১০) জিহাদ ও কিতাল (১১) বরকাতে মীলাদ (১২) সফীনায়ে নূহ (১৩) যিকরে জামীল (১৪) যিকরে হাসীন (১৫) শামে কারবালা (১৬) ইমামে পাক আওর ইয়াযীদে পলীদ (১৭) তাআরুফে উলামায়ে দেওবন্দ (১৮) নুগমায়ে হাবীব (১৯) মীলাদে শফী' (২০) মাস্আলায়ে তালাকে সালাসা (২১) মাসআলায়ে সিয়াহ্ খিদ্বাব (২২) মাস্আলায়ে বীস তারাভীহ্ (২৩) মকালাতে উকাড়ভী (২৪) নজূমুল হিদায়াত ইত্যাদি।

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلى على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين
وما توفيقى الا با لله عليه توكلت واليه انيب

শাহাদাত

شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی
وہ خوش قسمت ہیں مل جائے جنہیں دولت شہادت کی
شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں
زمیں پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں
یہ شہادت اک سبق ہے حق پرستی کے لئے
اک ستون روشنی ہے بہر ہستی کے لئے

শাহাদত ভাগ্যের সেরা মনযিল, জুটে যার ভাগ্যে তা সেই খোশ দিল।
ভঙ্গুর দুনিয়াতে সে চিরঞ্জীব, চাঁদ তারা আকাশেতে যেমন সজীব।
সত্যের ধ্বজাধারী তরে সে সবক, আলোময় খুঁটি সে যে ধরায় ব্যাপক।

আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেছেন,

ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك وفيقا (النساء29)

অর্থাৎ- "যে আল্লাহ্ ও রাসূলের অনুগত হয়, সে ঐ সকল ব্যক্তি বর্গের সান্নিধ্য পাবে, যাঁদেরকে আল্লাহ্ নেয়ামত দান করেছেন, অর্থাৎ নবীগণ, সিদ্দিকীন, শোহাদা এবং ছালেহীন তথা বুযুর্গানে দ্বীন। আর এঁরা সঙ্গী হিসেবে কতইনা উত্তম!"

....আন্নিসা- ৬৯ আয়াত।

এ আয়াত থেকে দু'টি বিষয় সাব্যস্ত হয়। (এক) যাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) এর প্রতি অনুগত এবং আজ্ঞাবহ থাকে, তাঁদের ভাগ্যে নবী সিদ্দীক, শহীদ ও নেক বান্দাগণের সাহচর্য ও সংগ অর্জিত হয়। (দুই) নবুয়ত, সিদ্দিকীয়্যত, শাহাদাত ও সালেহিয়্যত বা বেলায়ত আল্লাহ্র নেয়ামতসমূহের অন্যতম।

হুজুর সাইয়্যেদে আলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র সত্ত্বার মাঝে যে কোন সৃষ্টিকে দেয়া প্রতিটি নেয়ামত পূর্ণ মাত্রায় ছিল বিদ্যমান।

islamibookbd.wordpress.com

ہر رتبہ کہ بود در امکان بروست ختم + ہر نعمتے کہ داشت خدا بروتمام

মর্যাদা যা ছিল সবই, তাঁর মাঝে পায় পূর্ণতা,
আল্লাহ্ তায়ালার দান ছিল যা, তিনিই পেলেন পূর্ণতা।

বরং যে কারো ভাগ্যে যাই নেয়ামত বা পূর্ণতা জুটেছে, তা তাঁরই মাধ্যমে জুটেছে। সমস্ত আম্বিয়া, সিদ্দীকগণ, শোহাদা এবং আউলিয়াদের মাঝে যতটুকু পরিমাণ সৌন্দর্য ও উৎকর্ষ, তা জামাল ও কামালে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতিচ্ছায়া ও প্রতিবিম্ব মাত্র।

انچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری

সবাই মিলিয়া যা কিছু পাইল শৌকর্য, একক তোমার সত্ত্বায় সব সৌন্দর্য।

কেননা তিনি কায়েনাতের তথা সমগ্র সৃষ্টির মৌল। তাঁর পবিত্র যাতে মোবারক সৃষ্টিকুলের অণু পরমাণুর জন্য কল্যাণ ও বরকত লাভের মাধ্যম এবং উপায়। যেমনিভাবে গাছের শেকড় তার সমগ্র অস্তিত্বের সজীবতা এবং ফলের পরিপূর্ণতার একমাত্র কারণ হয়ে থাকে, তেমনি তাঁর পবিত্র যাত তামাম জগতের জন্য সব রকমের নেয়ামত ও বুযুর্গী লাভের একমাত্র মাধ্যম।

تو اصل وجود آمدی از نخست + دگر ہر چہ موجود فرع تست

"সকল সৃষ্টির আপনি তো মূল- শাখা প্রশাখাই এ সৃজন-কুল।"

শহাদাতের প্রকার সমূহঃ

১. শাহাদাতে জিহরী (ব্যক্ত) ২. শাহাদতে সিররী (গুপ্ত) অর্থাৎ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য। ১ম প্রকারের শাহাদাতের স্বরূপ হচ্ছে, কোন মুসলমান আল্লাহর রাহে আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত রাখতে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং নানা রকমের দুঃখ কষ্টকে সহ্য করতঃ জীবন বিসর্জন দেয়া, অথবা অন্যায়ভাবে নিহত হয়ে যাওয়া।

২য় প্রকারের শাহাদাত হচ্ছে বিষপ্রয়োগের মাধ্যমে কিংবা প্লেগ মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে অথবা একাধিক কোন দূর্ঘটনার শিকার হয়ে মারা গেলে, কোন ঘরবাড়ী ধ্বসে পড়লে তার নিচে পড়ে, আগুনে আটকে গিয়ে, স্নান-সাঁতারে কিংবা বন্যার তোড়ে ডুবে গিয়ে, বা ইলমে দ্বীন অর্জনাবস্থায়, হজ্বের সফরে, কিংবা কঠিন পেটের পীড়ায় ও জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে এবং মহিলাদের প্রসবোত্তর অধিক রক্ত স্রাবে মৃত্যু হলে। ইত্যাদি মৃত্যু ২য় প্রকার শাহাদত।

islamibookbd.wordpress.com

শহীদের অর্থ

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

الشهيد فعيل بمعنى الفاعل وهو الذى يشهد بصحة د ين الله تارة بالحجارة والبيان و اخرى بالسيف والسنان ويقال للمقتول شهيدمن حيث انه بذل نفسه فى نصرة دين الله وشهادته له با نه هو الحق –
(تفسير كبير 3/262)

'শহীদ (আরবী 'فعيل'('شهيد' এর ওযনে (বর্ণ ক্রমানুবর্তনে) ইসমে ফায়েল (অর্থাৎ কর্তৃবাচক বিশেষ্য) শহীদ ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে আল্লাহর দীনের বিশুদ্ধতা ও যথার্থতার প্রকৃত মর্যাদা বাস্তবায়নে কখনো দলীল প্রমাণের মাধ্যমে ও যথার্থ প্রচারশক্তি দ্বারা, কখনো বা বর্শা, তরবারী বা যে কোন অস্ত্র প্রয়োগের মাধ্যমে সাক্ষ্য দেয়া। আল্লাহর রাহে আত্মোৎসর্গকারীকেও এ বর্ণনার আলোকেই শহীদ বলায় হয়। কেননা তিনি নিজ জীবন উৎসর্গ করে আল্লাহর দ্বীনের বাস্তবতার সাক্ষ্য দেন।

শাহাদাতের এই অর্থ মোতাবেক মানতেই হবে যে, শাহাদতের নেয়ামত ও মর্যাদা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র সত্তার মাঝে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তা এজন্য যে, যেভাবে তিনি অগণিত দলীল প্রমাণ ও সুস্পষ্ট বর্ণনা এবং মু'জিযা সহকারে আল্লাহর দীনের সত্যতা প্রতিপাদনে সাক্ষ্যদান করেছেন, তেমনটি আর কেউ পারেনি। কে না জানে যে, এই 'দ্বীনে হক্ব এর সত্যতার সাক্ষ্য দিতেই তিনি মক্কা মুকাররামায় একটানা তের বছর অসহনীয় দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছেন। অলিগলি হাটে বাজারে তায়েফের ময়দানে পাথরের আঘাত মুখ বুঁজে সহ্য করেছেন। নেহায়েত অশ্রাব্য সব মন্তব্য কানে শুনেছেন। যেমন তিনি বলেছেন,

ماوذى نبى كماوذيت "আল্লাহর রাহে 'আমি যতটা যাতনাগ্রস্থ হয়েছি, আর কোন নবী তেমনটি হননি।" এমনকি তাঁকে জন্মভুমি, ঘরবাড়ী পর্যন্ত ত্যাগ করতে হয়েছে। মদীনা মুনাওয়ারায় এসে অনেকগুলো যুদ্ধ বিগ্রহে স্বশরীর অংশ গ্রহণ করে বর্শা-তরবারী দ্বারা ও দ্বীনের সাক্ষ্য দিয়েছেন। দাঁত মোবারক শহীদ হয়, নবীজি আঘাতপ্রাপ্তও হন। পার্থক্য শুধু পবিত্র রূহ মোবারক বের হওয়া। আর তা যুদ্ধের ময়দানে বের হয়নি এই কারণে যে, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে ওয়াদা করেছেন- -'والله يعصمك من الناس' অর্থাৎ "আল্লাহ্ তায়ালা আপনা (র জীবন)কে মানুষের আক্রমণ থেকে পবিত্র রাখবেন। কাজেই যদি যুদ্ধের

ময়দানে তিনি কোন কাফের সৈন্যের হাতে নিহত হতেন বা শহীদ হতেন, তবে অবিশ্বাসীরা আল্লাহ্‌র ওয়াদা ও কুরআনের বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার সুযোগ পেয়ে যেত। সে সুযোগ গ্রহণ করে তারা বলতো যে "এ নবীর কাছে তো আল্লাহ তাঁর জীবন রক্ষার ওয়াদা করেছিলেন, তবে তিনি তাঁকে বাঁচালেন না কেন? আমরা তো অমুক যুদ্ধে তাঁর দফা রফা করে দিয়েছি।" কাজেই প্রমাণিত হল, প্রকাশ্য শাহাদতের হাকীকত বা মর্মার্থ তাঁর পবিত্র সত্তায় যথার্থভাবে ফুটে উঠেছিল।

প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বিষ প্রয়োগ

খায়বর যুদ্ধে যয়নব বিনতে হারেসা নামী জনৈকা ইয়াহুদি রমণী বকরীর ভূনা গোস্ত বিষ মিশ্রিত করে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর খেদমতে পাঠিয়ে দেয়। ফলে তিনি তা থেকে কিছু খেয়েও নিলেন। স্বয়ং ঐ ভূনা গোস্তই তাঁকে জানিয়ে দেয় যে, আমি তো বিষ মিশ্রিত গোস্ত। তিনি তৎক্ষনাৎ হাত উঠিয়ে নেন। তাঁর সাথে তাঁরই প্রিয় সাহাবী হযরত বিশির ইবনে বারাও ঐ গোস্ত খেয়ে ফেলেন। আর ওই বিষের ক্রিয়ায় তিনি তখনই শাহাদাত বরণ করেন।

তখন নবীজি সেই ইহুদী মহিলাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, কী কারণে তুমি এই কান্ড ঘটিয়েছ? উত্তরে মহিলা বলল, اردت ان اعلم ان كنت نبيا لم يضرك وان كنت ملكا ارحت الناس منك- আর্থাৎ আমি (পরীক্ষা করতঃ) জানতে চেয়েছি যে, (আপনি কি নবী, না কোন বাদশাহ্) যদি আপনি নবী হয়ে থাকেন তবে এ বিষ আপনার কোন ক্ষতি করবেনা। আর যদি আপনি বাদশা হয়ে থাকেন তবে আমি আপনার (নির্যাতনের) হাত থেকে মানুষদের স্বস্থি দিতে পারব। (তবক্বাতে ইবনে সাদ ১৭২/১)

যা হোক ঐ ইহুদি মহিলাকে তাঁর নির্দেশে মৃত্যু দন্ড দেয়া হয়। আল্লামা যুরকানী (রহমাতুল্লাহ আলাইহি) বর্ণনায় উল্লেখ করেন যে, وقد ثبت ان نبينا صلى الله عليه وسلم مات شهيدا لاكله يوم خيبر من شاة مسمومة سما قاتلا من ساعة حتى مات منه بشربن البراء بن معرور وصار بقاؤه صلى الله عليه وسلم معجزة فكان به الم السم يتعا هده احيانا الى ان مات به- অর্থাৎ নিঃ সন্দেহে প্রমাণিত হল যে আমাদের প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শহীদি ওফাত লাভ করেছেন। কেননা তিনি খায়বরের (যুদ্ধের) দিন এমন তীব্র বিষ মিশ্রিত বকরীর গোস্ত থেকে কিছু খেয়েছিলেন, যে বিষের প্রতিক্রিয়ায় মানুষের তৎক্ষনাৎ মৃত্যু ঘটে। যে ভাবে সে বিষের

প্রতিক্রিয়ায় বিশ্‌র ইবনে বারা ইবনে মা'রূর সে মূহুর্তেই প্রাণত্যাগ করেছিলেন। তাছাড়া হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বেঁচে থাকা (অর্থাৎ বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত না হওয়া) তাঁর অন্যতম মু'জিযা ছিল। কিন্তু সেই বিষ তাঁকে প্রায়শঃ যন্ত্রণা দিতে থাকত। এমনকি শেষ পর্যন্ত তারই প্রভাবে তাঁর ওফাত সংঘটিত হয়।

আল্লামা ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ুতী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

اخرج البخارى والبيهقى عن عائشة قالت كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول فى مرضه الذى توفى فيه لم ازل اجد الم الطعام الذى اكلت بخيبر فهذا اوان انقطع ابهرى من ذالك السم (انباء الاذكياء فى خيواة الا نبياء 149)

ইমাম বুখারী ও ইমাম বায়হাকী (রাঃ) হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর অন্তিম রোগশয্যায় বলতেন, আমি খায়বরে বিষ মিশ্রিত গোস্ত খেয়েছিলাম, তার (ক্রিয়াজনিত) যন্ত্রনা সবসময় ভোগ করে চলেছি। এখন সেই মুহুর্ত সমুপস্থিত যে, ঐ বিষেরই প্রতিক্রিয়ায় আমার জীবন রগ ছিন্ন হয়ে যাবে। (আন্‌বাউল আয্‌কিয়া ফী হায়াতিল আম্বিয়া, ১৪৯)

বুঝা গেল যে, যেভাবে প্রকাশ্য শাহাদাতের মর্মরূপ তাঁর পবিত্র জীবনে পুরোপুরি প্রকাশ পেয়েছিল, শাহাদাতের হাকীকতও তাঁর সত্তায় প্রতিভাত হয়েছিল। কিন্তু এর ফলশ্রুতিতে তাৎক্ষণিক তাঁর ওফাৎ সংঘটিত হয়নি। কেননা এখানেও আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি বাণী " والله يعصمك من الناس " বিষক্রিয়ার প্রতিবন্ধক হয়েছিল এবং বিষের প্রভাব হুযুরের উপর পতিত না হওয়া তাঁর মুজিযা ছিল।

যখন এটা প্রমাণিত হল যে, উভয় শাহাদাতের তাৎপর্য তাঁর পবিত্র সত্তায় পূর্ণ বিকশিত, এখন তবে দেখা যাক, শাহাদাত দ্বয়ের প্রকাশ কোথায় গিয়ে ঘটেছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন " ان الحسن والحسين هما ريحانتان من الدنيا (مشكواة)" অর্থাৎ নিঃসন্দেহে হাসান ও হুসাইন দুনিয়াতে আমার দু'টি (বেহেশতী) ফুল। (মিশকাত)।

আর একথা তো সুস্পষ্ট যে, ফল ফুলের মধ্যে রূপ-রস, বর্ণ-গন্ধ, প্রকৃত পক্ষে মূল শেকড়েরই হয়ে থাকে। সুতরাং ঐ দুটি ফুলের মাঝে মূল শেকড় থেকে সৌন্দর্যেরও প্রভাব এসেছে, আর মৌলিক গুনাগুনেরও। যেমন আমীরুল মুমেনীন হযরত আলী (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু) বর্ণনা করেন, الحسن اشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر الى الرأس

islamibookbd.wordpress.com

والحسين اشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان اسفل من ذالك (ترمذى شريف)

হাসান বিন আলী (রাঃ) বুক থেকে মাথা পর্যন্ত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাদৃশ্যমন্ডিত এবং হুসাইন (রাঃ) বুক থেকে নিচের দিক পুরোটা রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মতই। (তিরমিযী শরীফ)।

আ'লা হযরত ইমামে আহ্লে সুন্নাত মাওলানা শাহ্ আহমদ রেযা খান ছাহেব (রাঃ) লিখেছেন,

ایک سینہ تک مشابہ یک وہاں سے پاؤں تک
حسن سبطین انکے جاموں میں ہے نیا نور کا
صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں
خط توام میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا
تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا

"বুক অবধি এক অবিকল, সেই থেকে পা অন্যজন,
দু' দৌহিত্রের রূপ যে নুরানী দেহেতে আভরন।
দুই জনে মিলিয়ে মিলবে সেই নুরানী অবয়ব,
দুইজনে একজন পরিণাম, সেই যোজনা অভিনব।
পূত সেই বংশধারাতে আসে সব নুরানী ধন।
তুমি তো মূল সেই সে নুরের নুরানী সব পরিজন।

সুতরাং যেমনিভাবে এই দু' শাহজাদা 'জামালে মোস্তাফা' (প্রিয় নবীর সৌন্দর্য) এর প্রকাশস্থল ছিলেন, তেমনিভাবে 'কামালে মোস্তাফা' (প্রিয় নবীর পরিপূর্ণতা) এরও প্রকাশ স্থল ছিলেন। অর্থাৎ তাঁদের মাঝে যেরূপ জামালে মোস্তফার বন্টন হয়েছিল, সেরূপ কামালে মোস্তফা ও তাঁদের মাঝে বিকীর্ণ হয়েছিল। যেমন বড় শাহজাদা অর্থাৎ হাসান (রাঃ) 'শাহাদাতে সিররী' লাভ করেছিলেন এবং ছোট শাহজাদা অর্থাৎ হোসাইন (রাঃ) শাহাদাতে জেহ্রী লাভে ধন্য হয়েছিলেন। 'সির' (سر) গুপ্ত, অব্যক্তকে বলা হয়। একারণেই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এটাকে গোপন রেখেছিলেন এবং কাউকে অবহিত করেননি। এমনকি স্বয়ং হযরত ইমাম হাসান (রাঃ)ও বিষ প্রয়োগকারীর নাম প্রকাশ করেননি এবং বলেছেন,

"আমি এর বদলা আল্লাহ্ তা'য়ালার উপর সোপর্দ করে রাখলাম"। আর তিনিইতো প্রকৃত প্রতিকার বিধানকারী।"

ছোট শাহজাদার বরাতে 'শাহাদাতে জেহরী' জুটেছিল। জেহ্র (جهر) প্রকাশ করা, ঘোষণা দেওয়কে বলা হয়। আর এটাই কারণ যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েছিলেন। যেমন-

১. উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

اخبرنى جبرائيل ان ابنى الحسين يقتل بعدى بارض الطف وجاءنى بهذه التربة فاخبرنى ان فيها مضجعه

আমাকে জিব্রাইল আমীন (আঃ) সংবাদ দিলেন যে, আমার পরে আমার বেটা হোসাইনকে 'তফ' (কারবালা) যমীনে কতল করা হবে। জিব্রাইল আমার নিকট (ঐ জমীনের) এ মাটি নিয়ে এসেছেন। আর তিনি এও সংবাদ দিলেন যে, ওখানেই তার অন্তিম শয্যা (অর্থাৎ সমাধি) হবে।

সওয়ায়েকে মুহরেকা- ১৯০ পৃ.
সিররুশ শাহাদাতাইন - ২৪
খাছায়েছে কুবরা- ১২৫/২

২. হযরত উম্মুল ফজল বিনতে হারেস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, একদিন আমি হুসাইনকে নিয়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। এরপর আমি হুসাইনকে তাঁর কোলে অর্পন করলাম। সহসা আমি দেখলাম তাঁর পবিত্র চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল এবং তিনি এরশাদ করেন,

اتانى جبريل ان امتى ستقتل ابنى هذا واتانى بتربة من تربة حمراء

আমার নিকট জিব্রাইল (আঃ) এসে সংবাদ দিয়ে গেলেন, অচিরেই আমার সন্তান (অর্থাৎ হুসাইন)কে আমার উম্মতেরা কতল করে দেবে। তিনি (জিব্রাইল) ঐ যমীনের কিছু লাল (রংয়ের) মাটি আমাকে দিয়ে গেছেন।

খাছায়েছে কুবরা ১২৫/২, ছওয়ায়েক্বে মুহরেকা, পৃঃ. ১৯০,
সিররুশ শাহাদাতাইন পৃ. ২৬, আল্ মুস্তাদারিক ১৭৭/৩,

৩. হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

لقد دخل على البيت ملك لم يدخل قبلها فقال لى ان ابنك هذا حسين مقتول وان شئت اريتك من تربة الارض التى يقتل بها فاخرج تربة حمراء

islamibookbd.wordpress.com

"আমার ঘরে এমন এক ফেরেশতার আগমন ঘটেছে, যিনি এর আগে কখনো আমার কাছে আসেননি। তিনি আমাকে বললেন, আপনার এই বেটা হুসাইন নিহত হবেন। যদি আপনি চানতো, আমি আপনাকে ঐ যমীনের মাটি দেখাতে পারি, যেখানে তিনি কতল হবেন। এরপর তিনি সামান্য কিছু লাল মাটি বের করলেন। আল বিদায়াহ্ ওয়ান্নিহায়া ১৯৯/৮খাছায়েছে কুবরা ১২৫/২, ছির্‌রুশ শাহাদাতাইন পৃ. ২৫, ছাওয়ায়েক্বে মুহরেকা পৃ. ১৯০।

৪. হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, বৃষ্টির দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা আল্লাহর কাছে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে হাজির হওয়ার অনুমতি চাইলেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁকে অনুমতি দিলে তিনি আসলেন। তখন হুসাইনও হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং প্রিয় নবীর কাঁধে চড়ে বসলেন। তিনি তাঁকে আদর করলেন তখন,

فقال الملك اتحبه قال نعم قال ان امتك تقتله وان شئت اريتك المكان الذى يقتل فيه فضرب بيده فاراه ترابا احمر فاخذ ته ام سلمة فصرته فى طرف ثوبها قال فقلنا نسمع انه يقتل بكربلاء

ফেরেশতা প্রিয় নবীকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি তাকে মুহাব্বত করেন?" নবীজি উত্তর দিলেন 'নিশ্চয়ই"। তখন ফেরেশতা বললেন, আপনার উম্মতেরা তাঁকে কতল করে দেবে। আর আপনি যদি চান তবে আমি আপনাকে সে জায়গা দেখাতে পারি যেখানে হোসাইন শহীদ হবেন।:" অতঃপর ঐ ফেরেশতা তাঁর হাত (মাটিতে) মারলেন এবং তাঁকে (সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম) কিছু লাল মাটি দেখালেন। ঐ মাটি উম্মে সালমা (রাঃ) গ্রহণ করলেন এবং কাপড়ের খুঁটে বেঁধে নিলেন। রাবী (বর্ণনাকারী) বলেন, আমরা (প্রায়শঃ) শুনতাম যে, হোসাইন কারবালাতেই শহীদ হবেন।

খাছায়েছে কুবরা ; ১২৫/২, আল বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়া- ১৯৯৯/৮
সিররুশ শাহাদাইন, পৃঃ ২৫, ছাওয়ায়েক্বে মুহরেকা, ১৯০ পৃ.

৫. হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন,

ان رسو ل الله صلى الله عليه وسلم اضطجع ذات يوم با ستيقظ وهو خاثرو فى يده تربة حمراء يقلبها قلت ما هذه التربة يا رسول الله قال اخبرنى جبريل ان هذا يعنى الحسين يقتل بارض العراق و هذه تربتها

একদিন রাসুলুল্লাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম কাত হয়ে শুয়ে আরাম করছিলেন, হঠাৎ তিনি অত্যন্ত মর্মাহত অবস্থায় জেগে উঠলেন এবং তাঁর

পবিত্র হাতে ছিল কিছু লাল মাটি। আমি আরজ করলাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার হাতে এ মাটি(র রহস্য) কি?' তিনি বললেন, আমাকে জিব্রাইল এসে সংবাদ দিলেন যে, এ হোসাইন ইরাকের যমীনে নিহত হবে এবং এগুলো সেখানকারই মাটি।

সিররুশ শাহাদাতাইন পৃ. ১২৫
খাছায়েছে কুবরা পৃ. ১২৫।

৬. হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, একবার হাসান- হোসাইন উভয়েই আমার ঘরে রাসুলুল্লাহ্ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালামার সামনে খেলা করছিল, এমন সময় জিব্রাইল (আঃ) উপস্থিত হয়ে বললেন,

يا محمد ان امتك تقتل ابنك هذا من بعدك واو مى بيده الى الحسين واتاه بتربة فشمها وقال ريح كرب وبلاء فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضمه الى صدره ثم قال يا ام سلمة اذا تحولت هذه التربة فا علمى ان ابنى قد قتل فجعلها ام سلمة فى قارورة ثم جعلت تنظر اليها كل يوم وتقول ان يوما تحولين وما ليوم عظيم

ইয়া রাসুলুল্লাহ্ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম আপনার (ওফাতের) পর আপনার উম্মত এ সন্তান (দৌহিত্র) কে কতল করবে। তিনি হাতের ইশারায় হোসাইনের দিকে ইশারা করলেন। আর সেখানের কিছু মাটি তাঁকে (সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম) কেঁদে উঠলেন এবং হোসাইনবে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, তারপর বললেন, হে উম্মে সালমা, যেদিন এ মাটি রক্তে পরিণত হবে, সেদিন জেনে নিবে যে, আমার এ নাতি শহীদ হয়ে গেছে। হযরত উম্মে সালমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) ঐ মাটি একটি শিশিতে ভরে রাখলেন এবং প্রতিদিন সেটা দেখতেন আর বলতেন, যেদিন এ মাটি রক্তে পরিণত হবে সেদিন কতই না কঠিন হবে!

* তাহযীবুত তাহযীব- ৩৪৭/২, * খাছায়েছে কুবরা ১২৫/২,
* সাওয়ায়েক্বে মুহরেক্বাহ্-১৯১ পৃঃ * সিররুশ শাহাদাতাইন পৃঃ ২৮।

৭. হযরত আনাস বিন হারেস (রাদিয়াল্লাহু আনাহু) বর্ণনা করেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি,

ان ابنى هذا يعنى الحسين يقتل بارض يقال لها كربلا فمن شهد ذالك منكم فلينصره فخرج انس ابن الحارث الى كربلا فقتل بها مع الحسين

islamibookbd.wordpress.com

নিশ্চয়ই আমার এ সন্তান হুসাইন এমন যমীনে শহীদ হবেন, যার নাম কারবালা। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত থাকবে, সে যেন তাকে সাহায্য করে। যথা সময়ে আনাস বিন হারেস কারবালায় গমন করেন এবং (ইমাম) হোসাইনের সাথে শাহাদত বরণ করেন। (খাছায়েছে কুবরা ১২৫/ ২, আলবিদায়াহ ওয়ান্নিহায়াহ্ ১৯৯/ ৮, সিররুশ শাহাদাতাইন পৃঃ ২৯, দালায়েলুন্নুবুয়ত কৃত আবু নাঈম পৃঃ ৪৮৬।)

৮. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে,

ما كنا نشك و اهل البيت متوا فرون ان الحسين بن على يقتل با لطف

আমাদের এবং অধিকাংশ আহলে বাইতের এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ সংশয় ছিলনা যে, হোসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যমীনে তুফ' (কারবালা)র মধ্যে শহীদ হবেন। (আলমুস্তাদরাক,পৃঃ ১৭৯/ ৩ খছায়েছে কুবরা ১২৬/ ২, সিররুশ শাহাদাতাইন পৃঃ ৩০)।

৯. হযরত ইয়াহ্ইয়া হাদ্বরামী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি 'সিফফীন'-এর সফরে হযরত আলী (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু) এর সাথে ছিলাম।

فلما جاذى نينوى نادى صبرا با عبد الله بشط الفرات فلت ماذا قال ان النبى صلى الله عليه وسلم قال حدثنى جبريل ان الحسين يقتل بشط الفرات وارانى قبضة من تربة

যখন তিনি 'নীনওয়া' বরাবর পৌছলেন তখন ডাক দিয়ে বললেন, হে আবু আব্দুল্লাহ্! ফোরাতের এ উপকণ্ঠে ধৈর্য ধারণ করতে হবে।" আরজ করলাম, এ কেমন কথা?(অর্থাৎ একথার রহস্য কি?) উত্তরে তিনি জানালেন, "নবী করীম (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন, জিব্রীল (আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে জানালেন যে, হোসাইন ফোরাত নদী এর কিনারায় শহীদ হবে। তিনি (জিব্রীল) আমাকে সেখানকার এক মুঠো মাটি দেখিয়েছেন। (খাছায়েছে কুবরা ১২৬/ ২, সাওয়ায়েকে মুহরেকা পৃঃ ১৯১, আলবিদায়া ওয়ান্নিহায়া পৃঃ ১৯৯/ ৮, সিররুশ শাহাদাতাইন, পৃঃ ৩০, তাহযীবুত তাহযীব ৩৪৭/ ২।)

১০. হযরত আছবাগ ইবনে বুগাতাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন,

اتينا ما على على موضع قبر الحسين فقال ههنا مناخ ركابهم وموضع رحالهم وههنا مهراق دمائهم فتية من ال محمد صلى الله عليه وسلم يقتلون بهذه العرصة تبكى عليهم السماء والارض

আমরা আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর সাথে হোসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর (ভবিষ্যৎ) সমাধিস্থলে আসলাম, তখন তিনি বললেন, এটা হচ্ছে তাঁদের (ইমাম হোসাইনের কাফেলার) উট বসার জায়গা। এটা তাঁদের তল্পী-তল্পা রাখার জায়গা, আর এটা তাঁদের রক্তপ্রবাহের স্থান। 'আলে মুহাম্মদ' (ছাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (অর্থাৎ প্রিয়নবীর পরিবার বর্গ)-এর অনেক তরুণ যুবককে উন্মুক্ত ময়দানে শহীদ করা হবে। তাঁদের সে ঘটনায় আসমান যমীন কাঁদতে থাকবে।(খাছায়েছে কুবরা ১২৬/২, সিররুশ শাহাদাতাইন পৃঃ ৩১।)

১১. আবু আবদুল্লাহ্ আদ্দবীবী বর্ণনা করেন, যখন আলী ইবনে হারছম সিফফীনের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসলেন, তখন আমরা তাঁর সাথে দেখা করতে গেলাম। তিনি বললেন, যখন আমরা আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর সাথে সিফফীন থেকে ফিরে আসছিলাম, তখন কারবালায় এসে তাঁর সাথে ফজরের নামায আদায় করলাম।

ثم اخذ كفا من بعد الغزلان فشمه ثم قال اوه اوه يقتل بهذا الغائط قوم يد خلون الجنة بغير حساب

পরে তিনি বিষ্টাপূর্ণ মাঠ থেকে এক মুঠো মাটি নিয়ে শুঁকে দেখলেন এবং বললেন, আহ্! এই যমীনের উপর একটি দলকে কতল করা হবে। আর (পরিণামে) তাঁরা বিনা হিসাবে বেহেস্তে প্রবেশ করবে।" (তাহ্যীবুত তাহযীব ৩৪৮/২, আলবিদায়া ১৯৯/৮)

এ বর্ণনাসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হল যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইমাম হোসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর শাহাদাতের প্রচার ও ঘোষণা দিয়ে গেছেন। অনেক সাহাবা এবং আহলে বাইতের একথা জানা ছিল যে, হোসাইন শহীদ হবেন এবং তাঁর শাহাদতের স্থান হবে কারবালা।

'হে আল্লাহ্, কারবালায় সংঘটিতব্য ঘটনা এবং বিপদসমূহ যেন না আসে'- এমন দু'আ কেউ করেছেন মর্মে কোন বর্ণনা কেউ পায়নি। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যদি দু'আ করতেন,যদি হযরত আলী, হযরত ফাতেমা, হযরত হাসান এবং স্বয়ং হযরত হোসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) দু'আ করতেন, (তবে নিঃসন্দেহে তা কবুল হতো) কেননা আল্লাহর প্রিয়ভাজনদের প্রার্থনায় 'তাকদীরে মুবরম' (চূড়ান্ত অদৃষ্ট) ও পরিবর্তিত হয়ে যায়।

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র বাণী,

اكثر من الدعاء فان الدعاء يرد القضاء المبرم

islamibookbd.wordpress.com

অধিক হারে দু'আ (প্রার্থনা) কর, নিঃসন্দেহে প্রার্থনা নিয়তির লিখনকে ও ফিরাতে পারে।" কানযুল উম্মাল ২৯/২।

তবে কেউই ঐ প্রার্থনা করলেন না কেন? তার কারণ তাঁরা সকলেই আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সমর্পিত ছিলেন এবং তাঁরা জানতেন যে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এক পরীক্ষা ও যাচাই পর্ব। এ ছাড়া আল্লাহ্ তা'লা আপন বান্দাদের পরীক্ষা করেই থাকেন। এটা তাঁর চিরায়ত রীতি। অনন্তর আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন,

احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين

১. 'মানুষ কি এটাই ধারণা করে যে, শুধুমাত্র 'আ'মান্না' (আমরা ঈমান এনেছি) বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে? তাদের এতটুকু পরীক্ষা করা হবে না? আমি তো তাদের আগেকার লোকদের ও পরীক্ষা নিয়েছি। আর (তাদেরও পরীক্ষা করতঃ) দেখে নিতে হবে (এবং প্রকাশ ঘটাতে হবে) কারা সত্যাশ্রয়ী এবং দেখতে হবে কারা মিথ্যুক।" (আনকাবুত)

ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب

২. 'তোমাদের কি এই ধারণা হয়েছে যে, তোমরা (কোন পরীক্ষা ছাড়া) এমনিতেই জান্নাতে প্রবিষ্ট হবে? অথচ তোমাদের উপর পূর্বেকার লোকদের মত তেমন (কঠিন) অবস্থাতো আসেনি। তাদের উপর কঠিনতর বিপদসমূহ এসেছিল, তাদের কম্পন এসেছিল। এমনকি রাসূল ও তাঁর সাথে যাঁরা ঈমান এনেছিল, তারা (অস্থির হয়ে) বলে উঠেছিল, "কবে আসবে আল্লাহর সাহায্য? জেনে রেখ, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র সাহায্য নিকটবর্তী।' (বাকারা ২১৪)।

ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين

৩. 'তোমরা কি এ ধারণার বশবর্তী হয়ে আছ যে, তোমরা (বিনা পরীক্ষায়) জান্নাতে দাখিল হবে? অথচ আল্লাহ্ তা'য়ালা এখনও তাদের পরীক্ষা করেননি। কারা তোমাদের মধ্যে জিহাদ করবে, আর পরীক্ষা নেননি ধৈর্যশীলদেরও।" (আলে ইমরান ১৪২)

ولنبلو نكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين

৪. আর আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব, কিছু ভয়-ভীতি ও ক্ষুধা দিয়ে এবং সম্পদ হানি, প্রাণহানি ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। আর (হে হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনি সুসংবাদ দিন সেসব ধৈর্যশীলদের জন্য, যাঁরা কোন বিপদ আসলে (সন্তুষ্টচিত্তে) বলে থাকে "নিশ্চয় আমরা আল্লাহরই জন্য (নিবেদিত) এবং নিঃসন্দেহে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।" এঁরাতো সে সব লোক, যাঁদের উপর আপন প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অনেক দয়া ও অনুগ্রহ। আর তাঁরাই তো হেদায়তপ্রাপ্ত। (বাকারা ১৫৫)।

উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হল, মৌখিক বুলিসর্বস্ব ঈমান ও ইসলামের দাবী যথেষ্ট নয় এবং মুক্তির উপায়ও নয়; বরং বিভিন্ন প্রকার বালা মুসিবত ও বিবিধ কষ্ট ক্লেশে মুমিনদের জর্জরিত হতে হবে।

یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آساں سمجھتے ہیں مسلماں ہونا

প্রেমের ভূবনে অভিষেক হলে, শাহাদত পরিণাম
লোকে কি বুঝে? এতই সহজ!'মুসলিম' শুধু নাম?

এতে সন্দেহ নেই যে, আসল-নকল, সত্য-মিথ্যার স্বরূপ তো পরীক্ষার মাধ্যমেই সাব্যস্ত হয়। এছাড়া প্রত্যেক ব্যক্তির পরীক্ষা তার দ্বীন ও ঈমানী মর্যাদা মোতাবেক হয়ে থাকে। দ্বীন ও ঈমানের মধ্যে যে ব্যক্তি যে পরিমাণ মজবুত ও অটল, পরীক্ষায় ঠিক সেই পরিমাণ কষ্ট দেয়া হয়। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা আম্বিয়ায়ে কেরামদের হয়ে থাকে। তাঁদের পরে আউলিয়ায়ে কেরাম; বুযুর্গানেদ্বীনের, অতঃপর স্তর পরম্পরায় অন্যান্যদের পরীক্ষা হয়ে থাকে।

আর আল্লাহ্ ওয়ালারা তো আশেক, প্রেমিক। আশেকের ব্যাপারে বলার কী আছে? তাঁদের জগতই আলাদা! তাঁরা প্রেমাস্পদের পক্ষ থেকে আগত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও তৃপ্তি আর প্রশান্তিই পেয়ে থাকেন। প্রেমাস্পদের প্রশ্নে যতটুকু অপমান গ্লানি সে সহ্য করে, ততই সম্মান মর্যাদা প্রিয়জনের কাছে বেড়ে যায়। যেমন রোজাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর কাছে মেশ্‌ক আম্বরের চেয়েও অধিকতর সুগন্ধ, তার চেয়েও প্রিয়তর। অর্থাৎ এ অবস্থাটা বাইরে অপ্রিয় হলেও অন্তর্দৃষ্টিতে উত্তম।

সুতরাং যাঁরা আল্লাহর পথে (কাজ করতে গিয়ে) অপমানিত, অপদস্ত হন, আল্লাহর কাছে তাঁরা সর্বোচ্চ সম্মান লাভ করে থাকেন। হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন। "উহুদের যুদ্ধে হুযুর (সাল্লাল্লাহু

islamibookbd.wordpress.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় চাচা হযরত হামযা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট (শাহাদাতের পর) তাশরীফ আনলেন। তিনি দেখতে পেলেন তাঁর (হামযা) নাক, কান ইত্যাদি কেটে নেওয়া হয়েছে। এ অবস্থায় তিনি এরশাদ করলেন,

لولاان صفية تجد لتركته حتى يحشره الله من بطون الطير السباع فكفنه فى غرة

'যদি ছফিয়ার কষ্টের প্রতি আমার খেয়াল না হত, তবে আমি তাঁকে এ অবস্থাতেই রেখে যেতাম, যাতে চিল, শকুন আর হিংস্র জন্তুরা তাঁকে সাবাড় করতো। আর কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা পশু-পাখির পেট থেকে তাঁর হাশর করতেন।" অতঃপর একটি কম্বলে জড়িয়ে তাঁকে দাফন করে দেন।" এখানে দেখার বিষয় এই যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ইচ্ছে ছিল যে, হযরত হামযা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর লাশ মোবারক ঐ অবমাননাকর অবস্থাতেই পড়ে থাকুক। জীবজন্তু এসে খেয়ে নিক। যাতে অপদস্ততা চরম পর্যায়ে উপনীত হয়। আর এভাবেই তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে সম্মানের রাজমুকুট লাভ করুন। কিন্তু হযরত ছাফিয়ার কষ্টের কথা ভেবেই তিনি এই ইচ্ছা বর্জন করেন। তার পরেও হযরত হামযা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) লাভ করেছিলেন 'শহীদ সম্রাট" হওয়ার গৌরব।

ইমাম আলী মাকাম হযরত হোসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সম্পর্কে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর আহলে বাইতে পাক 'খোদার মর্জিতে সম্মত' হয়ে এটাই চেয়েছিলেন যে, তাঁর পরীক্ষা হোক এবং এমন পরীক্ষা যাতে দুঃখ কষ্টের পাহাড় তাঁদের উপর পতিত হয় এবং নিতান্ত করুণ ও অসহায় অবস্থার চরম প্রকাশ ঘটে। যেমন যাহর বিন কায়েস (যে কারবালার ঘটনায় এযিদ বাহিনীর অন্তর্ভূক্ত ছিল) যখন ইয়াযীদের বিজয়ের সুসংবাদ শুনাতে এসেছিল তখন পূর্বাপর ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে সে এটাও বলেছিল-

فها يتك اجساد مجردة وثيابهم مرملة وخدودهم معتمرة تصهرهم الشمس وتسفى عليهم الريح زوارهم العقبان والرخم بقاع سبسب

'(হোসাইনীদের অবস্থা এমনই শোচনীয় হয়েছে যে) তাদের শরীর গুলো বিবস্ত্র অবস্থায়, তাদের কাপড় চোপড় রক্তে মাখামাখি, তাদের চেহারাগুলো ধুলো বালিতে লুটোপুটি, উত্তপ্ত রোদ তাদের দেহ গুলো গলিত করছে, বাতাস তাদের উপর মাটি ছিটাচ্ছে। আর তাদের সাক্ষাৎ করতে আসছে

শকুনেরা! এমন অবস্থায় তারা জ্ঞানহীন প্রান্তরে পড়ে রয়েছে।' (ইবনে আছীর ৩৪/৪)।

বাহ্য দৃষ্টিতে তাঁরা যেন চরম অপমানিত অবস্থায় দেখা যায়, অথচ আল্লাহ তা'লার সমীপে মান মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত। শহীদকুল সর্দার হযরত হামযা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর শাহাদতকালীন যে অবস্থা অপূর্ণ ছিল সেটাও পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

آں امام عاشقاں پور بتول — سرو آزاد از بستان رسول
اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر — معنی ذبح عظیم آمد پسر
سر ابراہیم و اسماعیل بود — یعنی آں اجمال را تفصیل بود
خون او تفسیر ایں اسرار کرد — ملت خوابیدہ را بیدار کرد
تیغ لا چوں از میاں بیروں کشید — از رگ ارباب باطل خوں کشید
نقش الا اللہ بر صحرا نوشت — سطر عنوان نجات ما نوشت
اے صبا اے پیک دور افتادگاں — اشک ما بر خاک پاک او رساں

নবীজির কাননে কী অপরূপ সাজ, ফাতেমার সে তনয় আশেকীন-রাজ!
তাসমিয়াতে 'বা' যেমন বাবাজির শান, বিরহে ইয়াতীম যেন প্রিয় সন্তান।
ইবরাহীম ও ইসমাইলের রহস্য যে তাই, গুপ্তের বিবরণী যেন হেথা পাই।
খুন তাঁরি এ তথ্যের করে তাফসীর, ভাঙালো সে নিদ্রা যে সুপ্ত জাতির।
'লা'ইলাহ্'র তরবারি আসে খুলে দিল, খুনের ফোয়ারা ছুটে নাশিছে বাতিল।
সাহারার বুকে আঁকে বানী কলেমার, মুক্তির পথ আঁকে যত বেচারার।
রিক্তের ব্যথা নিয়ে, হাওয়া, ছুটে যাও, রওজাতে তাঁর মম অশ্রু বহাও।

শাহাদাতের কারণ ও প্রেক্ষাপট

যখন কোন ঘটনা অবশ্যম্ভাবী হয়, তখন তার সংঘটিত হওয়ার কার্যকারনও সৃষ্টি হয়ে যায়। "ইমামে আ'লী মাকাম এর শাহাদতের কারণসমূহ প্রেক্ষাপটও এভাবে তৈরী হয়ে যায়। হিজরী ৬০ সনের রজব মাসে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু)র ইন্তেকাল হয়। ইয়াযীদের জন্য পূর্ব থেকেই তিনি বাইআত নিয়ে রাখেন।[১] ফলে তাঁর ওফাত উত্তর ইয়াজীদ

[১] বিস্তারিত জানার জন্য গ্রন্থকারের (উর্দু) কিতাব 'ইমাম পাক আউর ইয়াযীদ পলীদ' দ্রষ্টব্য

islamibookbd.wordpress.com

তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়। ক্ষমতায় আরোহনের পর ইয়াযীদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু ছিল হযরত ইমাম হোসাইন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এর বাইয়াত (আনুগত্য) গ্রহণ করা। কেননা তাঁরা ইয়াযীদের 'যুবরাজ' হওয়াকে প্রথম থেকেই স্বীকার করেননি। এ ছাড়াও তাঁদের ব্যাপারে ইয়াযীদের আশংকা ছিল যে, তাঁদের কেউ আবার না খেলাফতের দাবী করে বসে। কিংবা এমনও হতে পারে যে, সমগ্র হেজায তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠে। অধিকন্তু ইমাম হোসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)কে খলিফা বানানোর দাবীতে ইরাকে বিদ্রোহের দাবানল ছড়িয়ে পড়ার জোরালো সম্ভাবনা ছিল।

এসব আশংকার কারণে ইয়াযীদের দৃষ্টিতে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল নিজ ক্ষমতার মসনদ পাকাপোক্ত ও নিষ্কন্টক করে নেয়া। একারণে সে উক্ত ব্যক্তিবর্গের আনুগত্য আদায় করা জরুরী বলে মনে করে। সুতরাং সে মদীনার গভর্ণর ওয়ালীদ ইবনে উকবাকে প্রথমে আমীরে মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর ওফাতের সংবাদ জানায় এবং সাথে সাথে বর্ণিত বুযুর্গত্রয় থেকে বায়াত গ্রহণের জন্য অত্যন্ত কঠোর নির্দেশ প্রেরণ করে। সে নির্দেশনামায় ইয়াযীদের ভাষা ছিল,

فخذ حسينا و عبد الله بن عمرو ابن الزبير با لبيعة اخذا ليس فيه رخصة حتى يبا يعوا (ابن اثير صـــــ4 /4)

অর্থাৎ হোসাইন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও ইবনে যোবাইর(রাদিয়াল্লাহু আনহুম) কে এমনভাবে পাকড়াও কর যেন বাইয়াত না হওয়া পর্যন্ত মুক্তি না পায়। (ইবনে আছীর-৪/৪)

এখনও পর্যন্ত মদীনাবাসীদের কাছে আমীরে মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর ওফাতের খবরও পৌঁছেনি। ইয়াযীদের এ হুকুম পেয়ে ওয়ালীদ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। কেননা এ নির্দেশ কার্যকর করা তার জন্য ছিল দুরূহ ব্যাপার এবং এর পরিণাম সম্পর্কেও তিনি ভালই আন্দাজ করতে পারতেন। তিনি তাঁর নায়েব মারওয়ান বিন হাকামকে ডেকে এ ব্যাপারে পরামর্শ চাইলেন। মারওয়ান ছিল নির্দয় ও উগ্রস্বভাবের। সে জানাল, 'আমার পরামর্শ হচ্ছে ঐ তিনজনকে এখনই ডাকুন এবং বাইয়াতের হুকুম দিন। তাঁরা যদি বাইয়াতে স্বীকৃত হন তো ভালই, যদি অস্বীকার করেন তবে তিনজনকেই শিরচ্ছেদ করে দিন। যদি আপনি তা না করেন, তবে যখনই তাঁরা মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর ওফাতের খবর পাবেন তিন জনই এক এক অঞ্চলে গিয়ে খেলাফতের দাবীদার হয়ে দাঁড়াবেন। তখন তাঁদের

দমিয়ে রাখতে হিশশিম খেতে হবে। তবে ইবনে উমরকে আমি জানি; উনার পক্ষ থেকে এ আশংকা কম। যেচে খেলাফত না দিলে উনি হাঙ্গামা করতে চাইবেন না।"

এ পরামর্শের পর ওয়ালীদ তিন ব্যক্তিবর্গকে ডেকে পাঠালেন। ঐ সময় হোসাইন এবং আবদুল্লাহ ইবনে যোবাইর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) উভয়ে মসজিদে নববী শরীফে ছিলেন। তখন সময়টাও এমন ছিল যে, তাঁদের কারো সাথে ওয়ালীদের এ সময় যোগাযোগ বা মেলামেশা হতো না। দূত এসে তাঁদের কাছে আমীরের বার্তা পৌঁছাল। সংবাদবাহককে তাঁরা বললেন, "ঠিক আছে, তুমি যাও, আমরা আসছি।" এর পর ইবনে যোবাইর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ইমামকে বললেন, "আপনার কী মনে হয়? আমীর যে সময় কারো সাথে দেখা করেন না, কাউকে সাক্ষাৎ দেন না, এমন একটি মূহুর্তে তিনি আমাদের কেন ডাকলেন?" ইমাম বললেন, "আমার মনে হয়, আমীরে মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আর নেই। আর আমাদের এ উদ্দেশ্যেই ডাকছেন যে, তাঁর ইন্তেকালের সংবাদ সর্বমহলে প্রচারিত হওয়ার আগেই তিনি আমাদের কাছ থেকে ইয়াযীদের পক্ষে বাইয়াত নিয়ে নেবেন।" তিনি জানালেন আমারও তাই মনে হচ্ছে। এখন আপনার অভিপ্রায় কী? তিনি জানালেন, "আমি জনা কয়েক যুবককে সাথে নিয়ে যাচ্ছি, কেননা আমার অস্বীকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভবত নাজুক পরিস্থিতির অবতারণা হতে পারে।"

যাই হোক, প্রয়োজনীয় আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতঃ ইমাম হোসাইন ওয়ালীদের কাছে পৌঁছলেন। জওয়ানদের ঘরের বাইরে নিয়োজিত রাখলেন এবং তাদের নির্দেশ দিলেন, "যদি আমি তোমাদের ডাকি অথবা যদি তোমরা আমার উচ্চস্বর শুনতে পাও, তবে তাৎক্ষণিকভাবে চলে আসবে। আর এছাড়া যতক্ষণ আমি বাইরে না আসি ততক্ষণ এখান থেকে একচুল নড়বে না।" এর পর তিনি ভেতরে গেলেন।

ওয়ালীদ তাঁকে আমীরে মুয়াবিয়ার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ওয়াফাতের সংবাদ জানালেন এবং ইয়াযীদের নির্দেশও জানিয়ে দিলেন। তিনি সমবেদনা জানানোর পর বললেন, "দেখুন, আমার মত একজন ব্যক্তি এভাবে চুপে চুপে বাইয়াত করতে পারে না। আর এরূপ গোপনে বাইআতে সম্মত হওয়া আমার উচিৎও নয়। যদি আপনি বাইরে এসে প্রকাশ্যে সর্বস্তরের লোকদের এবং তাদের সাথে আমাকেও বাইআতের আহ্বান জানান, তবে কথা হতে

islamibookbd.wordpress.com

পারে।" ওয়ালীদ শান্তিপ্রিয় ও সমঝোতার পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি বললেন, "বেশ, আপনি তশরীফ নিয়ে যান।" তিনি উঠে চলে আসছিলেন। মরওয়ান এ ঘটনাতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে ওয়ালীদকে বললেন, "আপনি যদি এ মূহুর্তে তাঁর কাছ থেকে বাইয়াত গ্রহণ না করে ছেড়ে দেন, তবে পরে তাঁকে বাগে আনতে পারবেন না। না জানি হয়তো বহু লোকের এতে প্রাণ হানি হতে পারে। তাঁকে গ্রেফতার করুন। বাইআতে স্বীকৃত হলেতো উত্তম, নচেৎ তাঁকে কতল করুন।" একথা শুনামাত্র ইমাম দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং বললেন "হে ইবনে যারকা, তুমিই আমাকে কতল করবে, না ইনি করবেন? খোদার কসম তুমি মিথ্যুক এবং ইতর।" এটা বলেই তিনি বেরিয়ে আসলেন।

মারওয়ান ওয়ালীদকে বলল, "আপনিতো আমার কথা রাখলেন না, খোদার শপথ, এখন আপনি তাঁকে কাবু করতে পারবেন না, তাঁকে হত্যা করার এটা মোক্ষম সুযোগ ছিল।" ওয়ালীদ বললেন, "আফসোস, তোমার দুর্ভাগ্য দেখে করুণা হয়। তুমি আমাকে এমন পরামর্শ দিচ্ছ, যাতে আমার দ্বীন ধর্মের চরম সর্বনাশ হয়? আমি কি শুধু ইয়াযীদের বাইআত প্রত্যাখ্যান করার কারণেই নবীজির প্রিয় দৌহিত্রকে কতল করবো? পৃথিবী পরিমান মাল সম্পদও যদি আমাকে দেওয়া হয়, তথাপিও আমি তাঁর পবিত্র রক্তে নিজ হাত রঞ্জিত করতে পারিনা। খোদার কসম, কিয়ামতের দিন হোসাইন-খুনে যেই অভিযুক্ত হবে, আল্লাহর সামনে অবশ্যই সে নেকীহারা হবে।" মরওয়ান বললো 'আপনি ঠিকই বলেছেন।" তবে এটা সে বাহ্যতঃ মৌখিক ভাবেই বলেছিল। নয়তো ওয়ালীদের কথা সে মন থেকে অপছন্দই করেছিল। (ইবনে আছীর, তাবরী)

ওয়ালীদের কাছ থেকে ফিরে আসার পর ইমাম হোসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) চরম দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যান। ইয়াযীদের আনুগত্য তাঁর কাছে মনে প্রাণে অপছন্দনীয় ছিল। কেননা সে খেলাফতের জন্য কোন ভাবেই উপযুক্ত ছিলনা। এছাড়া খলীফা হিসাবে তার নিযুক্তিও খোলাফায়ে রাশেদীনের নৈর্বাচনিক ইসলামী পদ্ধতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং শরিয়তের নীতিবর্জিতভাবে হয়েছিল। বরং তাঁর দৃষ্টিতে এটা রোম ও পারস্যের কায়সার ও কিসরার অনুসরণে মুসলমানদের মধ্যে প্রথম একনায়কতান্ত্রিক প্রশাসন ছিল। এজন্যে তিনি স্পষ্টতঃই এর ঘোর বিরোধী ছিলেন। অন্যদিকে পরিস্থিতি এটাও সমর্থন করছিলনা যে, তিনি নিজে এর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। অন্যদিকে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর বিভিন্ন কৌশলে ওয়ালীদের বার্তাবাহককে এড়িয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ওয়ালীদের কাছে আসেন নি। দ্বিতীয় দিন তিনি মদীনা মুনাওয়ারা থেকে মক্কা

মুআজ্জামার দিকে রওয়ানা হয়ে যান। ওয়ালীদের কর্মচারীরা সারাদিন তাঁকে হন্যে হয়ে খুঁজে ফেরে; কিন্তু তাঁর সাক্ষাৎ লাভে ব্যর্থ হয়। এদিকে সন্ধ্যার দিকে ওয়ালীদ আবার ইমামের কাছে লোক পাঠালেন। তিনি বললেন, "এখনই তো আমি যেতে পারছিনা, সকাল হোক, দেখি কী করা যায়।" ওয়ালীদ তা মেনে নেন, আর ইমাম হোসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সে রাতেই পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজনসহ মদীনা মুনাওয়ারা থেকে মক্কা মুআজ্জমায় চলে যেতে মনস্থ করেন। পরিবারের সবাইকে বললেন, 'তোমরা (হিজরতের জন্য) তৈরী হয়ে যাও।" আর নিজে মসজিদে নববী শরীফে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর রওযা পাকে এসে উপস্থিত হলেন। নফল নামায আদায় করতঃ নবীজির চেহারা মুবারাকের সামনে এসে যেই মাত্র বিনম্র বদনে সালাম পেশ করলেন, অজান্তেই চোখের পানি এসে গেল। রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সান্নিধ্য থেকে দূরে যাওয়া এবং নবীজির শহর ছেড়ে যাওয়ার কথা মনে করেই তিনি ব্যথিত হয়ে পড়েন। এটাতো ঐ শহর, যাতে প্রিয় জিন্দেগীর এই পর্যন্ত এ শহরেরই আলোময় উন্মুক্ত পরিবেশ এবং সুরভিত হাওয়ায় তাঁর দিন রাতের পালাবদল ছিল। এটাতো প্রিয়তম নানাজানের শহর ছিল। তিনি ছিলেন নবীজির প্রিয় বাগিচার সুবাস ছড়ানো ফুল। কিন্তু এখন? এই প্রিয় শহরে তাঁর অবস্থান করাটাই যে সঙ্গীন! এই শহরেই তো তাঁর শ্রদ্ধেয় জননীর পবিত্র সমাধি! তার সহোদর তো এখানেই চির শায়িত। এমনি একটি মূহুর্তে ইমামে পাকের মনের অবস্থা কী হতে পারে? রওজায়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এ তাঁর সমগ্র আবেগ আর অনুভূতি উজাড় করে দিচ্ছিলেন। নানাজানের সামনে দাঁড়িয়ে অবস্থার বিবরণী দিচ্ছেন-

مزار مصطفے پر شام ہوتے ہی امام آئے
اجازت کی غرض سے آخری کرنے سلام آئے

کہارو کر سلام اے تاجدار عالم امکان
سلام اے سید عالم سلام اسردار ذی شاں

ذرا دیکھو تو چہرہ سے ابھا کر گوشہ داماں
حسین ابن علی پہر تنگ ہیں طیبہ کی اب گلیاں

ذرا حجرہ سے نکلو اے مکین گمبد خضرا
ذرا دیکھو تو اہل بیت پر ہیں سختیاں کیا کیا

یزیدی دور ہے اسلام ہے سرکار خطرے میں
نواسا آپکا اسوقت ہے دشمن کے نرغے میں

میں قرباں اے مجھے ناز و نعم سے پالنے والے
مصائب انے والے دم زدن میں ٹالنے والے

ہماری بے کسی درماندگی کی لاج رکھ لینا
ہمیں نظروں میں اپنی صاحب معراج رکھ لینا

بس اب اے قبلہ دیں مجھکو جانے کی اجازت ہو
لب اطہر سے فرمادو حسین اب جا رخصت ہو

مدینے سے شہ کونین کا نور نظر نکلا
وطن سے بے وطن ہو کر وطن کا تاجور نکلا

দিনান্তে নবীর সমাধি পাশে দাঁড়িয়ে ইমাম
অনুমতি চেয়ে পেশ করে দেন 'বিদায়ী সালাম।'

islamibookbd.wordpress.com

কান্নার মাঝে করেন 'সালাম' সৃষ্টির মহাজন,
ভূবনের রাজ, নিবেদন করি সালাম, রাজন।
একটু দেখুন, চেহারা পাকের খুলে অবগুণ্ঠন,
আলীর তনয় হোসেনের আজ মদীনা বিজন।
গুম্বদ আর হুজরা ছেড়ে একটু দেখুন,
নিজ ঘর হতে বিলাপের সুর নিজেই শুনুন।
ইয়াযীদের তাপে ইসলাম আজ বিপন্ন হায়,
দৌহিত্র তব অসহায় যেন শত্রুর ঘা'য়।
কুরবান হই, দয়া দখিনায় বাড়ালে আমায়,
বিপদের ওগো বিতাড়নকারী, গ্রাসে শংকায়।
ব্যথিত হৃদয়, অসহায় জনে মান তো বাঁচান,
দৃষ্টিতে আজি রাখুন, হে মে'রাজেরই মেহমান।
প্রাণের হে নাথ, বিদায়ের ক্ষণে অনুমতি চাই,
পবিত্র মুখে বলুন 'বিদায়, হোসাইন, তবে যাই।
মদীনায় ছেড়ে চলেছেন প্রিয় নবীর নয়ন,
নিজদেশ হতে পরদেশে চলে দেশের স্বজন।

অতঃপর ইমাম নিজ পরিবার-পরিজন নিয়ে মদীনা মুনাওয়ারাহ্ থেকে মক্কা মুআজ্জামাতে হিজরত করলেন। (ইবনে আছীর ৬/৪, ত্বাবারী ১৯০/৬)

মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়ার পরামর্শ

হযরত মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া তাঁকে (ইমাম পাক) বললেন, "ভাই, আমি আপনার চেয়ে কাউকে বেশী প্রিয় এবং সমাদৃত মনে করি না। আর খোদার সমগ্র সৃষ্টিতে কাউকে তার যোগ্যও ভাবি না যে, তার সাথে আপনার চেয়েও বেশী সদাচারণ করব। এজন্য আমার পরামর্শ হচ্ছে, যতদূর পারা যায়, ইয়াযীদের বাইআত এবং বিশেষ কোন শহরে অবস্থান করার ইচ্ছা থেকে আপনি মুক্ত থাকুন। নিভৃত কোন পল্লী বা নির্জন মরুতে আপনি অবস্থান করুন এবং মানুষের কাছ আপনার দূত পাঠিয়ে আপনার প্রতি বাইআতের দাওয়াত দিন। যদি তারা বাইআত করে, তো আপনি আল্লাহ্র শোকর করবেন। আর যদি তারা অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি বাইআতের প্রশ্নে ঐকমত্যে পৌঁছে যায়, তাহলে তাতে আপনার গুণাগুণ, বুযুর্গী বা মর্যাদার মধ্যে আল্লাহ্ তা'য়ালা কোন ঘাটতি বা তারতম্য আনবেন না। আমার ভয়

হচ্ছে যে, এই অবস্থায় যদি আপনি কোন নির্দিষ্ট শহরে বা বিশেষ কোন জনগোষ্ঠির কাছে যান, তবে, তাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়ে যাবে। একদল আপনার পক্ষ হবে, অন্যদল তার বিপরীত। ফলে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়বে। আর সবার আগে আপনিই তাদের অস্ত্রের নিশানায় পরিণত হবেন। উদ্ভুত এই পরিস্থিতিতে একজন সম্মানিত, সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত এবং বংশ আভিজাত্যে যিনি সমগ্র উম্মতের চেয়েও উত্তম, তাঁর পবিত্র রক্তই সবচেয়ে সস্তা হয়ে যাবে। তাঁরই পরিবার পরিজনকে লাঞ্ছিত করা হবে।"

এতদশ্রবণে ইমাম পাক বললেন, "তবে ভাই আমি কোথায় যেতে পারি?" মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া বললেন, "আপাতত; মক্কা। যদি সেখানে আপনার মনস্থির হয়, তবে কোন না কোন উপায় বেরিয়ে আসবে। যদি মন প্রশান্ত না হয়, তবে ভিন্ন কোন মরুস্থান বা পাহাড়ী এলাকায় চলে যাবেন। একস্থান থেকে অন্যস্থান পরিবর্তন করতে থাকবেন এবং মানুষের অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ্য করতে থাকবেন। পরিণামে আপনি অবশ্যই কোন সিদ্ধান্ত পেয়ে যাবেন। কেননা ঘটনা যখন পর্যবেক্ষণ করা যায়, তখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনেক বেশী নির্ভূল হয়।"

ইমাম (রাঃ) বললেন, "ভাই, আপনি পরম হিতকামনা ও সহমর্মিতাই জানালেন। আমার মনে হয়, আপনার-মতামতই ইনশাল্লাহ্ সঠিক ও যথাযথ বলে সাব্যস্থ হবে।" এই বলে তিনি ইয়াযীদ বিন মুফার্রাগের নিম্মোক্ত কবিতা প্রবাদমূলক আবৃত্তি করতে করতে মসজিদে প্রবেশ করলেন,

لا ذعرت السوام فی فلق + الصبح مغیرا ولا دعیت یزیدا –
یوم اغطی من المهابة ضیما + والمنایا یرصد ننی ان احیدا-

যেদিন যুলুম নিপীড়নে আমার টুটি চেপে দেয়া হবে
মৃত্যু এসে রইবে প্রতীক্ষায়,
(সেদিন) যদি আমি দেই রণে ভঙ্গ
তবে ছুটাব না উট প্রভাত প্রভায়,
না কেউ ইয়াযিদ' বলে ডাকবে আমায়।

(ইবনে আছীর ঃ- ৬/৪, ত্বাবরী ঃ ১৯০/৬)

islamibookbd.wordpress.com

একটি সংশয়

'খেলাফতে মুয়াবিয়া ওয়া ইয়াযীদ' গ্রন্থের প্রণেতা লিখেছে, "মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর নিষ্ক্রমনকে হুকুমত ও খেলাফত অন্বেষার এমন একটি রাজনৈতিক ইস্যু মনে করতেন, যা যুগপ্রেক্ষাপটে এবং শরয়ী আহ্কামের ভিত্তিতে বৈধ বা সমীচিন ছিল না।"- পৃঃ- ৭৯

এ সম্পর্কে বক্তব্য হল, যদি মুহাম্মদ বিন হানাফিয়ার দৃষ্টিতে ইমামের পদক্ষেপ সময়ের চাহিদা ও শরয়ী আহকামের আলোকে নাজায়েয এবং অনুচিৎ হতো, তবে আবার তিনি ইমামকে এটা কেন বললেন যে, 'ইয়াযীদ থেকে দূরে থাকুন' এবং নিজের জন্য বাইআতের দাওয়াত দিন? বরং সেক্ষেত্রে তিনি তো স্পষ্টতঃ বলতে পারতেন যে, আপনার এই পদক্ষেপ শরীয়ত মতে কোন অবস্থাতেই জায়েয নয় ; আর একজন সত্যাশ্রয়ী ও ন্যায়নিষ্ঠ খলিফা থাকা সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে আপনার এ সিদ্ধান্ত রাষ্ট্র দ্রোহিতার শামিল।" তাঁকে নিষ্ক্রমনে বাঁধা না দেয়া এবং করণীয় সম্পর্কে অবহিত করা, যেমন- পল্লীতে ও পাহাড়ী এলাকায় অবস্থান নিন, মানুষের কাছে প্রতিনিধি পাঠান, তাদের প্রতি আপনার পক্ষে বাইআতের আহবান জানান ইত্যাদি একথারই সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, তাঁর দৃষ্টিতে ইমাম পাকের এই পদক্ষেপ শরীয়ত মতে নাজায়েয ছিল না ; বরং ইমাম (রাঃ) যে পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছিলেন তাঁর কাছে সে প্রক্রিয়াটাই শুধু যুক্তিসিদ্ধতার বিপরীত এবং নিষ্ফল মনে হয়েছিল। বাকী তাঁর নিজের বাইআত সংক্রান্ত ব্যাপারটি ছিল অন্যান্য সাহাবীদের মত ফিৎনা ফ্যাসাদ এড়ানোর লক্ষ্যে। নচেৎ খলিফার কার্যক্রমের সৌন্দয্য কিংবা তাকে সঠিক বিবেচনার ভিত্তিতে নয়।

প্রমাণিত হল যে, মুহাম্মদ বিন হানাফিয়াও অপরাপর কতিপয় সাহাবীর মত ইয়াযীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়াকে নিজের কাছে অবৈধ বা খারাপ মনে করতেন না ; বরং বাহ্যিক নানা কারণ ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে তা প্রতিক্রিয়াহীন ও দূরদর্শিতাহীন বলে ভেবেছিলেন। সুতরাং 'খেলাফতে মুয়াবিয়া ওয়া ইয়াযীদ' এর লেখকের মন্তব্য "ইমামের পদক্ষেপকে মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া শরীয়ত মতে নাজায়েয মনে করতেন"- এটা সম্পূর্ণ ভুল এবং ইতিহাসের প্রতি সবৈব মিথ্যাচার।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হযরত মুহাম্মদ বিন হানাফিয়ার পরামর্শ দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার ভিত্তিতেই ছিল। জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার

অধিকারী মাত্রই এরূপ যুক্তিসিদ্ধতা ও পরিণামদর্শিতার ভিত্তিতে কাজ করে থাকেন এবং অপরকেও এতে উৎসাহিত করেন। এছাড়া সময় বিশেষে কৌশল অবলম্বন করা খারাপ কিছু নয়। কিন্তু ইশ্ক ও প্রেমের ধারক বাহকদের প্রকৃতি ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। বুদ্ধিজ্ঞান ও ইশ্ক-প্রেমের তারমতম্য নিরূপনে ডঃ ইকবালের দর্শন নিম্নরূপ ঃ

عقل در پیچاک اسباب وعلل — عشق چوگاں باز میدان عمل

عقل را سرمایہ از بیم وشک — عشق را عزم ویقین لاینفک است

عقل محکم از اساس چوں چند — عشق عریاں از لباس چوں چند

عشق صید از زور بازو افگند — عقل مکار است دوائے می زند

عقل چوں باد است ارزاں دو جہاں — عشق کمیاب وبہائے او گراں

جملہ عالم ساجد و مسجود عشق — چو منات عقل را محمود عشق

ترک جان وترک مال وترک سر — در طریق عشق اول منزل است

عشق سلطان است وبرہان مبین — ہر دو عالم عشق را زیر نگین

"কার্যকারণের এমনি মারপ্যাঁচ, বুদ্ধিমত্তা ক্লান্ত হয়
প্রেম সে কর্মের এই যে প্রান্তর, প্রাণের বন্যায় অকুতোভয়।
শংকা, ভয়, ডর, জ্ঞানের মূলধন, প্রতিটি ক্ষনে সে দেখছে সংশয়
প্রেমের দাবী সে অটল, অবিচল, দীপ্ত সাহসে, অব্যয়, অক্ষয়।
'কেন' বা 'কি করে' 'কোথায়' 'কি হবে' জ্ঞানের ভিত্তি এসবে নিশ্চয়,
প্রেমতো সংশয় জানে না কদাচ, দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব-মুক্ত সদাশয়।
ইশ্ক আপনা শক্তি, বিক্রম ত্যাজিবে, করবে নিজেরে ক্ষয়,
বুদ্ধি ভাবনা খাটাতে তৎপর, বুননে জাল সে মগ্ন রয়।
বুদ্ধি মিলবে যত্র তত্র, হাওয়ার মত সে প্রবাহে রয়,
ইশ্ক না সহজে খুঁজলে পাব সে, সস্তা দামে সে পাওয়ার নয়।
সারাটি বিশ্ব পূজক, ইশ্ক পূজ্য এমনি বিশ্বময়,
বুদ্ধি যদি যে দূর্গ সোমনাথ, গজনী-মাহমুদ প্রেমেরই জয়।
প্রেম সে সম্রাট ভূবনজোড়া সে প্রমাণ এমনি দীপ্তিময়,
তাবৎ পৃথিবী প্রেমের সকাশে অবনত আর অধীন রয়।

islamibookbd.wordpress.com

মদীনা মুনাওওয়ারাহ্ থেকে যাত্রা

ইমামে আলী মকাম হযরত হোসাইন (রাঃ) মদীনা ছেড়ে আসার প্রাক্কালে যখন নানাজান (দ.) এর রওজা মুবারকে উপস্থিত হন, সালাত ও সালাম আরয করার পর বিদায় অনুমতি চাইলেন, তখন তাঁর অবস্থা কী হতে পারে? বিষাদের রক্তিম অশ্রু অবিরাম ধারায় বর্ষিত ছিল! ব্যথিত হৃদয় বিরহ যাতনায় রক্তাক্ত ছিল। মুখে বলছিলেন, "কোলে কাঁধে বসিয়ে খাওয়াতেন যে নানা, মায়ামমতার বাঁধনে জড়িয়ে ঘুম পাড়ানিয়া শুনাতেন যে নানা, মাথায়, কপোলে, অধরে চুম্বনসিক্ত করতেন যে নানা, আমার গৌরবদীপ্ত নানা, আজ আমার অবস্থা দেখুন! বেদনা ভারাক্রান্ত আমি, অশ্রুসিক্ত আমি ! আপনার এই পবিত্র শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছি আমি, এই শহর আমার সবচেয়ে আদরের, প্রিয়তম শহর, কিন্তু কী করব? এখানে থাকা আমার পক্ষে দুষ্কর আজ। আমি যাচ্ছি, আমাকে অনুমতি দিন !

আর ওদিকে মমত্ববোধে লালনকারী মাতামহ, নবীকুল-রাজ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কী অবস্থা? এ অবস্থার কল্পনা হৃদয়কে চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেলে, এটা কেমন দিন ছিল! অত্যন্ত বেদনা বিধুর কঠিন সে সময় নবীজীর দৌহিত্র, হযরত আলীর কলিজার টুকরা, ফাতেমা যাহরা (রাঃ)-এর নয়নজ্যোতি, হাসান মুজতবার আত্মার শান্তি চলে যাচ্ছেন, চিরতরে সেই যাওয়া।

ہاں نگاہ غور سے دیکھ اے گروہ مومنین جا رہا ہے کربلا خیر البشر کا جانشین

اسماں ہے لرزہ براندام جنبش میں زمیں فرق پر ہے سایہ افگن شہپر روح الامیں

اے شگوفو السلام اے خفتہ کلیو الوداع اے مدینہ کی نظر افروز گلیو الوداع

দেখ চেয়ে দেখ মনভরে সব, দেখ চেয়ে আজ সব মুমিন,
বিদায়ী যাচ্ছেন কারবালায় আজ, নায়েবে হযরত আল্ আমীন।
আকাশ থর থর ভয়ে কী অস্থির, ভূমিতে কম্পন ধরিত্রীর
মাঝখানে দেন ডানার ছায়া কে, তিনি সেই রূহুল আমীন।
ফুল কলিরা শোন শোন সব সুপ্ত কলি হে, বিদায়ী রব,
দৃষ্টি নন্দন গলি মদিনার, বিদায়! বাজিছে ব্যথার বীণ।

অতঃপর তিনি শাবান, ৬০ হিঃ পরিবার-পরিজন নিয়ে মক্কা মুকাররামার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। যাত্রাকালে পবিত্র মুখে তেলাওয়াত ছিল-

فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجنى من القوم الظالمين-

অর্থাৎ - তিনি ঐ (শহর) জনপদ থেকে ভীতিগ্রস্থ হয়ে বেরিয়ে পড়লেন, এ প্রতীক্ষায় যে, না জানি কী হবে! বললেন, হে আমার প্রতিপালক, আমাকে এ জালিম গোষ্ঠী থেকে নাজাত দিন। (সুরা আল কাসাস- ২০)

আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুত্বী'র সাক্ষাৎ

পথিমধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুত্বী'র সাথে সাক্ষাৎ হলো। ইমামকে সপরিবারে মদীনা মুনাওওয়ারাহ্ থেকে চলে যেতে দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আমি আপনার চরণে উৎসর্গ হবো, আপনি কোথায় চলেছেন?" তিনি বললেন, আপাততঃ তো মক্কা মুকাররামার দিকে যাচ্ছি, সেখানে পৌঁছে আল্লাহ্র সাহায্য চেয়ে 'ইস্তেখারা' (সিদ্ধান্ত গ্রহণে আল্লাহ্র ইঙ্গিত খুঁজে দেখা) করে দেখব কোথায় যাওয়া যায়।" আব্দুল্লাহ ইবনে মুত্বী' বললেন, "আল্লাহ্ আপনাকে স্বস্থি ও নিরাপদে রাখুন, এবং আমাকে আপনার উদ্দেশ্যে নিবেদিত করুন। যখন আপনি মক্কায় পৌঁছবেন, তখন দয়া করে কখনো কুফা যাওয়ার খেয়াল করবেন না। কেননা সে এক অলক্ষুনে জায়গা, আপনার বুযুর্গ পিতা সেখানে শহীদ হয়েছেন। আর সেখানেই আপনার সহোদর হযরত হাসান (রাঃ)কে বান্ধবহীন, অসহায় অবস্থায় রেখে আসা হয়। তাঁর উপর বর্শার আঘাত হানা হয়েছিল। ফলে মরণদশায় উপনীত হয়েছিলেন। আপনি মক্কাতেই অবস্থান করুন। মক্কা ত্যাগ করে যাবেন না। আপনি আরবকুল সর্দার, হেজাযবাসী কাউকেই আপনার সমকক্ষ মনে করে না। চতুর্দিক থেকে মানুষ আপনার কাছেই ছুটে আসবে। আমার চাচা এবং মামা আপনার জন্য কুরবান। আপনি কা'বার হেরম কোন অবস্থাতেই কখনোই ছাড়বেন না। আল্লাহ্র দোহাই লাগে! খোদা না করুন, যদি আপনি শহীদ হয়ে যান, তবে আপনার পরে আমাদের সবাইকেই ক্রীতদাস বানিয়ে রাখা হবে।"

যখন তিনি মক্কা মুকাররামায় প্রবেশ করলেন, তখন আপাততঃ স্বস্থিবোধে কুরআনের এই আয়াতে মুবারাকা তেলওয়াত করলেন,

ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربى ان يهدينى سواء السبيل-

অর্থাৎ- "যখন তিনি 'মাদইয়ান' এর প্রতি মনোনিবেশ করলেন, তখন বললেন, আশা করি আমার প্রভু আমাকে সরল পথে চালিত করবেন।" সূরা কাসাস- ২০

islamibookbd.wordpress.com

তাঁর মক্কা মুকাররামায় পৌঁছার সংবাদ পেয়ে মানুষ দলে দলে তাঁর কাছে আসতে লাগল এবং সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হতে লাগল। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইরও মক্কাতেই ছিলেন। তিনিও ইমামের কাছে আসা-যাওয়া করতে লাগলেন। মক্কাবাসীরা তাঁর আগমনে অত্যন্ত আনন্দিত হল। তাঁরা তাঁর নূরানী সান্নিধ্যে নিজেদের নয়নমন উদ্ভাসিত করতঃ বলতে লাগল,

امدی و آمدنت بس خوشی است — دیدن روئے تو عجب دل کشی است
دولت وصل تو دائم ز خدای جستیم — کعبہ کوئے تو از راہ صفای جستیم
مرحبا سرور عالم کے پسر آئے ہیں — سیدہ فاطمہ کے لخت جگر آئے ہیں
نخل بستان نبوت کے ثمر آئے ہیں — جن سے روشن ہے جہاں وہ قمر آئے ہیں
واہ قسمت کہ چراغ حرمین آئے ہیں — اے مسلمانو مبارک کہ حسین آئے ہیں

স্বাগতম হে আগমনে যাঁর, খুশী হল সব,
চেহারা দেখেই খুশী উতরোল হৃদে অভিনব।
চেয়েছিনু মোরা খোদার সকাশে তোমার মিলন,
তোমার চলার তীর্থ পথেই এই দৃষ্টি মগন।
'মারহাবা' রাজাধিরাজের ওগো নয়নমনি,
ফাতেমার বুকে সাতরাজ ধন, শুন হর্ষধ্বনি।
নবুয়তরূপ বাগিচার ফুল এলো, এলো আজ,
ধরার জ্যোতি চন্দ্র অতুল, এলো এলো আজ।
হারামাইনের ওগো দীপ্তি, মোরা ধন্য মানি,
হোসাইন এলো, খুলল মোদের কপালখানি।

কুফাবাসীর চিঠি ও প্রতিনিধি

কুফা হযরত আলী (রাঃ) এর অনুরক্ত ও ভক্তদের প্রাণকেন্দ্র ছিল। কারণ তিনি নিজ খেলাফতকালে মদিনা মুনাওয়ারাহ্ থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত করে কুফায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কাজেই তার সকল ভক্ত প্রেমিক সেখানেই বসতি গেড়েছিলেন। আমীরে মুয়াবিয়ার শাসনামলেও ইমাম আলী মাকাম হোসাইন (রাঃ) কে কুফায় আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে আবেদন পাঠানো হয়েছিল। এখন যেমাত্র কুফাবাসী হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর ইন্তেকাল এবং হোসাইন, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর ও আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) ব্যক্তিত্রয়ের ইয়াযীদের হাতে বাইআত গ্রহণের অস্বীকৃতির সংবাদ জানতে

পারল, তখন কুফার সকল অনুরক্ত সুলাইমান ইবনে ছারদ আল খোযায়ীর ঘরে একত্রিত হয়ে যায়। মুহাম্মদ ইবনে বিশর হামদানী বর্ণনা করেন,

اجمعت الشيعة فى منزل سليمان بن صرد فذكرنا هلاك معاوية فحمدنا الله عليه فقال لنا سليمان بن صرد ان معاوية قد هلك وان حسينا قد تقبض على القوم ببيعته وقد خرج الى مكة وانتم شيعته وشيعة ابيه فان كنتم تعلمون انكم ناصروه ومجاهدو عدوه فاكتبوا اليه وان خفتم الوهل والفشل فلا تغروا الرجل من نفسه قالوا لا بل نقاتل عدوه ونقتل انفسنا دونه قال فاكتبوا اليه فكتبوا اليه (طبرى)

"সকল শিয়া সুলাইমান বিন ছারদ এর ঘরে সমবেত হয়ে গেল এবং আমীরে মুয়াবিয়ার ইন্তেকালের কথা আলোচনা করে সবাই আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা জানাল। অতঃপর সুলাইমান সবার উদ্দেশ্যে বলল," মুয়াবিয়ার অবসান হয়েছে, আর ইমাম হোসাইন ইয়াযীদের বাইআত প্রত্যাখ্যান করে মক্কায় চলে গিয়েছেন। আর তোমরাতো তাঁরও তাঁর আব্বাজানের শিয়া (ভক্ত)। তোমরা ভালভাবে জেনে নাও, যদি তোমরা তাঁর দুশমনের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে সক্ষম হও, তবে তাঁর কাছে লিখে দাও। যদি নিজেদের দূর্বলতা ও সাহসের অভাব বোধ কর, তবে তাঁকে ধোঁকা দিও না।" সবাই সমস্বরে বলল, "না আমরা তাঁকে ধোঁকা দিব না; আমরা তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়ব এবং তাঁর জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করব।" সুলাইমান বললেন, "তবে লিখ! তখন তারা তাঁর উদ্দেশ্যে চিঠি লিখে।"

-ত্বাবরী - ৬/১৯৭

শিয়া মাযহাবের উল্লেখযোগ্য কিতাব "জালাউল উয়ূন" (কৃত মোল্লা বাকের মজলিসী ইস্পাহানী)-এ রয়েছে,

"কুফাবাসীদের কাছে যখন এ সংবাদ পৌঁছে, তখন কুফার সকল শিয়া সুলাইমান বিন ছারদ খোজায়ীর ঘরে সমবেত হল, 'হাম্দ ও সানা' (আল্লাহ্র প্রশংসা) আদায় করল। অতঃপর মুয়াবিয়ার তিরোধান ও ইয়াযীদের বাইআত প্রসংগে কথাবার্তা হয়। সুলাইমান বললেন, 'যখন মুয়াবিয়া মারা গেছে, (মাআযাল্লাহ)[২] ইমাম হোসাইন ইয়াযীদের বাইআতকে প্রত্যাখ্যাত করে মক্কায় চলে গেছেন। আর তোমরা তাঁর এবং বুযুর্গ পিতার ভক্ত প্রেমিক, যদি মনে কর, তোমরা তাঁর সাহায্য করতে পারবে এবং জানমাল দিয়ে তাঁর সহযোগিতায় প্রচেষ্টা চালাতে পারবে, একটা চিঠি লিখে

[২] শিয়াদের ভাষ্য হুবহু রাখতেই এ রূপ অনুবাদ করা হল। আহলে সুন্নাতের ভাষ্য এ রূপ নয়।

islamibookbd.wordpress.com

তাঁকে এখানে আমন্ত্রণ জানাও। আর যদি তাঁর সাহায্যের ব্যাপারে অলসতা ও দূর্বলতা অনুভব কর, জেনে রাখ, শুভাকাংখীর দায়িত্ব ও আনুগত্য যদি সম্পাদন করতে না পার, তবে তাঁকে ধ্বংসের মাঝে ঠেলে দিওনা।" শিয়ারা বলল,"যখন তিনি নূরানী পদার্পনে এ শহরকে ধন্য করবেন, আমরা সবাই পরিশুদ্ধ চিত্তে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বাইআত গ্রহণ করব, এবং তাঁর সাহায্যে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে শত্রুর আক্রমণ থেকে তাঁকে হেফাজত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাব।" জালাউল উয়ূন (অনূদিত) ২ঃ১৩৮ (শিয়া জেনারেল বুক এজেন্সি, শিয়া মহল্লা, লাহোর কর্তৃক প্রকাশিত।)

প্রমাণিত হল- ইমামকে কুফায় আহবানকারী সকলে শিয়াই ছিল। বস্তুত চিঠিপত্র ও প্রস্তাবকের লাইন পড়ে গেল। এমনকি মোল্লা বাকের মজলিসীর বর্ণনা মতে শিয়াদের পক্ষ থেকে বার হাজার চিঠি ইমামের কাছে পৌঁছে। বিষয় বস্তুর সারাংশ হচ্ছে, "আপনি অবিলম্বেই কুফায় তাশরীফ আনুন, (আগমন করুন) খেলাফতের মসনদ আপনার জন্যই খালি রয়ে গেছে। শিয়া মুমিনদের ধন-দৌলত এবং তাদের গর্দানসমূহ আপনার জন্য প্রস্তুত। এখানকার সকলেই আপনার অপেক্ষায় এবং আপনার দর্শন লাভে আগ্রহী। আপনি ছাড়া আমাদের আর কোন ইমাম ও পথনির্দেশক নাই। আপনার সাহায্যের জন্য এখানে সৈন্য সামন্ত তৈরী এবং উপস্থিত। নো'মান ইবনে বশীর কুফার গর্ভণর রাজপ্রাসাদে অবস্থান করছেন। আমরা জুমা কিংবা ঈদের জামাতেও যাই না, যখন আপনি শুভাগমন করবেন, তখন আমরা তাদেরকে কুফা থেকে বের করে দেব।" জালাউল উয়ূন, ১৩৯/২

শেষ চিঠি আসার পর ইমাম আলী মাকাম তাদের প্রতি উত্তর লিখেন ঃ-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম- এচিঠি হোসাইন ইবনে আলীর পক্ষ থেকে কুফাবাসী ভক্ত মুমিনদের প্রতি লিখিত।

অনেক দূত এবং চিঠিপত্র আসার পর যে চিঠি আপনারা হানী ও সায়ীদ এর হাতে প্রেরণ করেছেন, তা আমি পেয়েছি। আপনাদের সবগুলো চিঠিই আমার কাছে এসে পৌঁছেছে। সব চিঠিরই বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমি জানলাম। আপনারা প্রায় সব চিঠিতে আমাকে লিখেছেন আমাদের কোন ইমাম নেই, আপনি অতি সত্তর আমাদের মাঝে তাশরীফ আনুন। আপনার বদৌলতে আল্লাহ্ আমাদের সঠিক পথ দেখাবেন। এখানে স্মর্তব্য যে, আমি কার্যত ঃ আপনাদের কাছে আমারই চাচাতো ভাই নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব জনাব মুসলিম ইবনে আকীলকে পাঠাচ্ছি। মুসলিম যদি আমাকে জানান যে আপনারা যা কিছু লিখেছেন, তা সর্বজন শ্রদ্ধেয়, চিন্তাশীল, জ্ঞানী-গুনি এবং

এলাকার গন্যমান্য বুযুর্গজনের পরামর্শক্রমেই লিখেছেন, তখন খুব শীঘ্রই আমি আপনাদের কাছে চলে আসব ইনশাআল্লাহ্। আমি মূল্যবান এ জীবনের শপথ করেই বলছি, সত্যিকার ইমামের বৈশিষ্ট্য হল, তিনি মানুষকে আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী নির্দেশনা দেন, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেন, পবিত্র শরীয়তের বাইরে একটি কদমও দেন না, আর মানুষকে সঠিক দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন। "সালাম" জালাউল উয়ূন- ১৪০/২

ইমাম আলী মকাম যখন আহলে কুফার (কুফাবাসীর) চিঠি ও দূতপ্রেরণ থেকে তাদের দ্বীনি জযবা ও মুহাব্বত, জানমাল উৎসর্গ করার ইচ্ছা এবং কুফায় তাঁর আগমনকে স্বাগত জানাবার প্রবল বাসনা অনুভব করলেন, তখন সিদ্ধান্ত নিলেন যে, প্রথমতঃ তাঁর চাচাত ভাই হযরত মুসলিম ইবনে আকীলকে অবস্থা পর্যবেক্ষনের জন্য পাঠানো উচিৎ। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি তাঁকে (মুসলিম ইবনে আকীলকে) একটি চিঠি দিলেন, যা তিনি কুফাবাসীর বরাবরে লিখেছিলেন। আর বললেন "আপনি কুফায় গিয়ে সঠিক উপায়ে নিজেই সরেজমিনে অবস্থা ও পরিস্থিতির যথাযথ পর্যবেক্ষন করবেন এবং আমাকে অবহিত করবেন । পরিস্থিতি অনুকূলে হলে আমিও চলে আসব আর যদি পরিস্থিতি বিরূপ হয় তবে আপনি ফিরে আসবেন।"

সদ্‌রুল আফাযেল হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈমউদ্দীন ছাহেব মুরাদাবাদী (রাঃ) বর্ণনা করেন, "যদিও ইমাম (রাদি.) এর শাহাদাতের ভবিষ্যৎবাণী সুপ্রসিদ্ধ ছিল এবং কুফাবাসীর বিশ্বাসঘাতকতার কথা ছিল পূর্ব অভিজ্ঞতালব্ধ; কিন্তু ইয়াযীদ যখন বাদ্‌শাহ্ হয়ে বসল এবং তার হুকুমত ও রাজত্ব দ্বীন-ধর্মের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দেখা দিল, এ কারণেই তার বাইআত নাজায়েয (অবৈধ) ছিল, আর সে (ইয়াযীদ) বিভিন্ন রকম কলাকৌশল ও নানান বাহানায় এটাই চাইতেছিল যে, লোকেরা তার আনুগত্য স্বীকার করুক, এরূপ পরিস্তিতিতে কুফাবাসীদের ইয়াযীদের বাইআত থেকে নিবৃত্ত করে ইমাম পাকের বাইআত গ্রহণ করানো দ্বীন ও মিল্লাতের অস্তিত্ব রক্ষার্থে ইমামের উপর ফরজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যাতে তাদের একান্ত ফরিয়াদ ও আবেদন প্রত্যাখ্যাত না হয়। যখন কোন সম্প্রদায় 'জালিম' (অত্যাচারী) ও 'ফাসিক' (দূরাচার) এর বাইআত (বশ্যতাগ্রহণ) করতে সম্মত না হয় এবং যোগ্যতাসম্পন্ন সঠিক পাত্রে বাইআত নিতে দরখাস্ত করে এ অবস্থায় যদি তিনি ঐ দাবী মন্‌জুর না করেন, তবে তার অর্থই দাঁড়ায় যে, তিনি ঐ সম্প্রদায়কে ঐ অত্যাচারীরই হাতে ন্যস্ত করতে চান। ইমাম (রাঃ) যদি ঐসময় কুফাবাসীর আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করতেন, তবে আল্লাহ্‌র দরবারে কুফাবাসীর ঐ দাবীর প্রসংগে ইমামের পক্ষ থেকে কী জবাব হত? অর্থাৎ- "আমরাতো সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি; কিন্তু ইমাম বাইআত করানোর জন্য

islamibookbd.wordpress.com

রাজী হননি এবং এ কারণেই ইয়াযীদের জুলুম নিপীড়নে নিরুপায় হয়ে আমাদেরকে তার হাতে বাইআত হতে হয়। যদি ইমাম হোসাইন (রাদি.) হাত বাড়াতেন, তবে আমরা তাঁর জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত ছিলাম।" ব্যাপারটি এমন নাজুক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়েছিল যে, তাদের ডাকে সাড়া না দিয়ে ইমামের গত্যন্তর ছিল না। যদিও শীর্ষস্থানীয় সাহাবীদের মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত ইবনে ওমর, হযরত জাবের এবং হযরত আবু ওয়াকিদ লাইসী (রাদি.) প্রমূখ ইমামের এ সিদ্ধান্তের সাথে একমত ছিলেন না এবং কুফাবাসীর ওয়াদা অঙ্গীকার সম্পর্কে তাদের আস্থা ছিলনা। ইমামের মুহাব্বত, তাঁর শহীদ হওয়ার কথার প্রসিদ্ধি অঁদের মনে আশংকার জন্ম দিচ্ছিল। কেননা এটা বিশ্বাস করারও কোন কারণ ছিল না যে, শাহাদাতের এটাই সময় এবং এ সফরেই ঐ মূহুর্ত সামনে এসে দাঁড়াবে। কিন্তু আশংকা বরাবর ছিল।

ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর সামনে বিষয়টি এরূপ উপস্থিত হয়েছিল যে, তাদের ঐ দাবীকে অগ্রাহ্য করার মত শরয়ী ওজর কী হতে পারে? একদিকে এমন সম্মানিত ছাহাবায়ে কেরামের পীড়াপীড়িকে গুরুত্ব দেয়া, অপরদিকে কুফাবাসীর আবেদন ফেরানোর মত শরীয়ত সম্মত কোন অপারগতা খুঁজে না পাওয়া ইমামের জন্য জটিল বিষয় ছিল। এমন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য একমাত্র উপায় যেটা তিনি পেলেন, সেটা হল হযরত মুসলিমকে প্রথমে পাঠানো, যদি কুফাবাসী অঙ্গীকার ভঙ্গ কিংবা বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ করে, তবে তো শরয়ী ওজর পাওয়া গেল, যাতে সেখানে যাওয়া থেকে নিস্কৃতি পাওয়া যায়। তবে ছাহাবায়ে কেরামকে কোন না কোন সান্তনা দেওয়া যাবে। সাওয়ানেহে কারবালা পৃঃ ৫২।

شاہ نے اپنی نیابت کے لئے انکو چنا — اہل کوفہ کو یہ خود شاہ نے نامہ لکھا
آپ لوگوں کی طلب پر انہیں ہمنے بھیجا — ان کی سب لوگ اعانت و حمایت کرنا
چل دے مکہ سے اس نامہ کو لے کر مسلم — اخرش پہنچ گئے کوفہ کے اندر مسلم

"প্রতিনিধি স্বরূপ তাঁকে বেছে নিলেন আজ ইমাম,
পাঠিয়ে দিলেন কুফাবাসীর নামে লিখে চিঠি ও খাম।
তোমাদেরই দাবীর মুখে পাঠিয়ে তাঁকে এই দিলাম,
'সাহায্য' আর 'রক্ষা' করে পূরণ করো মনোষ্কাম।
চিঠি নিয়ে মুসলিম আজ ছাড়েন সে পাক মক্কাধাম,
কুফার পথে চলেন তিনি, মুখে নিয়ে খোদার নাম।"

اتباع اہل بیت پاک کر سکتے ہیں + عشق کا دعوی ہے اور تقلید کر سکتے ہیں

"করেনা তাহারা আহলে বাইতে পাকের অনুসরণ,
ইশক্ ও প্রেমের দাবী করে তবু মানে না অনুগমন।"

হযরত মুসলিম কুফায়

হযরত মুসলিম তার ছোট্ট দু'জন ছাহেবজাদা মুহাম্মদ ও ইবরাহীমকে সাথে নিয়ে কুফায় পৌঁছলেন। কুফাবাসীরা পথ চেয়ে অপেক্ষমান ছিল। তারা তাঁর শুভাগমনে যারপর নাই ভক্তি প্রেমের প্রকাশ ঘটাল। তিনি মুখতার বিন আবু উবাইদা, কারো মতে ইবনে আওসাজার ঘরে অবস্থান করেন। আহলে বাইতের ভক্ত প্রেমিকেরা ভক্তি ও আবেগের উচ্ছাস নিয়ে বাইআত গ্রহণ করতে লাগল এবং বাইআতকালে বড় বড় শপথবাণী উচ্চারণ করতে লাগল যে, 'আমরা জান-মাল উৎসর্গ করব, কখনও আপনার সঙ্গ ত্যাগ করব না।' ইমাম মুসলিম যখন তাদের মধ্যে ভক্তি প্রেমের আবেগ-জযবা দেখলেন তখন ইমাম আলী মকাম হোসাইন (আঃ) এর নিকট চিঠি লিখলেন, তাতে অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করলেন। জানালেন যে, এ যাবৎ আঠার হাজার লোক বাইআত গ্রহণ করে ফেলেছে, আপনি অবশ্যই চলে আসুন, যাতে এই ইসলামী মিল্লাত ইয়াযীদের কালো হাত থেকে মুক্তি পায় এবং মানুষ যাতে প্রকৃত একজন ইমাম ও ন্যায়নিষ্ট যথার্থ খলিফার বাইআতের সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবান হতে পারে এবং 'দ্বীনে হক' এর যেন সহায়তা হয়।

کیا اظہار ارباب عقیدت نے مسرت کا — ہوا سامان گھر گھر خیر سے مسلم کی دعوت کا
بہ کثرت نزد مسلم لوگ اے شاد ماں ہو کر — امام پاک کا یہ خط سناتے ترجماں ہو کر
ترقی رات دن ہونے لگی اہل عقیدت کی — ہزاروں کوفیوں نے حضرت مسلم سے بیعت کی
موافق جب فضائے کوفہ مسلم کو نظر آئی — جماعت لڑنے مرنے کیلئے بھی مستعد پائی
لکھے حالات سب مسلم نے فرزند پیمبر کو — بلایا جانب کوفہ حسین وآل حیدر کو

islamibookbd.wordpress.com

ভক্তেরা করে চলে খুশীর প্রকাশ, মুসলিমে যা বলেন তাই সাব্বাশ।
মুসলিমে দেখে লোক জড়ো চার পাশ, ইমামের চিঠি শোনে, মুখে উচ্ছাস।
প্রেমিকের ভিড় বাড়ে, নাই অবকাশ, বাইআতে ঢল নামে ইমাম-সকাশ।
মুসলিম যবে দেখে কুফীদের আশ, জান দিতে অজস্র বীরের আভাস।
ইমামে লিখেন তিনি এই সে প্রকাশ, আসুন! বরণ ডালা কুফার নিবাস।

ইয়াযীদকে সংবাদ জ্ঞাপন

হযরত মুসলিমের আগমনের সংবাদে, কুফাবাসীর ভক্তির স্ফুরণ, প্রস্ফুটিত বাইআত, তাদের ভক্তি বিশ্বাসে শণৈঃ শণৈঃ উন্নতি দেখে ইয়াযীদের সহযোগী আব্দুল্লাহ ইবনে মুসলিম এবং উমারা ইবনে ওয়ালিদ ইয়াযীদকে জানিয়ে দেয় যে, ইমাম হোসাইন (রাঃ)-র পক্ষে মুসলিম ইবনে আকীল কুফায় আগমন করেছেন। আর প্রায় সহস্র জনতা ইতোমধ্যে তার হাতে বাইআত গ্রহণ করেছে। অথচ কুফার গভর্ণর নোমান ইবনে বশীর তার বিরুদ্ধে বিশেষ কোন পদক্ষেপ এখনও গ্রহণ করেন নি। আর না কোন দমন প্রক্রিয়া এখনও কার্যকর করেছেন। অতএব, যদি বাদশাহী টিকিয়ে রাখতে চান, তবে এখনই তার তাৎক্ষনিক প্রতিকারে মনোযোগী হওয়া উচিৎ। কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হোক । নচেৎ এভাবে সমগ্র ইরাক হাতছাড়া হয়ে যাবে।

ইয়াযীদ এই সংবাদ পাওয়া মাত্রই ক্রোধান্বিত হয়ে পড়ে। বিশিষ্ট বন্ধুদের নিয়ে পরামর্শে বসে। তারা বলল, "কাল বিলম্ব না করেই কোন কঠোর ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা উচিৎ, যে কারো প্রতি ভ্রুক্ষেপ বা পরোয়া করেনা । আর তেমন ব্যক্তি হল ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে যিয়াদ। পরামর্শ অনুযায়ী ইয়াযীদ কুফার গভর্ণর নোমান ইবনে বশীরকে তখনই বরখাস্ত করে তদস্থলে ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে নিযুক্ত করে। ইতোপূর্বে সে বসরার গভর্নর হিসাবে দায়িত্বরত ছিল। ইয়াযীদ তাকে এ মর্মে নির্দেশ প্রদান করে যে, অবিলম্বে কুফায় গিয়ে মুসলিমকে গ্রেফতার কর এবং নজরবন্দী করে রেখ , যদি তাতে বাধ সাধে, তবে কতল করে দেবে। বাইআত গ্রহণকারীদের ভয়-ধমক দাও, যাতে ফিরে যায়, যদি তাতেও না হয় তবে তাদেরকেও খতম করে দাও। ইতোমধ্যে যদি হোসাইন এসে পড়ে, তবে তার কাছ থেকে আমার পক্ষে বাইআত আদায় করো। বাইআতে সম্মত হলে তো উত্তম, নচেৎ তাকেও কতল করে ফেলবে। ইবনে যিয়াদের কাছে ইয়াযিদের এ নির্দেশনামা বসরায় থাকতে পৌঁছে। দৈবক্রমে ইমাম আলী মাকাম ইমাম হোসাইনের (রাঃ) পক্ষ থেকে একজন দূত বসরাবাসীদের প্রতি লেখা তাঁর

একটি চিঠি সেদিনই নিয়ে আসে। কেননা বসরার অধিবাসীও তাঁর প্রতি অনুরক্ত ছিল। সে চিঠিতেও তিনি বসরাবাসীদের উদ্দেশ্যে লিখেন

قدبعثت رسولى اليكم بهذا الكتاب وانا ادعوكم الى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فان السنة قد اميتت وان البدعة قد احييت وان تسمعوا قولى وتطيعوا امرى اهدكم سبيل الرشاد والسلام عليكم ورحمة الله

"আমি আমার পত্র বাহককে এ চিঠি দিয়ে তোমাদের কাছে পাঠালাম। আর আমি আল্লাহ্‌র কিতাব এবং তাঁর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাতের প্রতি তোমাদের আহ্বান করছি। আর তা এ কারণে যে, সুন্নাতের তিরোধান হয়েছে, তদস্থলে হয়েছে বিদআতের উত্থান। তোমরা যদি আমার কথা শোন এবং মেনে চলো, তবে আমি তোমাদের সঠিক পথেই পরিচালিত করবো। সালামান্তে----------"

বসরার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ চিঠি পড়লেন এবং তা গোপন করে রাখলেন। কিন্তু মুনযির ইবনে আল্ জারোদ সন্দেহে পতিত হলেন এবং আশংকা করলেন যে, এ দূত না জানি ইবনে যিয়াদের গুপ্তচর কিনা। এমনও হতে পারে যে, ইবনে যিয়াদ পরীক্ষামূলক তাকে পাঠিয়ে দিয়েছে। তিনি দূতকে নিয়ে সরাসরি ইবনে যিয়াদের কাছে চলে আসলেন। ঐ চিঠি তাকে দেখায়ে তা জানতে চাইলেন। ইবনে যিয়াদ সেই মূহুর্তেই ইমামের দূতকে গ্রেফতার করে হত্যা করে ফেলে। অতঃপর বসরা জামে মসজিদে জনতার উদ্দেশ্যে কঠোর হুমকিমূলক বক্তব্য দেয়। যার সংক্ষেপ হল-

"আমীরুল মুমিনীন আমাকে বসরার সাথে কুফার শাসনক্ষমতাও দান করেছেন। এ জন্যই আমি কুফাতে যাচ্ছি। আমার অনুপস্থিতিতে আমার ভাই ওসমান ইবনে যিয়াদ আমার স্থলাভিষিক্ত হবে। তোমরা মতানৈক্য আর বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত থাকবে। অন্যথায় খোদার কসম, যার সম্পর্কেই আমি জানতে পারবো যে, সে মতবিরোধ ও বিদ্রোহে অংশ নিয়েছে তাকে এবং তার সকল সহযোগী ও সহচরদেরও আমি ছেড়ে দেবো না। পলাতকদের স্থলে যাকেই কাছে পাওয়া যাবে পাকড়াও করা হবে। আর সবাইকেই আমি যমের ঘাটে নামিয়ে দেবো। যতক্ষণ না তোমরা সঠিক পথে ফিরে আসো। আর বিরোধের নাম নিশানাও থাকবে না। মনে রেখো আমি যিয়াদের পুত্র। আর ঠিক আমি আমার বাপের মতোই।" (ইবনে আছীর ১/৪, ত্বাবরী ২০০/৬)

islamibookbd.wordpress.com

ইবনে যিয়াদের কুফায় আসা

ইবনে যিয়াদ আপন পরিবার-পরিজন ছাড়াও পাঁচশ জন লোক নিজের সাথে নিয়ে বসরা ত্যাগ করে। তাদের মধ্য থেকে কতেক পথেই থেমে যায়। কিন্তু সে তাদের কোন পরোয়াই করল না। যথারীতি যাত্রা অব্যাহত রাখল। কাদেসিয়া পৌঁছে সে তার সৈন্য-সামন্ত সেখানেই রেখে দিল। অতঃপর প্রতারণার উদ্দেশ্যে হেজাযী (আরবী) পোষাক পরে উটে আরোহণ করল। বিশজন লোক সাথে নিয়ে হেজায থেকে যে পথ কুফায় গিয়েছে সে পথে মাগরিব ও এশা'র মধ্যবর্তী সময়ে রাতের অন্ধকারে কুফায় এসে পৌঁছল। তার এ ছদ্মবেশ ধারণের উদ্দেশ্য ছিল যে, তখন কুফাবাসীর মধ্যে তীব্র উত্তেজনা, ইয়াযীদের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন। কাজেই এমনভাবে সেথায় প্রবেশ করতে হবে যাতে লোকেরা চিনতে না পারে। বরং তারা যেন মনে করে ইমাম হোসাইন (রাঃ)-ই শুভাগমন করেছেন। আর সে নিরাপদে, নির্বিঘ্নে কুফার অভ্যন্তরে পৌঁছে যাবে। এছাড়া জনতার আবেগ-উচ্ছাসেরও কিছু আন্দাজ করা যাবে। সাথে সাথে এটাও জেনে নেওয়া যাবে, কারা কারা অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

কুফাবাসী যারা অধীর প্রতীক্ষায় ইমামে পাকের পথ চেয়ে ছিলেন, তারা রাতের আঁধারে হেজাযের পথে হেজাযী পোষাকে তাকে আসতে দেখে বাস্তবিকই ধোঁকায় পড়ে যান। তারা ধরেই নিল যে, ইমামে পাকই তাশরীফ এনেছেন। সোল্লাসে তারা অভ্যর্থনার শ্লোগানে চারপাশ মুখরিত করে তুলল। সম্বর্ধনা ও অভিবাদনে অভিষিক্ত করল। ভক্তি গদগদ কণ্ঠে উচ্চারিত হল "মারহাবান বিকা ইয়া ইবনা রাসুলিল্লাহ্" "ক্বাদিমতা খাইরা মাকদাম" (স্বাগতঃ হে রাসুলতনয়! আপনার পদার্পনে শুভেচ্ছা আমাদের!!) আগে পিছে উৎসাহী অভ্যর্থনাকারীতে পরিবেষ্টিত। শোরগোল শুনে আরো লোক বেরিয়ে আসে ঘর ছেড়ে। রীতিমত তা এক বিশেষ উত্তম জুলুসের রূপ নেয়। যেন একটি শোভাযাত্রার কাফেলা। দূরাচার ইবনে যিয়াদ প্রজ্জলিতচিত্তে বিষিত মনে চুপচাপ চলতে লাগল। সে ভালই বুঝতে পারল যে, এরা ইমামের জন্য অস্থির, উতলা হয়ে অপেক্ষা করছে। আর আন্দাজ করতে পারল যে, এদের অন্তর উনার প্রতি কতটাই অনুরক্ত। যখন সে 'দারুল ইমারাত' অর্থাৎ 'গভর্ণর হাউস'-এর নিকটে আসল, তখন হযরত

নোমান ইবনে বশীর শোরগাল শুনে এবং প্রচন্ড ভিড় দেখে ভাবলেন স্বয়ং ইমাম শুভাগমন করেছেন। নোমান ইবনে বশীর দরজা বন্ধ করে দিলেন আর দালানের ছাদে গিয়ে চেঁচিয়ে বললেন "হে ইবনে রাসুলুল্লাহ্, আপনি ফিরে যান, খোদার কসম, আমি নিজ আমানত আপনার হাতেও অর্পন করবো না এবং আপনার সাথে লড়তেও চাইনা।" এটা শুনে ইবনে যিয়াদ আরো নিকটবর্তী হল এবং চাপাস্বরে বলল, "আরে দরজা খোল, নচেৎ ভাল হবে না।" তার পেছনেই একজন লোক দাঁড়িয়েছিল। সে গলার স্বরেই তাকে চিনে ফেলল। তড়িঘড়ি কিছুটা পেছনে সরে জনতার উদ্দেশ্যে বলল, খোদার কসম, এতো ইবনে মারজানা ! (অর্থাৎ আগন্তক হোসাইন নন; ইবনে যিয়াদ)। নোমান ইবনে বশীর দরজা খুলে দিলেন। ইবনে যিয়াদ রাজ প্রাসাদের অভ্যন্তরে ঢুকেই দরজা আটকে দিল। তখন নিরুপায় জনতা দুঃখ ও হতাশা নিয়ে চারিদিকে চলে গেল। রাত অতিবাহিত করে ইবনে যিয়াদ সকালেই আবার লোক জড়ো করল। আর তাদের সামনে বক্তব্য রাখল-

"আমীরুল মুমিনীন ইয়াযীদ আমাকে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করেছেন। আমাকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, যেন অত্যাচারিতের সাথে ইনসাফ করি, অনুগতদের প্রতি সদাচরণ করি, আর অবাধ্যদের কঠোর হস্তে দমন করি। আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তাঁর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো। অর্থাৎ যে আনুগত্য ও হুকুম তামিল করবে তার প্রতি মমত্ব দেখানো হবে, আর যে ব্যক্তি নির্দেশ অমান্য করবে, তার জন্য আমার চাবুক আর তলোয়ার উদ্যত। তোমাদের উচিৎ, নিজের ভালোটা দেখা আর নিজের (জীবনের) প্রতি মায়া করা।"

ভাষণদানের পর সে কুফার নামজাদা লোকদের গ্রেফতার করে ফেলে। আর তাদের সবাইকে বলল যে, 'এই মর্মে মুচলেকা দিয়ে যাও যে, তোমাদের নিজ নিজ গোত্রের লোকেরা কোন বিদ্রোহীকে নিজেদের কাছে আশ্রয় দেবে না, না কোন বিরোধী তৎপরতায় অংশ নেবে। যদি কেউ কোন বিদ্রোহীকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে রাখে, তবে তাকে ধরিয়ে দিতে হবে। তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ শর্তাবলী লিখিত দিয়ে যাবে, এবং তা মেনে চলবে, তারা মুক্তি পাবে, আর যারা তা করবে না, তাদের জানমাল দুটোই আমাদের জন্য হালাল। (অর্থাৎ উভয়টাই আমার ইচ্ছাধীন) তাকে হত্যা করে তারই দরজায় লাশ ঝুলিয়ে রাখা হবে। আর তার সম্পর্কিত কাউকেই আমি রেহাই দিব না।"

islamibookbd.wordpress.com

ইবনে যিয়াদের আগমনে, তার ভয়-ভীতি ও হুমকী প্রদর্শনে কুফাবাসী ভড়কে যায় এবং শংকিত হয়ে পড়ে। এছাড়া তাদের এতদিনের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন আসতে শুরু করে। অবস্থা দৃষ্টে হযরত মুসলিম মুখতার ইবনে উবাইদার ঘরে অবস্থান করাটা সমীচিন মনে করলেন না। রাতের বেলা সেখান থেকে বেরিয়ে কুফার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে আহলে বাইতের একজন ভক্তপ্রেমিক হানী ইবনে উরওয়াহ মুযহিজীর কাছে আসলেন। হানী কিন্তু এ মূহুর্তে তাঁর আগমনে অত্যন্ত নাখোশ হলো। বলল, 'যদি আপনি এখানে না আসতেন সেটাই ভাল হতো।' হযরত মুসলিম বললেন,"পরদেশে এক মুসাফির আমি, আমাকে একটু আশ্রয় দিন।" হানী বললো,'যদি আমার ঘরে আপনি ঢুকেই না পড়তেন, তবে আমি এটাই বলতাম যে, আপনি চলে যান।" কিন্তু এখন সেটা আমার আত্মমর্যাদারও পরিপন্থী হবে যে আপনাকে ঘর থেকে বের করে দেই।" হানী তার অন্দর মহলের অভ্যন্তরে সুরক্ষিত এক কক্ষে তাঁকে লুকিয়ে রাখলেন।

শুরাইক ইবনে আ'ওয়ার

শুরাইক ইবনে আ'ওয়ার সালমী যিনি আহলে বাইতের অনুরক্তদের মধ্যে একজন অনুরাগী ছিলেন, আর বসরার সর্দারবৃন্দের অন্যতম ছিলেন, যিনি ইবনে যিয়াদের সাথেই বসরা থেকে এসেছিলেন। ঘটনাক্রমে তিনিও হানী ইবনে উরওয়াহ্‌র মেহমান হয়েছিলেন। ইবনে যিয়াদ এবং অন্যান্য ওমারাদের কাছে তিনি অত্যন্ত সম্মানের পাত্র ছিলেন। এরই মধ্যে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ইবনে যিয়াদ সংবাদ দিলেন যে, 'আমি সন্ধ্যা নাগাদ আপনাকে দেখতে আসব।" শুরাইক হযরত মুসলিম (রাঃ)কে জিজ্ঞেস করলেন, ইবনে যিয়াদকে হত্যা করতে আমি যদি আপনাকে সুযোগ সৃষ্টি করে দেই, তবে আপনি তা করতে সম্মত ? তিনি বললেন "হ্যাঁ"। শুরাইক বললেন, "ঐ নরাধম আজ সন্ধ্যায় আমাকে দেখতে আসছে। আপনি উন্মুক্ত তলোয়ার হাতে নিয়ে লুকিয়ে অপেক্ষা করবেন। যখন আমি বলব "আমাকে পানি খাওয়াও" ঠিক সেই মূহুর্তেই অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে আপনি তাকে শেষ করে দেবেন। এরপর অনায়াসেই রাজপ্রাসাদ এবং কুফা করায়ত্ত হয়ে যাবে। আর অসুখ যদি সেরে উঠে, তবে বসরায় গিয়ে আপনার জন্য সেখানে সর্বাত্মক ব্যবস্থা আমিই করব।"

সন্ধ্যার দিকে ইবনে যিয়াদ নিজ দেহরক্ষী সাথে নিয়ে হানীর ঘরে আসলো। শুরাইক ইবনে আ'ওয়ারের রোগ শয্যার পাশে বসে কুশলাদি জানতে লাগলো। তার দেহরক্ষীও পাশে দাঁড়ানো ছিল। শুরাইক উচ্চৈস্বরে বলতে লাগলেন, "আমাকে পানি দাও, 'পানি খাওয়াও' তৃতীয়বারে বলল, "আফসোস তোমাদের জন্য, তোমরা আমাকে পানি থেকে দূরে রাখছ, 'পানি খাওয়াও' তাতে আমার জান যায়, যাক্।" এতদসত্ত্বেও হযরত মুসলিম বের হলেন না দেখে শুরাইক মর্মাহত হলেন এই ভেবে যে, কেমন সুবর্ণ সুযোগ হাত ছাড়া করেছেন ! দুঃখে আবৃত্তি করলে লাগলেন,

" ما تنظرون بسلمى ان تحيوها
اسقنيها و ان كانت فيها نفسى.

বিলম্ব কী হে, সালমায় অভিবাদন জানাতে?
করাও সে পান, যায় যাবে জান তাতে।

দেহরক্ষী কিছু আন্দাজ করে নেয় এবং ইশারায় ইবনে যিয়াদকে উঠে যেতে বলে। ইবনে যিয়াদ দাঁড়িয়ে যায়। শুরাইক বললেন, "আমীর, আমি আপনাকে কিছু 'অসিয়ত' (অন্তিম উপদেশ) জানাতে চাই।" ইবনে যিয়াদ বলল, "আমি আবার আসব।" দেহরক্ষী তাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে বলল, "কসম খোদার, আপনাকে হত্যার চক্রান্ত করা হয়েছে।" ইবনে যিয়াদ বলল, "এ কী করে হয়? আমিতো শুরাইককে খাতির করি, সম্মান দেই, তাছাড়া এটা হানী ইবনে উরওয়াহর ঘর, আমার বাবা অনেক উপকার তার করেছে।" দেহরক্ষী বলল, "তারপরও আমি যা বলছি, তা সম্পূর্ণ সত্যি ; আপনি (পরে) বুঝতে পারবেন।"

ইবনে যিয়াদ চলে যাওয়ার পর মুসলিম আড়াল থেকে বেরিয়ে আসলেন। শুরাইক বললেন, "আফসোস, তাকে হত্যা করতে আপনার কী বাধা ছিল? উত্তরে মুসলিম বললেন, "দু'টি কারণ, এক, যার আতিথ্যে আমি আছি, সেই গৃহস্বামী হানীর এটা পছন্দ নয় যে, তার ঘরে ইবনে যিয়াদ নিহত হয়। দুই- হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহান বাণী অর্থাৎ কাউকে বোকা বানিয়ে হত্যা করা মুমিনের কাজ নয়।'

ঐসব পবিত্র আত্মা লোকদের ন্যায়নিষ্ঠা ও ইনসাফ, শরীয়ত ও সুন্নাতের পূর্ণাঙ্গ- অনুসরণের বিষয়টি লক্ষণীয়। সুবহানাল্লাহ্ ! নিকৃষ্টতর শত্রুর সাথেও সুন্নাত পরিপন্থী আচরণ করা তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। নয়তো

islamibookbd.wordpress.com

জানের শত্রুকে শেষ করে দেয়ার জন্য এটা মোক্ষম সুযোগ ছিল। তাছাড়া কোন বর্ণনায় এমনও এসেছে যে, তিনি বলেছেন, "আমি কাউকে বলতে শুনেছি (অর্থাৎ ঐ মুহূর্তে তাঁর কানে এসেছিল),

يامسلم لاتخرج حتى يبلغ الكتاب اجله

অর্থাৎ- হে মুসলিম, তুমি বের হয়ো না, যতক্ষণ না অদৃষ্টলিপি তার সীমায় পৌঁছে।

তিন দিন পর শোরাইক ওফাতপ্রাপ্ত হন। ইবনে যিয়াদ জানাযার নামায পড়ায়। পরবর্তীতে যখন সে জানতে পারল যে, শোরাইক তাকে হত্যা করার জন্য মুসলিমকে আহবান করেছিল যে, তখন সে বলল, "খোদার কসম, আমি আর কোন ইরাকীর নামাযে জানাযা পড়ব না। আল্লাহ্‌র শপথ! যদি আমার বাবা যিয়াদের কবর ওখানে না হতো, তবে অবশ্যই আমি শোরাইকের কবর খনন করে ফেলতাম।"

ইমাম মুসলিমের অনুসন্ধানে গুপ্তচর

হযরত মুসলিম হানীর গৃহে আত্মগোপন করেছিলেন। তাঁর ভক্ত-অনুরক্তবৃন্দ সেখানেও মোলাকাতের উদ্দেশ্যে গোপনে আসা-যাওয়া করতেন। 'বাইআত' এর ধারাবাহিকতা বরাবর বজায় ছিল। কোন বর্ণনায় এসেছে যে, চল্লিশ হাজার লোক বাইআত গ্রহণ করেছিল।

এদিকে ইবনে যিয়াদ বরাবরই অনুসন্ধানে তৎপর ছিল, যাতে কে তাঁকে (ইমাম মুসলিম) আশ্রয় দিয়ে রেখেছে তার সন্ধান পাওয়া যায়। অথচ হানীর প্রতি তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ জাগেনি। পরিশেষে সে তার গোলাম মুআক্কালকে এ কাজে নিয়োগ করে। তিন হাজার দিরহাম তার হাতে দিয়ে অনুসন্ধানের কূটকৌশল বাতলে দিল। এ জাতীয় রহস্যভেদের জন্য মোক্ষম জায়গা সচরাচর মসজিদই হয়ে থাকে। কেননা মসজিদে সর্বস্তরের লোকের আনাগোনা থাকে। পরিকল্পনা মোতাবেক ঐ গোলামও সোজা জামে মসজিদে গিয়ে পৌঁছল এবং অপেক্ষা করতে থাকল। সে লক্ষ্য করল এক ভদ্রলোক দীর্ঘক্ষণ নামায পড়তে আছেন। ইনি ছিলেন মুসলিম ইবনে আওসাজাহ্ আল্ আসাদী। যখন তিনি নামায সেরে উঠলেন, ঐ গোলাম তাঁর কাছেই উপস্থিত হল। আর বলতে লাগল, "আমি শামদেশী একজন গোলাম, আহলে বাইআতের প্রতি আসক্ত। আমার কাছে এই তিন হাজার দিরহাম

রয়েছে। আমি শুনেছি যে, রাসুল (দঃ) পরিবারের একজন সদস্য এখানে আগমন করেছেন। আর তিনি মানুষের কাছ থেকে নবী-দৌহিত্র ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর পক্ষে বাইআত নিচ্ছেন। আমি দিরহামের এ অংকটা উনার খেদমতে ভক্তির নযরানা হিসাবে পেশ করতে চাই। যাতে তিনি এটা কোন উত্তম কাজে ব্যয় করেন। কিন্তু আমারতো এটা জানা নেই যে, সেই হযরত এখন কোথায় অবস্থান করছেন।"

মুসলিম ইবনে আওসাজাহ্ বললেন,"মসজিদে আরও তো লোক ছিলেন, তুমি তাঁদের কাউকে বললে না, আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন? "সে বলল,"আপনার চেহারায় ফুটে উঠা নেকী ও বরকতের আলামত এটা জানান দিচ্ছে যে, আপনি নিশ্চয় তাঁদের দোসরদের কেউ হবেন। এজন্যই আমি আপনার কাছে জানতে চেয়েছি। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি আমাকে সেই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করবেন না। দোহাই, উনার ঠিকানা আমাকে অবশ্যই বলুন।"

মোটকথা লোকটির ছলনাপূর্ণ কথাবার্তা মুসলিম বিন আওসাজার উপর প্রভাব বিস্তার করল। তিনি নিশ্চিত বিশ্বাস করলেন যে, এ লোকটি নিঃসন্দেহে আহলে বাইআত এর ভক্ত ও প্রেমিক। পরদিন লোকটিকে তিনি হযরত মুসলিম (রাঃ) এর কাছে নিয়ে গেলেন। তাঁর ভক্তি-বিশ্বাস সম্পর্কে নিজেও দৃঢ়তা প্রকাশ করলেন। সে তিন হাজার দিরহাম অর্পন করে বাইআত হয়ে যায়। বাইআতের পরে সে অত্যন্ত ভক্তি-বিশ্বাস সহকারে প্রতিদিন ইমাম মুসলিম (রাঃ) এর খেদমতে সকালে সবার আগে, রাতে সবার শেষে আসা যাওয়া করতে লাগল। আর যা কিছু শুনতো ও দেখত তার পুংখানুপুংখ রিপোর্ট ইবনে যিয়াদের কাছে পৌঁছে দিত। ইমাম মুসলিম (রাঃ) ঐ তিন হাজার দিরহাম আবু সুমামাহসায়েদীকে দিয়ে কিছু হাতিয়ার কেনার নির্দেশ দিলেন।

হানীর গ্রেফতারী

হানী ইবনে উরওয়াহ্ কুফার একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। ইবনে যিয়াদের সাথে তাঁর পূর্বেকার কিছু সম্পর্কও ছিল। হযরত মুসলিম (রাঃ) এর আগমনের আগে তিনি ইবনে যিয়াদের নিকট যেতেন এবং মেলামেশা রাখতেন। যখন থেকে হযরত মুসলিম (রাঃ) তাঁর কাছে আসলেন, সেদিন থেকে তিনি অসুস্থতার অজুহাতে আসা যাওয়া এবং মেলামেশা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

islamibookbd.wordpress.com

ওদিকে ইবনে যিয়াদ সার্বিক পরিস্থিতি ও অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে গিয়েছিল। একদিন তার নিকট মুহাম্মদ বিন আশআস (জুদার ভাই, যে ইমাম হাসান (রাঃ)-কে বিষ প্রয়োগ করেছিল) এবং আসমা বিন খারেজা আসল। ইবনে যিয়াদ তাঁদের জিজ্ঞেস করল,"হানীর কী অবস্থা ?" তাঁরা বললেন, "অসুস্থ।" ইবনে যিয়াদ বললো, "আমি জেনেছি যে, সে দিব্যি সুস্থ, আর সারাদিন নিজবাড়ীর সামনে বসে থাকে। তোমরা যাও এবং তাকে বলো, আনুগত্য এবং সাক্ষাত-দুটোই জরুরী ; যেন পরিহার না করা হয়।" তাঁরা গেলেন এবং গিয়ে বললেন, "ইবনে যিয়াদ খবর পেয়েছে যে, আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ এবং দিনমান দরজার সামনে বসে থাকেন। তার সাথে দেখা করতে যান না। তার কিছু বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই আপনি এখনই আমাদের সাথে চলুন ; ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে তার বাজে সন্দেহ দূরীভূত হোক।" হানী ভেতরে গেলেন এবং হযরত মুসলিমকে পুরো ব্যাপার অবহিত করলেন। অতঃপর তৈরী হয়ে তাঁদের সাথে রওয়ানা হয়ে গেলেন। 'দারুল ইমারাত' (রাজ প্রাসাদ) এর অভ্যন্তরে পৌঁছে ইবনে যিয়াদকে সালাম দিলেন। কিন্তু ইবনে যিয়াদ সালামের উত্তর দিল না। হানী এরূপ নিয়ম বহির্ভূত আচরণে বিস্মিত হলেন। মনে মনে খটকা ও আশংকা বোধ করলেন। কিছুক্ষণ ওভাবেই দাঁড়িয়ে রইলেন। নিরবতা ভেঙ্গে অবশেষে ইব্‌নে যিয়াদ বলতে লাগল, "হানী, এটা কেমন কথা ? তুমি মুসলিম ইবনে আকীলকে তোমারই ঘরে লুকিয়ে রেখেছ ? আর প্রতিদিন তোমার ঘরে আমীরুল মুমিনীন 'ইয়াযীদ এর হুকুমতের বিরুদ্ধে পরিকল্পনা করা হচ্ছে? অস্ত্রশস্ত্র কেনাও হচ্ছে, মানুষদের কাছ থেকে যুদ্ধের জন্য অঙ্গীকার নেয়া হচ্ছে?" হানী বললেন,"কথাগুলো সম্পূর্ণ ভুল।" ইবনে যিয়াদ তখনই ঐ গুপ্তচর মুআক্কালকে তলব করল। মুআক্কাল উপস্থিত হলে জিজ্ঞেস করল, "একে চিনতে পারছ?" মুআক্কালকে দেখেই হানীর আক্কেল গুড়ুম! তখন তিনি বুঝতে পারলেন, এ পাপিষ্ট ভক্তি-প্রেমের অন্তরালে শত্রুতা ও গোয়েন্দাগিরিই করে যাচ্ছিল। এরূপ প্রত্যক্ষদর্শী স্বাক্ষীর উপস্থিতিতে আর কোন কথাই অস্বীকার করার উপায় ছিলনা। কাজেই তিনি সবকিছু স্বীকার করে সাফ সাফ বলে দিলেন, 'আল্লাহর শপথ, আমি মুসলিমকে নিজ থেকে ডেকে আনিনি। তিনি আমাকে এটাও জানিয়ে রাখেননি যে, তিনি আমার কাছে আসছেন। অপ্রত্যাশিতভাবে যখন তিনি আমার দরজায় উপস্থিত হয়ে আশ্রয় প্রার্থনা

করলেন, তখন চক্ষুলজ্জায় আমি রাসুল-খান্দানের একজন বুযুর্গ ব্যক্তিকে ঘর থেকে বের করে দিতে পারিনি। এখন আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, তুমি যা চাও জামিন রাখতে পার, আমি এখনই গিয়ে তাঁকে আমার ঘর থেকে বের করে দিচ্ছি, যাতে তিনি যেদিকে খুশী চলে যেতে পারেন। তারপরই আমি তোমার কাছে ফিরে আসছি। অন্তত এটুকু সময় আমাকে অবকাশ দাও।" ইবনে যিয়াদ বলল, "খোদার কসম, তুমি এখান থেকে নড়তেই পারবেনা, যতক্ষণ না মুসলিমকে আমার কাছে হস্তান্তর করার অঙ্গীকার কর।" হানী বলল "খোদার কসম, যে অতিথিকে আমি নিজেই আশ্রয় দিয়ে রেখেছি, তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে আমি কখখনো তোমার হাতে তুলে, দেবনা।' ইবনে যিয়াদ বললো, "আমার হাতে তুলে দিতেই হবে।" হানী বললো, "খোদার শপথ, কখনোই নয়।" বাকবিতন্ডা যখন বেড়ে যেতে লাগল, তখন মুসলিম ইবনে আমর আল্ বাহেলী উঠে বল্‌ল, 'আমীরের কল্যাণ হোক, আমাকে হানীর সাথে কিছু বলার সুযোগ দেওয়া হোক, "ইবনে যিয়াদ অনুমতি দিলে বাহেলী হানীকে কিছু দূরে নিয়ে গিয়ে একপাশে দাঁড়াল, যাতে ইবনে যিয়াদ উভয়কে দেখতে পায়। বাহেলী হানীকে অনেক বুঝায়ে বলল, "তুমি মুসলিমকে আমীরের হাতে তুলে দাও, অবাধ্য হয়ে নিজের এবং জাতির জন্য ধংস ডেকে এনো না। আমীর তাঁকে হত্যা ও করবেন না, তাঁকে কোন কষ্ট ও দেবেন না।" হানী বললেন, "তাতে তো আমার চরম অপমান আর মানহানি।" বাহেলী বলল, " মানহানির কিছুই নেই।" হানী বললেন, "এখন আমার নিজের ও যথেষ্ট শক্তি, সাহস আছে এবং আমার সাহায্য সহযোগিতার জন্য অনেকেই তৈরী। আল্লাহ্‌র শপথ, যদি আমি একাও হতাম, আর আমার কোন সাহায্যকারীই না থাকতো তথাপি আমি নিজ আশ্রয়ে রাখা মেহমানকে দুশমনের হাতে তুলে দিতামনা।" বাহেলী তাঁকে বারবার পীড়াপীড়ি আর শপথ দিতেই ছিল, আর হানী বরাবরই তা প্রত্যাখ্যান করছিলেন। ইবনে যিয়াদ তা দেখে অস্থির হয়ে পড়ল এবং বাহেলীকে বলতে লাগল, "তাকে আমার কাছে নিয়ে আস।" কথামত হানীকে তার কাছে নিয়ে আসা হল। সে ক্রোধান্বিত হয়ে হানীকে বলল, "মুসলিমকে আমার হাতে সঁপে দাও, নচেৎ আমি তোমার গর্দান নেব।" হানী উত্তরে বললেন, "পরিণামে তোমার চার পাশে ও তো চকমকে তলোয়ার দেখতে পাবে।" একথা শুনে ইবনে যিয়াদ হানীর মুখে উপুর্যপরি দন্ডাঘাত করতে লাগল। ফলে তাঁর তার নাক মুখ ভেঙ্গে রক্ত গড়িয়ে কাপড় চোপড় পর্যন্ত

islamibookbd.wordpress.com

রক্তাক্ত হয়ে গেল। হানী একজন সিপাহী থেকে তলোয়ার কেড়ে নিতে হাত বাড়াল, কিন্তু ঐ সিপাহী জোর প্রয়োগে তা ছাড়িয়ে নিল। ইবনে যিয়াদ বলল, "এখন তো তুমি নিজের রক্ত ও আমার জন্য বৈধ করে দিলে।" (অর্থাৎ এখন তুমি মৃত্যুদন্ডের উপযুক্ত হয়ে গিয়েছ) অতঃপর নির্দেশ দিল- "একে একটা কামরায় নিয়ে বন্দী করে রাখো আর পাহারা বসাও।" ঘটনা দৃষ্টে আসমা ইবনে খারেজা উঠে দাঁড়াল এবং ইবনে যিয়াদের উদ্দেশ্য বল্ল, "দাগাবাজ, ছেড়ে দাও তাকে। তুমি আমাকে নির্দেশ দিয়েছ তাঁকে এনে দিতে। যখন আমি তাঁকে এনে হাজির করলাম, তুমি তাঁকে আঘাত করেছ এবং তাঁকে রক্তাক্ত করে ছেড়েছ। আবার তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করছ।" ইবনে যিয়াদ বলল, তাকেও বন্দী কর এবং প্রহার কর। কথামত সিপাহীরা তাঁকেও অনেক মারধর করল এবং শেষমেষ বন্দী করে রাখল। মুহাম্মদ বিন আশআস বলল, "আমীর যাই করেন, আমরা তো তাতেই সন্তুষ্ট।"

শহরে গুজব রটে গেল যে, হানীকে হত্যা করা হয়েছে। এ গুজব ছড়িয়ে পড়লে হানীর গোত্রের সহস্র লোক 'প্রতিশোধ 'প্রতিশোধ'-এর শ্লোগান তুলে সমবেত হয়ে গেল, আর রাজপ্রাসাদ অবরোধ করে ফেলল। ঐ গোত্রের সর্দার আমর ইবনে হাজ্জাজ উদাত্ত কণ্ঠে বলতে লাগল, "আমি হাজ্জাজের পুত্র আমর। আমার সাথে রয়েছে, মাযহাজ গোত্রের বীরযোদ্ধারা। আমরা কখনও আনুগত্যের বরখেলাফ করিনি এবং বিচ্ছিন্নতাও অবলম্বন করিনি। তারপরও আমাদের সর্দারকে কতল করা হয়েছে। আমরা এ হত্যাকান্ডের বদলা নেব।" সমবেত বীর জওয়ানরা আবারও 'প্রতিশোধ' 'প্রতিশোধ' শ্লোগানের প্রতিধ্বনি তুলল। ইবনে যিয়াদ এই বিরূপ পরিস্থিতি দেখে অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেল। সে কাজী শুরাইহকে বলল, "আপনি হানীকে প্রথমে স্বচক্ষে দেখে নিন, তারপর হানীর স্বগোত্রীয়দের বলুন যে, সে জীবিতই আছে; তার কতল হওয়ার গুজব মিথ্যা।"

কাজী ছাহেব হানীকে দেখতে গেলেন। হানী নিজ গোত্রের লোকদের শোর হট্টগোল শুনতে ছিলেন। তিনি কাজী ছাহেবকে দেখে বললেন, "এ আওয়াজ আমার গোত্রের লোকদেরই। আপনি তাদেরকে আমার অবস্থা বর্ণনা করে শুধু এটুকু বলে দিন যে, যদি দশজন লোকও এ মূহুর্তে ভেতরে এসে যেতে পারে, তবে আমি মুক্ত হতে পারি। সে সময়ও তাঁর রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। কাজী ছাহেব বেরিয়ে আসলে ইবনে যিয়াদ তার বিশেষ এক

গুপ্তচর হামিদ বিন বকর আহ্‌মরীকে সাথে পাঠিয়ে দিয়ে বলল, আপনি লোকদের শুধু এটুকুই বলবেন যে, হানী জীবিত আছে।" কাজী ছাহেব বর্ণনা করেন, "খোদার কসম, যদি সেই গুপ্তচর আমার সাথে না থাকতো, তবে হানীর বার্তা আমি অবশ্যই তাঁর গোত্রের লোকদের নিকট পৌছে দিতাম।" মোট কথা কাজী ছাহেব লোকদের সামনে এসে বললেন, 'হানী জীবিত আছে, তার নিহত হওয়ার যে সংবাদ তোমরা শুনেছ, সেটা ভুল। "কাজী ছাহেবের বাক্য শুনে লোকেরা বলল, 'যদি তাঁকে কতল না করা হয়, তবে আল্লাহ্‌র শোকর।" এরপর সবাই চলে গেল।

এদিকে হযরত মুসলিম (রাঃ) আব্দুল্লাহ্ ইবনে হাযেমকে রাজ প্রাসাদের দিকে পাঠালেন এ বলে যে, "যাও, দেখে আস হানীর কী দশা হল।" তিনি গিয়ে অবস্থা পর্যবেক্ষন করলেন এবং হযরত মুসলিমকে এসে বললেন, ইবনে যিয়াদ হানীকে প্রহারে প্রহারে জখম করে ছেড়েছে। এখন তিনি বন্দী অবস্থায় আছেন। হানীর গোত্রীয় মহিলারা সে সময় আর্তনাদ আহাজারী করতে থাকে। হযরত মুসলিম আব্দুল্লাহ্ ইবনে হাযেমকে বললেন, 'জাতি আজ বিপন্ন'-বলে আহবান কর এবং নিজের সাহায্যকারীদের ঐক্যবদ্ধ কর।" যেইমাত্র তিনি আহবান জানালেন, তখন এই মুহূর্তের জন্য অপেক্ষমান চারহাজার লোক, যাঁরা আহলে বাইতের একান্ত প্রেমিক আশে পাশের জায়গাগুলোতে লুকিয়ে থেকেছিল তারা সকলেই তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে আসল। মূহুর্তের মধ্যেই এ আওয়াজ সমগ্র কুফায় ছড়িয়ে পড়ল এবং যারা ইমাম মুসলিমের হাতে বাইআত গ্রহন করেছিল সকলেই জমায়েত হয়ে গেল।

আঠার হাজার লোক সাথে নিয়ে হযরত মুসলিম এগিয়ে গেলেন এবং রাজপ্রাসাদ ঘেরাও করলেন। আর লোকজনও অবরোধকারীদের সাথে যোগ দিতে লাগলে এ সংখ্যা চল্লিশ হাজারে উপনীত হল। এরা সবাই ইবনে যিয়াদ এবং তার বাবাকে নিন্দা জানাতে লাগল।

ইবনে যিয়াদের নিকট সে সময় শুধুমাত্র পঞ্চাশজন উপস্থিত ছিল। ত্রিশজন পুলিশ এবং বিশজন শীর্ষস্থানীয় কুফাবাসী। এ ছাড়া প্রতিরক্ষার জন্য অন্যকোন শক্তি ছিলনা। সে ভীষণ শংকিত হয়ে পড়ল এবং রাজপ্রাসাদের মূল দরজা বন্ধ করিয়ে দিল।

সেই মূহুর্তে পরিস্থিতি এমন হয়েছিল যে, যদি হযরত মুসলিম আক্রমনের নির্দেশ দিতেন, তখনই রাজ প্রাসাদ অধিকৃত হয়ে যেত এবং ইবনে যিয়াদ

islamibookbd.wordpress.com

ও তার সাথীদের জান বাঁচানোর কোন উপায় থাকত না। আর এই বাহিনীই বাঁধভাঙ্গা স্রোতের মত এগিয়ে যেত এবং এক সময় ইয়াযিদের আধিপত্যকে কুটোর মত ভাসিয়ে নিয়ে যেত। কিন্তু তিনি হামলা করার নির্দেশ দিলেন না।

যদিও ইয়াযীদ এবং ইবনে যিয়াদের শত্রুতা দিবালোকের চেয়েও স্পষ্ট ছিল; তার পরেও কিন্তু সাবধানতা অবলম্বন করা শ্রেয় মনে করলেন। তিনি এ অপেক্ষায় ছিলেন যে, প্রথমতঃ কথাবার্তার মাধ্যমে শেষ চেষ্টা করা যাক, হয়তোবা সমঝোতার কোন পন্থা সৃষ্টি হতে পারে। এতে করে মুসলমানদের মধ্যে খুন রক্তপাত থেকে অব্যাহতি মিলবে। কিন্তু এই অবকাশ শত্রুদের পক্ষেই লাভজনক সাব্যস্থ হল। ইবনে যিয়াদ সে সুযোগকে কাজে লাগাল। কুফার প্রভাবশালী যারা তার কাছে ছিল, তাদের পরামর্শ দিল এভাবে যে, 'তোমরা প্রাসাদের চূড়ায় আরোহন করে নিজ নিজ গোত্রের লোকদের আমার এবং ইয়াযীদের পক্ষাবলম্বনে পুরস্কার ও সুযোগ-সুবিধার লোভ-লালসা দেখাও। এছাড়া বিরুদ্ধাচরণ করলে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া ও কঠিন শাস্তির ভয় দেখাও। তাদের এটাও শুনিয়ে দাও যে, শাম (সিরিয়া) থেকে ইয়াযীদের সৈন্যরা ইতোমধ্যে রওয়ানা হয়ে গেছে, যারা অবশ্যই পৌঁছে যাবে। তখনকার পরিণতি একবার ভেবে দেখতে বলো। মোট কথা যে ভাবেই হোক মুসলিম থেকে তাদের পৃথক করে দাও।'

যথানির্দেশ কাসীর ইবনে শিহাব হারেসী, মুহম্মদ বিন আশআস, কা'কা' বিন শুর যুহলী, শবছ বিন রবয়ী তমিমী, হাজর বিন জুবাইর ইজলী, শিমর বিন যিলজওশন দ্বাবাবী প্রমূখ রাজপ্রাসাদের ছাদে চড়ে লোকদের উদ্দেশ্যে বলতে লাগল,

"উপস্থিত জনতা ! তোমরা নিজ নিজ ঘরে ফিরে যাও। অরাজকতা ও হানাহানি ছড়াবেনা। নিজেদেরকে ধংসের মুখে ঠেলে দিওনা। আমীরুল মুমিনীন ইয়াযীদের সৈন্যবাহিনী সিরিয়া (তদানীন্তন শাম) থেকে কুফা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেছে। তোমরা কোনভাবেই তাদের মোকাবিলা করতে পারবে না। আমীর ইবনে যিয়াদ আল্লাহ্‌র নামে প্রতিজ্ঞা করেছেন, যদি তোমরা এখনই ফিরে না যাও, নেহায়াৎ লড়াই করতেই উদ্যত হয়ে থাক, তবে তিনি তোমাদের সাথে অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণ করবেন, তোমাদের কঠোরতম শাস্তি দিবেন। তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের কতল করা হবে, ধন-সম্পদ কেড়ে নেয়া হবে। স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক

করা হবে। তোমরা নিজেদের পরিণতির কথা ভেবে দেখ, যদি তোমরা তার অনুগত হয়ে ফিরে যাও, তবে তিনি তোমাদের সম্মান-সম্ভ্রম ও পুরস্কার, বখ্‌শিশ দিয়ে ধন্য করবেন। তোমরা নিজেদের ও আমাদের অবস্থার উপর দয়া কর। এখনই নিজ নিজ ঘরে ফিরে যাও।"

কুফার নেতৃস্থানীয় এই লোকদের ভীতি সঞ্চারক বক্তব্যে প্রভাবিত হয়ে লোকগুলো ক্রমে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করল। নারী পুরুষ সবাই নিজদের ভাই-পুত্রদের ডেকে ডেকে বুঝাতে এবং দলছুট হওয়ার জন্য বাধ্য করতে শুরু করে দিল। মানুষ ফিরে যেতে শুরু করল। দশজন এদিকে , বিশজন ওদিকে, এভাবে লোকেরা তাঁর (ইমাম মুসলিম) সঙ্গ ছেড়ে দিতে লাগল। ক্রমান্বয়ে মাগরিবের নামাযের সময় মাত্র ত্রিশজন লোক হযরত মুসলিমের সাথে থাকল। যখন তিনি সাহায্যে আসা লোকদের এ অকৃতজ্ঞসুলভ আচরণ ও বেঈমানী করতে দেখলেন, তখন অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়লেন। নামায আদায়ের পর ঐ ত্রিশজন লোককে সাথে নিয়ে তিনি কান্দাহ্ মহল্লার দিকে ফিরে চললেন। ওই মহল্লা পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে ঐ ত্রিশজনও একে একে সটকে পড়ল। সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়লেন তিনি। নিদারুণ অসহায় অবস্থা! যে শুভাকাংখীর দরজায় যান, তা বন্ধ দেখতে পান। সমগ্র শহর জুড়ে এমন একটি নিরাপদ জায়গা খুঁজে পেলেন না তিনি, যেখানে নিঃশঙ্ক চিত্তে রাতটা কাটাতে পারেন।

نہ موئے نہ شقے نہ ہم دمے دارم + حدیث دل بکہ گویم عجب غمے دارم

اللہ اللہ یہ مسلم تھے وہ پیارے مہماں + کس قدر جن کو تمناؤں سے بلوایا یہاں

جنسے کیس بیتیں کتنے کیے عہد و پیماں + آج وہ تنہا ہیں رخت ہوئے ہمدرد کہاں

ہائے جاتی ہی رہی شرم وحیا کوفہ کی + ہائے رخت ہوئی بالکل ہی وفا کوفہ کی

آج کوفہ کے مقفل ہوئے سب دروازے + آج کوفہ کے مکانات بھی سب بند ہوئے

آج روپوش ہیں مسلم کو بلانے والے + آج سب چپ گئے کوفہ کے گھرانے والے

ایک ہی سب میں ہوئی ساری محبت کافور + ازمائش جو ہوئی ہوگئی الفت سب دور

নাইকো সুহৃদ , নাই সহৃদয়, নাই কোন সহায়
মনের ব্যথা বুঝাই কারে, দুঃখ রাখি কোথায়
হায়রে বিধি, এই মুসলিম, সুপ্রিয় মেহমান
বুক ভরা সব আশার ভাষায় করলে যে আহবান।

islamibookbd.wordpress.com

বাইআত এবং ওয়াদা দিয়ে ডাকলে যাঁরে হায়
একাই তিনি, আশ পাশে ওই বন্ধুরা কোথায়?
লাজ শরমের বালাই গেল, কুফারে তোর আজ
কৃতজ্ঞতার আকাল হলো, বিশ্বাসে নেই কাজ।
ঝুলছে তালা এই কুফাতে সকল দরজায়
সবগুলো ঘর বন্ধ হলো কীসের সে শঙ্কায় !
লুকিয়ে গেল যারাই তাঁকে জানায় আমন্ত্রণ
ডেকে সবাই মুখ লুকালো কুফার জনগণ।
একটি রাতে এতই সে প্রেম, উধাও হল সব
পরীক্ষাতে চুপ হল সেই ভালবাসার রব।

আফসোস্! এই কুফাবাসীরা তো আহলে বাইতের সেই প্রেমিক, আলী (রাঃ) এর সেই অনুরাগী, যারা অসংখ্য চিঠি ও প্রতিনিধি পাঠিয়ে এবং সীমাহীন ভক্তি প্রেমের প্রকাশ ঘটিয়ে তাঁকে এখানে ডেকে এনেছিলে, এরাতো সেই জনগোষ্টি, যারা বড় বড় শপথ করে বাইআত নিয়েছিল এই বলে যে, 'আমরা জান মাল সর্বস্ব উৎসর্গ করে দেব। কিন্তু আপনার সঙ্গ কখনো ছাড়ব না।' আর আজ কী অবস্থা! সাধারণ ধমক শুনে আর পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের লালসায় তাঁকে ত্যাগ করে গেল! ঘরে ঢুকে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল!

রাসুল- খান্দানের এক প্রিয় প্রদীপ, ইমামে আলী মকাম হোসাইন (রাঃ) এর প্রতিনিধি, অনুজ বিজনদেশে বান্ধবহীন পথিক হয়ে বড়ই পেরেশান ! কোথায় যাবেন? এই বিমর্ষতার সাথে আরো একটি উদ্বেগ যোগ হয়ে তাঁকে আরো বিচলিত করে তুলল। তিনি ভাবছেন- আমি তো ইমাম হোসাইন (রাঃ) কে চিঠি লিখে দিয়েছি। এতে তাঁকে এখানে আসতে ও জোর সুপারিশ করেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইমাম আমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করবেন না। আর নিশ্চিত সপরিবারেই তিনি তশরীফ নিয়ে আসবেন। তখন? এই কুফাবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতা তাঁকে কোন্ বিপদের সম্মুখীন করে দেবে?

نہ قصدے کہ سلامی بہ نزد یار برد + نہ محرمے کہ پیامے بان دیار برد
فتادہ ایم بہ شہر غریب و یار نسیت + کہ قصہ زغریبی بہ شہر یار برد
غم یہی حضرت مسلم کو بہت کافی تھا + اتنے میں آگئے یاد انکو امام الشہیدا
دروسینہ میں اُنہا دل نے بہ صد رنج کہا + تو نے افسوس کہ حضرت کو ہے نامہ کلہا
اہل کوفہ کی عقیدت کا ہے نقشہ اس میں + حال سب انکی محبت کا ہی لکہا اس میں
مل گیا ہوگا انہیں میرا یہ خط اور سلام + مطمئن ہو گئے ہونگے میری باتوں سے امام
رو نہ فرمائینگے حضرت کہنی میرا پیغام + چل پڑہونگے مع اہل کے وہ شاہ امام
آہ پہنچنگے یہاں انکو مصائب و بلا + کتنا ہوگا نہ خیران پہ یہاں جور و جفا

কোথায় বাহক, আমার সালাম, পৌঁছাবে তাঁরে,
বার্তা আমার পৌঁছে দেবে তাঁর বরাবরে?
বিজন দেশে রই যে একা, নাইকো সহচর
সহায়হীনের খবর নিবে তাহার বরাবর।
এমন জ্বালায় জলছিল সেই মুসলিমের অন্তর
এমন সময় স্মরণ আসে শহীদি রাহবর।
ব্যথার ভারে বুক ভেঙ্গে যায়, নিজেরে ধমকায়
আফসোস্ তুই লিখলি চিঠি, ডাকলি কেন তায়।
সেই কুফারই অধিবাসীর ভক্তি, মহব্বত
অনেক অনেক, বলেই আমি দিয়েছি সেই 'খত'।
হয়তো এখন পৌঁছে গেছে পত্র ও সালাম
শান্ত মনে সবাই সাথে এগুচ্ছেন ইমাম।
নাই ফিরাবেন তিনি আমার এমনি এ পয়গাম
হলেন বুঝি রওনা সবার সাথে সেই ইমাম।
হায়রে হেথায় আসবে তাঁহার পরে বালার ঢেউ
দুঃখ্ যাতনা আসবে কত জানবে না সে কেউ।

সেই চিন্তায় নিজকে হারিয়ে হযরত মুসলিম যারপর নাই শঙ্কিত অবস্থায় ছিলেন। 'ত্বাওআ' নামী এক মহিলাকে নিজ ঘরের চৌকাঠে বসে থাকতে

islamibookbd.wordpress.com

দেখলেন। মহিলা নিজ পুত্রের অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি তার কাছে পানি চাইলেন। মহিলা পানি এনে দিলে তিনি পান করলেন, পানির পেয়ালা ভেতরে রেখে মহিলা আবার বাইরে আসলে দেখতে পেলেন, তিনি সেখানেই বসে আছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহ্‌র বান্দা, আপনি কি পানি পান করেন নি?" উত্তরে বললেন, "হ্যাঁ, পান করেছি।" তখন মহিলা বললেন, "তবে এখন আপন ঘরে যান ! ইমাম মুসলিমকে নিরুত্তর দেখে মহিলা তিনবার একই কথা বললেন। মহিলা এবার একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, "রাতের বেলা আমার ঘরের সামনে আপনার এভাবে বসে থাকা উচিত নয়, আমি আবারও বলছি আপনি আপনার পথ দেখুন।" এবার তিনি বললেন, "এই শহরে আমার ঘর বা ঠিকানা নেই। একজন মুসাফির আমি ! এই মুহূর্তে কঠিন বিপদে পড়েছি। এই দুরাবস্থায় আপনি কি আমার সাথে একটু সদাচরণ করতে পারেন? হয়তো কোন এক সময়ে আমি তার প্রতিদান দিতে পারব। নয়তো আল্লাহ্ ও রাসুল তাঁর বদলা আপনাকে দেবেন।" মহিলা শুধালেন, "কীরূপ সদাচরণ?" তিনি বলতে লাগলেন, "আমি মুসলিম ইবনে আকীল। কুফাবাসীরা আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তারা সবাই প্রতারণা করে আমার সঙ্গ ত্যাগ করেছে। এখন আমার কী দশা আপনি নিজেই দেখছেন। আমার জন্য এমন কোন জায়গা নেই, যাতে আমি রাত কাটাতে পারি, মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, "আপনিই মুসলিম ইবনে আকীল?" তিনি উত্তরে দিলেন, "হ্যাঁ।" খোদাভীরু ঐ নেক্‌কার মহিলা তাঁকে ভেতরে ডেকে আনলেন এবং ঘরের একটি কামরায় তাঁর জন্য বিছানা পেতে দিলেন। তিনি আসন গ্রহণ করলেন। মহিলা খাবার পরিবেশন করলে তিনি খাবার নিলেন না। আর ঐ মহিলাকে দোয়া করলেন।

ওদিকে ইবনে যিয়াদ যখন জানতে পারল যে, সকল কুফাবাসী ইমাম মুসলিমের সঙ্গ ছেড়ে দিয়েছে, এখন আর কেউ তাঁর সঙ্গে নেই, তখন সে ঘোষণা দিল, "মুসলিমকে যে-ই আশ্রয় দেবে, তার নিস্তার নেই। আর যে তাঁকে গ্রেফতার করে আনবে অথবা গ্রেফতার করিয়ে দেবে তাকে পুরস্কার দেয়া হবে।" এই ঘোষণার পর পুলিশ প্রধান (আই,জি) হুসাইন বিন নুমাইরকে নির্দেশ দিল, শহরের বহিঃ যোগাযোগ বন্ধ করে অলি গলিতে লোক নিয়োগ করে দাও, আর ঘরে ঘরে তল্লাশি চালাও, খবরদার ! এই ব্যক্তি (মুসলিম) যেন কোন রাস্তা দিয়ে কোন উপায়েই বেরিয়ে যেতে না

পারে। যদি এ লোক কোনভাবে বেরিয়ে যায় আর তুমি তাকে গ্রেফতার করে না আনতে পার, তবে মনে রেখ, তোমারও ভাল হবে না।"

আর এদিকে ত্বাওআ' তার যে সন্তানের জন্য অপেক্ষা করছিল সে ফিরে আসল। সে তাঁর মাকে বিশেষ একটি কামরায় বারবার আসা যাওয়া করতে লক্ষ্য করলে তাঁর কারণ জানতে চাইল। মহিলা প্রথমদিকে ব্যাপারটি চুপিয়েছিল, যখন ছেলেটি খুব বেশী পীড়াপীড়ি করতে লাগল, তখন গোপন রাখার অঙ্গীকার নিয়ে ব্যাপারটি তাকে খুলে জানাল। ছেলেটি ছিল নেশাসক্ত ও বখাটে ধরণের।

ইবনে যিয়াদের ঐ ঘোষণা জেনে এই নরাধম ছেলেটি মনে মনে খুব খুশীই হচ্ছিল। পুরস্কারের লোভ তার মনে এমনভাবে মাথাচাড়া দিল যে রাত পোহানোই মুশকিল হল। প্রভাত হতেই সে ঘর থেকে বের হয়ে পড়ল, আর গিয়ে সোজা আব্দুর রহমান ইব্‌নে মুহাম্মদ বিন আশআসের নিকট উপস্থিত হল। ইবনে আশআস ইবনে যিয়াদের নিকট গভর্নর হাউসের রাজপ্রসাদে থাকত। আব্দুর রহমান গিয়ে তার পিতাকে একদিকে ডেকে নিয়ে সবকিছু সবিস্তারে বল্‌ল। ইবনে আশআস তা ইবনে যিয়াদকে জানাল। এভাবেই ইবনে যিয়াদ মুসলিম ইবনে আকীলের সন্ধান পেয়ে যায়।

ইবনে যিয়াদ তখনই মুহাম্মদ ইবনে আশআসকে জরুরী নির্দেশ দিয়ে বলল, "এখনই যাও, মুসলিমকে গ্রেফতার করে আমার কাছে উপস্থিত কর।" আর বনু কায়েস গোত্রের সত্তর কিংবা আশিজন লোক দিয়ে আমর বিন ওবায়দুল্লাহ বিন আব্বাস সলমীকে ও তার সাথে পাঠিয়ে দিল। তারা সবাই ঐ মহিলার বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে তা ঘেরাও করে ফেলল। মুসলিম বিন আকীলকে গ্রেফতার করার উদ্দেশ্যে কিছু লোক তরবারি নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। তিনি তাদের প্রতিহত করে বের করে দিলেন। তারা পুনরায় ঢুকে আরো ভয়ঙ্কর হামলা চালায়। তিনিও অসীম বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে তাদের দমন করে আবারও ঘর থেকে বের করে দিলেন। এভাবে তিনি তাদের সাথে শক্ত মোকাবিলা করে যাচ্ছিলেন। পরিণামে বহুলোক হতাহত হল। এই ফাঁকে বকীর ইবনে হামরান আহমরী নামে এক পাষন্ড তাঁর চেহারা লক্ষ্য করে এমনভাবে হামলা করে বসল যে তাতে তাঁর উপরে নীচে উভয় ওষ্টদ্বয় কাটা পড়ে এবং সামনের দুটি দাঁত ও ভেঙ্গে যায়। হযরত মুসলিম তাঁর মাথায় আঘাত করলে তা ফেটে যায়। দ্বিতীয় একটি আঘাত তার কাধে এমনভাবে করলেন যে তলোয়ার তার বুক পর্যন্ত এসে যায়।

islamibookbd.wordpress.com

যখন লোকগুলো তাঁর বীরত্ব ও বাহাদুরীর প্রমাণ পেল তখন তাঁর রক্তপাগল তরবারী এবং হায়দরী আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য সবাই বাইরে পালিয়ে গেল। আর কিছু লোক ঘরের ছাদে উঠে উপর থেকে তাঁর উপর ইট-পাটকেল, পাথর এবং কাঠে আগুন লাগিয়ে তা ছুঁড়ে মারতে লাগল। যখন তিনি তাদের এ কাপুরুষোচিত নিয়মে লড়তে দেখলেন, তখন তলোয়ার নিয়ে ঘরের বাইরে গলিতে চলে আসলেন, আর বাইরে গিয়ে তাদের সাথে বীরদর্পে লড়তে লাগলেন।

سر میدان عجب جوش جہاد مرد میداں تھا
جلال ہاشمی زور ید اللہی نمایاں تھا
بڑھا خنجر بکف جب یہ برادر زادۂ حیدر
مقابل چند ساعت بھی نہ ٹھہری فوج غارت گر
دکھائی بزدلوں نے پیٹھ ہوئے مفرور آگے سے
لپک کر بکر بن حمران نے یک بار پیچھے سے
کیا تلوار کا اک وار اس شدت سے چہرہ پر
کٹا جبڑا گرے دو دانت فوراً ٹوٹ کر باہر
سنان و تیغ سے ٹکڑے اڑائے نامرادوں کے
دکھایا جوشے حق چھکے بدنہادوں کے

বীর পুরুষের জেহাদ- জোশে অবাক হেরে রণাঙ্গন,
তেজ দেখি-তাই বীর হাশেমীর খোদার হাতে সমর্পন।
বাড়ায় যখন খঞ্জরে হাত ইবনে আলীর ভাই সে বীর,
দস্যু দলে টিকবে কত সামনে এলে এই অসি'র।
সব কাপুরুষ যুদ্ধ ছেড়ে প্রাণ বাঁচাতে তাই পালায়,
হামরানের ওই পুত্র বিকির পেছন হতে কোপ চালায়
হঠাৎ কোপে বীরতনয়ের চেহারা হল খুন-রঙিন।
চোয়াল কাটে দু'দাঁত ভাঙ্গে, পৃথিবীটা হয় অচিন।
অসির তেগে টুকরো হয়ে হাওয়ার ওড়ে শত্রুগণ
সত্যপ্রিয়-স্পৃহা কী, সেদিন হেরে এ দুশমন।

মুহাম্মদ ইবনে আশআস যখন তাঁর বীরত্ব এবং নিজ সাথীদের ভীরুতা আর দুর্বলতার আন্দাজ করল তখন সে আবারও প্রতারণার জাল বিস্তার করল। আগ বাড়িয়ে সে বলতে লাগল, "আপনি একাকী কতক্ষণ লড়বেন? অহেতুক নিজকে ধংসের মুখে ঠেলবেন না। আপনার জন্য নিরাপত্তা নিয়েই আমরা এসেছি। আমরা আপনার সাথে যুদ্ধ করতে আসিনি। আমাদের মধ্যে পরস্পর তরবারী চালনা হোক- সেটা আমাদের কারো কাম নয়। তবে উদ্দেশ্য শুধু এতটুকু যে, আপনি ইবনে যিয়াদের কাছে চলুন, পরস্পর আলোচনার মাধ্যমে সবকিছুর মিটমাট হয়ে যাক।"

কিন্তু তিনি নিম্নবর্ণিত শেয়ের আবৃত্তি করতে করতে বরাবর সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন,

اقسمت لا اقتل الا حرا - وان رأيت الموت شيئا نكرا
كل امر يوما ملاق سرا- ويخلط البارد سخنا مرا-
رد شعاع الشمس فاستقرا- اخاف ان اكذب او اغرا-

মুক্ত, স্বাধীন যোদ্ধা ছাড়া কাটবোনা- মোর এই শপথ,
মৃত্যু আসে অনেক জ্বালায়' যদিই বা রয় সেই নিয়ত।
সব লোকেরই সামনে আসে দুঃখ, জ্বালা একটি দিন,
ঠান্ডা, মিঠে, উষ্ণ, তেঁতো চাখতে হবে সেই সে দিন।
সূর্যের আলোর সত্যটাও দেয় ফিরিয়ে লোক যখন,
মিথ্যা এবং ধোঁকার ভয়ে থাকবো না তো-নই সে জন।

ইবনে আশআস নিশ্চয়তা দিয়ে বলল, "কেউ আপনার সাথে মিথ্যা ও বলবে না কিংবা ধোঁকা ও প্রতারণার আশ্রয় নেবে না। আপনার সাথে কেউ না মারামারি করবে, না কেউ আপনাকে হত্যা করবে। এরা সবাই আপনার ভ্রাতৃ-স্বজন। হযরত মুসলিম লড়াই করতে করতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে পড়েছিলেন। শক্তিও প্রায় নিঃশেষিত, এজন্যে ঐ ঘরের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বললেন, "যুদ্ধ আমারও অভিপ্রায় নয়। আমার সাথে যখন চল্লিশহাজার যোদ্ধা ছিল, গভর্নর হাউস অবরুদ্ধ করে ফেলেছিলাম, তখনও আমি যুদ্ধে জড়াইনি। অপেক্ষায় ছিলাম আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কোন সমঝোতায় উপনীত হলে রক্তপাত হবে না।" ইবনে আশআস আরো কাছে এসে বলল,"আপনাকেতো নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে।" তিনি বললেন, 'আমার জন্য নিরাপত্তা ?' ইবনে আশআস এর

islamibookbd.wordpress.com

সাথে সমস্বরে সবাই বলল, "হ্যাঁ, আপনার জন্য নিরাপত্তা আছে।" কিন্তু, আমর বিন ওবায়দুল্লাহ সলমী একথায় একমত হতে পারলনা।

যাহোক এভাবে তাঁকে এক খচ্চরের পিঠে চড়ানো হল এবং তাঁর কাছ থেকে তরবারী কেড়ে নেয়া হল। তরবারী কেড়ে নেয়াতে তিনি নিজ নিরাপত্তার ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়লেন। চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। বললেন, "এটা প্রথম ধোঁকা।" ইবনে আশআছ আবারও আশ্বাস এবং নিশ্চয়তা জানাল "আপনি নিরাপদ, আপনার কোনই ক্ষতি হবে না।" তিনি বললেন,"এখন আর কিসের নিরাপত্তা? এখন শুধু আশার কুহক। তোমরা আমার তরবারি ছিনিয়ে নিয়েছ, এখন আমি হাত-পা বিহীন অসহায়।" এ বলে তিনি অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন এবং পড়তে লাগলেন "ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজেউন।"

তাঁকে কাঁদতে দেখে আমর বিন ওবায়দুল্লাহ্ শ্লেষের সঙ্গে বলল, "কাঁদছেন কেন? হুকুমত ও খেলাফতের দাবীদার হয়ে যে ব্যক্তি বিপক্ষের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, বিপদে ভীত হয়ে কান্না করাতো তার উচিৎ নয়।" উত্তরে তিনি বললেন, " আমি নিজের জন্য কাঁদছিনা, বরং আমার পরিবার-পরিজন, হুসাইন (রাঃ) এবং তাঁর পরিবারের জন্য কাঁদছি। যিনি তোমাদের আমন্ত্রণেই ছুটে আসছেন এখানে, এ ভাবনাতেই আমার কান্না আসছে। ভাবছি, তাঁর উপর কী ভয়ানক বিপদ আসছে !"

کہا مسلم نے میں روتا نہیں رونا تو اسکا ہے + حسین ابن علی کو میں نے خط لکھ کر بلایا ہے

چلا دنیا سے میں کعبہ سے وہ اب چلنے والے ہیں + یہ رونا ہے کہ احکام قضا کب ٹلنے والے ہیں

مجھے آتا ہے رونا اس قیامت خیز منظر پر + مصیبت آئیگی میری بدولت آل اطہر پر

"বলেন মুসলিম,"রোদন নয় তো, আমার কান্না সে তার জন্য,
হুসাইন ইবনে আলী আসছেন, লিপির আহ্বান পেয়েই হন্য।
আমার যাত্রা ধরায় অন্তিম, কাবায় ছাড়ছেন সে তাঁর যাত্রা,
আমার কান্না সে এই ভাবনা অনড় ভাগ্য, কি এক মাত্রা !
প্রলয়-সদৃশ সে দৃশ্যই আজ কাঁদায় এমনি বারংবার যে,
আমার জন্যই প্রমাদ গুনবে পবিত্র এক পরিবার সে।"

তিনি মুহাম্মদ বিন আশআসকে বললেন,' আমি দেখতে পাচ্ছি যে, অনতি বিলম্বেই তোমরা নিজের দেয়া নিরাপত্তার কথা রক্ষা করতে অপারগ হয়ে

যাবে। অন্তত আমার সাথে এটুকু সদ্ব্যবহার কর যে কোন উপায়ে ইমামে আলী মকাম ইমাম হুসাইন (রাঃ) এর নিকট আমার এ অবস্থার বিবরণ দিয়ে একটি বার্তা প্রেরণ করে দাও যে, কুফাবাসী ভক্তরা আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, প্রতারণা করেছে। এরাতো সেই কুফাবাসী, যাদের ষড়যন্ত্রের জাল থেকে মুক্তিলাভের জন্য আপনার বুযুর্গ পিতা মৃত্যু অথবা হত্যা কামনা করতেন। এরা মিথ্যুক, তাদের কাছে কখনোই আসবেন না; বরং নিজ পরিবার-পরিজনসহ সহসা ফিরে যান।' ইবনে আশআস বলল, "খোদার কসম, আমি অবশ্যই এটা করব।" অবশ্য সে তার ওয়াদা পূরণ করেছিল। (যা পরবর্তী বর্ণনায় আসবে)

ইবনে আশআস হযরত মুসলিমকে নিয়ে গভর্ণর হাউসে পৌঁছল। তাঁকে দরজার নিকট রেখে সে ভিতরে ঢুকল। ইবনে যিয়াদের কাছে পূর্বাপর সকল ঘটনা বর্ণনা করল। আর বলল, "আমি তাকে নিরাপত্তা দিয়েছি।" ইবনে যিয়াদ বলল, "তুমি নিরাপত্তা দেয়ার কে? আমি তোমাদের শুধুমাত্র গ্রেফতার করার জন্যই পাঠিয়েছিলাম। নিরাপত্তা ঘোষণার জন্য তো নয়।" ইবনে আশআস নিরুত্তর হয়ে রইল।

হযরত মুসলিম (রাঃ) এর ভয়ানক তেষ্টা পেয়েছিল। গর্ভনর হাউসের দরজার সামনে ঠান্ডা পানিভর্তি একটি কলসী দেখতে পেয়ে বললেন, "আমাকে এ কলসী থেকে একটু পানি পান করাও।" মুসলিম ইবনে আমর বাহেলী বলল, দেখছ, কেমন ঠান্ডা পানি? কিন্তু খোদার কসম, তোমাকে এর থেকে একটি ফোঁটা ও দেব না। এখন তো তোমার ভাগ্যে জাহান্নামের ফুটন্ত পানিই রয়েছে।" তিনি শুধালেন, "তুমি কে? " সে উত্তর দিল, আমি সেই ব্যক্তি, যে সত্য চিনেছে, যখন তুমি তা ত্যাগ করেছ, আমি সেই ব্যক্তি, যে, মুসলিম উম্মাহ্ এবং ইমামের শুভাকাংখী, যখন তুমি হয়েছিলে অবাধ্য এবং বিদ্রোহী। (মাআযাল্লাহ্) আমি মুসলিম ইবনে আমর বাহেলী।" তিনি বললেন, "খোদা এমন করুন, যেন তোমার মা তোমার উপর ক্রন্দন করে! কেমন দূরাচার আর পাষন্ড তুমি? হে বাহেলার বাচ্চা, জাহান্নামের আগুন এবং গরম পানির জন্য আমার চেয়ে তুমিই অধিক উপযুক্ত।"

তাঁর করুণ দশা দেখে আম্মারা ইবনে আকাবার মায়া হল। তিনি তার গোলামকে পাঠিয়ে দিলেন। সে ঠান্ডা পানির একটি মোটকা ও পেয়ালা নিয়ে আসল। পেয়ালা ভর্তি করে তাঁকে পানি দিল। পানিতে মুখ দিতেই তাঁর চেহারা বেয়ে রক্তের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ল। পানি রক্তে লাল হল।

islamibookbd.wordpress.com

গোলাম দ্বিতীয় পেয়ালা দিল। তাও রক্তে পূর্ণ হয়ে গেল। তৃতীয়বারও দেয়া হল। যখন পান করতে লাগলেন, তখন সামনের পাটির উৎপাটিত দাঁত মোবারক পেয়ালায় পড়ে গেল। তিনি বললেন, "আলহামদুলিল্লাহ্ আমার অদৃষ্টে আর দুনিয়ার পানি নেই।" এ ঘটনার পরে ঐ তৃষ্ণার্ত অবস্থায়, যখন তাঁর মুখাবয়ব এবং কাপড়চোপড় রক্তে আলূথালু ছিল, তাঁকে ইবনে যিয়াদের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। তিনি নিয়ম মাফিক তাকে সালাম জানালেন না। এক সিপাহী বলে উঠল, "তুমি আমীরকে সালাম করলে না?" তিনি বললেন, "আমীর যদি আমাকে কতল করতে চায় তো তাকে আমার সালাম দেয়া হবে না। যদি কতলের ইচ্ছা না থাকে, তবে তাকে সালাম জানাতে পারি।" ইবনে যিয়াদ বলল, "সন্দেহ নেই যে, আমি তোমাকে অবশ্যই কতল করব।" তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "সত্যিই কি? " বলল, "হ্যাঁ।" তিনি বললেন,"বেশ তো, তবে আমাকে এতটুকু অবকাশ দাও, যাতে আমি স্বগোত্রের কাউকে কিছু অসিয়ত (অন্তিম উপদেশ) করব।" বললো , "হ্যাঁ" করতে পার।" তিনি আমর বিন সা'দকে বললেন, "তোমার আমার মধ্যে আত্মীয়তা আছে, এ কারণে আমি আলাদা স্থানে তোমাকে কিছু বলতে চাই।" ইবনে সা'দ উঠে তাঁর সাথে একপাশে চলে গেল। তিনি বলতে লাগলেন, "আমি কুফার অমুক ব্যক্তি থেকে ৭০০/- (সাতশ) দিরহাম কর্জ নিয়ে নিজ প্রয়োজনে খরচ করেছি। ঐ কর্জ শোধ করে দেয়া, কতলের পর আমার লাশ দাফন করা এবং হযরত হুসাইনের নিকট কাউকে পাঠিয়ে দেয়া, যে তাঁকে রাস্তা থেকে ফিরিয়ে দেবে।"

ইবনে সা'দ ইবনে যিয়াদের কাছে অসিয়তের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল। ইবনে যিয়াদ বলল, "কর্জ সম্পর্কে যে অসিয়ত, সে ব্যাপারে তোমার করণীয় নিজস্ব (অর্থাৎ সে তোমার ইচ্ছার উপর) যেমনটি তুমি চাও, হুসাইনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হল, তিনি যদি এখানে এসে না পড়েন, তবে আমরা তাঁর পিছু নেব না, যদি এসেই পড়েন, তবে তাঁকে ছেড়ে দেব না।"

হযরত মুসলিম এবং ইবনে যিয়াদ

এর পরে ইবনে যিয়াদ হযরত মুসলিমকে বলল, "এ পর্যন্ত মানুষ একমত ও পরস্পর ঐক্যবদ্ধই ছিল। তুমি এসে বিচ্ছিন্নতা এবং মতানৈক্য সৃষ্টি করেছ এবং আমাদের বিরুদ্ধে তাদের উত্তেজিত করে তুলেছ। " তিনি বললেন, "কখনও না, আমি এজন্য আসিনি। বরং এ এলাকার বাসিন্দাদের বক্তব্য হল, তোমার বাবাই তাদের বুযুর্গ ও নেককার লোকদের হত্যা করেছে এবং রক্তপাত করেছে। তাছাড়া তাদের উপর কায়সর ও কিসরা (রোম পারস্যের অধিকর্তা) এর মত শাসন চালিয়েছে। এ কারণেই লোকেরা আমাকে আহবান জানিয়েছে। আমি মানুষের প্রতি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, কুরআন-সুন্নাহ্র উপর আমল করার প্রতি আহবান জানাতে এখানে এসেছি।" ইবনে যিয়াদ একথা শুনেই রেগে উঠল। বলল, "রে দূরাচার, (মা আযাল্লাহ্) পাপিষ্ট হয়ে এই দাবী করছ ! যে সময় মদীনায় বসে শরাব পান করতে ঐ সময় খেয়ালে আসেনি যে, মানুষের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে?" তিনি বললেন,"কী, আমি শরাব পান করতাম? খোদার কসম, আল্লাহ্ উত্তম জানেন, আর তোমার নিজেরও নিশ্চিত জানা আছে যে, তুমি মিথ্যা বলছো, আমাকে নাপাক অপবাদে কলুষিত করছ! আমি কখনোই এমন নই। শরাবখোর বা শরাবী বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে, যে নিরপরাধ মুসলমানের রক্ত প্রবাহিত করে, নিছক ব্যক্তিগত শত্রুতা, হিংসা ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তাদের হত্যা করে, যাঁদের হত্যা-করা আল্লাহ্ তা'য়ালা নিষিদ্ধ করেছেন, আর ঐ জুলুম নির্যাতনকে যারা খেল-তামাশা মনে করে।"

ইবনে যিয়াদ বলল, "খোদা আমাকে ধ্বংস করুন, যদি না আমি তোমাকে এমনভাবে কতল করি, যেমনিভাবে ইসলামে আজতক্ কেউ কতল হয়নি।" তিনি বললেন, "সন্দেহ নেই, ইসলামে তেমনি মন্দও অনিষ্টকর প্রবর্তন করার জন্য তোমার চেয়ে অধিক যোগ্য কেউ নেই। হ্যাঁ, তুমি আমাকে অত্যন্ত ঘৃন্য প্রক্রিয়া কতল করবে, নিষ্ঠুরভাবে আমার অঙ্গছেদন করবে, কোন মন্দ ব্যবহারই পরিহার করবে না, কারণ এসবই তোমার জন্য অধিকতর মানানসই।" এমন তিক্ত সত্যের অবতারণায় ইবনে যিয়াদ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল এবং সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ল। পাপিষ্ট তাঁকে তাঁর পিতা হযরত আকীলকে, হযরত আলী ও হুসাইন (রাঃ) কে গালিগালাজ করতে শুরু করল। তিনি চুপচাপ রইলেন, তার সাথে আর কোন কথা বললেন না।

islamibookbd.wordpress.com

হযরত মুসলিমের শাহাদত

এর পরের ঘটনা। ইবনে যিয়াদ জল্লাদকে ডেকে হুকুম দিল "যাও, একে মহলের ছাদে নিয়ে হত্যা কর। এর শরীর ও মাথা বিচ্ছিন্ন করে উপর থেকে এমনভাবে নিচে নিক্ষেপ করবে যাতে হাড়গোড় চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়।" তিনি (হযরত মুসলিম) ইবনে আশআসকে বললেন, "যদি তুমি নিরাপত্তার কথা না বলতে, তবে এত সহজপন্থায় আমি তার করায়ত্ত হতাম না। এখন আমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তোমার তরবারি উঠাও, আর দায়মুক্ত হও।" ইবনে আশআস চুপ হয়ে থাকল।

জল্লাদ তাঁকে মহলের ছাদে নিয়ে গেল। সে সময় তার মুখে ছিল আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহত্বের জয়গান ও দরুদ সালামের জপনা। আর স্বগতঃ বলছিলেন,

"হে আল্লাহ্, আমার এবং এ সব লোকদের মাঝে তুমিই ফয়সালা বিধানকারী, যারা আমার সাথে মিথ্যার বেসাতি করেছে, আমাকে ধোঁকায় ফেলেছে, আর আমাকে একাকী পরিত্যাগ করেছে, সবশেষে আমাকে নির্মমভাবে হত্যা করছে। অন্তিমযাত্রায় জ্যোতির্ময় চেহারা মক্কা মুকাররমার দিকে ফিরায়ে রাখলেন, ইমাম হোসাইনকে ভেবে মুক্ত বাতাসে নিবেদন করলেন এই পংক্তিমালা-

اے بادصبا برائے خدا تعالے + بسوئے کعبہ ذرا گزر کر
فرزند نبی حسین ہیں واں + تو انکو تلاش در بدر کر
انکو میرا سلام پہنچا کر + پر بیاں حال سر بسر کر
جفائیں اہل کوفہ کی بتانا + اور میرے قتل کی خبر کر
ظالم و بے وفا ہیں یہ کوفی + انکی باتیں نہ سن حذر کر
اور کہہ دے کہ اے جفا رسیدہ + از بہر خدا نہ رخ ادہر کر
مسلم نے تو تجھ پہ جاں فدا کی + تو کعبے میں بہ عافیت بسر کر

খোদার লাগি হে ভোরের হাওয়া, কা'বার সকাশে একটু বয়ে যা।
নবীর আওলাদ হুসাইন যেথা রয়, খুঁজে নে তাঁরে তুই সারা শহর ময়।
নিয়ে যাবি মোর সালাম তাঁরি পায়- খুলে বলিস, আমি আছি কী দশায়।
কুফাবাসীর এই জুলুম শুনাবি, আমার শাহাদত, তাও না লুকাবি।

এ অকৃতজ্ঞ, যালিম কুফীরা, ফিরে যেন যান, বলে দিবি, যা।
বলবি, "মজলুম! কথাটি শুনবেন, খোদার লাগি ওই দিকে না চাইবেন।
হলো এ 'মুসলিম' চরণে কুরবান, আরামে যাক তাঁর কাবা'য় দিনমান।
অতঃপর জল্লাদ উপূর্যপরি আঘাতে কুপিয়ে তাঁকে শহীদ করে দিল। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন) তাঁর পবিত্র ধড় ও মাথা মোবারক আলাদাভাবে উপর থেকে নিক্ষেপ করে দিল।

হানীর শাহাদাত

হযরত মুসলিমের শাহাদাতের পর ইবনে আশআছ হযরত হানী সম্পর্কে ইবনে যিয়াদকে বলল, "আপনি তো জানেন, এই শহরে এবং নিজগোত্রে হানী'র মর্যাদা কতখানি! তাঁর গোত্রের লোকেরা জানে যে, আমি এবং দু'জন সঙ্গীই তাঁকে আপনার নিকট নিয়ে এসেছিলাম, আমি আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে আপনাকে অনুনয় করছি, অন্ততঃ আমার দিকে চেয়ে তাঁকে ক্ষমা করে দিন। নচেৎ তাঁর গোত্রের লোকদের শত্রুতা ও প্রতিশোধের ভয় আমাকে তাড়িত করবে।" ইবনে যিয়াদ ক্ষমা করার ব্যাপারে ওয়াদা করেছিল। কিন্তু মুসলিমের কথা মনে করতেই তার মত পাল্টে গেল। সে হানীকেও হত্যা করার হুকুম দিয়ে দিল। নির্দেশ পেয়ে তার তুর্কী গোলাম হযরত হানীকেও শহীদ করে দেয়।

ইবনে যিয়াদ হযরত মুসলিম ও হানী (রাঃ) এর খন্ডিত মস্তকদ্বয় ইয়াযীদের কাছে পাঠিয়ে দেয় এবং সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাকে অবহিত করে। হযরত মুসলিম (রাঃ) এর শাহাদাত ৬০ হিজরীর যিলহজ্ব মাসে সংঘটিত হয়েছিল।

چلنے لگی کچھ ایسی ہوا انقلاب کی + کانٹوں میں گھر گئے چمن مصطفیٰ کے پھول
معصوم مٹنے والوں کو دی ہے خدا نے داد + باغ جناں میں بھیج دیا ان کو بنا کے پھول

বইতে লাগল এমন কিছু যুগবদলের বায়-
নবীর কানন-কুসুম গুলো ঝরল কাঁটার ঘা'য়।
আত্মবিলীন নিস্পাপেরা প্রভুর ইনাম পায়-
'ফুল' বানিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা জান্নাতে পাঠায়।

islamibookbd.wordpress.com

ইমাম মুসলিমের দুই পুত্র

হযরত মুসলিম গভর্ণর হাউস ঘেরাওকালীন কারো মতে ত্বাওআ'র ঘরে অবস্থানকালীন সময়ে নিজের ছোট দুই পুত্রকে কাজী শুরাইহের নিকট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। যাতে কোন উপায়ে তাদের দুজনকে নিরাপদে নবীজির শহর পবিত্র মদীনায় পৌঁছে দেওয়া হয়। যখন হযরত মুসলিম শহীদ হয়ে গেলেন, কাজী ছাহেব তাঁর দুই পুত্রকে ডেকে আদর করলেন, সজলনেত্রে তাদের মাথায় হাত বুলালেন। এ আচরণ দেখে, তারা জিজ্ঞেস করলেন, "চাচাজান, আপনার চোখে পানি? আপনি এভাবে আমাদের মাথায় হাত বুলিয়ে যাচ্ছেন! আমরা আবার এতিম হয়ে যাইনি তো?" কাজী ছাহেব বোবা কান্নায় বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন, "হ্যাঁ, বাবা, হ্যাঁ, প্রিয় বৎসরা, তোমাদের আব্বাজানকে শহীদ করা হয়েছে।" একথা শোনার সাথে সাথে উভয় শাহজাদার উপর দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ল। " وابتاه واغزبياه" (বাবা ! আমাদের কী হবে!) বিলাপ করতে করতে একজন অপরকে গলাগলিতে, ক্রন্দনে অস্থির হয়ে পড়ল। কাজী শুরাইহ অবোধ বালকদের বললেন, "দুর্মতি ইবনে যিয়াদের কাছ থেকে আমি তোমাদের জন্য ভাল কিছু আশা করিনা। এখানে থাকাও তোমাদের জন্য নিরাপদ নয়। আমি চাই, যেভাবে হোক তোমাদের জীবনটা যেন রক্ষা হয়। আর তোমরা নিরাপদে মদীনা মুনাও ওয়ারাহ্ পৌঁছে যেতে পার।"

অসহায় পরদেশে ইয়াতীম হয়ে যাওয়া কচি কোমল বালকদ্বয়ের দুঃখ যাতনার সীমা রইল না। একদিকে পিতৃবিয়োগের মর্ম যাতনা, অপরদিকে নিজেদের জীবন নাশের সমূহ আশংকা, রাসুলকাননের পুষ্প নন্দন ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল।

بدرد دل زلب شرع نالہ می شنویم +زسوز جاں جگر ویں کباب می بینیم

মনের দুঃখে শরা'র মুখেও বিলাপ, হায়
কাবাব সম এ হৃদয় ঝলসে কী চিন্তায় !

এ মুহুর্তে কাজী ছাহেবের সামনে দুটি অনাথ ইয়াতীমের জান-বাঁচানোর সমস্যা ! ভেবে চিন্তে তিনি স্বীয় পুত্র আসাদকে ডেকে বললেন, "আমি শুনেছি আজ 'বাবুল ইরাকাইন' (জায়গা) থেকে একটি কাফেলা মদীনা মুনাওওয়ারাহ্ রওনা হবে। এ দুজনকে সেখানে নিয়ে যাও। তম্মধ্যে

আহলে বাইতের অনুরক্ত কোন সহানুভূতিশীল ব্যক্তির হাতে তাদের তুলে দেবে। তাঁকে সার্বিক পরিস্থিতির কথা বুঝিয়ে বলবে, আর তাদের নিরাপদে মদীনা মুনাওওয়ারাহ্য় পৌঁছে দিতে জোর দিয়ে বলবে।" আসাদ তাদের দুজনাকে নিয়ে বাবুল ইরাকাইন আসল। এসে জানতে পারল ঐ কাফেলা কিছু আগেই রওয়ানা হয়ে গেছে। সে ঐ দুজনকে নিয়ে একই পথে চলতে শুরু করল। চলতে চলতে কিছুদূর গিয়ে যাত্রীদের পায়ের ছাপ দেখতে পেল। সে তাদের দু'জনকে বলল, "দেখ, এই তাদের পায়ের ছাপ, তারা বেশী দূরে নয়, তোমরা একটু দ্রুত হেঁটে গিয়ে তাদের সাথে মিলে যেও। আর শোন, নিজেদের ব্যাপারে কাউকে কিছু বলবে না এবং কাফেলা থেকেও বিচ্ছিন্ন হবে না। আমি এখন ফিরে যাই।" আসাদ ফিরে আসল। বালকদ্বয় দ্রুত চলতে লাগল। কিছু দূর গিয়ে তারা কাফেলার ঐ পদচিহ্ন আর খুঁজে পেল না। পথিক দলের খোঁজও আর পেল না।

ফুলের মত কচি দুটি ইয়াতীম বালক নিঃসঙ্গ ভূবনে বিজনদেশে দারুন একাকী হয়ে পড়ল। অত্যন্ত কাতরচিত্তে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতেই লাগল, দয়া দক্ষিণায়- লালনকারী মা বাবার কথা স্মরণ করে আরো উতলা, উদ্বেলিত হয়ে পড়লো।

پارہ پارہ نہ ہوں کیوں دیکھ کے دونوں کے جگر
عمر میں دیکھا تھا کب آنکھ سے ایسا منظر
ایسا صدمہ نہیں گزرا کبھی ننھے دل پر
خاک وخوں میں تڑپتا ہے پدر پیش نظر
سرنگیں آنکھوں سے تھے خون کے آنسو جاری
کیا بیاں ہو سکے ان بچوں کی آہ وزاری

ছোট্ট তাদের জীবন জুড়ে দেখেনি যা দুঃখ হায়,
তা দেখে বুক ভাঙ্গবে বটেই, এমন দুঃখ ক'জন পায়!
কোমল বুকে আর আসেনি এমনি আঘাত, যন্ত্রনা,
রক্তে গড়ায় পিতার সে লাশ! কঠিন সে কী দৃশ্য না!
ছোট্ট দুটি নয়নযুগল অশ্রুতে যে খুন ঝরায়,
কোমল প্রাণে রক্তক্ষরণ! ব্যক্ত করি কোন্ ভাষায় !

islamibookbd.wordpress.com

ওদিকে ইবনে যিয়াদ জানতে পারল যে, হযরত মুসলিম (রাঃ) এর সাথে তাঁর দুটি ছেলে মুহাম্মদ এবং ইবরাহীমও এসেছিল। এও সে জেনে নিল যে তারা দু'জন কুফাতেই কারো ঘরে আত্মগোপন করে আছে। কাজেই সে দূরাচার ঘোষণা জারী করল যে, যে ব্যক্তি মুসলিমের দুই ছেলেকে আমার নিকট এনে দেবে সে পুরষ্কার পাবে। আর যে ব্যক্তি তাদের লুকিয়ে রাখবে অথবা এখান থেকে অন্যত্র চলে যেতে সাহায্য করবে, সে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে।

ইবনে যিয়াদের এই ঘোষণা পেয়ে ধন সম্পদের মোহগ্রস্থ কিছু সিপাহী ভাগ্য অন্বেষণে বেরিয়ে পড়ল। তারা সামান্য মেহনত করতঃ খুঁজতে গিয়েই ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর শিশু পুত্রদ্বয়কে পেয়ে গেল। সাথে সাথে পাকড়াও করে ইবনে যিয়াদের পুলিশ অফিসারের হাতে সোপর্দ করে দিল। পুলিশ এদেরকে ইবনে যিয়াদের নিকট নিয়ে আসল। ইবনে যিয়াদ হুকুম দিল; এদের দুইজনকে আপাতত জেলে বন্দি করে রাখা হোক, তাদের সম্পর্কে আমি ইয়াযীদ এর কাছ থেকে সিদ্ধান্ত জেনে নেব। ইয়াযীদের নির্দেশ মোতাবেক তাদের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মাশকুর নামী জেলের এক সুপারিন্টেন্ডেন্ট পরহেজগার ও আহলে বাইতের অনুরক্ত ছিলেন। পিতৃহীন দুই অনাথ বালকের এহেন নির্যাতিত ও অসহায় অবস্থা দেখে তাঁর খুবই মায়া হল। তাঁর ঈমানী জযবা (উদ্যম) আন্দোলিত হয়ে উঠল। মনে মনে তিনি প্রতিজ্ঞা করে বললেন, এতিম এই দুই বালককে বাচাঁতেই হবে, চাইতো নিজের জীবন বিপন্ন হোক। প্রতিজ্ঞানুযায়ী রাতের আঁধারে তিনি হযরত আকীলের বাগিচার সে দুই ফুলকে জেল থেকে বের করে আনলেন। নিজের ঘরে এনে খাওয়ালেন। অতঃপর শহরের বাইরে কাদেসিয়ার পথে এনে স্মারকচিহ্ন হিসেবে নিজের আংটিটা দিয়ে বললেন, "এই রাস্তাটি সোজা কাদেসিয়ায় গিয়েছে। তোমরা এই রাস্তা ধরেই চলে যাও। সেখানে পৌঁছে কোতোয়ালের (পুলিশ অফিসার) ঠিকানা জেনে নেবে। উনি আমার ভাই, তাঁর সাথে দেখা করে এ আংটিটি দেখিয়ে নিজেদের সব কথা তাঁকে জানাবে। আর বলবে যে, 'আপনি আমাদের মদিনায় পৌঁছিয়ে দিন।' তিনি তোমাদের পূর্ণ নিরাপত্তায় মদিনায় পৌঁছে দেবেন।

বিপদ দেখে দুই ভাই রওয়ানা হয়ে গেল। কিন্তু ভাগ্য ও নিয়তির যে লিখন চূড়ান্ত হয়ে গেছে, তাকে বান্দার চেষ্টায় কখনো খন্ডন করা যায় না।
"لا راد لقضائه و لا معقب لحكمه" (অদৃষ্টের লিখন, না যায় খন্ডন)।
দুই ভাই সারাটি রাত ধরে চলতে থাকল; কিন্তু কোথায় কাদেসিয়া? সকালের আলো ফুটলে তারা দেখল, কাদেসিয়ার রাস্তার সেই প্রান্তসীমা, যেখান থেকে তাদের চলা শুরু হয়েছিল। অদূরেই একটি গাছ তাদের নজরে

পড়ল, যাতে সিন্ধুকের ন্যায় খোল রয়েছে। তার কাছে একটি কুয়াও ছিল। গাছটির আড়ালে এসে তারা আশ্রয় নিল। প্রচন্ড ভয় তাদের পেয়ে বসেছিল। কেউ না আবার ধরে তাদের ইবনে যিয়াদের কাছে নিয়ে যায়-এ আতঙ্কে বুক দূরু দূরু। এর মধ্যে কুয়া থেকে পানি নেয়ার জন্য কোন বাড়ীর এক দাসী এসে হাজির হল। দুটি বালককে এই ভাবে বসে থাকতে দেখে সে কাছে আসল। তাদের রূপ-সৌন্দয্য ও চেহারায় রাজকীয় আভিজাত্য দেখে জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কেগো রাজপুত্তুর? আর লুকিয়ে এখানে বসে আছো কেন?" করুণস্বরে বালকদ্বয় বলল,"কী বলে মা আমাদের পরিচয় দেব? আমরা দুটি পিতৃহীন, এতিম শিশু, আমাদের কেউ নেই, বড়ই নির্যাতিত, পথহারা দুটি অবোধ মুসাফির!" মেয়েটি আবার শুধালো, 'তোমরা কাদের বাছাধন, কী তোমাদের বাবার নাম?' বাপের নাম জিজ্ঞেস করতেই ছোট্ট হৃদয় ব্যকুল হয়ে চোখ জোড়া অশ্রুসজল হয়ে উঠল। দাসী বলল,"আমার মনে হচ্ছে তোমরা মুসলিম ইবনে আকিলের ছেলে দুটিই"। বাবার নাম শুনতেই দুই এতিম ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। দাসী বলল, আপনারা দুঃখ পাবেন না, শাহ্জাদা! আমি এমন একজন মহিলার দাসী হই, যিনি নবীর খান্দানের সাথে সত্যই ভক্তি-মুহব্বত রাখেন। আপনারা মোটেই চিন্তা করবেন না। আসুন, আমার সাথে চলুন, আপনাদের আমি তাঁর কাছেই নিয়ে যাব। "দু'শাহজাদা দাসীর কথায় রাজী হল। দাসী তাদের নিয়ে নিজ মালেকার ঘরে উপস্থিত হল। আর সকল ঘটনা সবিস্তারে জানাল। ভদ্রমহিলা খুব খুশী হলেন। আনন্দের পুরষ্কার হিসেবে তিনি ঐ দাসীকে আযাদ (মুক্ত) করে দিলেন। অত্যন্ত মুহব্বত সহকারে দুই শাহজাদাকে অভ্যর্থনা জানালেন। কচি দু'জোড়া পায়ে ভক্তিতে চুমো খেলেন। দু'টি এতিম বালকের দুঃখের কাহিনী শুনতে শুনতে অশ্রুপাত করলেন। এরপরে তাঁদের দু'জনকে সান্তনা, সহানুভূতি জানিয়ে বললেন, 'কোন চিন্তা নেই।' দাসীকে বললেন, এঘটনা যেন গৃহস্বামী হারেসকে ফাঁস না করে।

گھر میں حارث کے جو وہ یوسف زنداں آئے + موت بولی کہ سفر سے میرے مہمان آئے
زن حارث نے یتیموں کے قدم چوم لئے + کپڑے دیکھے جو پھٹے سوزن مژگاں سے سیئے
پانی بھی کرم کیا پاؤں دہلانے کے لئے + اور بچھا دیا فرش بھی انکو سلانے کے لئے
نہر برصبح بڑی دھوم سے مہمانی ہے + حلق ہے خلق ہے تیغ ہے جلاد ہے قربانی ہے

islamibookbd.wordpress.com

হারেসের ঘর আলো করে আজ ইউসুফের রূপ আসে,
মুসাফির ওই মেহমান হেরি মৃত্যুর দূত হাসে।
হারেসের বিবি চুমে নেয় দুই জোড়া সেই কচি পা
মেরামত করে ছিন্ন পোষাক পরণেতে ছিল যা।
উনুনে চড়ায় পানির হাড়ি সে দু'চরন ধুবে তাই,
শয্যা পাতে, বাছা দুটি আজ একটু ঘুমানো চাই।
নদীর কিনারা, একটি প্রভাত, আতিথ্য ধুম ধামে,
জল্লাদ হেরে কুরবানী আর কণ্ঠে ও তেগ নামে।

ওদিকে ইবনে যিয়াদ জানতে পারে যে, মাশকুর জেল থেকে বালক দু'টিকে ছেড়ে দিয়েছে। ইবনে যিয়াদ মাশকুরকে তলব করল। আর জিজ্ঞেস করল, "তুমি মুসলিমের ছেলে দু'জনের ব্যাপারে কি করেছ?" মাশকুর জবাব দেয়,"আমি আল্লাহর রেজামন্দী ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাদের মুক্ত করে দিয়েছি"। ইবনে যিয়াদ বলল, আমাকে ভয় করলেনা তুমি?" মাশকুর উত্তরে বলল, "যে আল্লাহকে ভয় করে, সে তো আর কাউকে ভয় পায় না"। ইবনে যিয়াদ আবার প্রশ্ন কর,"তাদের ছেড়ে দেয়ায় তুমি কি পেয়েছো?" মাশকুর তেজদীপ্ত কণ্ঠে বলে."হে জালিম (অত্যাচারী)! এ দু'টি শিশু বুযুর্গ পিতাকে হত্যা করার কারণে তোমার তো কিছু মিলবেনা; কিন্তু নিস্পাপ এই দু'টি শিশুর কোমল বুকে পিতৃহীনতার কঠিন জ্বালা নিয়েও যারা বন্দীত্বের দূর্দশায় নিপতিত, তাদের ছেড়ে দিতে পেরে আমি তাদের মহান পূর্ব পুরুষের শাফায়াত (সুপারিশ) তো কামনা করি। হুযুর ছদরে কাওনাইন, সাইয়িদে সাকালাইন জনাব মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার এ খেদমত তো কবুল করবেন। আমাকে শাফায়াত দিয়ে ধন্য করবেন। যখন তুমি মহান সে পুরস্কার থেকে বঞ্চিত থাকবে"। ইবনে যিয়াদ ক্রোধান্বিত হয়ে বলতে লাগল, "আমি তোমাকে এখনই তার শাস্তি দিচ্ছি"। মাশকুর বলল,"উত্তম, আমার হাজারটিও যদি প্রান থাকে, তবে তা নবীর আওলাদের জন্য উৎসর্গকৃত।

من در رہ او کجا بہ جان دامانم + جان چیست کہ بہر او فدا نہ توانم
یک جاں چہ بود ہزار جان بایستے + تا جملہ بیک بار بر وافشانم

আছি আমি তার সে পথে বাঁচা মরার চিন্তা নেই,
তার তরে প্রাণ তুচ্ছ, কিছু অদেয় নেই, কিচ্ছু নেই।
একটি প্রাণে অর্ঘ্য কি হয়? থাকতো যদি হাজার প্রাণ,
একটি বারে বিলিয়ে দিতাম তৃপ্ত বদন এ অম্লান।

ইবনে যিয়াদ জল্লাদকে হুকুম দিল, "একে প্রথমে দোররা (চাবুক) মারতে থাক। এভাবে যতক্ষন না তার মৃত্যু হয়, এরপর দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে দিও। জল্লাদ চাবুক মারতে শুরু করল।" প্রথম ঘায়ে মাশকুর পড়ল "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।" দ্বিতীয় আঘাতে বলে উঠল "আল্লাহ, আমাকে ধৈর্য্য দিন।" তৃতীয় দফা আঘাতে বলল, ইলাহী, আমার অপরাধ মার্জনা করে দিন।" চতুর্থ আঘাত আসলে বলল, "হে আল্লাহ, খান্দানে রাসুল(দ.)এর ভালবাসার কারণে আমাকে এ শাস্তি দেয়া হচ্ছে।" পঞ্চম বারের আঘাতে মাশকুর ফরিয়াদ জানাল, "হে আল্লাহ আমাকে রাসুলুল্লাহ এবং আহ্‌লে বায়তের নিকট পৌছিয়ে দিন।" এরপর মাশকুর ক্রমশঃ নিরব, নিথর হয়ে গেল, জল্লাদ তার কাজ সম্পন্ন করল। ইন্না লিল্লাহে..... রাজেউন।

جائش مقیم روضۂ دار السرور در باد۔ گلشن سرائے مرقد او پر زنور باد۔

শান্তির কাননে সে আত্মার বিচরণ,
তাঁর সেই সমাধিতে ফুল, নূর আগমন।

ও দিকে পূণ্যশীলা সেই মহিলা সারাটি দিন দুই শাহজাদার সেবা ও আপ্যায়নে মশগুল থাকলেন। রাতের বেলা তাদের আলাদা একটি কামরায় শোবার ব্যবস্থা করে নিজ ঘরে আসলেন। কিছুক্ষণ পর তার স্বামী হারেস ঘরে ফিরল। তাকে খুব ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেখে স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, "আজ সারাদিন আপনি কোথায় ছিলেন? উত্তরে সে বলতে লাগল, "সকালে কুফার শাসনকর্তা ইবনে যিয়াদের কাছে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়েই জানলাম যে জেল দারোগা মাশকুর নাকি মুসলিম বিন আকীলের ছেলে দুটিকে জেল থেকে ছেড়ে দিয়েছে। ফলে আমীর (?) ঘোষণা দিয়েছে, তাদের দু'জনকে যে ব্যক্তি ধরে এনে দিতে পারবে অথবা তাদের সন্ধান দিতে পারবে, তাদের ঘোড়াসহ প্রভূত সম্পদ পুরস্কার দেয়া হবে। ঘোষণা পেয়ে বহু লোক তাদের খোঁজে বেরিয়েছে। আমিও তাদেরকেই খুঁজতে চারদিকে চষে বেরিয়েছি। আর এতটাই দৌড়াদৌড়ি করেছি যে, আমার ঘোড়ারও দফারফা করেছি। নিরূপায় পায়ে হাঁটাহাটি করেই তাদের খুঁজতে হয়েছে। একারণেই আজ ক্লান্তির শেষ হয়েছে, শরীর জর্জরিত!" বিবি তাকে বুঝাতে লাগলেন, "ওগো আল্লাহর বান্দা, আল্লাহকে একটু ভয়তো করুন। রাসুল (দ.) বংশের বাচ্চা দুটির ব্যাপারে আপনার এত ব্যস্ততা কী?" হারেস বলল, "তুমি চুপ করো তো! তোমার তো জানা নেই, ইবনে যিয়াদ ঐ ব্যক্তিকেই প্রচুর ধনরাজি

islamibookbd.wordpress.com

বখশিশ দেবার ওয়াদা করেছে, যে এই ছেলেদের তার কাছে পৌঁছিয়ে দেবে অথবা তাদের সন্ধান দিতে পারবে।" স্ত্রী বলে উঠল, "কত না কমবখ্‌ত তারা, যারা দুনিয়ার ধন-সম্পদের লোভে দুটি এতিম শিশুকে দুশমনের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টায় রয়েছে, পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে পরকাল ধ্বংস করে দিচ্ছে!" হারেস বলল, "তোমার সে ব্যাপারে এত মাথা ব্যাথা কিসের ? তুমি আমার খাবার নিয়ে আস।" স্ত্রী খাবার নিয়ে আসলে সে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

মধ্যরাত। বড়ভাই মুহাম্মদ বিন মুসলিম স্বপ্ন দেখে বিচলিত ভাবে জেগে উঠল। ছোট ভাই ইবরাহীমকে জাগিয়ে তুলে বলল, "ভাইটি আমার! এটা ঘুমোবার সময় নয়। উঠে তৈরী হয়ে নাও, আমাদের সময় একদম ফুরিয়ে এসেছে। এখনই আমি স্বপ্নে দেখলাম। দৃশ্যটা এরকম- আমাদের আব্বাজান, রাসুলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আলী, হযরত ফাতেমা যাহ্‌রা এবং হযরত হাসান মুজতাবা (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এর সাথে বেহেস্তে পায়চারী করছেন। হঠাৎ রাসুলুল্লাহ (দ.) আমরা দু'জনকে দেখে আব্বাজানকে বললেন, মুসলিম, তুমি চলে এলে আর বাচ্চা দুটিকে জালিমদের মাঝে রেখেই এলে? আমাদের দিকে তাকিয়ে আব্বাজান বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ (দ.) আমার ছেলেরা তো আসছেই।

স্বপ্নের বিবরণ শুনেই ছোট ভাই বড়জনের মুখে মুখ লাগিয়ে বলে উঠল واويلاه وامسلماه! হায়রে মুসীবত! হায়রে আব্বা!) আর কান্না শুরু করে দিল। বড় ভাইয়ের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। গভীর বেদনায় আর্তনাদ ও চিৎকার দিয়ে কাঁদতে লাগল। তাদের চিৎকার ক্রন্দনের আওয়াজে দূর্মতি হারেসের ঘুম ভেঙ্গে গেল। বিবিকে জিজ্ঞেস করল, "এটা কাদের কান্নার আওয়াজ? আমার ঘরে এরা কারা যারা এভাবে কাঁদছে?" স্ত্রী বেচারী ভয় পেয়ে গেল। কোন উত্তর দিতে পারলনা। ঐ জালিম নিজেই উঠে বাতি জালাল। যে কামরা থেকে কান্নার শব্দ আসছিল, সেদিকেই এগিয়ে গেল। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে দেখল, দুটি বাচ্চা গলাগলি করে 'আব্বা' 'আব্বা' করে অস্থির হয়ে কাঁদছে। জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কারা?" যেহেতু তারা বুঝেই নিয়েছিল যে, এটা একজন ভক্তের ঘর, বিপদে পরম আশ্রয় এবং গৃহবাসীরা আমাদের পরম হিতৈষী। কাজেই না ভেবেই সাফ বলে দিল, "আমরা মুসলিম ইবনে আকীলের সন্তান।" হারেস বলল, "অদ্ভুত! আমিতো সারা দিন তোমাদের খুঁজতে খুঁজতে হয়রান। এমনকি আমার ঘোড়াটারও দম ফুরিয়ে গেল। আর তোমরা আমারই ঘরে" একথা শুনে

এবং জালিমের হাবভাব দেখে তারা ভয়ে এতটুকু হয়ে গেল, পেরেশানীর প্রতিচ্ছবি যেন। মহিলা যখন স্বামীর এমন পাষণ্ডতা আর নির্মমতা দেখলেন, তখন তার পায়ে মাথা রেখে কাকুতি মিনতিসহ কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "পরদেশী এই অসহায় এতিমদের প্রতি একটু দয়া করুন।"

بے داد مسکن بریں یتیماں + لطفے بہ نمائے چوں کریماں

ایں ہا بہ فراق مبتلا اند + در شہر غریب و بے نوا اند

بہ گذار ز سر جفائے ایشاں + پرہیز کن از دعائے ایشاں

এতিম শিশু, একটু খানি দাও আশ্রয়,সম্মানিত এঁদের প্রতি হও সদয়।
দুইটি শিশু বিরহী, খুব যন্ত্রণায়, বিজন দেশে অনাথ তারা, নেই সহায়।
তাদের মারার চিন্তাটা দাও দুর করে, অভিশাপের ভয় করো হে অন্তরে।

দূরাচার বলতে লাগল, "খবরদার, প্রাণের মায়া থাকে তো একদম চুপ! নিরুপায় মহিলা চুপ করে থাকেন। হারেস দরজায় তালা লাগিয়ে দিল যাতে স্ত্রী-তাদের অন্যত্র সরিয়ে নিতে না পারে।

ভোর হতেই পাষণ্ড তলোয়ার হাতে নিল। শিশু দু'টিকে নিয়ে বের হল। স্ত্রী দৃশ্য দেখে স্থির থাকতে পারলেন না। খালি পায়ে পেছনে পেছনে দৌড়াতে লাগলেন আর অনুনয় বিনয় করে বলতে লাগলেন, "স্বামী, আল্লাহকে ভয় করুন, এতিম শিশুর প্রতি দয়া করুন।

جس وقت نمودار ہوئے صبح کے آثار + پھر لے کے چلا ہائے یتیموں کو جفا کار

چلاتی چلی پیچھے ضعیفہ جگر افگار + بن باپ کے بچے ہیں یہ ظالم نہ انہیں مار

کیوں فاطمہ زہرا کو رلاتا ہے کفن میں + دو پھول تو رہنے دے محمد ﷺ کے چمن میں

আঁধার চিরে প্রভাত আলো ফুটল চারিদিক,
চললো জালিম হেঁচড়ে তাদের বেহুঁশ দিকবিদিক।
পূণ্যবতী কলজে চেরা চেঁচিয়ে দৌঁড়ায়,
মেরো না, হে জালিম, এরা এতীম অসহায়।
কাফনপরা মা ফাতিমার কান্না শোনা যায়,
বাঁচতে দাও এই পুষ্প দুটি নবীর বাগিচায়।

স্ত্রীর বুকফাটা কান্না জালিম হারেসের মনে দাগ কাটতে পারলনা। বরং তাঁকেও মারতে দৌড়ল। বেচারী নিরুপায় হয়ে থেমে গেল। দুরাচার হারেসের একটা গৃহভৃত্য ছিল, যে তার স্ত্রীর দুধ পান করেছিল। সে যখন

islamibookbd.wordpress.com

ঘটনা বুঝতে পারল, তখন পিছু দৌড়াতে লাগল। যখন হারেসের নিকট পৌছল, তখন হারেস তাকে বলল,, "ছেলে দুটিকে কেউ আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার আশংকা আছে। তাহলে বিরাট পুরস্কার থেকে আমি বঞ্চিত হয়ে যাব। কাজেই এই নাও তরবারী, এদেরকে এখনই খতম করে দাও।" গোলাম বলল, "আমি নিষ্পাপ দুটি শিশুকে কী করে হত্যা করব?" হারেস কঠোর হয়ে বলল, "যা বলছি তা-ই কর।" সে অস্বীকার করল।

بندہ را باین و باآں کار نیست + پیش خواجہ قوت گفتار نیست

এদিক কিংবা ওদিক বলা বান্দার নেই হক
মুনিব যখন আছে দাসে করে কি বকবক?

বলল, "তাদের হত্যা করার দুঃসাহস আমার নেই। রাসুলুল্লাহ (দ.) এর পবিত্র আত্মার কাছে বড়ই লজ্জাবোধ হচ্ছে। তাঁরই খান্দানের দুটি নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করে কাল কিয়ামতের দিন কোন মুখ নিয়ে আমি তার সামনে দাঁড়াব?" হারেস ক্রোধোন্মত্ত হয়ে বলল, "যদি তুই তাদের কতল করতে না চাস তো আমিই তোকে কতল করছি।" সে বলল, "আমাকে হত্যা করার আগে আমি তোমার খেল খতম করে দেব।" হারেস ছিল যুদ্ধ বিদ্যায় পারঙ্গম রণকুশলী। আচানক আগবাড়িয়ে সে গোলামটির মাথার চুল ঝাপটে ধরল। গোলাম ও তার দাড়ি টেনে ধরল। গড়াগড়ি করে উভয়ে বিশ্রী রকম দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হল। শেষ দিকে জালিম তার গোলামকে গুরুতর জখম করে ধরাশায়ী করে দিল। ইত্যবসরে তার স্ত্রী ও পুত্র দুইজনই এসে হাজির। তার পুত্র তাকে বলল, "বাবা, এ গোলাম তো আমার দুধভাই। তাকে এভাবে মারতে তোমার এতটুকু লজ্জা হল না?" পাপিষ্ঠ তার পুত্রের কথায় কান দিল না। রাগের মাথায় গোলামের উপর এমন এক আঘাত করে বসল যাতে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে তার আত্মা বেহেস্তে উড়াল দিল। তখন বেটা তার বাপকে বলল, "বাবা, তোমার চেয়ে পাষাণদিল আর দুরাচার আর কাউকে তো আমি দেখিনি।" "হারেস বলল, " মুখ বন্ধ কর বেটা, এই নে তলোয়ার, আর এ বাচ্চা দুটিকে খতম কর।" ছেলে বলল, "খোদার কসম, এ কাজ আমি কখনো করবনা। আর তোমাকে ও তা করতে দেবনা।" হারেসের বিবি আবার ও অনুনয় করল। "এই নির্দোষ বাচ্চা দুটির খুনের দায় নিজের মাথায় নেবেন না। যদি তাদের ছেড়েই না দেবেন, তবে এতটুকু তো মানুন, তাদের খুনে নিজ হাত রঞ্জিত করবেন

না। নেহায়েত যদি নাই ছেড়ে দেন অন্তত ইবনে যিয়াদের কাছে তাদেরকে জ্যান্ত নিয়ে যান। উদ্দেশ্য তো সেভাবেও পূরণ হতে পারে।" সে বলল, "আমার আশংকা হচ্ছে যে, যখনই কুফাবাসী এদের দেখবে, তখন হৈ হট্টগোল করে তাদেরকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে। তখন তো আমার পরিশ্রম বৃথা।" পরিশেষে ঐ পাষণ্ড খোলা তরবারী উদ্যত করে রাসুল কাননের পুষ্প দুটিকে নিধন করতে তাদের দিকে এগিয়ে আসল।

جب سامنے بچوں کے آیا وہ ستم گار + اور دیکھی یتیموں نے چمکتی ہوئی تلوار
دل ہل گئے ہٹ ہٹ کے یہ کی دونوں نے گفتار + کر رحم معصوم ہیں ہم بے کس ولاچار
مظلوم ہیں حامی کوئی مشکل میں نہیں ہے + ظالم نے کہا رحم میرے دل میں نہیں ہے

সামনে যখন দেখলো তারা জালিম দুরাচার,
দুই এতিমের মাথায় খোলা, চকচকে তরবার।
ভয় পেয়ে খুব হটতে থাকে, বলতে থাকে আর,
"নির্দোষে তো দয়া কর, এতিম যে লাচার।
ছোট্ট শিশু নির্যাতিত, নাই যে কেউ সহায়",
জালিম বলে, 'চুপ করো, মোর কাজ কি সে দয়ায়।'

সে মূহুর্তে বিবি দৌড়ে এসে মাঝখানে দাঁড়িয়ে যান। বলতে থাকেন, "হে যালিম আল্লাহকে ভয় কর, আখিরাতের আযাবকে ভয় কর।" ঐ জালিম স্ত্রীকেও আঘাত করে বসল। মারাত্মক জখম হয়ে পূণ্যবতী স্ত্রী ঢলে পড়লেন আর ছটফট করতে থাকেন। রক্তাক্ত দেহে মাকে ধুলায় লুটোপুটি খেতে দেখে ছেলেটি ছুটে আসে। বাপের হাত চেপে ধরে সে বলে উঠল, "বাবা, হুঁশে ফিরে আস, তোমার কী হয়ে গেল?" ঐ পাষণ্ড তার ছেলেকেও এক আঘাতে মৃত্যুর বিছানায় চিরতরে শুইয়ে দিল। মা যখন দেখলেন, তার চোখের সামনেই প্রিয়তম পুত্র নিজ পিতার তলোয়ারেই নিহত হয়ে গেল, তখন মায়ের মন সে দৃশ্য সহ্য করতে পারল না। প্রচণ্ড মানসিক আঘাতে হৃদ ক্রিয়া বন্ধ হয়ে সে পূণ্যাত্মা রমনীও বেহেশতের যাত্রী হয়ে গেলেন।

এবার সেই পাষণ্ড, আবারও ছেলে দুটির দিকে তেড়ে আসল। এতিমদ্বয় সকরুণ প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলল, "সত্যিই যদি আপনার এ আশংকা হয়ে থাকে যে আমাদের জীবন্ত নিয়ে যেতে গেলে লোকজন হৈচৈ করে আমাদের কেড়ে নেবে এবং আপনি পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হবেন, তবে চুল, গুম্ফ ন্যাড়া করে গোলাম সাজিয়ে আমাদের বিক্রি করে দিন।" জালেম বলল,

islamibookbd.wordpress.com

"এখন আমি তোমাদের আর ছাড়ছিনা।" বলে যখন তরবারী উদ্যত করল, তখন ছোটটি এগিয়ে এসে বলে উঠল "মারতে হলে প্রথমে আমাকেই মারো।"

کی بڑے بھائی نے قاتل کی یہ اس اَن+ تجھ سے اس عرض میں کرتا ہوں اگر تو لے مان

سر مرا پہلے اگر کاٹے تو بڑا ہو احسان+ چھوٹے بھائی پہ میں قربان میرا سر قربان

شوق سے اور ہر اک صدمن وایذا دکھلا+ پر نہ بھائی کا مجھے ننھا سا لاشا دکھلا

ناگاہ چلی ظالم کی تلوار پڑے پر+ بالائے زمیں کٹ کے ستارا سا گرا سر

دریا میں ستم گار نے پھینکا تن اطہر+ چلا کے یہ چھوٹے نے کہا ہائے برادر

دیکھا جو بڑے بھائی کا سر دست عدو مین+ وہ کر کے تڑپنے لگا بھائی کی لہو میں

آیا جو شقی تیغ علم کر کے دوبارا+ چلانے لگا بھائی کو وہ بھائی کا پیارا

مادر کو پکارا کبھی بابا کو پکارا+ جلاد نے سر تن پر سے اس کا بھی اتارا

دھبا بھی نہ خوں کا لگا شمشیر عدو میں+ بھائی کا لہو مل بھائی کے لہوں میں

دونوں لاشوں سے جدا کر دیے سر ہائے ستم+ پھینک دئے نہر میں ظالم نے وہ لاشے اس دم

مل کے بہنے لگے وہ پیکر نوری باہم+ لہریں پانی کی لگیں چومنے پڑھ پڑھ کے قدم

ڈوب کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے+ آئی مسلم کی صدا پیارے ہمارے پہنچے

বড়জনে সেই সেক্ষণে খুব করে বিনয়-
একটি আর্জি জানাই তোমায় হলে গো সদয়।
মস্তক আমার আগে নিলে পাই শান্তি তায়
ছোট ভাইটি অতি আদরের মরিগো হায়।
যতই খুশী অত্যাচারের দাও রোলার-
তবু না পড়ুক লাশটি ভায়ের চোখে আমার।
সহসা খড়গ নেমে এল বড় জনের পর-
তারার মতই জমিনে খসে ও শির নিথর।
প্রাণহীন সেই দেহটি ছুঁড়লো নদী বুকে-
'ভাইরে' আর্ত চিৎকার ছোট ভাই মুখে।
ভাইয়ের মাথাটি শত্রু হাতে হেরে যখন-
ভাইয়ের রক্তে গড়াগড়ি যায় ছোট রতন।

ওই নরাধম খড়গ হাতেই এগোয় আবার-
ভাইয়ের পেয়ারা 'ভাই, ভাই' বলে করে ফুকার।
'আম্মা, আম্মা' একবার ফের 'আব্বাজান'
জল্লাদ তবু সংহারে ওই ছোট্ট প্রাণ।
রক্তের দাগ নাই লাগতেই তরবারে-
রক্ত হেথায় মিশল দুয়ের একাকারে।
লাশ দু'টি ওই অত্যাচারী করে পৃথক-
ছুড়ঁলো নদীর বক্ষে জালিম সংহারক।
কোলাকুলি হয়ে যায় বয়ে লাশ নদী বুকে-
ঢেউরা আছঁড়ে চুমলো কদম নিল মুখে।
জল তরঙ্গে মিশে ওরা যায় কাওসারে,
'আয় আয়' বলে মুসলিম যেন ডাক পাড়ে।

অতঃপর ঐ জালিম নিষ্পাপ দু'টি শিশুকে শহীদ করে দিল। আর মাথা দুটো আলাদা করে নিয়ে মস্তকবিহীন নিষ্পাপ দেহ দুটো নদীতে নিক্ষেপ করে দিল। তারপর মাথা দুটিকে থলেতে পুরে ইবনে যিয়াদের ঠিকানায় রওয়ানা হয়ে গেল। সময় দ্বিপ্রহর। গভর্ণ রহাউসে প্রবেশ করে ইবনে যিয়াদ পর্যন্ত যেতে সক্ষম হল। সেখানে পৌছেঁ মস্তকভর্তি থলেটি তার সামনে রাখল। ইবনে যিয়াদ জানতে চাইল, 'থলেতে কী রয়েছে?' পুলকিত চিত্তে সে বলতে লাগল, "বখশিশ আর মর্যাদার আশায় আপনার শত্রুর শিরচ্ছেদ করে তাই নিয়ে এলাম।" ইবনে যিয়াদ বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল "শত্রুটা কে?" নরাধম উত্তর দিল, "মুসলিম বিন আকীলের দুই শিশু সন্তান।" রাগতঃস্বরে ইবনে যিয়াদ ধমকে উঠল, "কার হুকুমে কতল করেছিস, তুই? বেটা নচ্ছার, এজিদের কাছে আমি লিখেছি যে, নির্দেশ পেলে তাদের জীবিতাবস্থায় পাঠিয়ে দেব। এখন যদি তিনি জীবিতই তাদের পাঠাতে বলেন, তো আমি তখন কী করব? তুই তাদের জীবিত আনলি না কেন?" সে উত্তর দিল "আমার আশংকা হচ্ছিল যে শহরবাসীরা হৈ হট্টগোল করে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে।" ইবনে যিয়াদ বলল, "সে রকম আশংকা থাকলে, নিরাপদ কোন জায়গায় তাদের আটকে রেখে আমাকে খবর দিতে পারতি! আমি নিজের দায়িত্বেই তাদের আনিয়ে নিতাম। আমার হুকুম ছাড়াই তাদের হত্যা করেছিস কেন?" ইবনে যিযাদ তার অমাত্য সভাসদবর্গের প্রতি একবার চোখ বুলায়। মুকাতেল নামক এক ব্যক্তিকে আহবান করে,

islamibookbd.wordpress.com

"মুকাতেল, এ ব্যক্তি(হারেস)'র গর্দান উড়িয়ে দাও" যথানির্দেশ তার শিরচ্ছেদ করা হল। এভাবে লোভে মত্ত হারেস আয়াত

خسر الد نيا والاخرة – (উভয়জগতে ক্ষতিগ্রস্থ) এর বাস্তবায়ন ঘটালোঃ

نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم + نہ ادہر کے رہے نہ ادھر کے رہے

মিলল না তার খোদা, ও না দেবীর দরশন,
না পেল সে এই দুনিয়া, না সে ওই জীবন।

রাওদ্বাতুশ্ শুহাদা পৃঃ ১৫০

دنیا سے ہاتھ اٹھا لئے سبط رسول نے + دامن میں اپنے بھر لئے صبر و رضا کے پھول

দুনিয়া থেকে হাত গুটালেন দৌহিত্র রাসুলের,
অঞ্জলীতে ফুল, ধৈর্য ও সন্তোষ হাসিলের।

تمہارے عزم و ارادہ کی استقامت کو + قدم قدم پہ شجاعت سلام کہتی ہے

ইস্পাত দৃঢ় পণ সে তোমার চিত্ত অটলের,
জানায় প্রণতি চরণে বীরত্ব সকলের।

ইমামে আলী-মাকাম'র যাত্রা

পূর্বে বর্ণিত হয়েছিল যে, কুফাবাসীর চিঠিপত্র এবং প্রতিনিধি বৃন্দের আগমনের পরেই ইমামে আলী মাকাম হযরত মুসলিম ইবনে আকীল কে অবস্থা পর্যবেক্ষনের জন্য কুফা পাঠিয়েছিলেন। তিনি কুফাবাসীর সীমাহীন ভক্তি মহব্বত দেখে ইমামে আলী মাকামের খেদমতে লিখে দিলেন যে, সহস্র লোক ইতোমধ্যেই আমার হাতে বাইআত নিয়ে ফেলেছে, আর এখানকার অধিবাসীরা আপনার শুভাগমনের জন্য অধীর প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে আছেন। অতএব আপনি অবিলম্বেই চলে আসুন।

ইমামে আলী মাকাম এ সংবাদ পাওয়ার পর কুফা যাওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। এদিকে কুফায় যে পট-পরিবর্তন সূচিত হয়েছে সে ব্যাপারে তিনি অবহিত হননি। মক্কাবাসীরা যখন তার প্রস্তুতির কথা জানতে পারলেন,তখন তাঁরা তাঁর কুফায় যাওয়া পছন্দ করলেন না। কেননা তাঁরা কুফাবাসীর বিশ্বাসঘাতকতা ও অকৃতজ্ঞতার কথা ভালভাবেই জানতেন। তাঁদের এটাও জানা ছিল যে, কুফীরা হযরত আলী ও হাসান

islamibookbd.wordpress.com

(রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-র সাথে কী আচরণ করেছিল। কাজেই তাঁরা ইমামকে কঠোর ভাবে বাঁধা দিলেন। সর্বপ্রথম তাঁর সমীপে উমর বিন আবদুর রহমান মাখযুমী হাজির হয়ে আরজ করলেন,"আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি নাকি কুফায় যাচ্ছেন। এ জন্যে আপনার খেদমতে শুধু হিত কামনার উদ্দেশ্যেই হাজির হয়েছি। যদি অনুমতি পাই তো, কিছু আরজ করব।" তিনি বলেন "হ্যাঁ, বলুন।" আপনারা তো সত্যিই সমব্যথী এবং অকৃত্রিম সুহৃদ।" তাঁরা আরজ করলেন, "আপনি এমন একটি শহরে যেতে মনস্থ করেছেন, যেখানে ঐ হুকুমতের আমীর ওমরা এবং কর্মচারীরা রয়েছে, যার কবজায় রয়েছে রাজকোষ। আর আপনি এটাও অবগত যে, সাধারণ প্রজারা হচ্ছে দিরহাম ও দীনার (টাকা)-এর গোলাম। এজন্যই আমার সংশয় হচ্ছে,যে, যারা আপনাকে আহবান করেছে এবং আপনাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তারাই মাল ও দৌলতের লালসায় উল্টো আপনার বিরুদ্ধে লড়তে আসবে। কাজেই আপনি কুফায় যাবেন না।" ইমামে আলী মাকাম তাদের সমবেদনামূলক পরামর্শের জন্য কৃতজ্ঞতা জানালেন এবং তাঁদের জন্য দোআ করলেন।

ইবনে আছীর,১৫/৪, আরাবী ২১৫/৬

এরপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) এসে বল্লেন, "ভাই, মানুষ বলাবলি করছে, আপনি নাকি কুফা রওয়ানা হচ্ছেন? কথাটা কি সত্য? "তিনি উত্তর দিলেন, জী হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ, আমি দু'এক দিনের মধ্যেই রওয়ানা হব।" ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন, "আপনাকে আল্লাহুর দোহাই দিচ্ছি,এমনটি করবেন না। অবশ্য কুফাবাসীরা যদি বর্তমান শাসকের নিয়োজিত গভর্ণরকে কতল এবং শত্রুদের সেখনে থেকে বিতাড়িত করতেন এবং পরিস্থিতির উপর তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকতো তবে আপনার যাতায়াতের সিদ্ধান্ত সঠিক হতো, কিন্তু তারা আপনাকে এমন অবস্থায় আহবান করেছে, পূর্বের আমীর তাদের মাঝে বহাল, হুকুমতও প্রতিষ্ঠিত, সরকারী কর্মচারীরা যথারীতি ট্যাক্সও আদায় করছে। কাজেই আপনি নিশ্চিত জেনে রাখুন, তারা আপনাকে শুধু যুদ্ধ বিগ্রহের জন্যই ডেকে নিচ্ছে। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, এই আহবানকারীরা আপনার সাথে প্রতারণা করবে, আপনার প্রতি মিথ্যারোপ করবে,অসহায় অবস্থায় আপনাকে পরিত্যাগ করবে এবং ক্ষমতাসীনদের সাথে মিলে আপনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবে। এভাবে ক্রমে তারা চরম শত্রুতায় লিপ্ত হবে।" তখন ইমাম পাকের মুখে উচ্চারিত

হলো, "ফাইন্নী আস্‌তাখীরুল্লাহা ওয়া আনযুরু মা ইয়াকূনু" অর্থাৎ আমি আল্লাহর নিকট কল্যাণের প্রত্যাশা করবো, আর দেখবো, কী হতে যাচ্ছে।"

(ইবনে আসীর ১৫/৪,ত্ববারী ২১৬/৬)

তাঁদের পর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) এগিয়ে আসলেন, জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার সিদ্ধান্ত কি?"ইমাম উত্তর করলেন, "আমি কুফা যেতে চাচ্ছি, কারণ কুফার মান্যগণ্য ব্যক্তিগণ এবং আমার শুভাকাংখীরা আমাকে আহবান করেছেন। আল্লাহর কাছে আমি ভালোটা চাই।" ইবনে যুবাইর বলেন, 'আপনার শুভার্থীদের মতো সেখানে আমারও কোন দল থাকতো, তবে আমিও নিশ্চয় যেতাম।" আবার ইবনে যুবাইরের খেয়াল হলো যে, আমার কথায় ইমামের মধ্যে আমারই সম্পর্কে কোন সন্দেহ কিংবা কোন খারাপ ধারণা না আবার সৃষ্টি হয়ে যায়, তাই আবার বললেন, "আপনি যদি হেজাযে থেকেই খেলাফত হাসিলের চেষ্টা করেন তো, আমরা সবাই আপনার নিকট বাইআত (আনুগত্য প্রকাশ) করবো। আর আপনাকে পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা দেবো এবং সবরকম সহযোগিতা ও আন্ত রিকতা দেবো।" ইমাম বললেন, আমি আমার বুযুর্গ আব্বাজান থেকে শুনেছি যে, মক্কা মুকাররামায় এক অসুরের উদ্ভব হবে, যে মক্কা শরীফের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করে দেবে। আমি চাইনা যে, ঐ অসুর আমিই হয়ে যাব।" মোট কথা ইবনে যুবাইর অনেক পীড়াপীড়ি করলেন,যাতে তিনি হেরমে মক্কাতেই থেকে যান এবং তাঁর সমস্ত কাজ ইবনে যুবাইর সমাধা করে দেবেন। ইমামে আলী মাকাম বললেন, "আমার কাছে হেরেমের বাহিরে কতল হওয়া হেরমের ভেতর কতল হওয়া থেকে অধিকতর পছন্দনীয়। মোট কথা তিনিও কোনমতেই হেরমে থাকতে উদ্যোগী হলেন না।

(ইবনে আসীর ১৫/৪,ত্ববরী ২১৬/৬)

ঐদিন সন্ধ্যায় কিংবা পরদিন সকালে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) আসলেন এবং বললেন, "ভাই, আমি ধৈর্য্যধারণ করতেই চাই, কিন্তু পারছিনে। কারণ, আপনার এ যাত্রাতে আমি আশংকাগ্রস্থ। ইরাকের লোকেরা এক অকৃতজ্ঞ জাতি। আপনি তাদের কাছে কখনোই যাবেন না; বরং আপনি এ শহরেই অবস্থান করুন। আপনি হেযাযবাসীর কর্ণধার। ইরাক বাসীরা যদি তাদের মহব্বতের দাবীতে সৎ হয়ে থাকে এবং বাস্ত বিকই আপনাকে প্রত্যাশা করে, তবে আপনি তাদের লিখে দিন যে, প্রথমে

তারা গভর্ণর এবং দুশমনদের শহর থেকে বের করে দিক; এরপর আপনি যান। কিন্তু আপনি যদি নিবৃত্ত না হন এবং এখান থেকে চলে যাওয়া নিতান্তই জরুরী বোধ করেন, তবে আপনি ইয়েমেন চলে যান। আর তা হচ্ছে দীর্ঘ এবং প্রশস্ত একটি অঞ্চল। কিল্লাহ্ (দূর্গ) এবং পাহাড় ঘেরা। সেখানে আপনার আব্বাজানের অনুরক্তরাও আছেন। স্বতন্ত্র অবস্থানে থেকে মানুষের কাছে নিজ পয়গাম পৌছে দেবেন। আশা করা যায় যে, এ প্রক্রিয়ায় আপনি নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে নিজ উদ্দেশ্যে সফলতা অর্জন করতে পারবেন।"

ইমামে আলী মাকাম বললেন, "আল্লাহ্‌র শপথ, আমি নিশ্চিত যে, আপনি আমার একজন দরদী ও হিতাকাংখী। কিন্তু এখন তো আমি যাবার জন্য বদ্ধ পরিকর।" ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন, "আচ্ছা যেতেই যদি হয়, তবে মেয়েদের এবং বাচ্চাদের সঙ্গে নিবেন না। আমার ভয় হচ্ছে হযরত ওসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)'র মত স্ত্রী-পুত্রদের সামনেই না আপনাকে কতল করে দেয়া হয়।" অতঃপর বললেন, "আপনি ইবনে যুবাইর এর জন্য ময়দান খালি করে দিয়ে তাঁর চক্ষু শীতল করছেন।" আপনি থাকতে কেউ তাঁর দিকে ভ্রুক্ষেপ করার অবকাশ পেতনা। এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর শপথ, যদি আমি এটা বুঝতাম যে, আমি আপনার সাথে সাথে হাতাহাতিতে লিপ্ত হই, এমনকি আমার আপনার তামাশা দেখতে লোক জড়ো হয়ে যায়, আর এতে আপনি আমার কথা রক্ষা করতেন, তবে আমি সেটাও করে ছাড়তাম।" যেহেতু নিয়তি আর অদৃষ্টের বিধিমালা চুড়ান্তই (কার্যকর) হয়ে গেছে, আল্লাহ্‌র যা ইচ্ছা সেটাই বাস্তবায়ন হবে। কাজেই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর প্রচেষ্টাও ব্যর্থ প্রমাণিত হল, শেষতক তিনিও উঠে চলে গেলেন।

অতঃপর হযরত আবু বকর ইবনে হারেস উপস্থিত হলেন এবং আরজ করলেন,"আপনার সম্মানিত আব্বাজান খেলাফতের মসনদে ছিলেন, মুসলমানদের প্রায় তাঁর প্রতিই আকৃষ্ট ছিল এবং তাঁর নির্দেশের প্রতি ছিল অবনত মস্তকও। এত প্রভাব-প্রতিপত্তি সত্ত্বেও যখন তিনি মুয়াবিয়ার মোকাবেলায় অবতীর্ণ হলেন, তখন জাগতিক লোভলালসায় মানুষ গুলো তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করল, শুধু যে সঙ্গ পরিত্যাগ করল তাই নয়, বরং তাঁর ঘোর বিরোধী হয়ে পড়ল। আল্লাহর ইচ্ছারই বাস্তবায়ন ঘটলো। তাঁর পরে আপনার ভায়ের সাথে ইরাকীরা যা করল, তাও আপনি জানেন। এতসব

islamibookbd.wordpress.com

অভিজ্ঞতার পরে আপনি নিজ পিতা এবং নিজের ভায়ের দুশমনদের কাছে এ আশা নিয়ে যাচ্ছেন যে,তারা আপনার সাথে থাকবে। নিশ্চিত জেনে রাখুন, ইরাকীরা দুনিয়ার লোভে এবং সম্পদের মোহে পড়ে আপনার সঙ্গ ত্যাগ করবে। এসব দুনিয়ার কুত্তারা খুব তাড়াতাড়ি আপনার শত্রুদের সাথে হাত মেলাবে। আপনার ভালবাসা ও সাহায্যের দাবীদাররাই আপনার দুশমন সাব্যস্থ হবে।"

মুরাওওয়াজুয যাহ্‌র-কৃত মাসউদী পৃ.১৩৪/৫

আবু বকর ইবনে হারেসের জোরালো বক্তব্য ও তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ও সিদ্ধান্তের কোন নড়া-চড়া আনতে পারলোনা। আর তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র ইচ্ছাই পূর্ন হয়ে থাকবে।" মোটকথা তাঁর আরও কিছু শুভাকাংখীরা বাধা দিয়েছিলেন; কিন্তু তারা ও বিফল হলেন। এভাবে তাঁর দৃঢ় ইচ্ছার মধ্যে কোন পরিবর্তন আসলোনা। এমনি ভাবে ৬০ হিজরীর যিলহজ্ব মাসে আহলে বাইতে নবুয়তের কাফেলা মক্কা মুকাররামা হতে রওয়ানা হলেন।

ولما بلغ محمدا مسيرا خيه الحسين رضى الله عنهما الى الطف وكان بين يديه طست يتوضأ فيه بكى حتى ملأه من دموعه - (نور الابصار صـ115-)

এবং যখন মুহাম্মদ (বিন হানাফিয়া) এর নিকট তাঁর ভাই হুসাইনের কারবালা রওয়ানা হওয়ার সংবাদ পৌছল, তখন তিনি এতটাই কেঁদেছেন যে, তাঁর সামনে রাখা অজুর পাত্রটা চোখের পানিতে ভরে যায়।

(নূরুল আবছার পৃ.১১৫)

আমর ইবনে সাঈদ ইবনে আস (যিনি ইয়াযীদের পক্ষে মক্কার গভর্ণর ছিলেন) তাঁর ভাই ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদের নেতৃত্বে কিছু ঘোড়সরওয়ারকে ইমামের কাফেলাকে বাধা দানের উদ্দেশ্যে পাঠালেন। যথানির্দেশ তারা কঠোর বাধা আরোপ করে। এমনকি তাদের ও ইমামের সঙ্গীদের সাথে মারপিঠ-সংঘর্ষও হয়। তারা আহবান জানান, হোসাইন, আপনি কি আল্লাহকে ভয় করেন না? মুসলিম জামাত থেকে আপনি নিষ্ক্রান্ত হচ্ছেন? উম্মতের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন?" তিনি উত্তর দিলেন,

لى عملى ولكم اعما لكم انتم برئيون مما اعمل و انا برئ مما تعملون

আমার কর্ম আমারই জন্য, তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্য। তোমরা আমার কর্ম থেকে মুক্ত, আমি তোমাদের কর্ম থেকে ভিন্ন।

'সাফফাহ' নামক জায়গায় আররেব বিখ্যাত কবি ফারাজদাক্ব এর সাথে সাক্ষাৎ হল, তিনি তার কাছ থেকে ইরাকের অবস্থাদি জানতে চাইলেন, তিনি বললেন,"আপনি একজন জ্ঞাত ব্যক্তিকেই জিজ্ঞেস করলেন, হযরত তাদের অন্তর আপনার সাথে; কিন্তু তরবারীতো রয়েছে বুন উমাইয়ার সাথে। তার পরেও ঐশী সিদ্ধান্ত আসমান থেকেই আসে। আল্লহ্ যা চান, তা-ই করেন। ইমাম বল্লেন,

لله الامر ويفعل ما يشاء وكل يوم ربنا فى شان ان نزل القضا ء بما نحب فنحمد الله على نعما نه وهو المستعان على اداء الشكر وان حال القضاء دون الرجاء فلم يتعد من كان الحق نيته والتقوى سريرته

সর্ববিষয় আল্লাহ্‌র হাতেই নিহিত, তিনি যা চান, করেন এবং আমাদের প্রতিপালকের প্রতিদিন রয়েছে নতুন জৌলুস, যদি আসমানী ফায়সালা আমাদের পছন্দের অনুকুলে হয়, হবে আমরা তাঁর নেয়ামতের শোকর আদায় করব। আর সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বেলায়ও তিনিই সাহায্যকারী ও সহায়ক। আর যদি ফায়সালা আশানুরূপ না হয়, তবে যে ব্যক্তির উদ্দেশ্য সৎ হয় এবং তাকওয়া (খোদাভীরুতা) হয় তার রহস্য, সে এটা দেখে না যে, ফয়সালা পক্ষে আছে, না বিপক্ষে।

ইবনে আসীর পৃ. ১৬/৪ ত্বাবরী,২১৮/৬, আলবিদায়াহ ১৬৬/৮।

ফারাজদাকের সাথে আলাপ আলোচনার পর ইমামের কাফেলা অগ্রসর হতে লাগল। এমন সময় তাঁর ভাগ্নেদ্বয় হযরত আউন এবং মুহাম্মদ (রাদি.) তাঁদের পিতা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর (রাদি.) এর একটা চিঠি নিয়ে আসলেন এবং ইমামকে রাস্তায় পেয়ে চিঠিটা অর্পন করলেন, যাতে লিখা ছিল,

"আমি আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে অনুনয় করছি, আমার এই চিঠি পাওয়ামাত্রই আপনি ফিরে আসুন, কেননা আপনি যেখানে যাচ্ছেন, সেখানে আপনার এবং আহলেবাইত তথা আপনার পরিবার-পরিজনের সর্বনাশ হওয়ার আশংকা রয়েছে। খোদা না করুন, আপনার যদি কিছু হয়ে যায়, তবে দ্বীনে ইসলামের আলো তো নিভে যাবে। আর পৃথিবীটা হারিয়ে যাবে চির অন্ধকারে। আপনি হেদায়তের অনুসারী পথপ্রদর্শক, ঈমানদারের আশার আলো, আপনি তাড়াহুড়ো করে রওয়ানা হবেন না। চিঠি প্রেরণের পরপর আমি নিজেও আসছি।"

(ত্বাবরী খণ্ড ৬, পৃ.২১৯)

islamibookbd.wordpress.com

পুত্রদ্বয়ের মাধ্যমে চিঠি পাঠিয়ে দিয়ে হযরত আব্দুল্লাহ মক্কার শাসনকর্তা আমর বিন সা'দের সাক্ষাতে স্বয়ং রওয়ানা হলেন। তার সাথে আলাচনা করে বললেন, আপনি আপনার পক্ষ থেকে ইমাম হোসাইনের কাছে একটি পত্র লিখুন, যাতে তাঁর নিরাপত্তাসহ তাঁর সাথে সদাচরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মক্কায় ফিরে আসার আমন্ত্রণ থাকবে।" আমর বিন সা'দ বললো, চিঠিতে বিষয়বস্তু আপনি নিজেই লিপিবদ্ধ করুন, তাতে আমার সীলমোহর দেয়া হবে।" কথামত আমরের জবানীতে হযরত আব্দুল্লাহ চিঠি প্রস্তুত করলেন। যার ভাষ্য নিম্নরূপঃ

"হুসাইন ইবনে আলীর প্রতি মক্কার গর্ভণর আমর বিন সা'দ"

"আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি আপনাকে ঐ মনোবৃত্তি থেকে রক্ষা করুন, যাতে আপনাকে ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হয়। তিনি আপনাকে ঐ পথ প্রদর্শন করুন যাতে আপনার জন্য কল্যাণ নিহিত। আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি ইরাক অভিমূখে যাত্রা করছেন, আল্লাহর কাছে আমার এটাই প্রত্যাশা যে, তিনি আপনাকে অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টি থেকে বাঁচিয়ে রাখুন, কারণ, তাতে যে, আপনার ধ্বংসের আশংকা রয়েছে। আমি আপনার কাছে আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর এবং আমার ভাই ইয়াহ্ইয়া বিন সা'দকে পাঠাচ্ছি, আপনি তাদের সাথে ফিরে আসুন, আমি আপনার নিরাপত্তা দিচ্ছি। আপনার সাথে আমি উত্তম আচরণ এবং সৌজন্যমূলক ব্যবহার করবো। আল্লাহ স্বাক্ষী এবং তিনিই কার্যসম্পাদনকারী।"

চিঠিতে আমর সীল করে দিলে তা নিয়ে হযরত আব্দুল্লাহ এবং ইয়াহ্ইয়া ইমাম (হুসাইন) এর কাছে উপস্থিত হলেন।

তিনি এ চিঠি পড়লেন এবং ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জানালেন। তখন আব্দুল্লাহ বললেন,ব্যাপারটি কী? আপনি ফিরে না যাওয়ার জন্য এভাবে জেদ ধরলেন কেন? উত্তরে ইমাম বললেন,

انى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المنام وقد امرنى فيها بامروانا ماض له على كان اولى فقالا وما تلك الرويا؟ قال ما حدثت بها احدا وما انا محدث بها متى القى ربى (طبرى ص $\frac{219}{8}$ ابن اثير ص $\frac{17}{4}$, البدا بة ص $\frac{167}{8}$)

"আমি রাসুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে স্বপ্নে দেখলাম। সেই স্বপ্নে তিনি আমাকে এমন একটি নির্দেশ দিয়েছেন, যা আমাকে পালন

করতেই হবে। হোক তার ফলাফল আমার পক্ষে কিংবা বিপক্ষে।" বাকী উভয়জন বললেন, "কিন্তু স্বপ্নটা কী?" উত্তরে ইমাম বললেন, সেই স্বপ্নের বৃত্তান্ত আমি কাউকে বর্ণনা করিনি এবং করবও না, যতক্ষন না আমি আমার প্রভূর সাক্ষাতে মিলিত হই।"

چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم + چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامن محمد ﷺ

"দুই ভুবনের দৌলত যদি যায়, যাবে তায় কি?
মোস্তফারই এই যে দামান হাত থেকে যায় কি?"

অতঃপর তিনি আমর বিন সা'দের এ চিঠির উত্তরে লিখেন,

اما بعد فا نه لم يشا قق الله ورسوله من دعا الى الله عز وجل وعمل صا لحا واننى من المسلمين وقد دعوت الى الامان والبرو الصلة فخيرا الا مان امان الله ولن يؤمن الله يوم القيامة من لم يخفه فى الد نيا فنسئل الله مخا فة فى الدنيا توجب لنا اما نة يوم القيامة فان كنت نوتيت با لكتاب صلتى وبرى فجزيت خيرا فى الدنيا والاخرة والسلام (طبرانى ص $\frac{219}{6}$)

"যে আল্লাহর পক্ষে (মানুষকে) আহবান করে, আর নেক আমলও সম্পাদন করে, সে আল্লাহ ও তার রাসুলের বিরুদ্ধাচরণকারী কিভাবে হতে পারে? নিংসন্দেহে আমি একজন মুসলমান। আপনি আমাকে নিরাপত্তা, সৌজন্য এবং সদাচরণের উদ্দেশ্যে আহবান করছেন। শুনে রাখুন, আল্লাহর নিরাপত্তাই সর্বোত্তম নিরাপত্তা। যারা দুনিয়াতে আল্লাহকে ভয় করে না, কিয়ামতে আল্লাহ তাদের নিরাপত্তা দেবেন না। আল্লাহর কাছে আমার প্রার্থনা তিনি যেন দুনিয়াতে তাঁকে ভয় করে চলার তাওফীক দেন, যাতে কিয়ামতের দিন তাঁর নিরাপত্তার যোগ্য হতে পারি। এ চিঠি আপনি যদি বাস্তবিকই আমার সাথে সৌজন্য ও ভদ্রতার সদুদ্দেশ্যে লিখে থাকেন, তবে আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে উভয় জগতে উত্তম পুরস্কার দিন। সালামান্তে .....(ত্বাবরী খণ্ড ৬,পৃ. ২১৯)

মুসলমান, আশেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম, গভীর উপলব্ধির বিষয় হচ্ছে, ইমামে আলী মাকাম (হুসাইন রাদি.) কে তাঁর বন্ধু-বান্ধব, সহচরবৃন্দ এবং শুভাকাংখীরা একান্তই ভক্তি মুহাব্বতের কারণে কতই না বুঝাতে চেয়েছেন, জোর দিয়ে বলেছেন যে, আপনি কুফা যাবেন না।

islamibookbd.wordpress.com

কুফাবাসী অকৃতজ্ঞ, তাদের মুহাব্বতের দাবী মুখেই সীমাবদ্ধ, অন্তরে বা কার্যতঃ এরা তা দেখাতে পারবে না। শুভাকাংখীদের এ পরামর্শ ছিল নিঃসন্দেহে আন্তরিকতাপূর্ণ। ইমামের পবিত্র উদ্দেশ্যের সাথেও তাদের কোন দ্বন্দ্ব ছিল না। বরং কুফাবাসীর বিশ্বাসঘাকতার আশংকায় তারা মনে করেছিলেন যে ইমাম (হুসাইন) দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হয়ে যাবেন। তাদের মনে এ ভয়ও বিরাজ করছিল যে, খোদা না করুন, ঘটনাচক্রে যদি ইমাম স্বয়ং শহীদ হয়ে যান, তো ইসলামের আলো নিভে যাবে, দুনিয়া অন্ধকারে ছেয়ে যাবে। আর আমরা নবীজির প্রিয়দৌহিত্র, আমাদের মুক্তির দিশারী, আমাদের একান্ত আশ্রয়স্থল ইমামহারা হয়ে যাবো। কিন্তু শত জীবন উৎসর্গ হয়ে যাক, ইমামের সামনে তো নানাজান, যাঁর আশ্রয়ে জ্বীন-ইনসান, হুযুর মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র বাণীর হাতছানি, যার বাস্তবায়ন তিনি যে কোন মূল্যেই করে যাবেন, পরিণাম যেটাই আসুক, কার্যত তিনি তা করেই দেখিয়েছেন।

আজকাল সত্যের অপলাপকারী, অসাধু এবং জাহিল লোকেরা, যারা এই জাতীয় পূণ্যাত্মাবর্গের মুহাব্বত থেকে বঞ্চিত, প্রেমের গুঢ়রহস্য ও মা'রেফাতের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ন অজ্ঞ, তারা নিজেদের দূভার্গ্য ও মন্দ নিয়তির কারণে ইমামে আলী মাকামের প্রতি নানারকম অপবাদ, অনুচিৎ দোষারোপ করে চলেছে। (নাউযুবিল্লাহ) ইমামে আলী মাকামের উচ্চতর মর্যাদা এবং তাঁর সুমহান কীর্তির প্রকৃতরূপ কতটুকুইবা অনুধাবন করা যাবে? ইমামের বাণী তো শুনুন, ন্যায়-সততার উপর তাঁর দৃঢ়তা দেখুন, নিঃসন্দেহে তিনি অনাগত প্রজন্মের জন্য আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। নিজের কর্মকান্ডে প্রমাণ রেখেছেন যে, এভাবেই জালিম- অত্যাচারীদের সামনে সত্যের বাণী উচ্চারণ করা যায় এবং এভাবেই সত্য-ন্যায়ের পতাকাকে উড্ডীন রাখা হয়। মর্যাদায় যেমন তিনি অনেক উচ্চে ছিলেন, তেমনি তাঁর মহান কর্মকান্ডেরও প্রতিফলন দেখিয়েছিলেন। তিনি দেখিয়ে দিলেন যে, পতনধর্মী বিপদ-আপদ, অসহনীয় দুঃখযাতনাও আমার পায়ের মাটিতে সামান্য কম্পনও জাগাতে পারেনা। জীবন মৃত্যু তাঁর পায়ের ভৃত্য। দুনিয়ার জন্য তিনি সবক রেখে গেছেন সত্যিকার দরদী বন্ধুর জন্য নিজের সর্বস্ব কুরবান করে দেয়া, তাঁর জন্য সব লাঞ্চনা ও যন্ত্রনাকে হাসিমুখে সহ্য করে যাওয়া এটা আদৌ কোন পরাজয় নয়, এটা অমর্যাদার কিছু নয়, বরং এটা অতি উঁচু মর্যাদার বিজয় এবং উভয় জগতের ইযযত।

ہوئی نصیب جو میدان کربلا میں تمہیں + وہ کامیاب شہادت سلام کہتی ہے

بہ صد عقیدت بہ صد افتخار و ادب + تمہیں رسول کی امت سلام کہتی ہے

তোমার যেটা নসীব হলো কারবালার ওই ময়দানে,
সাফল্য আর শাহাদতে সালাম জানায় সম্মানে।
সহস্র এ ভক্তি ও প্রেম, অকুণ্ঠ এ শ্রদ্ধা লও,
উম্মতে আজ সালাম কহে, তোমার পায়ে ঠাঁই মানে।

ইবনে যিয়াদ দুরাচারের নিকট খবর পৌঁছে গিয়েছিল যে, ইমামের কাফেলা কুফার দিকে ইতোমধ্যেই রওয়ানা হয়ে গেছেন এবং ক্রমান্বয়ে 'মনযিল' অতিক্রম করে চলেছেন। সে ঐ কাফেলার গতিরোধে পদক্ষেপ নিতে শুরু করল।

এক পর্যায়ে সে পুলিশের সর্বোচ্চ ব্যক্তি হাছীন ইবনে নুমাইর তমীমীকে নীল নকশা বাতলে দিয়ে সৈন্য-সামন্ত সহকারে পাঠিয়ে দিল। হাছীন বিন নুমাইর কাদেসিয়া পৌঁছে সৈন্যদেরকে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দিল। রাস্তার যোগাযোগ বন্ধ করে দিল। কিছু আরোহী বাহিনীকে তথ্য সংগ্রহের জন্য আগে পাঠিয়ে দিল। যাতে ইমামের গতিবিধির খবরও মিলতে থাকে এবং কুফাবাসী আর ইমামের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের যোগসূত্রিতাও সৃষ্টি হতে না পারে।

হযরত কায়েস (রাদি.) এর শাহাদত

ইমামে পাক হাজের নামক স্থানে পৌঁছে নিজ সঙ্গী কায়েস ইবনে মাসহার আস সাইদাভীকে একখানা চিঠি দিয়ে কুফায় পাঠালেন। ওই চিঠিতে তিনি কুফাবাসীকে তাঁর কুফা আসার সংবাদ এবং উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পূর্ণোদ্যমে সাধ্য-সাধনা চালিয়ে যাবার নির্দেশনা দিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু রাস্থায় তো পাহারা বসানো আগেই হয়েছিল। কাজেই কায়েস যখন কাদেসিয়ার নিকটে পৌছঁলেন, তখনই তাঁকে গ্রেফতার করা হল। হাছীন তাঁকে কুফায় ইবনে যিয়াদের কাছে প্রেরণ করে দেয়। ইবনে যিয়াদ তাঁকে হুকুম দিল, "রাজ প্রাসাদের চুড়ায় (ছাদে) আরোহন কর এবং মিথ্যুকের ছেলে মিথ্যুক অর্থাৎ হুসাইন ইবনে আলীকে (নাউযুবিল্লাহ্) গালি দাও। কায়েস ভাবলেন ইমামের পয়গাম কুফাবাসীকে পৌছে দেয়ার জন্য এট' একটা মহা মূল্যবান সুযোগ। ভাবামাত্রই তিনি ছাদে গিয়ে উঠলেন।

islamibookbd.wordpress.com

আল্লাহ্ তা'লার হাম্‌দ ও সানা'র পর জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, "হুসাইন ইবনে আলী হচ্ছেন ফাতেমা বিনতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হৃদয়ের নিধি এবং সকল মানুষের সর্বোত্তম ব্যক্তি। আমি তাঁরই সংবাদবাহক, তিনি হাজের নামক স্থানে এসে পৌঁছেছেন। আপনারা তাঁর আহবানে সাড়া দিন।" এরপর তিনি ইবনে যিয়াদ ও তার পিতার প্রতি অভিসম্পাত (লানত) দিলেন । হযরত আলীর জন্য প্রাণভরে দুআ করলেন। এ ঘটনায় ইবনে যিয়াদ ক্রোধান্বিত হয়ে গেল। অগ্নিশর্মা হয়ে সে হুকুম জারী করল যে, এ লোককে (কায়েস) অনেক উঁচুতে তুলে ধরে এমন ভাবে নিক্ষেপ কর, যাতে সে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।" যথানির্দেশ কার্য সম্পাদন হয়ে গেল। হযরত কায়েসকে এমন নির্মমভাবে নিক্ষেপ করা হল যে, হাড় গুঁড়ো হয়ে গেল। সামান্যতম প্রাণের একটু স্পন্দন যাও বাকী ছিল, আবদুল মালেক ইবনে উমাইর এগিয়ে এসে জবাই করে দিল। এভাবে ইমামে আলী মাকামের একজন অকৃত্রিম অনুরাগী তাঁর প্রতি উৎসর্গ হয়ে গেলেন, যাঁকে ইমাম পাক চিঠি দিয়ে হযরত মুসলিমের কাছে পাঠিয়েছিলেন। ইবনে আসীর- ১৭/৪।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুতী'র সাক্ষাৎ

কারবালার মুসাফির আপন কাফেলা সাথে নিয়ে বরাবরই অগ্রসর হচ্ছিলেন। 'যুর রমাহ' উপত্যকার আগে এক কুয়ার সন্নিকটে পৌঁছে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুতী'র সাথে সাক্ষাৎ হল। উনি (ইবনে মুতী') যখন ইমামকে দেখতে পেলেন, তখন এগিয়ে এসে সালাম জানালেন। বললেন,"হে ইবনে রাসুল, আমার মা-বাবা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক , আপনি কিভাবে এখানে এলেন? ইমাম আলী মাকাম এখানে আগমনের সামগ্রিক কারণ সবিস্তারে বর্ণনা করলে তিনি বললেন, "ইবনে রাসুল, আমি আপনাকে ইসলামের ইয্‌যত , কুরাইশদের ইয্‌যত এবং গোটা আরবের ইয্‌যতের দোহাই দিচ্ছি, আপনি কুফায় যাবেন না, আমি নিশ্চিত আপনাকে সেখানে শহীদ করে দেয়া হবে।"জবাবে ইমামে পাক বললেন, "লাইঁ ইউসীবানা ইল্লা মা কাতাবাল্লাহু লানা"-অর্থাৎ-আমাদের উপর কোন বিপদই আসতে পারেনা; তবে যা কিনা আল্লাহ্ তালা' আমাদের জন্য লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন (তা অবশ্যম্ভাবী)। আখ্‌বারুত্ ত্বীওয়াল, ২৫৫পৃঃ ইবনে আসীর/১৭/৪।

যুহাইর বিন ক্বাইন আলবাজলী

আবদুল্লাহ্ ইবনে মুতীর সাথে সাক্ষাতের পর ইমাম পাক 'যরুদ' নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করলেন। সেখানে অদূরেই একটি তাঁবু দেখা গেল। ইমাম জিজ্ঞেস করলেন "এটা কার তাঁবু?" আরজ করা হল,"যুহাইর বিন ক্বাইনের। তিনি হজ্ব সমাপন করে কুফার দিকে যাচ্ছেন"। ইমাম তাঁকে ডাকলেন। প্রথম দিকে তিনি এ আহবানকে অপছন্দ করেছিলেন, তবে নিমরাজি হয়ে অগ্রসর হলেন। যখন সাক্ষাৎ হলো এবং আহলে বাইতের কাফেলা চোখে পড়ল, তখন আচানক একটি কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। যদ্দরুন মনোজগতে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটল। খুশীর দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখমন্ডল। তৎক্ষনাৎ নিজের তাঁবু উপড়ে নিয়ে ইমামে পাকের তাঁবুর কাছেই তা পূন:স্থাপন করলেন। বিবিকে তালাক দিয়ে বললেন, তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে ঘরে চলে যাও।" নিজের সফরসঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বললেন,"তোমাদের মধ্যে যার ইচ্ছে চলে যেতে পার, আর যার ইচ্ছে হয় আমার সাথে থাকতে পার।" সবাই স্তম্ভিত!ব্যাপারটা কি? এবার তিনি বললেন, শোন, আমি তোমাদের বলছি, আমরা বলতাজারএ যুদ্ধ করেছিলাম। বিজয়ের পর গণীমতের অনেক মালসম্পদ আমাদের হস্তগত হল, ফলে আমরা খুবই উৎফুল্ল ছিলাম। হযরত সালমান ফারসী আমাদের সাথে ছিলেন। তিনি বললেন, (একটা সময় আসবে)

اذا ادركتم سيد شباب اهل محمد فكونوا اشد فرحا بقتا لكم معه بما اصبتم اليوم من الغنائم فاما انا فا ستو رعكم الله (ابن اثير صـــ17/4 ، طبرى صـــ 225/6)

'যখন তোমরা হযরত মুহাম্মদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-র পরিবারের যুবকদের সর্দার(হযরত হোসাইন)কে পাবে এবং তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে (তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ করবে। গণিমতের মাল পেয়ে আজ তোমাদের যে আনন্দ হচ্ছে তখন এর চাইতে অনেক বেশী আনন্দ লাভ করবে।' কাজেই আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করলাম।" তিনি অত:পর ইমামের সাথেই থেকে গেলেন, পরিশেষে শাহাদতের অমীয় সুধা পান করে অনন্ত খুশীতে একাকার হয়ে গেলেন।

ابر رحمت انکے مرقد پر گہر باری کرے + حشر میں شان کریمی ناز برداری کرے

করুণারই শীতল ছোঁয়া সমাধিতে গড়ুক নীড়,
কাল হাশরে দাতার সকাশ প্রার্থীরা সব করবে ভিড়।

islamibookbd.wordpress.com

ইমাম মুসলিমের শাহাদতের সংবাদ

এখনও পর্যন্ত ইমামে পাক কুফার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। যখন তিনি সা'লাবিয়া নামক স্থানে পৌছঁলেন, তখনই তাঁর নিকট হযরত মুসলিম এবং হানী ইবনে উরওয়ার শাহাদতের সংবাদ এই ভাবে পৌছেঁ-

আবদুল্লাহ্ ইবনে সুলাইম এবং মাযরামী বিন মুশা'মল আসাদী বর্ণনা করেন, "আমরা দু'জন হজ্ব পালনে গিয়েছিলাম। হজ্ব সম্পাদন শেষে সবাই বেশী ঐ বিষয়ে আগ্রহ জানাল যে, তাড়াতাড়ি গিয়ে একটু দেখে আসি, ইমাম হোসাইন(রাদি,)'র সাথে কী ঘটনা সংঘটিত হলো। আমরা আমাদের সওয়ারী জন্তুকে খুবই তাড়িয়ে নিয়ে চলছিলাম। 'যরূদ' নামক স্থানে আমরা ইমামের কাফেলার সাথে মিলিত হলাম। যখন আমরা ইমামের নিকটে উপনীত হলাম, তখন দেখতে পেলাম, একজন কুফাবাসী তাঁর দিকে আসছিল। তিনি (ইমাম) তাকে দেখে থেমে পড়লেন। কিন্তু লোকটি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। আমরা পরস্পরে বল্লাম, চল তাঁর থেকে কুফার খবর জেনে নেই। আমরা তার নিকটবর্তী হয়ে সালাম আরজ করলাম। তিনি সালামের উত্তর দিলেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কে, আপনার নাম?" তিনি উত্তর দিলেন, "আমি আসাদ গোত্রীয় একজন লোক, আমার নাম বকীর বিন মুশআবা।" আমরা বললাম,"আমরাও আসাদ বংশের"। পরিচিতির পর আমরা তাঁর কাছে কুফার সংবাদ জানতে চাইলাম। তিনি বল্লেন, "আমি কুফা থেকে তখনও বের হয়নি, ইতোমধ্যেই মুসলিম ও হানীকে কতল করা হয়েছে। দেখলাম, লোকেরা তাদের পা টেনে হিচঁড়ে বাজারের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাচিছল।" এটা শুনে আমরা উভয়ে আবারও ইমামের কাফেলায় এসে মিলিত হলাম। সন্ধ্যায় যখন ইমামে পাক সালাবিয়ায় তাবু গাঁড়লেন, তখন আমরা দু'জনে তাঁকে সমস্ত ঘটনা অবহিত করলাম। ইমামে পাক এ দুঃখজনক সংবাদ শুনে বারবার পড়তে থাকলেন, ইন্নালিল্লাহি..... রাজিউন।

جسدم یہ سنا شہ نے مسافر کی زبانی + آنکھوں سے بہے اشک جگر ہو گیا پانی
فرمایا کہ راحت میں ہماری خلل آیا + منزل پہ نہ پہنچے کہ پیام اجل آیا

"মুসাফিরের মুখে যখন শোনলেন ইমাম এই খবর,
চোখের কোণে অশ্রু বহে, ভাঙলো দুঃখে সে অন্তর।
দু:খে জানান শান্তি আমার সবতো বুঝি এই গেল।
মনযিলে নাই পৌছি আজি, সমন বুঝি এই এল।

এরপর আমরা আরজ করলাম, "আমরা আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিচ্ছি,আপনি ফিরে যান। কুফায় আপনার সুহৃদ সাহায্যকারী কেউ নেই। আমাদের আশংকা হচ্ছে, যারাই আপনাকে আহবান করেছে, তারাও আপনার শত্রুতে পরিণত হবে।" এসময় বনু আকিল আবেগ-আতিশয্যে বলে উঠলো, "খোদার কসম, যতক্ষণ না আমরা ভাই মুসলিমের হত্যার বদলা নেব কিংবা তাঁরই মতো শহীদ না হব, ততক্ষণ কুফা ছেড়ে যাবো না।" তাদের কথা শোনার পর ইমাম বললেন,**لا خير فى العيش بعد هؤلاء**, অর্থাৎ "এ লোকগুলোর পরে বেঁচে থাকার মধ্যে কোন কল্যাণ তো নেই।

زندگی بہر دیدن یار است + یار چوں نیست زندگی عار است

বাঞ্ছিত জন দেখার নামই জীবন কই,
লাঞ্ছনা সব জীবন জুড়ে আপন বই।

তাঁর সাথীদের মধ্যে একজন বলল "আল্লাহর শপথ, আপনিতো মুসলিম বিন আকীলের, মতো নন! কোথায় মুসলিম, কোথায় আপনি? কুফায় আপনার শুভাগমন হলে, লোকেরা আপনাকে দেখা মাত্রই আপনার সঙ্গে যোগ দেবে।" তারবী ,পৃ. ২২৫/৬

এখান থেকে কাফেলা অগ্রবর্তী হতে লাগলো। ইমামে পাক যে যে পল্লী অতিক্রম করতে লাগলেন, মানুষ দলে দলে তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে লাগলো। যোবালা পৌছলে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে বকতর'র শাহাদতের সংবাদ অবগত হলেন।

ইমামের অভিভাষণ

যখন ইমাম এসব দুঃখজনক সংবাদ জানতে পারলেন, তখন যারা ইমামের সাথে ছিলেন সবাইকে একত্রিত করে তাদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বললেন, "আমাদের কাছে একে একে মুসলিম বিন আকিল, হানী ইবনে উরওয়াহ, আব্দুল্লাহ ইবনে বকতর প্রমূখের শাহদাতের সংবাদ এসে পৌঁছেছে। সেখানে আমাদের হিতাকাংখীরা আমাদের সঙ্গত্যাগ করেছে। কাজেই আমি আপনাদের জানাতে চাই, আপনাদের মধ্যে থেকে যাঁরা এখনও ফিরে যেতে চান, তাঁরা খুশীমনে ফিরে যেতে পারবেন। এর প্রেক্ষিতে আমার পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ থাকবে না।"

এটা তিনি এ জন্য বলেছিলেন, যে, এদের মধ্যে যারা অন্য খেয়ালে তাঁর সাথে ভিড়ে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে যেন কোন ভুল ধারণা না থাকে এবং

islamibookbd.wordpress.com

এটাও মনে না আনে যে, তারা বেকায়দায় আটকে গেল। বরং তারা স্বাধীনভাবে যেথা ইচ্ছা চলে যেতে পারে। আর এ উদ্দেশ্যে যে, তাঁর সাথে এমন লোকেরাই থাকুক, যারা তাঁর উদ্দেশ্যের সাথে সম্পূর্ণ একমত এবং পূর্ণআগ্রহে আল্লাহর রাস্তায় জীবন দিতে প্রস্তুত। তাঁর কথা শুনে যারা পথের মধ্যে যোগ দিয়েছিলেন, তারা সরে পড়ল। কারণ তারা ভিড়েছিল লড়াই করতে নয়; বরং ভেবেছিল কুফা ইমামের অধিকৃত হয়ে গেছে।

যোবালা থেকে রওয়ানা হয়ে ইমামে পাক বতনে আকাবায় পৌছলেন। এখানে বনু ইকরামা গোত্রের একজন লোকের সাক্ষাৎ পেলেন। তিনি ইমামকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কোথায় চলেছেন? তিনি বললেন, 'কুফায়'। লোকটি আরজ করলেন, 'আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র শপথ ও দোহাই দিচ্ছি, আপনি ফিরে যান। খোদার কসম, আপনাকে তীর বল্লমের মোকাবিলা করতে হবে। যারা আপনাকে দাওয়াত দিয়েছেন যদি তারা আপনার পথ নিষ্কন্টক করতে এবং আপনার পক্ষে লড়তে ও মরতে প্রস্তুত থাকত, তবে আপনার যাওয়াটা ঠিক হত। কিন্তু যে পরিস্থিতির কথা আপনি জানালেন, এ পরিস্থিতিতে যাওয়াটা কোনভাবেই সমীচিন নয়।" তিনি উত্তর দিলেন,

يا عبد الله ! انه ليس يخفى على الرأي ما رأيت ولكن الله لا يغلب على امره

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্‌র বান্দা, আপনি যা বলেছেন, তা আমার অগোচরে নয়। তবে আল্লাহ্‌র কোন সিদ্ধান্তই পরাভুত হয় না।

ত্বাবরী ২২৬/৬, ইবনে আসীর, ১৮/৪।

دنیا سے ہاتھ اٹھا لیے سبط رسول نے + دامن میں بھر لیے صبر و رضا کے پھول

দুনিয়া থেকে হাত গুটালেন দৌহিত্র রাসুলের,
অঞ্জলীতে ফুল ধৈর্য্য ও সন্তোষ হাসিলের।

বতনে আকাবা থেকে শেরাফ পৌছলেন। সেখান থেকে ভোরে কোহে যী হেশম উপত্যকার দিকে রওয়ানা হলেন। সেখানে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে তাঁবু গাড়লেন। এখানে হুর বিন ইয়াযীদ রাইয়াহী তমিমী (যাকে ইমামকে গ্রেফতারীর উদ্দেশ্যে ইয়াযীদের পক্ষে পাঠানো হয়েছিল) এক হাজার সশস্ত্র অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হল এবং ইমামের মুখোমুখি এসে অবস্থান নিল। যুহরের ওয়াক্ত হলে ইমাম পাক আযান দেয়ার নির্দেশ দিলেন। আযানের পর তিনি হুর বাহিনীর সামনে উপস্থিত হলেন। হামদ্ ও সানার পর তিনি তাদের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত ভাষণ দেন,

তাক্বরীর (ভাষণ)

'হে শ্রোতামন্ডলী, আমি আল্লাহ্ তা'য়ালা এবং তোমাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। আমি তোমাদের কাছে উপযাচক হয়ে আসিনি; বরং আমার কাছে এই মর্মে তোমাদের চিঠিপত্র ও দূত পৌছে যে, "আমাদের কোন কর্ণধার তো নেই, আপনি আমাদের কাছে তাশরীফ আনুন, আপনার মাধ্যমেই হয়তো আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সঠিক নির্দেশনা দেবেন। একারণেই আজ আমি এসেছি। তোমরা নিজেদের কথাও অঙ্গীকারের উপর অটল থেকে আমাদের সাথে ওয়াদা করো, যাতে আমার পূর্ণ প্রশান্তি অর্জিত হয়। তবে আমি তোমাদের শহরে প্রবেশ করবো। আর যদি তোমরা তা না করো, আমার আগমন তোমাদের অনভিপ্রেত হয়, তবে আমি যেখান থেকে এসেছি সেখানেই চলে যাবো।'

এটা শুনে উপস্থিত সবাই নিরুত্তর রইলো। কেউ কোন কথা বলল না। ইমাম পাক মুয়াযযিনের উদ্দেশ্যে বললেন, 'ইক্বামত বলুন।' হুরকে জিজ্ঞেস করলেন, " তুমি কি আমার সাথে নামায পড়বে, না পৃথক?" হুর বললেন, আলাদা নয়; আমরা সবাই আপনার সাথেই নামায পড়বো।" যথারীতি ইমামে পাক নামায আদায় করলেন। নামাযের পর তিনি তাঁবুতে ফিরে আসলেন। হুর নিজের গন্তব্যে ফিরে গেলেন। আসরের ওয়াক্তে ইমাম কাফেলাকে তৈরী হওয়ার নির্দেশ দিলেন। মুয়াযযিনকে আযান দিতে বল্‌লেন। পুনরায় সকলে তাঁর পেছনেই নামায পড়লেন। নামায শেষ করে হামদ ও সালাতের মাধ্যমে ইমাম বক্তব্য রাখলেন।

তাক্বরীর

ايها الناس فانكم ان تتقوا الله وتعرفوا الحق لاهله يكن ارضى لله ونحن اهل البيت اولى بولاية هذا الامر من هؤلاء المدعين ما ليس لهم والسائرين فيكم بالجور والعدوان فان انتم كرهتمونا و جهلتم حقا و كان رأيكم غير ما اتتنى به كتابكم و رسولكم انصرفت عنكم۔

অর্থাৎ- সমবেত জনতা, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, এবং হক্বদারের হক চেনো; তবে তা আল্লাহ্‌র রেজামন্দী (সন্তুষ্টি) এর মাধ্যম হবে। আমরা নবীজির আহলে বাইত, ঐ সমস্ত দাবীদারদের তুলনায় খেলাফতের জন্য অধিকতর হক্বদার, যারা তোমাদের উপর অত্যাচার ও বাড়াবাড়িমূলক জবরদস্তি শাসন চালাচ্ছে, যে অধিকার তাদের নেই। তোমরা যদি আমাদের অপছন্দ করো, আমাদের হক্ব সম্পর্কে অনবহিত হও, সর্বোপরি তোমরা

islamibookbd.wordpress.com

চিঠি-পত্র ও দূত প্রেরণের মাধ্যমে যে অভিমত ইতোপূর্বে আমার কাছে প্রকাশ করেছিল, বর্তমান সিদ্ধান্ত যদি তার বিপরীত হয়, তবে আমি তোমাদের কাছ থেকে চলে যাবো।"

হুর বললেন, "খোদার কসম, আপনি এই মাত্র যে চিঠি-পত্র ও দূত পাঠানোর কথা বললেন, সে সম্পর্কে আমরা অবহিত নই।"

ইমাম পাক উকবা ইবনে সামআনকে বললেন, "ঐ ব্যাগটি দাও, যাতে এ লোকগুলোর চিঠি রয়েছে।" যথানির্দেশ তিনি ব্যাগটি বাড়িয়ে দিলেন। ইমাম পাক থলেটি সবার সামনে উপুড় করে দিলেন। চিঠির স্তুপ দেখে হুর বললেন, "আমরা এ চিঠি গুলো যারা লিখেছে, তাদের মধ্যে নেই। আমরা তো এটাই নির্দেশ পেয়েছি যে, যখনই আমরা আপনার সাক্ষাৎ পাবো, তখন আপনাকে কুফায় ইবনে যিয়াদের কাছে পৌছানো পর্যন্ত আপনার সঙ্গ ছাড়তে পারবোনা।"

ইমাম বললেন, "তোমার মৃত্যু তো তার চেয়ে বেশী কাছে।" অতঃপর তিনি সঙ্গীদের বাহনে আরোহন পূর্বক ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। হুর পথরোধ করে দাঁড়ালো। তিনি বললেন, "তোমার মা তোমার উপর ক্রন্দন করুক, কী চাও তুমি?" হুর বলল, "খোদার কসম, আপনি ছাড়া অন্য কোন আরবী যদি এ শব্দ বলতো, তবে সে যেই হোকনা কেন, তবে তার মায়ের উদ্দেশ্যেও আমি তাই বলতাম। কিন্তু, আল্লাহ্‌র শপথ, আমি আপনার মায়ের উল্লেখ সর্ব্বোত্তম তরীকাতেই করব।" তিনি বললেন, "আচ্ছা, বলো তোমার কী অভিপ্রায়?" হুর বললো, "আমি আপনাকে ইবনে যিয়াদের কাছে নিয়ে যেতে চাই।" তিনি বললেন, খোদার কসম, আমি তোমার এ কথায় সায় দেবনা।" হুর বলল, "খোদার কসম,. আমিও আপনার পথ ছাড়ব না।" এভাবে পরস্পরে তর্কাতর্কি ও উত্তপ্ত বাকবিনিময় হতে থাকে। হুর বলল, "আপনার সাথে লড়তে আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়নি; আমাকে শুধু এটুকুই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যেখানেই পাই, আপনার সঙ্গ যেন না ছাড়ি, যতক্ষণ না আপনাকে কুফায় পৌছে দেই। তবে আপনি এমন কোন উপায় বেছে নিন, যাতে আপনাকে কুফায়ও যেতে না হয়, আবার না মদিনায়ও ফিরে যান। ইত্যবসরে আমি ইবনে যিয়াদকে চিঠি লিখছি, আর আপনি ও ইবনে যিয়াদ অথবা ইয়াযীদকে লিখুন। আশাকরি আল্লাহ্ এমন কোন সহজতর পরিস্থিতির উদ্ভব করবেন, যাতে আমিও আপনার বিষয়ে পরীক্ষা থেকে বেঁচে যাবো।"

ইমাম পাক গদীব ও কাদেসিয়ার রাস্তা থেকে ঘুরে চলতে শুরু করলেন। হুরও তাঁকে অনুসরন করে চলতে থাকল। (তাবরী ২২৮/৬, ইবনে আসীর ১৯/৪)

'বায়যা' নামক স্থানে পৌছে তিনি নিজের এবং হুরের সঙ্গী সাথীদের উদ্দেশ্যে এক তেজোদ্দীপক ভাষণ দেনঃ

ত্বাকরীর

হামদ ও সানার পরে তিনি বললেন,

ايها الناس ان رسول الله صلى عليه و سلم قال من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ناكثا لعهد الله مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل فى عباد الله بالاثم والعدوان فلم يغير ما عليه بفعل و لاقول كان حقا على الله ان يدخله مدخله الا وان هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان و تركوا طاعة الرحمن و اظهروا الفساد وعطلوا الحدودواستأثروا بالفى واحلوا حرام الله وحرموا حلاله وانا احق من غير ان ابدلهم وقد اتتنى كتابكم وقدمت على رسلكم ببعتكم وانكم لاتسلمونى و لا تخذلونى فان اقمتم على بيعتكم تصيبوا رشدكم فانا الحسين بن على وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسى مع انفسكم واهلى مع اهليكم فلكم فى اسوة وان لم تفعلوا ونقضتم عهد كم و خلعتم بيعتى من اعناقكم فلعمرى ما هى لكم بنكر لقد فعلتموها بابى واخى وابن عمى مسلم و المغرور من اغتربكم فحظكم اخطأتم ونصيبكم ضيعتم ومن نكث فانما ينكث على نفسه وسيغنى الله عنكم والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته (طبرى6/ 229، ابن خلدون ابن اثير20/4)

"উপস্থিত জনতা, রাসুলুল্লাহ (দ.) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এমন কোন যালিম বাদশাকে দেখে, যে, আল্লাহর হারামকৃত বিষয়কে হালাল করে, আল্লাহ্‌র বান্দাদের উপর গুনাহ ও নিপীড়নমূলক শাসন চালায়, শক্তি সামর্থ্য মোতাবেক কাজে কিংবা কথায় তাকে না বদলায়, তবে আল্লাহর এটা হক হয়ে যায় যে, তিনি ঐ ব্যক্তিকে ও সে অত্যাচারী শাসকের পরিণাম স্থলে (অর্থাৎ দোযখে) দাখিল করে দেন। সাবধান হও, ঐ লোক গুলো শয়তানের আনুগত্য বেছে নিয়েছে এবং দয়ালু আল্লাহর আনুগত্য পরিত্যাগ করেছে। তারা দেশে অনাচার সৃষ্টি করেছে, শরীয়তের শাসনকে মুক্ত করে দিয়েছে, গণীমতের মাল ব্যক্তিসম্পদের মত কুক্ষিগত করেছে। আল্লাহ্‌র হারামকৃত বস্তুসমূহকে হালাল এবং হালাল বস্তুকে হারাম করে দিয়েছে। আমি অপর যে কারও চাইতে তাদের পরিবর্তনের ব্যাপারে বেশী হক্বদার। অবশ্যই আমার কাছে তোমাদের বাইয়াতের অঙ্গীকারসমেত চিঠিপত্র ও দূত প্রেরণের প্রমাণ রয়েছে এবং (সে চিঠিসমূহ এ অঙ্গীকার

islamibookbd.wordpress.com

মর্মে লিখা ছিল যে,) তোমরা আমাকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করবেনা। বিনা সাহায্যে অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করবেনা। যদি তোমরা নিজেদের কৃত বাইয়াত (অঙ্গীকার) এর উপর অটল থাক, তবে সঠিক নির্দেশনা ও হেদায়ত পাবে। শুনে রাখো, আমি হুসাইন ইবনে আলী এবং ফাতেমা বিনতে রাসুলুল্লাহ (দ.) এর পুত্র, আমার সত্তা তোমাদের সত্তাতে, আমার পরিজন তোমাদের পরিজনদের সাথেই, আমার মাঝে তোমাদের জন্য রয়েছে আদর্শ। যদি তোমরা এমনটি না করেছ, যদি ওয়াদা অঙ্গীকারকে ভঙ্গ করেছ, আমার বাইআতের বেড়ী গর্দান থেকে খুলে ফেলেছ, তবে আমি শপথ করে বলছি এটা তোমাদের জন্য কোন নতুন কিংবা অভিনব বিষয় না। বরং এর আগে তোমরা আমার বাবা, ভাই এবং চাচাতো ভাই মুসলিমের সাথেও এরূপ আচরণ করে ফেলেছ। যে তোমাদের ধোঁকার ফাঁদে পা দিয়েছে, সেই প্রতারিত হয়েছে। বদনসীব তোমরা! নিজেদের ভাগ্যকে তোমরা বিনষ্ট করেছ। যে বিশ্বাস ঘাতকতা করে, সে তো তার মন্দ পরিণতি নিজের জন্যই ডেকে আনে। অচিরেই আল্লাহ্ তা'য়ালা তোমাদের মুখাপেক্ষিতা থেকে আমাকে মুক্ত করে দেবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ।

ত্বাবরী ২২৯/৬, ইবনে খালদুন, ইবনে আসীর ২০/৬।

এ ভাষন শোনার পর হুর বলল, "আমি আপনাকে আপনার জীবন সম্পর্কে আল্লাহর কথা স্মরন করিয়ে দিচ্ছি, আর এ কথা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, যদি আপনিই হামলা করেন অথবা আপনার উপর হামলা হয় আপনি অবশ্যই নিহত হবেন।" তিনি (ইমাম) বললেন,"তুমি কি আমায় মৃত্যুর ভয় দেখাচ্ছো? আর তোমার মন্দ অদৃষ্ট কি এই পর্যন্ত পৌঁছে গেছে যে, আমাকে কতল করবে? আমি জানি না আমি তোমাকে কিইবা বলব! তবে আমি তা-ই বলবো, যা বনু আউস গোত্রের একজন সাহাবী তার চাচাত ভাইকে বলেছিলেন, (এই সাহাবী আল্লাহর রাসুলকে সাহায্য করতে চাইছিলেন আর তাঁর চাচাতো ভাই তাঁকে বলেছিলেন কোথায় যাচ্ছো, মারা পড়বে তো! তার উত্তরে ঐ সাহাবী বলেছিলেন)

سامضی وما بالموت عار علی الفتی - اذا مانوی خیرا وجاهد مسلما

অচিরেই আমি আমার অভিলাষ পূর্ন করব, যুবকের জন্য মৃত্যু তো লজ্জা শরমের বিষয় নয়, যদি তার উদ্দেশ্য সৎ হয় এবং সে একজন মুসলিম হিসাবে জেহাদে অবতীর্ণ হয়।

وواسی رجالا صالحین بنفسه - و خالف مثبورا و فارق مجرما

এবং জীবন দিয়ে নেক বান্দাদের সাহায্য করে,ধংসশীলদের রুখে দাঁড়ায়, দূর্বৃত্তদের থেকে পৃথক থাকে।

فان عشت لم اندم وان مت لم الم - کفی بك ذلا ان تعیش و ترغما

(পরিনামে) যদি আমি বেঁচে থাকি, তবে লজ্জিত হবো না, যদি জীবনও যায়, দুঃখ পাবো না, তবে তোমার পক্ষে এটাই তৃপ্তির যে, তুমি লাঞ্চনা ও অপমান নিয়ে জীবন কাটাবে।(ইবনে আসীর-২০/৪)

হুর কবিতার এ লাইনগুলো শুনে ইমাম থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় (সঙ্গে সঙ্গে)চলতে থাকল।

শিক্ষনীয় বিষয়

ইমামে আলী মাকামের সাথে আস্থা ও মুহাব্বতের দাবীদার বিশেষতঃ তাঁর আওলাদ ও নবী বংশীয়দের তাঁর অবস্থা ও আলোচনা থেকে শিক্ষা গ্রহন করা বাঞ্চনীয় যে, তিনি কিভাবে সত্যের উপর অটল থেকে পাপাচার ও অনাচারকে মোকাবিলা করেছেন, অনাগত ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য ইস্পাত দৃঢ় মানসিকতার অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এবং বলেছিলেন, ইসলামের এ কাননের সুরক্ষায় অপরের তুলনায় আমিই অধিকতর হক্বদার। কেননা এ কানন তো আমারই নানা জান (প্রিয় নবী) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাজানো এবং আমার নানা জানই নিজের পবিত্র রক্ত দিয়ে এতে সিক্ততা দান করেছেন, বুক ভাঙ্গা যন্ত্রনাকে সহ্য করে, এ কাননকে লালন করেছেন আর এতে সজীবতা ও বিকাশ সাধন করেছেন। অতঃপর তাঁরই যথার্থ প্রতিনিধিবৃন্দ হযরত সিদ্দীকে আকবর, ফারুকে আযম, উসমান ও হায়দার (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এটার সংরক্ষনের দায়িত্ব পূর্নাঙ্গ ভাবে পালন করেছেন। এখন আমারই পালা, খরার মৌসুম(প্রতিকুল বিরুদ্ধস্বভাব) চাইছে এ গুলবাগিচাকে আক্রমন করে, এর সজীবতা ও সমৃদ্ধির বিনাশ ঘটায়, কিন্তু আমি এটা হতে দেবনা। প্রয়োজনে নিজের হৃদপিন্ডের টুকরো থেকেও রক্ত নিংড়ে দেব, কিন্তু এ কাননকে আমি সতেজ,বিকশিত করে রাখব। নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন। আর তা এতই উত্তম ভাবে করেছেন যে, পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত ইসলামের ফুলে ফলে এ সমৃদ্ধি তাঁরই অবদানের ঋণ বহন করে যাবে।

اسی مقصد کو زندہ یادگار کربلا سمجھو + حسین ابن علی کی زندگی کا مدعا سمجھو

islamibookbd.wordpress.com

কারবালারই জ্যান্ত স্মারক তাঁর সে মহান কীর্তি জেনো,
হুসাইন ইবনে আলীর এটা আত্মদানের আর্তি যেন।

এখন যদি তাঁর মুহাব্বতের দাবীদার কেউ নিজেই পাপ-পঙ্কিলতায় ডুবে যায়, কিংবা পাপীদের সহযোগী হয়, তবে ইমামে পাকের দরবারে তাদের এরূপ তথাকথিত মুহাব্বতের কি কোন মূল্য বা সার্থকতা আছে? মোটেই না।

محبت کو سمجھنا ہے تو ناصح خود محبت کر + کنارے سے کبھی اندازۂ طوفاں نہیں ہوتا

প্রেমের জ্বালা বুঝতে হলে স্বয়ং প্রেমিক হতেই হবে,
ঝড়ের থেকে রইলে দূরে, তার অনুমান কেমনে পাবে?

স্মরণ রাখতে হবে যে,শুধুমাত্র কিছু শরয়ী কিংবা শরীয়ত বহির্ভূত আচার অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে অথবা ইমামের উপর আগত বিপদ আপদের কথা শুনে কিছু অশ্রু বিসর্জন করেই তাঁর আত্মাকে সন্তুষ্ট করা যায় না, না ইমামের পাক দরবারে সমাদর স্বীকৃতি পাওয়া যায়।

ختم ہے آنسو بہانے پر ہی تیری جستجو + اور حسین ابن علی نے تو بہایا تھا لہو

স্রেফ দু ফোঁটা অশ্রু ফেলেই শেষ কি তোমার অন্বেষা?
হুসাইন ইবনে আলীর দেখো শহীদ হওয়ার এই নেশা!

বাস্তবিকই যদি ইমামের প্রতি মুহাব্বত থাকে, তবে তাঁর অনুসরণে সত্যও ন্যায়ের ঝান্ডাকে বুলন্দ করুন। যে পবিত্র ও মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইমাম এতবড় কুরবানী দিয়েছেন,সেটাকে জীবন্ত ও প্রতিষ্ঠিত রাখুন, যদিও সেখানে জান-মাল এবং নিজের সবকিছুই কুরবান দিতে হোক না কেন।

راہ خدا میں عظمت اسلام کے لئے + ہم بھی کریں وہی جو کیا ہے حسین نے
یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے + لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا

ইসলামেরই মর্যাদাকে রাখতে খোদার সেই রাহে
করবো মোরা যা করেছেন কারবালাতে সেই শাহে,
মুসলমানের সেই পরিচয় সহজ বুঝে আ'ম লোকে,
প্রেমের বলি সব দিতে হয়, যখন যাহা রব চাহে।

নিঃসন্দেহে গৃহকর্তার উপর দায়িত্ব অধিকতর অর্পিত হয়। তাঁকে ঘরের সব কিছু সংরক্ষণে তদারক করতে হয়। প্রিয় নবীর সুযোগ্য উত্তরসূরী এবং ইমামে পাকের ভক্ত প্রেমিকদের এটা দায়িত্ব যে তাঁরা কর্মতৎপরতার মাধ্যমেই ইসলামের এ গুলশানকে হেফাজত করবেন। কিন্তু পরিতাপের

বিষয় যে, কিছু সংখ্যক 'সাদাত'(অর্থাৎ নবীবংশজাত ব্যক্তিবর্গ) এবং মুহাব্বতের দাবীদারেরা জঘন্যতম পাপাচার আক্রান্ত আর তাদের ধারণা এটাই যে, ইমামে হুসাইন যে কুরবানী দিয়ে গেছেন, তা-মহাপ্রলয় অবধি নামসর্বস্ব প্রেমিকদের ক্ষমাপ্রাপ্তির তরে যথেষ্ট। কাজেই এখন তাদের আর কোন আমল করার দরকার নেই। এটা খৃষ্টান সম্প্রদায়ের এক দৃষ্টিভঙ্গির মত খৃষ্টানরা মনে করে যে, হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) শুলে চড়ে কিয়ামত পর্যন্ত জন্মগ্রহনকারী খৃষ্টানদের সকল পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন। (নাউযুবিল্লাহ) স্মরণ রাখা চাই যে,

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی + یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے

কর্মধারায় জীবন রচে, বেহেশত দোযখ স্বীকৃত হয়,
মাটির পুতুল তার স্বভাবেই, নূর কি আগুন কিছুই সে নয়।

ত্বরমাহ্ ইবনে আদীর আগমন

আহলে বাইতের কাফেলা আযীব আল হাজানাত নামক স্থানে পৌঁছলে ইমামে পাক চার আরোহীকে দেখলেন, যারা ত্বরমাহ্ ইবনে আদীর পরিচালনায় কুফার সংবাদ নিয়ে নিম্নবর্ণিত শেয়ের আবৃত্তি করতে করতে তাঁরই দিকে আসছিলেন।

يا ناقتى لا تذ عرى من زجرى – و شمرى قبل طلوع الفجر

হে আমার উটনী, আমার হম্বি তম্বিতে ভড়কে যেওনা , দ্রুতবেগে ধাবিত হও, যাতে প্রভাত হওয়ার আগেই পৌঁছতে পার।

بخير ركبان و خير سفر – حتى تحلى بكريم النجر

উত্তম আরোহীদের সাথে, উত্তম ভ্রমণ করত, ঐ ব্যক্তির নিকট উপনীত হও,

لما جد الحر رحيب الصدر اتى به الله لخير امر ثمت ابقاه بقاء الدهر

যিনি সদ্বংশীয়, সম্ভ্রান্ত, মানমর্যদায় অতি উচুতে এবং দানদখিনায় যিনি মুক্ত প্রান, আল্লাহ্ তাকে এক উত্তম কাজের জন্য এনেছেন, যা তাঁকে অনাগত প্রজন্মে অমর, অক্ষয় করে রাখবে।

শের-এর এ পংক্তি গুলো শুনে ইমামে পাক (রাদি.) বললেন,

اما والله انى لارجوا ان يكون خيرا ما اراد الله بنا قتلنا ام ظفرنا

শোনো,আল্লাহর শপথ, আমি অবশ্যই আশা করছি যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের মাধ্যমে যা চাইছেন তাতে আমাদের নিহত বা জীবিত হওয়ার মধ্যে কল্যাণই নিহিত।

islamibookbd.wordpress.com

چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں + زہے وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو

মালঞ্চে ফুল ফুটবেই তো, তার ফোটাতে কি যায় আসে,
সার্থক সেই পুষ্প, যাতে মরুর বুকে কানন হাসে।

হুর এগিয়ে এসে বলল, "এরা তো আপনার সহযাত্রী নয়, বরং এরা এসেছে কুফা থেকে। আমি আপনার সাথে তাদের মিলতে দেবোনা। বরং গ্রেফতার করবো, অথবা ফিরায়ে দেবো।" তিনি বললেন "আমি এমনটি হতে দেবো না। এরা আমার সাহায্যকারী; আমি জীবন দিয়ে এদের রক্ষা করবো। তুমি আমাকে বলেছোই তো, যে, যতক্ষণ ইবনে যিয়াদের চিঠি তোমার কাছে না আসে, ততক্ষণ তুমি আমার প্রতি হস্তক্ষেপ করবেনা।" তিনি বললেন, "যদিও এরা আমার সাথে আসেনি, তবুও সাথে যারা এসেছে তাঁদের মতোই, যদি তুমি তাঁদের সাথে সামান্যতম বিরোধিতা করো, তবে আমি তোমার সাথে যুদ্ধ করবো।" এটা শুনে হুর তাদের কাছে থেকে পৃথক থাকলো।

ইমামে পাক তাঁদের কাছে কুফাবাসীর অবস্থা জানতে চাইলেন। তাঁদের মধ্যে থেকে মজমা ইবনে আব্দুল্লাহ্ আমেরী বললেন, "শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা তো মোটা অংকের উৎকোচ নিয়ে প্রশাসনের সাথে একাত্ম হয়ে গেছে। এখন ওরা সবাই আপনার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ও তৎপর। বাকী সাধারণ জনতা, তাদের অন্তর তো আপনারই দিকে ধাবিত। কিন্তু কাল তারাও তলোয়ার নিয়ে আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাবে।"

ইমামে পাক তাঁদের কাছে নিজদূত কায়েস বিন মুসহার আসসায়দাভী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তাঁরা বললেন," হুসাইন বিন নুমাইর তাঁকে গ্রেফতার করে ইবনে যিয়াদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলো। ইবনে যিয়াদ তাঁকে আপনার এবং আপনার পিতার প্রতি লা'নৎ করার হুকুম দেয়। তিনি এতে আপনার ও আপনার পিতার প্রতি সালাত-সালাম পেশ করেন, ইবনে যিয়াদ ও তার পিতার উপর লানৎ দেয়। মানুষকে আপনার পয়গাম শুনিয়ে, আপনার আগমন সংবাদ এবং আপনাকে সাহায্য করার আহবান জানান। এতে ইবনে যিয়াদ প্রাসাদের চুড়া থেকে তাঁকে নিচে ফেলে দেয়ার নির্দেশ দেয়। কথামত কায়েসকে উপর থেকে এভাবে নিক্ষেপ করা হয়, যাতে তাঁর হাড়গোড় ভেঙ্গে যায়। এর পর তাঁকে হত্যা করা হয়। এ খবর শুনে তাঁর চোখ

অশ্রুতে ভরে গেল। পবিত্র গন্ডদ্বয় বেয়ে অশ্রুর বিন্দু বয়ে পড়তে থাকল। মুখে উচ্চারিত হয়ে গেল এ আয়াত,

فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا

তাদের মধ্যে কেউ তো নিজের জীবন উৎসর্গ করে গেল, আর কেউ রইল অপেক্ষায়। আর তারা কিছুই রদবদল করেনি। অতঃপর তিনি প্রার্থনা করলেন,

الهم اجعل لنا ولهم الجنة نزلا واجمع بيننا وبينهم فى مستقر من رحمتك ورغائب مذ خور ثوابك-

হে আল্লাহ, আমাদের এবং তাঁদেরকে বেহেশতের নেয়ামত দান করুন, এবং আমাদের ও তাদের আপনার অনুগ্রহস্থলে একত্রিত করুন এবং স্বীয় পুরস্কারের ভান্ডার থেকে উত্তম অংশ দান করুন।

زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر + اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا

খোদার নামে মরলো যে জন, সেই তো হয়ে যায় অমর,
মৃত্যু পেল জিয়নকাঠি, অবাক ভূবন এ নশ্বর!

ত্বরমাহ্ ইবনে আদীর পরামর্শ

ত্বরমাহ্ ইবনে আদী আরয করলেন, "হযরত! পরিস্থিতি বড়ই নাজুক হয়েত পড়েছে। আপনার সাথে আছে মুষ্টিমেয় কিছু লোক, যারা যুদ্ধ করার খেয়ালেও এখানে আসেননি। শুধু তাদেরই রুখতে হুরের বাহিনীতে হাজার সৈন্য (সবাই অস্ত্রে সজ্জিত), তারাই তো অনেক বেশী! আর আমি তো কুফা থেকে বের হবার সময় কুফার বাইরে এত বড় সৈন্যবাহিনী দেখেছি যে, এর আগে কোথাও এত বিশাল বাহিনী আমার চোখে দেখিনি। আমি এক লোককে জিজ্ঞেস করলাম, "এ বাহিনী কার বিরুদ্ধে জড়ো হচ্ছে?" তখন সে বলল,"হুসাইন বিন আলীর বিরুদ্ধে। এ জন্য আমি আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিচ্ছি, যদি সম্ভব হয়, তবে একপাও কুফার দিকে অগ্রসর হবেন না। যদি আপনি এমন কোনো স্থানে যেতে চান, যেখানে আল্লাহ আপনাকে নিরাপদে রাখবেন, আর আপনি যা করতে চান, সে ব্যাপারেও একটি চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত স্থির করে আমার সাথে চলুন। আমি আপনাকে কোহে 'আজাহ' নামক আমার নিজের এক উঁচু পাহাড়ে নিয়ে যাবো। খোদার কসম, পাহাড়টি এমন (দূর্গম), যার কারণে আমরা গাসসান, হুমাইর, নুমান বিন মুনযির প্রমূখ বাদশাহ এবং প্রতিটি কালো,গৌর (নিপীড়ক) সম্প্রদায়,

islamibookbd.wordpress.com

গোত্রসমূহ থেকে নিরাপদে রয়েছি। আল্লাহ্‌র শপথ, আমাদেরও কেউ তাবেদার বানাতে পারেনি। আমি আপনাকে সাথে করে সেখানে পৌঁছে দেবো। এরপর আজাহ্ ও সলমী পাহাড়ী বাসিন্দাদের কাছে আপনার দাওয়াতও পৌঁছে দেবো। খোদার কসম!দশদিন না যেতেই ত্বাঈ গোত্রের আরোহী ও পদাতিক বাহিনী আপনার কাছে ভিড় জমাবে। যতো দিন আপনার মন চাইবে ততদিন আপনি আমাদের মাঝেই অবস্থান করবেন। আপনি যদি যুদ্ধ করতে মনস্থ করেন, তবে আমি আপনার সাহায্যে বনু ত্বাঈয়ের এমন বিশ হাজার লোক যোগাড় করে দেবার দায়িত্ব নিচ্ছি, যারা আপনার পক্ষে বীরত্ব ও তলোয়ার নৈপূণ্যের চমক দেখাবে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের একটি লোকও বেচেঁ থাকবে,ততক্ষণ কোন শত্রুকেই সে আপনার কাছটি ঘেঁষতে দেবে না।" ইমামে আলী মকাম বললেন, আল্লাহ্ আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে উত্তম প্রতিদান দিন, আসল ব্যাপার হচ্ছে, তাদের ও আমার মধ্যে একটি কথা হয়ে গেছে, যার কারণে আমি ফিরে যেতে পারছিনা। জানি না এখন আমার ও তাদের মধ্যে সংঘটিত বিষয় কোন দিকে গড়ায়।"

ইমামে পাক এর এ জবাব শুনে ত্বরমাহ্ বললেন, "আল্লাহ্ আপনাকে জ্বীন ও ইনসানের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। আমি নিজ পরিবারপরিজনের জন্য কুফা থেকে কিছু রসদ সামগ্রী এনেছি, এ সব তাদের নিকট পৌঁছে দিয়েই ইন্‌শা আল্লাহ্ আপনার কাছে ফিরে আসবো। এবং আপনার সহযোগীদের শামিল হয়ে যাবো।"

ইমাম বললেন,"যদি এটাই করেন, তবে জলদী করুন। আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহম করুন।"এরপর ত্বরমাহ্ বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। পরবর্তীতে ওয়াদা মোতাবেক তিনি ফিরেও এসেছিলেন, কিন্তু পথিমধ্যেই তিনি ইমামের শাহাদাতের সংবাদ পেয়ে ভারাক্রান্তমনে ফিরে গিয়েছিলেন।

অতঃপর ইমামের কাফেলা আযীব আল্ হাজানাত থেকে রওয়ানা হয়ে কসরে বনী মাকাতেল এ উপনীত হয়। মধ্য রাতে ইমাম সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বললেন, "পানি (মশক) ভরে নাও এবং যাত্রা করো।" সফর করতে করতে চোখে একটু তন্দ্রা লেগেছিল, সহসা হকচকিয়ে গেলেন এবং তিনবার বললেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, ওয়াল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।" এটা শুনে ইমামপুত্র হযরত যয়নুল আবেদীন (রাদি.) বললেন, "আব্বাজান,আমি আপনার জন্য উৎসর্গ হবো, এ সময়ে এ

বাক্যদ্বয় উচ্চারণ করার হেতু কি?" ইমাম বললেন, "আমার তন্দ্রা লেগেছিল, (তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায়) আমি দেখছিলাম, একজন আরোহী ব্যক্তি বলছে, লোকেরা সফর করে চলেছে আর মৃত্যু তাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এতে আমি উপলব্ধি করলাম যে, আমাদের মৃত্যুর সংবাদ দেয়া হচ্ছে।" ইমামতনয় বললেন, অশুভ কাল থেকে আল্লাহ্ আপনাকে রক্ষা করুন, আমরা কি সত্যের উপর নই?" উত্তরে ইমাম ফরমালেন, "ঐ সত্তার শপথ, যাঁর দিকে বান্দাহ্‌কে ফিরতেই হবে, আমরা সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত।" প্রত্যয়ী সন্তানও বললেন,"সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে যদি আমাদের মরণ হয়, তবে এমন মৃত্যুতে শংকা নেই।" ইমামে পাক বললেন, "আল্লাহ্ তোমায় সেই পুরস্কার দিন, যা একজন পিতার পক্ষ থেকে পুত্রের জন্য শুভ হয়।

لئن كانت الدنيا تعد نفسيه – فدار ثواب الله اعلى وانبل
وان كانت الابدان للموت انشئت – فموت الفتى فى الله اولى وافضل

এই দুনিয়া যদিও মজার কিন্তু ফের
বেহেশ্‌ত তাহার চাইতে ভালো, রূপ সে ঢের,
এই যে দেহ মরার তরে, তাই যদি
খোদার রাহে উত্তম সে যৌবনের।

رنگ جب محشر میں لائے گی تو اڑ جائیگا رنگ + یوں نہ کہیے سرخیٔ خون شہیداں کچھ نہیں

সেই হাশরের রূপে দেখে সব রূপ হবে তো বর্ণহীন,
কেউ বলো না শহীদানের এই রাঙা খুন অর্থহীন।

সকালে একটি জায়গায় অবস্থান নিয়ে নামায আদায় করলেন। অতঃপর রওয়ানা হলেন। হুর সাথে সাথে ছিল, এভাবে নীনওয়া ময়দানে পৌঁছলেন। এখানে পৌঁছে তিনি কাঁধে তীর-ধনুকে সজ্জিত একজন আরোহীকে আসতে দেখলেন। লোকটি কাছে এসে ইমামে পাককে নয়, হুরকে সালাম জানাল। এর পর ইবনে যিয়াদের একটি চিঠিও হুরের হাতে দিল। যাতে লিখা ছিল।

فجعجع بالحسين حين يبلغك كتابى ويقدم عليك رسولى فلا تنزله الا بالعراء فى غير حصن وعلى غير ماء وقد امرت رسولى ان يلزمك ولايفارقك حتى ياتينى بانفاذك امرى والسلام- (طبرى6/ 232–ابن اثير21/4)

বাহক যখন আমার চিঠি নিয়ে তোমার কাছে পৌঁছবে তখন, (সেই মূহুর্ত থেকেই) হোসাইন এর উপর কড়াকড়ি আরোপ করো, আর তাঁকে এমন খোলা ময়দান ছেড়ে কোথাও যেতে দিওনা, যেখানে না কোন আশ্রয় বা সহায় আছে, না পানি আছে। আমি আমার বাহককে নির্দেশ দিয়েছি, যেন তোমার কড়া পাহারার ব্যবস্থা

islamibookbd.wordpress.com

করে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়, যতক্ষণ না আমার কাছে এ সংবাদ পৌছে যে, তুমি আমার হুকুম যথাযথ পালন করেছো, সালামান্তে,

তাবরী খন্ড ৬, পৃ.২৩২,ইবনে আসির ২১/৪

হুর এ চিঠি ইমাম ও তাঁর সহযাত্রীদের পড়ে শোনাল। আর ইমাম ও তাঁর সাথীদের কঠোরতার সাথে এমন ময়দানের দিকে যেতে এবং যাত্রা বিরতি করতে বললো, সেখানে না আছে কোন জনপদ না পানি ইত্যাদি। তাঁর সাথীরা বললো, "হুর আমাদেরকে ছেড়ে দাও, আমরা নীনওয়া বা গাদির কিংবা শোফাইহে অবতরণ করবো।" হুর বললো," খোদার কসম, আমি এমনটি করতে পারব না, কেননা, এ ব্যক্তিকে আমার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতেই নিযুক্ত করা হয়েছে।"

এ অবকাশে যুহাইর বিন কাইন আরজ করলো, হে ইবনে রাসুলুল্লাহ্ ! এখন আমরা এদের সাথে অনায়াসে লড়তে পারি। কিন্তু এর পরে যে সময় আসবে, তা আরো কঠিন হবে। শত্রুসৈন্য এত বেশী সংখ্যক হবে যে, আমরা তাদের মোকাবিলা করতে পারব না।" নবীর প্রিয় দৌহিত্র বললেন,"আমি নিজের পক্ষ থেকে যুদ্ধের সূচনা করবো না। " যুহাইর বলল, "ঠিক আছে, তবে এটা করতে পারেন যে, সামনে যে পল্লী আছে সেখানে অবতরন করুন। এটা অপেক্ষাকৃত সুরক্ষিত আছে। ফোরাতের তীরেও আছে। এরা যদি আমাদের সেখানে যেতে বাধা দেয়, তবে আমরা লড়াই করবো। আর এ সংঘর্ষ পরবর্তী মোকাবিলার তুলনায় সহজতর হবে। " তিনি জিজ্ঞেস করলেন," এ পল্লীর নাম কি?" তিনি বললেন, 'আকর' তিনি এরশাদ করলেন, "আমি আকর থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।"

কারবালার ময়দানে

মোট কথা ইমামে পাক চলতে চলতে ২রা মুহাররাম ৬১ হিজরী সনে বৃহস্পতিবার নিজের সঙ্গীসাথী ও পরিবার পরিজন নিয়ে এ ময়দানে তাঁবু গাড়লেন। হুরও তাঁর সামনাসামনি তাঁবু গেড়েছিল, যদিও হুরের অন্তরে আহলে বাইতে নবীর মর্যাদা নিঃসন্দেহে সমুন্নতই ছিল এবং সে নামাযসমূহ তাঁরই পেছনে আদায় করছিল; কিন্তু ইবনে যিয়াদের নির্দেশে সে নিরুপায় ছিল। এবং সে এটাও জানতো যে, আমি যদি ইমামের সাথে কোনরূপ সদয় আচরণ করি, তবে এক হাজার সৈন্য সামন্তে পরিবেষ্টিত হয়ে সেটা লুকানো অসম্ভব। আর ইবনে যিয়াদ তা জানতে পারলে ক্ষমা তো করবে না; বরং কঠিন শাস্তি দেবে। একারণে সে ইবনে যিয়াদের হুকুমই বরাবর পালন করে যাচ্ছিল। যদিও কোন কোন কিতাবে এমনও আছে যে, হুর শুভ নিয়তির

সুবাদে তাঁর সাথে গোপন সাক্ষাৎ করে একজন শুভাকাংখী হিসাবে বলেছিল যে, ইবনে যিয়াদের অনেক সৈন্য এসে ঘিরে ফেলছে, সুতরাং এটাই আপনার জন্য সমীচিন হবে যে, আপনি রাতের অন্ধকারে এখান থেকে সরে পড়ুন,আমি আপনার পিছু নেবনা, এরপর আমার উপর যা-ই আসুক আমি সয়ে নেব।"

ইমামে পাক সঙ্গী সাথীদের নিয়ে রাতের ভাগে যাত্রা শুরু করেছিলেন, রাতে চলতে চলতে ভোরে সেই স্থানেই নিজেদের আবিষ্কার করলেন, যেখানে থেকে গতরাত যাত্রা করে ছিলেন। (সা আদাতুল কাওনাইন)

এ অবস্থা এবং সেই জনহীন মরু প্রান্তরের উদাস, বিষন্ন পরিবেশ লক্ষ্য করে ইমাম পাক জিজ্ঞেস করলেন,"এ স্থানের নাম কি?" লোকেরা উত্তর দিল, এ জায়গার নাম 'কারবালা'। বলা হয়," যেই মাত্র তিনি 'কারবালা' শব্দ শুনলেন, বললেন,

هذا موضع كرب وبلاء هذا مناخ ركابنا و محط رحالنا و مقتل رجالنا-

"এটাতো 'কারব'(দুঃখ) ও 'বালা' (বিপদ), এখানেই আমাদের সফরের মালপত্র রাখার এবং বাহন জন্তু গুলোকে বসানোর স্থান, আমার স্বপক্ষের লোকজনদের কতল হওয়ার স্থান।"

گر نام ایں زمیں بہ یقیں کربلا بود + ایں جا نصیب ماہمہ کرب وبلا بود

ایں جا بود کہ تیغ بر آل نبی کشند + وایں جا بود کہ ماتم آل عبا بود

ریزند در مصیبت من آب چشم خویش + ہر مرغ و ماہی کہ در آب ہوا بود

এই যমীনের নাম হলে ঠিক কারবালা, সইতে হবে ভাগ্যে যা সে হরবালা।
আলে নবীর বুকেই হেথা তেগ হানে, মাতম করে নবীর খুনে, সয় জ্বালা।
কঠিন বিপদ,চোখ ফেটে বয় অশ্রু আর, জলে স্থলে কান্না,মলিনমুখ লালা।

دشمن یہاں پہ خون ہمارا بہائینگے + زندہ یہاں سے ہم نہ کبھی پھر کے جائینگے

آل نبی کا ہوگا اسی جا پہ امتحاں + سب تشنہ لب یہاں پہ سر کٹائینگے

کرب وبلا ہے نام اسی سرزمین کا + بچے یہاں پہ پانی کا قطرہ نہ پائینگے

ہوگا ہر اک شہید یہاں مصطفے کا لعل + اور لاش قتل گاہ سے ہم سب کی لائینگے

খুন বহাবে শত্রু মোদের এই সে যমীন কারবালা,
ফিরবোনা আর যিন্দা মোরা, মরবো করে সব পালা।
হেথায় দেবো পরীক্ষা সব নবীর প্রিয় পরিজন,
তৃষ্ণা বুকে, শির কাটাবে হেথায় তাঁরই সব স্বজন।

islamibookbd.wordpress.com

'কারবালা' তার নাম বুঝিবা এই তো হেরি সেই যমীন,
শিশুর মুখেও দেয় না পানি, রক্তে নদী হয় রঙিন।
নবীর ঘরের দুলাল সবে শহীদ হবে এক এক জন,
লাশ হয়ে সব উঠবো, করুণ চক্ষে চেয়ে রয় গগণ।

এমন বেদনাদায়ক কথাবার্তা শুনে তাঁর প্রিয় পুত্র হযরত আলী আকবর (রাদি.) আরজ করলেন, "আব্বা এ আপনি কী বলছেন?" বললেন, "প্রিয় বৎস, যখন তোমার দাদাজান আলী (রাদি.) সিফফীনের যুদ্ধ থেকে ফিরছিলেন, তখন এখানে পৌঁছে বলেছিলেন, আমার নয়নমনি, কলিজার টুকরা হুসাইনকে চরম অসহায় অবস্থায় এখানেই শহীদ করা হবে।" তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "বেটা, তখন তুমি কী করবে?" আমি বলেছিলাম, "ধৈর্য ধারন করবো" তিনি বল্লেন, "হ্যাঁ, ধৈর্যই ধারন করবে। কেননা **انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب** অর্থাৎ ধৈর্যশীলদের ধারনাতীত পুরস্কার দেয়া হবে।" (রাওদ্বাতুশ শুহাদা-১৬৩)

তাঁবু খাটানোর জন্যে যখন (কারবালার) মাটিতে খুঁটি গাড়া হচ্ছিল, তখন মাটির নিচে তাজা রক্ত বের হচ্ছিল। এ পরিস্থিতি দেখে ইমাম পাকের সহোদরা সাইয়্যিদা যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, "ভাইয়া, এটাতো রক্তাক্ত যমীন, এখানেতো মনে ভয় হচ্ছে।" তিনি বললেন, "আল্লাহর ইচ্ছাতে রাজী হয়ে এখানেই মনযিল করো, এটাই শহীদানের (নির্ধারিত) জায়গা এবং প্রতিশ্রুত জায়গা। আমাদের সর্বাবস্থায় ধৈর্য্যধারণ করতে হবে।

وادئ عشق کہ جز تشنہ دردنا یاست + ریگش از خون دل تشنہ لباں سیراب است
শুধুই ব্যথার তৃষ্ণা আছে এই যে প্রেমের উপত্যকায়,
তৃষ্ণাতুরের রক্তস্রোতে তার বালুকা সব ভেসে যায়।

کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا + مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے
জিজ্ঞাসিলে হযরতে কেউ বসত কোথা, বলেন তিনি,
মদীনারই মানিক এখন কারবালাতেই বসত মানি।

এদিকে তো ইমামে পাকের কাফেলা বিজন মরুতে কারবালার যমীনে তাঁবু খাটাচ্ছিলেন, আর ঐদিকে ইয়াযীদী হুকুমত এই পবিত্র আত্মাসমূহের প্রতি প্রলয়যজ্ঞ চালাতে সম্পূর্ণ প্রস্তুতিতে মশগুল। প্রস্তুতি মোতাবিক পরদিনই আমর বিন সা'দ চারহাজার সৈন্য নিয়ে মোকাবেলা করার জন্য কুফা থেকে এখানে এসে পৌঁছে।

আমর বিন সা'দ

হুযুরে আকরাম (দ.) এর বিশিষ্ট সাহাবী, ঐতিহাসিক ইরানবিজেতা আশারায়ে মুবাশশারাহ (বেহেস্তের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ জন) এর অন্যতম হযরত সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস (রাদি.) এর পুত্রই হচ্ছে এই আমর বিন সা'দ। তবে আফসোস, দুনিয়াবী মালসম্পদের লোভ-লালসা ও পার্থিব মর্যাদার উদগ্রবাসনা এই বদনসীবকে ধ্বংস করে দেয়। মন্দ পরিণামের প্রেক্ষাপট এভাবে তৈরী হয় যে, এই সময়ে কুর্দিরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে দস্তাবতা অঞ্চলে আক্রমণ করে বসেছিল। ইবনে যিয়াদ তখন আমর বিন সা'দকে রায়[৩]এর গভর্ণর বানিয়ে চার হাজার সিপাহী নিয়ে কুর্দীদের দমন করতে নির্দেশ দিয়েছিল। নির্দেশ, মত আমর বিন সা'দ চার হাজার সৈন্যসহ রওনা হয়। ইত্যবসরে সে 'হাম্মামে আইয়ান নামক স্থানে এসে পৌছলে, তখনই ইমাম হোসাইন (রাদি.) এর ব্যাপারে ইবনে যিয়াদের এমন একজন সেনাপতির দরকার পড়ে যে ইমামের মোকাবেলা করবে। যে ভাবা অমনি সে আমর বিন সা'দ কে পুনরায় ডেকে পাঠায়। যখন সে ইবনে যিয়াদের কাছে আসে, তখন ইবনে যিয়াদ জরুরী নির্দেশ দেয়, এই মূহুর্তে প্রথমে হুসাইনের মোকাবিলা করো, এরপর গভর্ণর পদে যোগদান করে অন্য কাজ সমাধা করবে। "ইবনে সা'দ বলল, আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহম করুন, আমাকে এ কাজ থেকে রেহাই দিন।" ইবনে যিয়াদ বলল, "হ্যাঁ রেহাই এভাবেই দেওয়া যায়, এর শাসনভার ছেড়ে দাও, আমার দেয়া নিয়োগ পত্র ফেরত দিয়ে দাও।" ইবনে সা'দ এই দুটি প্রস্তাবের মধ্যে একটি বেছে নিতে এক দিনের সময় চাইলে ইবনে যিয়াদ তাকে একদিনের সময় দেয়। ইবনে সা'দ এই বিষয়ে নিজের বন্ধু-বান্ধবদের কাছে পরামর্শ চাইল। সবাই ইমামের মোকাবিলা করতে নিষেধই করলো। ইবনে সা'দ এর ভাগ্নে হামযা বিন মগীরা শো'বা যখন তা জানতে পারল, তখন সে উপস্থিত হয়ে বলল,

انشدك الله ياخال ان تسير الى الحسين فتأثم بربك و تقطع رحمك فو الله لان تخرج من ديناك ومالك وسلطان الارض كلها كان خيرا لك من ان تلقى الله بدم الحسين فقال له عمرو بن سعد فانى افعل ان شاء الله (طبرى233/6- ابن اثير (21/5

মামাজান, আমি আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিচ্ছি, হোসাইনের মোকাবিলায় গিয়ে আল্লাহর না ফরমানী এবং রক্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার অপরাধে জড়াবেন না। খোদার কসম, যদি আপনাকে আপনার পৃথিবী, মাল সম্পদ, এমনকি সমগ্র দুনিয়ার রাজত্ব থেকেও বের করে দেয়া হয়, তথাপিও সেটা কি এরচেয়ে উত্তম নয় যে, আপনি হুসাইনের রক্তে রঞ্জিত অবস্থায় আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হবেন?

[৩] রায়' খোরাসানের একটি শহর, বর্তমানে যা ইরানের রাজধানী শহর 'তেহরান' রূপে বিদ্যমান।

islamibookbd.wordpress.com

(অর্থাৎ এ অবস্থায় আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার চাইতে সমগ্র দুনিয়ার বাদশাহী পরিত্যাগ করা ঢের ভালো)

ইবনে সা'দ বললো, "ইনশাআল্লাহ, আমি (তোমার পরামর্শ অনুযায়ী) সেটাই করবো।" ত্বাবরী ২৩৩/৬ ইবনে আসীর ২১/৪।

ইবনে সা'দ রাতভর এ বিষয়ে ভাবতে লাগল এবং আবৃত্তি করতে থাকল,

أترك ملك الرى و الرى رغبة – ام ارجع مذ موما بقتل حسين
وفى قتله النار ليس دونها – حجاب و ملك الرى قرة عين

রায়ের তখত ছাড়বো কিনা যার মোহে আজ অন্ধ প্রায়,
হোসাইন খুনের কলঙ্ক হোক তবু বুঝি চাইব রায় ?
হোসাইন খুনে মিলবে জানি নির্ঘাত সেই জাহান্নাম,
টানছে আবার, রাজক্ষমতা, রায়ের রূপে চোখ জুড়ায়।"

ইবনে আসীর ২২/৪

আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াসার আল জুহানী বর্ণনা করেন, "যখন আমর বিন সা'দ হুসাইন (রাদি.) এর বিরুদ্ধে অভিযানের নির্দেশ পায়, তখনই আমি তার কাছে যাই। সে আমাকে জানাল, "আমীর আমাকে হুসাইনের বিরুদ্ধে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল; কিন্তু আমি তা প্রত্যাখ্যান করেছি।" আমি তাকে বললাম, 'আল্লাহ তায়ালা তোমাকে দিয়ে খুব ভাল কাজ করিয়েছেন। আল্লাহ তোমাকে উত্তম নির্দেশনা দিন, তুমি এটা কক্ষনো করবেনা। হুসাইনের মোকাবিলায় কোন অবস্থাতেই যাবেনা।" এটা বলে আমি তার কাছ থেকে চলে আসি। পরে কেউ এসে আমাকে জানাল, ইবনে সা'দ তো হুসাইনের বিরুদ্ধে মানুষদের উত্তেজিত করছে। এটা শুনে আমি পুনরায় তার কাছে যাই। কিন্তু সে আমাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আমি বুঝতে পারলাম যে, এখন সে হুসাইনের মোকাবিলায় যেতে মন স্থির করে ফেলেছে। আমি (হতাশ চিত্তে) ফিরে আসলাম।

-----ত্বাবরী ২৩২/৬

ইবনে সা'দ ইবনে যিয়াদের নিকট এসে বলল, "আপনি আমার জন্য রায়ের হুকুমত লিখে দিয়েছেন। লোকেরাও তা জেনে গেছে। কাজেই ওই নির্দেশনামা এখন কার্যকর করুন। হুসাইনের বিরুদ্ধে অভিযানে আমার সাথে কুফার অমুক অমুক প্রভাবশালী ব্যক্তিদের পাঠান।" ইবনে যিয়াদ বলল, "আমি আমার ইচ্ছা পূরণে তোমার কোন হুকুম পালনে মোটেও বাধ্য নই যে, যাকে তুমি বলবে তাকেই সঙ্গে পাঠাব। যদি তুমি আমার সৈন্যদের নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাক তো বল, নয়তো (রায় সংক্রান্ত) আমার নির্দেশনামা ফেরত দাও।" ইবনে সা'দ বলল, "ঠিক আছে, আমি যেতে প্রস্তুত।" (ইবনে আসীর ২২/৪)

অতঃপর ৬১ হিজরীর ৩ মুহাররাম ইবনে সা'দ চারহাজার সৈন্যসমেত ইমামে পাকের বিরুদ্ধে কারবালায় এসে পৌঁছে।

শিক্ষনীয় বিষয়

যখন কোন মানুষের মধ্যে লোভ-লালসার মন্দ প্রবণতার উদ্রেক হয়, তখন সে আদল ও ইনসাফ, সবর ও নির্ভরশীলতা এবং সন্তুষ্টচিত্ত হওয়ার মতো উত্তম গুনাবলী থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। পরিণামে তারমধ্যে এমন ঘৃন্য ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হয়, তাতে সে বৈধ-অবৈধ, হালাল ও হারাম দেখেনা; বরং সময় সময় লোভের এ উন্মত্ততা অন্যায়ভাবে অপরের জানমাল হরণেও প্রবৃত্ত করে। হুযুর সাইয়িদে আলম (দ.) এ প্রসঙ্গে এরশাদ করেন

واتقوا الشح فان الشح اهلك من كان قبلكم حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم – (مسلم شريف باب تحريم الظلم)

অর্থাৎ - লোভলালসা থেকে বেঁচে থাক, কেননা এটাই তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছিল, এটাই তাদের খুন খারাবীতে লিপ্ত করেছিল, সেটা হারামকে হালাল করেছিল, (মুসলিম শরীফ, অধ্যায় ঃ যুলুমের নিষিদ্ধতা)

অপর এক বর্ণনায় সত্যের সংবাদদাতা নবীজি এরশাদ করেন,

ما ذئبان جائعان ارسلا فى غنم با فسد لها من حرص المرء على المال و الشرف لدينه- (ترمذى البواب الزهد)

দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘ বকরীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েও এতটা ক্ষতি করতে পারে না, যতটা সম্পদ ও মর্যাদার প্রতি মানুষের মোহ তার দ্বীন ও ঈমানকে ক্ষতিগ্রস্থ করে।

(তিরমিযী ঃ পার্থিব নিরাসক্তির অধ্যায়সমূহ)

اے ابن سعد 'رے' کی حکومت تو کیا ملی + ظلم و جفا کی جلد ہی تجھ کو سزا ملی
دنیا پرستو' دین سے منہ موڑ کے تمہیں + دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی
رسوائے خلق ہو گئے برباد ہو گئے + مردود تم کو ذلت ہر دو سرا ملی
تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان + اب دیکھنا جحیم میں جس دم سزا ملی

ইবনে সা'দ, তুই পেলি কি রায়ের হুকুমত?
জলদী পেলি অত্যাচারের শাস্তিটা আলবৎ।
সৃষ্টিকুলে ধিকৃত হে, ধ্বংস হলি তুই,
মরদুদ,তোর দুই জাহানে শুধুই যে লানৎ!
দুনিয়া পেতে দ্বীন থেকে তুই মুখ ফিরিয়ে কই,

islamibookbd.wordpress.com

দুনিয়া কিবা স্বস্তি নাহি, পেলি কি ইযযৎ?
তুইতো উজাড় করলি ওরে যাহরার এ গুলশান,
জাহান্নামের শাস্তি তো দেখ্, পুরবে মনোরথ।

কারবালায় পৌঁছে ইবনে সা'দ আরযা বিন কায়স আহমসীকে নির্দেশ দিল; হোসাইনের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস কর, তিনি এখানে কেন এসেছেন, কী চান তিনি ? কিন্তু আরযা ছিল ঐ শ্রেণীভূক্ত, যারা ইমামকে চিঠির পর চিঠি দিয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। এ কারণে ইমামের নিকট যেতে লজ্জা ও সংকোচ বোধ করছিল। ফলত: সে যেতে অস্বীকৃতি জানাল। ইবনে সা'দ সৈন্যদের মধ্যে অপরাপর শীর্ষস্থানীয় যাদেরকেই এ কাজের নির্দেশ দিচ্ছিল সবাই একথা বলে অস্বীকার করছিল যে, আমিও আমন্ত্রনকারীদের মধ্যে ছিলাম। কোন মুখে তাঁর সামনে যাব ?[৪] এভাবে কেউ যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিল না।

এ অবস্থা দেখে কাসীর বিন আব্দুল্লাহ শা'বী নামক অত্যন্ত দুঃসাহসী ও বেপরোয়া একলোক বলল, "হুসাইনের কাছে আমি যাচ্ছি। আর যদি আপনি বলেন, তো খোদার শপথ, অতর্কিত এক হামলায় আমি তাঁর (হুসাইন রাদি.) দফা রফা করে দেব।" ইবনে সা'দ বলল, "আমি এটা বলছি না যে, তুমি আচমকা আক্রমন করে তাঁকে কতল করে দাও; বরং আমি বলছি যে, আগে তাঁর কাছে যাও, গিয়ে জিজ্ঞেস করো যে, তিনি কেন এসেছেন আর কিইবা চান ?" কাসীর রওয়ানা হয়ে গেল। আবু সুমামা সায়েদী তাকে এগিয়ে আসতে দেখে ইমাম পাককে বললেন, "হে আবু আব্দুল্লাহ্ (হুসাইন রাদি.) খোদা আপনার মঙ্গল করুন, দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে খারাপ এবং রক্তপাতকারী লোকটি আপনার নিকট আসছে।" এটা বলেই আবু সুমামা দাড়িয়ে গেলেন এবং এগিয়ে এসে কাসীরকে বললেন, "তলোয়ার এক পাশে রেখেই ইমামের সাথে দেখা করতে পারো।" সে বলল, "খোদার কসম, এটা কখনো হতে পারেনা, আমি দূত হিসাবে একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। শুনে নাও তো ভালো, নয়তো আমি ফিরে যাচ্ছি।" আবু সুমামা বললেন, "ঠিক আছে তরবারী না রাখো, তো তোমার তরবারীর হাতলে আমি হাত রেখে আছি, তুমি ইমামের কাছে প্রস্থাব পেশ করো।" সে

[৪] এ থেকে বুঝাযায় যে সব লোকেরা মুহাব্বতের উচ্চ কণ্ঠে দাবী করে তাকে ডেকেছিল, তারাই ক্ষমতার সাথে মিলিত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছিল। কারণ তাদের মোটা অংকের উৎকোচ মিলেছিল। তাদের আচরণ বর্ণিত হয়েছে।

বলল, "আল্লাহর শপথ এটাও হবেনা, তুমি আমার তরবারীর হাতলে হাত লাগাতেই পারবেনা।" আবু সুমামা বললেন, "তবে যা বলার আমাকে বলো, আমি ইমামের খেদমতে পৌঁছে দেবো। কিন্তু আমি এই অবস্থায় তোমাকে তাঁর কাছে যেতে দেবো না। কেননা তুমি একজন দুষ্ট লোক।" উভয়ের মধ্যে অপ্রিয় বাকবিতন্ডা হল। পরে কাসীর প্রস্তাব না বলেই ফিরে গেল। গিয়ে ইবনে সাদকে অবস্থার বর্ণনা দিল। (ত্বাবরী ২৩৩/৬)

এরপর ইবনে সা'দ কুররাহ ইবনে ক্বায়েস হানযালীকে ডেকে বলল, এ কাজটা তুমি করো। কুররা রওয়ানা হয়ে গেল। তাকে আসতে দেখেই ইমাম নিজ সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করলেন "কেউ কি লোকটাকে চিনতে পার ?" হাবীব ইবনে মুজাহের বললেন, "জী হ্যাঁ, তাকে আমি চিনি, সে হানযালা গোত্রের, তমীমী সম্প্রদায়ের লোক। আমার বোনের ছেলে। আমি তো তাকে উত্তম আকীদার মনে করতাম। আশ্চর্য, সেও শত্রুদের সাথে এখানে এসে গেছে!"

ইত্যবসরে কুররা এসে পৌঁছে। সে এসে ইমামকে সালাম জানাল। আর ইবনে সা'দ এর কথা তাঁর কাছে ব্যক্ত করল। উত্তরে তিনি বললেন, "তোমাদের কুফা শহরের লোকেরা অনেক চিঠি লিখে আমাকে ডেকেছে। এখন আমার আগমন যদি তাদের অপছন্দ হয়, তবে আমি ফিরে যাচ্ছি।" হাবীব ইবনে মুজাহের কুররাকে বললেন, তুমি কি ফিরে গিয়ে ঐ যালিমদের দলভুক্ত হবে? শোন, সহযোগিতা তাঁদেরই করো, যাঁদের সম্মানিত পূর্বপুরুষের বদৌলতে আল্লাহ আমাদের এবং তোমাকে ঈমান দ্বারা সম্মানিত করেছেন।" কুররা বলল, "আমি যার সাথে আছি, তার পয়গামের জওয়াব তাকে অবশ্যই পৌঁছাব। এর পরেই দেখবো, আমাকে কি করতে হয়।" কুররা ইবনে সাদকে ইমামের উত্তর জানিয়ে দেয়। উত্তর শুনে ইবনে সা'দ বলল, "আশা তো করছি যে, আল্লাহ আমাকে হুসাইনের সাথে যুদ্ধ করা থেকে নিস্কৃতি দেবেন।" অত:পর সে নিজের প্রস্তাবনা এবং ইমামের উত্তর লিখে ইবনে যিয়াদের নিকট প্রেরণ করল। -(ত্বাবরী ২৩৬/৬)

ইবনে সা'দের ধারণা ছিল যে, এ সমঝোতামূলক পত্রের মাধ্যমে হয়তো কোন সন্ধি বা আপোষ রফার ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে এবং আমিও এ অন্যায় কাজ থেকে বেঁচে যাবো। কিন্তু দুর্ভাগ্যই তার নিয়তি হয়ে গিয়েছিল। কাজেই তার এ লেখা পড়ে ইবনে যিয়াদ নিম্মোক্ত কবিতার পংতিটি আওড়াল,

الان اذ اغلقت مخالبنابه – يرجو لنجاة و لات حين مناص

islamibookbd.wordpress.com

(আমাদের (হাতের) থাবা যখন তাকে বেঁধে ফেলেছে, তখন সে মুক্তি চাইছে, অথচ এখন তো পালাবার কোন অবকাশ নেই।) সে আমর বিন সা'দকে উত্তরে লিখল যে, "তোমার চিঠি আমি পেয়েছি। তুমি যা লিখেছে তা বুঝতে পারলাম। হুসাইন এবং তার সকল সঙ্গীকে বল, ইয়াযীদের বাইআত (বশ্যতা) গ্রহন করতে। যদি তাঁরা বাইআত গ্রহন করে নেন, তবে আমরা যা সমীচিন তাই করবো।"

ইবনে সা'দ যখন এই চিঠি পেল তখন বলল, আমি বুঝে গেছি যে, ইবনে যিয়াদের কাছে নিরাপত্তা ও শান্তির প্রস্তাব মঞ্জুর হয়নি। এর পরপরই ইবনে যিয়াদের দ্বিতীয় চিঠি ইবনে সা'দের কাছে পৌঁছল। যাতে লিখা ছিল এই নির্দেশ,

পানি বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ

فحل بين الحسين واصحابه و بين الماء ولا يذوقوا منه قطرة كماصنع بالتقى الزكى المظلوم امير المؤمنين عثمان بن عفان-

অর্থাৎ- "হুসাইন ও তাঁর সাথীদের মাঝে এবং ফোরাতের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াও। পানি এমন ভাবে বন্ধ করে দাও, যেন তাঁরা এক ফোঁটাও পান করতে না পারে। যেমনটি মুত্তাকী নির্মলচিত্ত মজলুম আমীরুল মুমেনীন (হযরত) ওসমান বিন আফফান (রাদি.) এর সাথে করা হয়েছিল।" এ নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে ইবনে সা'দ আমর বিন হাজাজকে পাঁচ শ' সৈন্যের আরোহী বাহিনীর অধিনায়ক বানিয়ে ফোরাতের তীরে মোতায়েন করে দেয়। এরা ফোরাত এবং ইমামের মাঝে বাঁধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়, যাতে তিনি এক বিন্দু পানিও না নিতে পারেন।

حاکم کا حکم یہ تھا کہ پانی بشر پئیں + گھوڑے پئیں اونٹ پئیں اہل ہنر پئیں
سب چرند و پرند پئیں منع تم نہ کیجو + پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجو

হাকীম এমন হুকুম করে লোকে পানি করবে পান,
পান করবে উটও ঘোড়া আরো আছে যাদের প্রাণ।
পশুপাখী নেবে পানি, নেই তো কোন বাঁধা নেই,
ফাতেমারই বেটায় শুধু দিওনা এক ফোঁটাও দান।

আব্দুল্লাহ ইবনে আবী হুসাইন আরযমী উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলো, "হে হুসাইন দেখতে পাচ্ছ, (ফোরাতের) পানি আকাশের বিশালতা নিয়ে ঢেউ খেলছে, কিন্তু খোদার শপথ, তোমার কপালে এর এক ফোঁটাও জুটবেনা। আর

তোমরা এভাবে তৃষ্ণার্ত হয়েই মরবে।" (নাউযুবিল্লাহ) তার এ কথা শুনে ইমাম (রাদি.) বললেন اللهم اقتله عطشا و لاتغفر له ابدا অর্থাৎ "হে আল্লাহ, তাকে পিপাসার্ত অবস্থায় মৃত্যু দাও। আর তাকে কখখনো ক্ষমা কোরনা।" এর পরেই এ অভদ্র বে-আদব অসুস্থ হয়ে পড়ে। হামীদ ইবনে মুসলিম বর্ণনা করেন, "আমি তাকে দেখতে গেলাম। লা শরীক এক আল্লাহর কসম, তার অবস্থা এমন হয়ে ছিল যে, পানি পান করতো সাথে সাথে বমি করতো। আবার পান করত এবং গল গল করে বমি করে দিত। এভাবে সারাক্ষণ পানি পানি করে চেঁচাত অথচ তৃষ্ণা মেটাতে পারত না। এ অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটে।"

-(ত্বাবরী ২৩৪ / ৬, ইবনে আসীর ২২ /৪)

ইমামে পাক ভাই আব্বাস ইবনে আলীর সাথে ত্রিশজন আরোহী এবং বিশজন পদাতিক সৈন্য দিয়ে পানি আনতে পাঠালেন। আমর বিন হাজ্জাজ নিজের সাঙ্গ পাঙ্গদের নিয়ে প্রতিরোধ করল। কিন্তু হযরত আববাসও নিজ সঙ্গীদের নিয়ে মোকাবিলা করেন। উভয় দলের মধ্যে সংঘর্ষ হল। কিন্তু এ লড়াইয়ে হযরত আব্বাস পানি সংগ্রহে সফল হয়েছিলেন।

(ত্বাবরী ২৩৪ / ৬, ইবনে আসীর ২২ / ৪)

ইমামে আলী মকাম (রাদি.) উমর বিন কুরজা বিন কা'ব আনছারীর মাধ্যমে ইবনে সা'দের কাছে প্রস্তাব দিলেন; "আমি আজ রাতে উভয় পক্ষের লোক লস্করের মাঝখানে তোমার সাথে সাক্ষাত করতে চাই।" ইবনে সা'দ তা মেনে নেয়। রাতে সে বিশজন অশ্বারোহীকে সাথে নিয়ে উপস্থিত হল। ইমামও বিশজন আরোহী নিয়ে তাশরীফ আনলেন। ইমাম সঙ্গীদের পৃথক রাখলেন, ইবনে সা'দও নিজের সঙ্গীদের আলাদা স্থানে সরিয়ে দেয়। দু'জনের মধ্যে দীর্ঘক্ষন যাবৎ একান্তে কথাবার্তা হল,যা অন্য কেউ শোনেনি। অতঃপর দু'জনে নিজ নিজ সঙ্গীদের কাছে ফিরে আসলেন। এ কথাবার্তা নিয়ে দুটি মত পাওয়া যায়। (এক) তিনি ইবনে সা'দকে বললেন,"আমরা দু'জনে নিজ নিজ লোক লস্কর এখানে রেখে ইয়াযীদের কছে যাব। ইবনে সা'দ বললো,'আমার ভয় হচ্ছে এটা করলে আমার ঘরবাড়ী ধংস করা হবে। আমার সকল সম্পত্তি জায়গা-জমি বাজেয়াপ্ত করা হবে।" তিনি বললেন,"আমি তোমাকে এর চেয়ে ভাল ঘর বানিয়ে দেব,এর চাইতে উত্তম সম্পত্তি দেবো। ইবনে সা'দ কোন মূল্যে সে প্রস্তাবে সাড়া দিতে প্রস্তুত হয়নি।

(দুই) তিনি ইবনে সা'দের কাছে তিনটি প্রস্তাব রেখে এর যে কোন একটি মানতে বললেন। (১) আমাকে যেখান থেকে এসেছি, সেখানে ফিরে যেতে

islamibookbd.wordpress.com

দাও। (২) আমাকে সোজা ইয়াযীদের কাছে নিয়ে চলো,আমি সরাসরি তার হাতে হাত দেবো,পরে আমার এবং তাঁর মাঝে যে ফায়সালা হবার আছে, তা-ই হবে। (৩) আমাকে ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর কোন একটি প্রান্তে নিয়ে যাও, আমি সেই সীমান্তবাসীদের সাথে থেকে কালাতিপাত করবো।

এ তিনের প্রথমোক্ত বর্ণনা কিছুটা হলেও শুদ্ধ বলে মনে করা যায়; কিন্তু দ্বিতীয় মতটি যে সব তথ্য সম্পর্কিত তা, বর্ণনা কিংবা বিবেকগ্রাহ্যতা কোন দিক থেকেই আমলে আনা যায় না।

বর্ণনার দিক থেকে এ জন্যই গ্রহণযোগ্য নয়, যেহেতু তার বর্ণনায় আলমুজালিদ ইবনে সাঈদ হামদানী রয়েছে, যার বর্ণনা মুহাদ্দেসীনে কেরামের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লামা হাফেজ যাহাবী ও ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী উভয়েই তার সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করেছেন,তাকে বর্ণনা গ্রহনের অযোগ্য বলে সাব্যস্ত করেন।

বিবেকগ্রাহ্যতার দিক থেকেও গ্রহণযোগ্য নয়, একারণে যে(ইবনে সা'দের প্রতি) ইবনে যিয়াদের হুকুমই তো ছিল এটা যে, হুসাইন যদি বাইয়াত গ্রহনে স্বীকৃত হয়, তবে তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না। সেখানে ইমাম হুসাইন যদি এ কথাতে সম্মতি জানাতেন যে, আমি ইয়াযীদের হাতে হাত দিতে (অর্থাৎ বাইয়াত গ্রহণে) তৈরী,তাহলে ইবনে সা'দ ও ইবনে যিয়াদের সেটা গ্রহণ না করা এবং তাঁর সাথে যুদ্ধ করে তাঁকে ও তাঁর সাথীদের শহীদ করা কি করে যুক্তি সঙ্গত হবে?

তার বিপরীতে উকবা ইবনে সমআনের বর্ণনা রয়েছে। তিনি বলেন,"আমি মদীনা পাক থেকে মক্কা মুকাররামা পর্যন্ত এবং মক্কা শরীফ থেকে ইরাক পর্যন্ত বরাবরই ইমাম হুসাইনের সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম,শাহাদাতের দিন পর্যন্ত কোন একটি সময় আমি তাঁর থেকে আলাদা হইনি। আমি তাঁর সব কথাবার্তা ও বক্তৃতাসমূহ শুনেছি,কিন্তু খোদার কসম,তিনি কদাচও একথা কখনো বলেননি যে,আমি আমার (আনুগত্যের)হাত ইয়াযীদের হাতে দিয়ে দেব। বরং তিনি সর্বক্ষণ এটাই বলতেন যে,আমার পথ ছেড়ে দাও,আমি আল্লাহর বিশাল বিস্তৃত যমীনের কোথাও চলে যাই। আর আমি শেষ পর্যন্ত দেখে যেতে চাই যে মানুষ (এ ব্যাপারে) কী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।

(ত্বাবরী ২৩৫/৬,ইবনে আসীর ২২/৪)

ইবনে সা'দ দুনিয়াবী প্রভাব-প্রতিপত্তির লোভে যদিও ইমামের সাথে মোকাবিলার এসে গিয়েছিল; কিন্তু মনের দিক থেকে সে চাইছিল না যে,এমন মহাপাপ তার দ্বারা হোক। এজন্য সে বারবার এটাই চাচ্ছিল যে,

এমন একটা উপায় বেরিয়ে আসুক, যাতে সংঘর্ষ এড়ানো যায়। এ লক্ষেই তার এবং ইমামের মাঝে তিন/চার বৈঠক আরো হয়েছিল।

এটাও বিচিত্র নয় যে,যুদ্ধের আগুন নিভাতে গিয়ে সে নিজের পক্ষ থেকেই হয়তো কথা গুলো বাড়িয়ে দিয়েছিল। কেননা দু'টি পক্ষের মাঝে যখন চরম দ্বন্দ্ব হয়,এমনকি যুদ্ধের আশংকা হয়, তখন তাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের ধারায় মিথ্যাচারও বৈধ। হুযুর (দ.)এর ফরমান আছে,

لايحل الكذب الا فى ثلاث يحدث الرجل امرأته ليرضيها والكذب فى الحرب والكذب ليصلح بين الناس-

তিনটি বিশেষ স্থান ব্যতিত মিথ্যা বলা হালাল নয়।

১. স্ত্রীকে পরিতুষ্ট করার উদ্দেশ্যে যখন স্বামী কথা বলে। ২. যুদ্ধের ময়দানে,৩. মানুষের মাঝে সন্ধি স্থাপনের সময়। যথারীতি ইবনে সা'দ ইবনে যিয়াদের কাছে লিখল, "আল্লাহ্ আগুনের লেলিহান শিখাকে নিভিয়ে দিলেন। সৃষ্টি করলেন ঐক্যের পরিবেশ। উম্মতের (কঠিনতর) বিষয়টি মিটিয়ে দিলেন এভাবে যে, হুসাইন আমাকে তিনটি প্রস্তাব দিয়েছেন, (ক) তিনি যেখানে থেকে এসেছেন, সেখানে চলে যাবেন. (খ) আমাদের পছন্দমত সীমান্তবর্তী কোন এলাকায় তাঁকে পাঠিয়ে দেই, (গ) ইয়াযীদের কাছে নিজে গিয়ে সরাসরি তার হাতে নিজহাত অর্পন করবেন। পরে উভয়ের সমঝোতায় যে সিদ্ধান্ত হবে, তাতে তোমাদের সন্তুষ্টি এবং উম্মতের জন্যও কল্যাণকর হবে।"

(ত্বাবরী ২৩৫/৬, ইবনে আসীর ২২/৪)

ইবনে সা'দের এ চিঠি ইবনে যিয়াদের কাছে পৌছল। বর্ণিত তিনটি প্রস্তাবের কোন একটি মেনে নিতে তারও ইচ্ছে হল। ঐ সময়ে ইবনে যিয়াদের নিকট শীমার বিন যিল জওশন বসা ছিল। ঐ দূর্ভাগা দাঁড়িয়ে গেল। বলল, "তুমি কি হুসাইনের শর্ত মানছো? অথচ এ মূহুর্তে সে তোমার হাতের মুঠোয় রয়েছে। আল্লাহর শপথ, যদি সে তোমার আনুগত্য ছাড়াই এখান থেকে চলে যায়, তবে এটা তো তাঁরই বিজয় ও শক্তিমত্তা আর তোমাদের পরাজয় ও দূর্বলতার কারণ হবে। এ সুযোগ তাঁকে কখনো দিওনা। এতে তোমাদের সম্পূর্ণ অমর্যাদা হবে। বরং উচিৎ এটাই হবে যে, হুসাইন এবং তাঁর সকল সহচর তোমাদের নির্দেশের সর্বাত্মক অনুগত হবে। যদি তুমি তাদের এখন শাস্তি দাও, তবে দাও, তোমার অধিকার আছে, আর যদি ক্ষমা করো, তারও এক্তেয়ার রয়েছে। খোদার শপথ, আমি তো এটা জানতে পেরেছি

islamibookbd.wordpress.com

যে, হুসাইন এবং ইবনে সা'দ নিজ নিজ সৈন্যদের নিয়ে রাতের পর রাত বসে বসে আলোচনায় মিলিত হচ্ছে।"

ইবনে যিয়াদ বলল, "তুমি খুব ভাল পরামর্শ দিয়েছো, আমার চিঠি নিয়ে তুমি এখনই ইবনে সা'দের কাছে যাও।" এর পর ইবনে যিয়াদ ইবনে সা'দকে লিখল,

"আমি তোমাকে এ জন্য তো প্রেরণ করিনি যে, তুমি হুসাইনকে অবকাশ দিতে থাকবে, আর সুপারিশকারীর মত তাঁর জীবনের নিরাপত্তা চাইবে। যদি হুসাইন এবং তাঁর সাথীরা আমার নির্দেশের প্রতি গর্দান ঝুঁকায়, তবে তাঁদের আজ্ঞাবাহীর মতো আমার কাছেই পঠিয়ে দাও। যদি তারা এটা না করে তো, তাৎক্ষণিক তাঁদের উপর হামলা করে তাদের হত্যা করো, এর পর শিরচেছদ করে লাশ গুলোর উপরে ঘোড়া দৌড়িয়ে নিষ্পেষিত করে ফেলো। কেননা তারা ঐ আচরণেরই উপযুক্ত। তুমি যদি আমার নির্দেশ মোতাবেক কাজ কর, তবে তোমার প্রতিদান সেটাই মিলবে, যা একজন অনুগত ও বাধ্যগত লোকে পায়। আর যদি এ কাজ তুমি করতে না চাও, তবে আমার সৈন্য-সামন্ত শিমার-এর হাতে ন্যস্ত করে দিয়ে তুমি সরে পড়ো। আমি শিমারকে সব নির্দেশনা দিয়ে ফেলেছি। সে আমার নির্দেশ পালন করবে।"

(ত্বাবরী ২৩৬/৬, ইবনে আসীর ২৩/৪)

ইবনে যিয়াদ যখন এ চিঠি শিমারকে দিচ্ছিল, তখন ঐ সময় আবদুল্লাহ্ ইবনে আবুল মহল বিন খেরামও ইবনে যিয়াদের নিকট উপস্থিত ছিল। তার ফুফু উম্মুল বনীন বিনতে খেরাম প্রথম দিকে আলী (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু)'র পত্নী ছিলেন। তাঁর গর্ভে হযরত আব্বাস, হযরত আবদুল্লাহ, জা'ফর এবং উসমান জন্মগ্রহণ করেন। সে আবেদন জানাল, 'আল্লাহ্ আমীরের মঙ্গল করুন, আমার ভাগ্নেরা হুসাইনের সঙ্গে রয়েছে, আমীর যদি সঙ্গত বিবেচনা করেন, তো তাদের জন্য নিরাপত্তার হুকুম লিখে দেবেন।' ইবনে যিয়াদ তা মঞ্জুর করল। আবদুল্লাহ এ নিরাপত্তানামা স্বীয় ক্রীতদাস কাযমানকে দিয়ে ভাগ্নেদের নিকট পাঠিয়ে দিল। সেই গোলাম নিরাপত্তানামা নিয়ে গিয়ে তাঁদের ডাকল এবং বলল, "তোমাদের মামা তোমাদের জন্য এ নিরাপত্তানামা পাঠিয়েছেন।" আত্মমর্যাদাসম্পন্ন বীর জওয়ানরা বলল, "মামাকে আমাদের সালাম জানিয়ে বলবে, তোমাদের

নিরাপত্তা আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। খোদাতা'য়ালার দেয়া নিরাপত্তা (আমাদের দরকার যা) ইবনে যিয়াদের দেয়া নিরাপত্তার চাইতে উত্তম।

(ত্বাবরী ২৩৬/৬, ইবনে আসীর ২৩/৪)

ইবনে যিয়াদের লিখিত চিঠি শিমার এসে ইবনে সা'দকে দিল। চিঠি পড়ে ইবনে সা'দ বিচলিত হয়ে পড়ল। শিমারের উদ্দেশ্যে বলল, 'আল্লাহ্ তোমার ধ্বংস করুন, তুমি এটা কী নিয়ে এসেছো? খোদার কসম, আমার মনে হয় আমার লিখিত প্রস্তাব মানতে তুমিই ইবনে যিয়াদকে বারণ করেছো। আফসোস, তুমিই বিষয়টি গোলমেলে করে দিলে। যার সমঝোতা আমি আশা করেছিলাম। খোদার কসম, হুসাইন কখনো ইবনে যিয়াদের বশ্যতা স্বীকার করবেনা। তাঁর পাঁজরের ভেতরে রয়েছে এক স্বাধীন আত্মা।" শিমার সব কিছু শোনার পর বলল, "আচ্ছা এখন বলো, তোমার কী ইচ্ছা? আমীরের নির্দেশ মেনে তার শত্রুদের কতল করতে রাজী আছ কি না? যদি না মেনে থাক, তবে সৈন্যসামন্ত আমাকে হস্তান্তর করে দাও।"

ইবনে সা'দের পুনরায় সুযোগ মিলেছিল যে, সৈন্য সামন্ত শিমারের নিকট বুঝিয়ে দিয়ে সে ঐ অনাচারের নায়ক হওয়া থেকে বেঁচে যেতে পারত। কিন্তু তার তো রায়ের হুকুমত প্রত্যাশিত ছিল। ঐ নরাধম খাতুনে জান্নাতের বাগানের ফুলগুলোকে রক্তে ধুলায় গড়াগড়ি করতেই প্রস্তুত হয়ে যায়। আর বলে "আমি আমীরের নির্দেশ পালন করবো।"

آنکھیں اگر ہیں بند تو پھر دن بھی رات ہے + اس میں قصور کیا ہے بھلا آفتاب کا

চক্ষু যদি বন্ধ থাকে দিনকে বলো রাত তবে,
বন্ধ চোখে সূর্যের আলোর কীই বা অপরাধ হবে?

শিমার ইমামের কাফেলার সামনে আসল। বলল, "আমার বোনের ছেলেরা কোথায়?" এটা শুনে হযরত আব্বাস ইবনে আলী এবং তাঁর ভায়েরা এগিয়ে এসে বলল, "ব্যাপার কী?" শিমার বলল, "হে আমার বোনের ছেলেরা, তোমাদের জন্য নিরাপত্তা।" এবারে দৃপ্ত ব্যক্তিত্ব জোয়ানেরা আগের চেয়েও অনেক কঠোর উত্তর দিল, "তোমার উপর এবং তোমার দেয়া নিরাপত্তার উপর আল্লাহর লা'নত। তুমি আমাদের নিরাপত্তা দিচ্ছ, অথচ রাসুলের সন্তানের জন্য তোমার নিরাপত্তা নেই! ধিক!

(ত্বাবরী, ইবনে আসীর)

islamibookbd.wordpress.com

হযরত মুহাম্মদ ইবনে উমর ইবনে হাসান (রাদি.) বললেন,

كنا مع الحسين بنهرى كربلا فنظر الى الشمر ذى الجوشن فقال صدق الله ورسوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانى انظر الى كلب ابقع يلج فى دم اهل بيتى وكان شمر ابرص-

আমরা কারবালায় দুই নদী তীরে ইমাম হোসাইন (রাদি.) এর সঙ্গে ছিলাম, শিমার যিল জওশনকে দেখে ইমাম বললেন, আল্লাহ্ ও রাসুল সত্যই বলেছেন। রাসুলুল্লাহ (দ.) এরশাদ করেছিলেন, আমি চিত্রবর্ণ এক কুকুরকে দেখতে পাচ্ছি, যে, আমার আহলে বাইআতের রক্তে মুখ দিচ্ছে। শিমার শ্বেতীরোগ বিশিষ্ট ছিল।

(ইবনে আসাকীর, সিররুশ শাহাদাতাইন-২৮ পৃঃ)

একটি রাতের অবকাশ

৬১ হিজরী, মুহররম ৯, বৃহস্পতিবার ইমামে আলী মকাম তরবারী সমেত নিজ তাঁবুতে বসে দুই জানুতে মাথা রেখে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছেন, ওদিকে ইবনে সা'দ নিজ সৈন্যদের আহ্বান করল, "হে, আল্লাহর (!) সিপাহীরা দুশমনের উপর হামলা করতে তৈরী হয়ে যাও, ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে যাও।" এ আহ্বানে ইয়াযীদ বাহিনীর মধ্যে শোর পড়ে গেল। শোরগোল শুনে ইমাম হোসাইন (রাদি.) এর সহোদরা সাইয়্যিদা যয়নব (রাদি.) নিকটে এসে তাঁকে জাগিয়ে দিলেন। দু'জানু থেকে মাথা উঠিয়ে ইমাম বললেন,

انى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المنام فقال لى انك تروح الينا-

"আমি এখনই রাসুলুল্লাহ (দ.) কে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি আমাকে বলছেন "নিশ্চয় তুমি আমাদের কাছে আসছো।" এটা শুনে তাঁর বোন কেঁদে উঠে বললেন, "হায়রে মুসীবৎ!" ইমাম বললেন, "না বোন, এটা তোমাদের জন্য মুসীবত নয়; আল্লাহ তোমার প্রতি রহমত করুন। ধৈর্য্য ধরে নিরব থেকো।"

হযরত আব্বাস (রাদি.) বললেন, "ভাইয়া, লোকগুলো আপনার দিকে আসছে।" ইমামও তাদের দিকে এগিয়ে যেতে উঠে পড়লেন। হযরত আব্বাস বললেন, "না, আপনি যাবেন না, আমিই যাচ্ছি।" তিনি বললেন, "তোমার জন্য উৎসর্গ হই, ঠিক আছে, যাও ভাই, তাদের উদ্দেশ্যটা কি জেনে আসো। তারা এখানে আসতে চায় কেন?"

হযরত আব্বাস বিশজন অশ্বারোহীকে সাথে নিয়ে তাদের কাছে আসলেন, যাঁদের মধ্যে যুহাইর বিন কায়েন এবং হাবীব ইবনে মুজাহেরও ছিলেন।

জিজ্ঞেস করা হল তারা কী চায়? তারা ইবনে যিয়াদের হুকুম জানিয়ে দিল। আরো বলল, "তার হুকুম শিরোধার্য করে নাও, নচেৎ যুদ্ধ করতে এবং কতল হতে প্রস্তুত হয়ে যাও। হযরত আব্বাস বলেন, "একটু থামো, তাড়াহুড়ো করবেনা, আমি ইবনে রাসুল (দ.)কে তোমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করছি।" তিনি ইমামকে অবহিত করলেন, ইমাম বললেন, "তাদেরকে বলো, আমাদের যেন একটি রাতের অবকাশ দেয়, যাতে ঐ রাতে আমরা ভাল করে নামায পড়ে নিতে পারি। প্রার্থনা করে নিই এবং তাওবা ও ইস্তেগফার করি। আল্লাহ তা'য়ালা ভালোই জানেন যে নামায, তেলাওয়াত এবং দুআ' ইস্তেগফারের সাথে আমার কতখানি অন্তরের সম্পর্ক। পাশাপাশি নিজ পরিবার-পরিজনের উদ্দেশ্যে কিছু অন্তিম উপদেশও দিয়ে যেতে চাই।" হযরত আব্বাস গিয়ে ইবনে সা'দ এর বাহিনীকে বললেন. "আমাদের একটি রাতের অবকাশ দাও, যাতে রাতের মধ্যে কিছু ইবাদত করে নিতে পারি। আর এ বিষয়টি নিয়ে আমরা আরো কিছু চিন্তা ভাবনা করে দেখি। পরে যা সিদ্ধান্ত হবে সকালে তোমাদের জানিয়ে দেব।" তারা একথা মেনে নিল।

সহযাত্রীদের উদ্দেশ্যে ইমামের ভাষণ

এর পর ইমামে পাক নিজের সফরসঙ্গীদের জড়ো করলেন। ইমামের প্রিয়পুত্র সাইয়িদুনা আলী আওসাত হযরত যয়নুল আবেদীন (রাদি.) বর্ননা করেন, "আমি তাঁর নিকট গিয়ে বসলাম, উদ্দেশ্যে ছিলো- আব্বাজান কী বলেন, তা ভালো করে শুনবো। অথচ আমি ছিলাম অসুস্থ। তিনি তাঁর সফরসঙ্গীদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন,"

اثنى على الله تبارك وتعالى احسن الثناء واحمده على السراء والضراء اللهم انى احمدك على ان اكرمتنا بالنبوة وجعلت لنا اسماعا وابصارا وافئدة وعلمتنا القران وفقهتنا فى الدين فاجعلنا لك من الشاكرين اما بعد فانى لا اعلم اصحابا اوفى ولا خير من اصحابى ولا اهل بيت ابرولا اوصل من اهل بيتى فجزاكم الله جميعا عنى خيرا الا وانى لا ظن يومنا من هؤلاء الاعداء غدا وانى قد اذنت لكم جميعا فانطلقوا فى حل ليس عليكم منى ذمام هذا الليل قد غلثتكم فاتخذوه جملا و لياخذ كل رجل منكم بيد رجل من اهل بيتى فجزاكم الله جميعا ثم تفرقوا فى البلاد فى سوادكم و مدا ئنكم حتى يفرج الله فان القوم يطلبوا فى و لو اصابونى لهوا عن طلب غيرى-(ابن اثير 26/4-طبرى238/6)

আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি, আনন্দিত কিংবা বেদনাগ্রস্থ উভয় অবস্থায়। আল্লাহর সর্বোত্তম হামদ ও সানা, হে আল্লাহ আমি তোমার প্রশংসা করছি,

islamibookbd.wordpress.com

তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, তুমি আমাদের নবী প্রেরণের মাধ্যমে সম্মানিত করেছো, তুমি আমাদেরকে শোনার জন্য কান দিয়েছো, দেখার জন্য চোখ দিয়েছো, আরো দিয়েছো অন্তরসমূহ, কুরআন শিখিয়েছো, দ্বীনের উপলব্ধি দান করেছো, অত:পর (আমার সঙ্গীরা)!

আমি আমার সঙ্গীদের চাইতে কারো সঙ্গীদেরকে বেশী বিশ্বস্ত আর উত্তম মনে করিনা। আমার আহলে বাইত তথা পরিবার বর্গের চাইতে কারো পরিবারবর্গকে বেশী সৎকর্মপরায়ন এবং আত্মীয়তাসচেতন বলে মনে করি না। আল্লাহ্ তা'য়ালা তোমাদের সবাইকে আমার পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান নসীব করুন। শুনেরাখবো, আমার স্থির বিশ্বাস যে, আমাদের এ সময় কাল থেকে দুশমনদের মোকাবিলায় (শুরু হবে)। আমি তোমাদের খুশী মনে অনুমতি দিচ্ছি। তোমরা রাতের অন্ধকারেই (নিরাপদ স্থানে) চলে যাও, আমার পক্ষ থেকে তার কোন সমালোচনা হবেনা। একটি করে উট নিয়ে নাও, তোমরা এক এক জন আমার আহ্লে বাতের এক এক জনের হাত ধরে সঙ্গে নিয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সবাইকে উৎকৃষ্ট বদলা দেবেন। পরে তোমাদের আপন আপন শহর বা গ্রামে চলে যাবে। এক সময় আল্লাহ তা'য়ালা এ মুসীবৎ সহজ করে দেবেন। নিঃসন্দেহে এ (শত্রু)রা আমাকেই শুধু হত্যা করতে চায়। আমাকে কতল করতে পারলে এদের আর কাউকে প্রয়োজন নেই।" (ইবনে আসীর ২৪/৪, ত্বাবরী ২৩৮/৬)

সহযাত্রীদের প্রত্যুত্তর

ঐ ভাষণ শোনার পর ইমামের ভাইপো, ভাগ্নেবৃন্দ সমস্বরে বলে উঠলেন, "আমরা কি শুধু এ উদ্দেশ্যেই চলে যাবো যে, আপনার পরে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে? ঐ দিন যেন আল্লাহ্ আমাদের না দেখান।"

ইমামে পাক আকীলের সন্তানদের উদ্দেশ্যে বললেন, "মুসলিমের শাহাদৎ তোমাদের জন্য যথেষ্ট, কাজেই আমি তোমাদের অনুমতি দিচ্ছি, তোমরা চলে যাও।" তেজদীপ্ত স্বমহিমাধন্য ভায়েরা বললেন, "আমরা মানুষদের কী জবাব দেব? নিজ সর্দার, নিজ মুনিব, নিজেদের সর্বোত্তম ভাইটিকে আমরা শত্রুদের কবলে রেখে চলে এসেছি? এটাও কি হয় যে, আমরা তাঁর সহযোগী হয়ে একটি তীর চালাইনি, না একটা বর্শা নিক্ষেপ, না তলোয়ারের একটি আঘাত এবং জানতেও পারবনা (শত্রু আক্রান্ত) অসহায় ভাইটির কী

পরিণাম হলো? খোদার কসম? আমরা কখনো এমনটি করবনা! বরং আমরা নিজেদের জান মাল, পরিবার-পরিজন সবকিছু আপনার চরণে উৎসর্গ করবো। আপনার সাথে মিলে আপনার দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। যে পরিণাম আপনার হবে, সেটা আমাদেরও হবে। আল্লাহ্ যেন আমাদের সেই জীবন না দেন, যাতে আপনার পরেও বেঁচে থাকতে হয়।"

হযরত মুসলিম বিন আওসাজা আলআসাদী দাঁড়িয়ে বললেন, "আমরা আপনাকে রেখে যদি চলে যাই, আপনার প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে আমরা কী জবাব দেব? খোদার কসম! আমি ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার সঙ্গ ছাড়বোনা, যতক্ষণ না দুশমনের বুকে আমার এ বর্শা নিক্ষেপ করি এবং তলোয়ার না চালাই। খোদার কসম, যদি আমার হাতে কোন অস্ত্রই না থাকে, তবুও আমি দুশমনদের বিরুদ্ধে পাথর মেরে হলেও যুদ্ধ করতাম। এভাবেই আমি আপনার চরণে উৎসর্গ হয়ে যেতাম।" (ইবনে আসীর ২৪/৪)

হযরত সা'দ বিন আবদুল্লাহ্ হানাফী উঠে বললেন, "খোদার কসম, আমরা ঐ পর্যন্ত আপনার সঙ্গ ত্যাগ করব না, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'য়ালা এটা দেখে নেন যে, আমরা রাসুলুল্লাহ্ (দ.) এর পরে তাঁর আওলাদে পাককে কীরূপে হেফাযত করেছি। খোদার কসম, যদি আমার এটাও জানা হয় যে, আমাকে সত্তরবার এভাবে কতল করা হবে যে, প্রত্যেক বারই জীবন্ত জ্বালিয়ে দেয়া হয়। আমার ভস্ম বাতাসে ছড়িয়ে দেয়া হয়। তথাপিও আমি আপনার সঙ্গ ছাড়বোনা। আর এখন তো একটিবার মাত্র মৃত্যুবরণ করা। যে মৃত্যুতে রয়েছে অনন্তকালের সম্মান ও মর্যাদা। তবে ওটাকে কেন আমি হাসিল করবনা?" (তাবরী-২৩৯/৬)

হযরত যুহাইর বিন কায়েন উঠে বললেন, "খোদার কসম, আমি তো এটাই চাই যে, "আমাকে কতল করা হোক, আবার জিন্দা করা হোক। আবারও কতল করা হোক, আবারও জিন্দা করা হোক, এভাবে সহস্রবার জিন্দা করে সহস্রবার কতল করা হোক আর আমার সহস্রবার কতল হওয়ার বিনিময়ে আল্লাহ্ আপনার পবিত্র সত্তা এবং আপনার আহলে বায়তের নওজোয়ানদের বাঁচিয়ে রাখতেন। (তবেই উত্তম)।

মোট কথা এভাবে তাঁর প্রতিটি সহচর আর নিবেদিতপ্রাণ সঙ্গী নিজ নিজ আত্মনিবেদনের ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। আর রাসুলে পাক (দ.) এর পবিত্র

islamibookbd.wordpress.com

বাণীর বাস্তবায়ন করতঃ উভয় জগতের সৌভাগ্য অর্জন করলেন। যেমন- হযরত আনাস ইবনে হারেস (রাদি.) বর্ণনা করেন,

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان ابنى هذا يقتل بارض يقال لها كربلا فمن يشهد ذالك منكم فلينصره فخرج انس بن الحارث الى كربلا فقتل بها مع الحسين (سر الشهادتين –البداية والنهنايته-خصائص كبرى) –فجزاهم الله خير الجزاء-

অর্থাৎ- "আমি রাসুলুল্লাহ (দ.) কে বলতে শুনেছি যে, আমার এই বেটা (হুসাইন) সেই ভূখণ্ডে নিহত হবে, যাকে কারবালা বলা হয়। তোমাদের মধ্যে যেই সেখানে উপস্থিত থাকবে সে যেন তাঁকে সাহায্য করে।" সুতরাং আনাস বিন হারেসও কারবালায় গেলেন এবং ইমাম হোসাই (রাদি.) এর সাথে শাহাদাত বরণ করেন। (সিররুশ শাহাদাতাইন পৃঃ ২৯, বিদায়াহ্ ওয়া নিহায়া-১৯৯/৮, খাসায়েসে কুবরা-১২৫/২)।

অতএব, আল্লাহ তাঁদের দিয়েছেন উত্তম প্রতিদান।

حقا کہ عجب فوج تھی فوج شہ ابرار + جن لوگوں کا عباس دلاور سا علم دار
ہم شکل پیمبر سا جواں فوج کا سالار + مختار وہ تھا جو خلق کا مختار
ایسا کسی سردار نے لشکر نہیں پایا + لشکر نے بھی اسطرح کا افسر نہیں پایا
ظاہر میں گرچہ تھے رفقاء شاہ کے قلیل + پیش خدا مگر وہ حقیقت میں تھے جلیل
جرات میں بے نظیر شجاعت میں بے عدیل + سرگرم جان دینے پہ سب صورت خلیل
فاقوں میں صبر و شکر سے دل انکے سیر تھے + جاں باز تھے جری تھے مجاہد تھے شیر تھے
اخران لوگوں نے شبیر پہ کی جانیں فدا + شہ کی الفت میں تنوں سے ہوئے سر انکے جدا
خوں سے اپنی جواں مردی کے نقشوں کو لکھا + اپنے مذہب کی حمایت میں یہ ایثار کیا
ان میں ہر اک نے شجاعت و جواں مردی وہ کی + آج تک اسکی مثال ایک بھی دیکھی نہ سنی

পূণ্যবানের ইমাম, তাঁহার আজব দেখি সে লস্কর,
আব্বাস যাঁর উঁচায় নিশান বীরত্ব আর তেজ প্রখর।
অগ্রভাগে বীর সেনানী নবীর রূপে রূপনগর,
সৃষ্টিতে যাঁর সব ক্ষমতা, চালান তিনি এই বহর।
পায় তো এমন বীর সেনানী কোথায় আছে সেই প্রধান,
কোথায় পাবে সৈন্যরাও এমনি নায়ক বীর মহান?

ইমাম শাহীর সৈন্যরা সে বাহ্যতঃ যদিও কম,
আল্লাহ্ তায়ালার কাছে কিন্তু কদর তাঁদের আর রকম।
বিক্রমে সে বিরল সেনা, বীরত্বে তার তুল্য নাই,
খলিল ত্যাগে উজ্জীবিত, প্রাণ দিতে যে কুণ্ঠা নাই।
ধৈর্য্য এবং সহিষ্ণুতায় ক্ষুধায়ও প্রাণ শান্ত রয়,
প্রাণ ত্যাজে সে বীর মুজাহিদ সিংহপুরুষ সে নির্ভয়।
হুসাইন পায়ে আত্মবলি হাসিমুখে দেয় সবে,
তাঁর প্রেমে শির দিল সবাই এমন প্রেমিক কই ভবে?
যৌবনের ঐ নাম লিখে যায় রক্তে ভেজা নকশা তাঁর,
মাযহাবে দেয় সর্বসহায় এই অবদান কোথায়, কার?
বীরত্ব আর যৌবনেরে ত্যাগ করে এ বীর জওয়ান,
বিশ্ব বুকে নজীর কোথা? এমন প্রেমের আত্মদান!

ইমামে পাকের মেঝো ছেলে হযরত যয়নুল আবেদীন বলেন, "বৃহস্পতিবার (কারবালার ঘটনার আগের দিন) সন্ধ্যায় আমি বসা ছিলাম। আমার ফুফু সাইয়িদা যয়নব আমার শুশ্রূষায় নিমগ্ন, এমন সময় আমার আব্বাজানের কাছে হযরত আবুযর গিফারীর আযাদকৃত গোলাম হুওয়াই বসে বসে তলোয়ার ধার দিচ্ছিলেন, আর নিম্নোক্ত শেয়ের গুলো আবৃত্তি করছিলেন।

يا دهر اف لك من خليل – كم لك بالاشراق و الاصيل
من صاحب او طالب قتيل – و الدهر لا يقنع بالبديل
و انما الامر الى الجليل- و كل حى سالك السبيل
ما اقرب الوعد من الرحيل – سبحان ربى ماله مثيل

আফসোস হায় কেমনরে তুই সময় অকাল,
ভুলে যাস ত্বরা আপন স্বজন, সন্ধ্যা সকাল।
কত জ্ঞানী গুণী বলি দিয়ে তুই করিস বেহাল,
হায় রে সময় মিটে না কি তোর সে মনের ঝাল?
আল্লাহর দিকে সব তরী শেষে উঠায় তো পাল,
চলবে এমন যিন্দা সবার একটিই চাল,
ঘনিয়ে এল এতটাই কি যাবার সে কাল!
মহিমা গাহি সেই আল্লাহর, যিনি লা-মেসাল।

তিনি বার বার শেয়েরগুলো পড়ছিলেন। আমি তার সংকল্প ও মনের ভাব বুঝে ফেলি। আর এটাও বুঝতে পারি যে, দূর্যোগের ঘনঘটা সমুপস্থিত।

islamibookbd.wordpress.com

নিজেরও অজান্তে হয় অশ্রুপাত। তবুও ধৈর্য আর সংযমের মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রন করে চলি। কিন্তু আমার ফুফু হযরত যয়নবও শেয়েরগুলো শুনলেন এবং তাঁর মানসিক অবস্থা টের পেয়ে গেলেন, তলোয়ার ধার দেয়া হচ্ছিল। তিনি ধৈর্য রাখতে পারলেন না। ধৈর্যহারা হয়ে আমার আব্বাজানের কাছে এসে কান্না জুড়ে দিলেন। বলতে লাগলেন "হায়রে আজ যদি আমার মরণ হতো। হায়রে, মা জননী ফাতেমা, আব্বাজান আলী মূর্তজা, ভাই হাসানও চলে গেলেন। ভাইয়া, আপনি গত হয়ে যাওয়া তাদের স্থলাভিষিক্ত, আমাদের সংরক্ষক, আর পরম আশ্রয় ছিলেন।" বোনের এ অস্থিরতা এবং বিচলিতভাব দেখে তিনি বললেন, দেখো বোন, শয়তান যেন তোমাদের ধৈর্য,সম্ভ্রম আর বিবেক বুদ্ধি লোপ না করে দেয়?" বোন বললেন, "আমার মা-বাপ আমার তরে উৎসর্গ আপনার পরিবর্তে আমি নিজের জীবন বিসর্জন দিতে চাই।" বোনের বেদনাসিক্ত,দরদপূর্ণ এ হাল তাঁকেও সামান্য বিচলিত করে তুলল। ভারাক্রান্ত হৃদয় অশ্রু বিগলিত হয়ে ঝরতে লাগল। বললেন,

لو ترك القطا ليلا لنام

দুর্যোগ যদি একটিও রাত ছাড়তো তবে সে নিদ্রিত হত!

এটা শুনে হযরত যয়নবের অবস্থা আরও বেগতিক হল। বিলাপ করে ক্রন্দন করতে লাগলেন, আর বলতে লাগলেন "জোর জুলম কি আপনাকেও আমাদের থেকে ছিনিয়ে নেবে? আমার কলিজা তো ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।" একপর্যায়ে চিৎকার করে বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। আব্বাজান তাঁর মুখে পানি ছিটিয়ে দিলেন, তাঁর চেতনা ফিরে আসলে আব্বাজান বললেন, "বোন আমার! আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তাঁর কাছে ধৈর্য ও শক্তি কামনা কর। জেনে রেখো, যমীনবাসী সকলেই মৃত্যু বরণ করবে, আর আসমানবাসীরাও কেউ বেচেঁ থাকবে না। আল্লাহ্ পাক জাল্লাশানুহুর পবিত্র সত্তা ছাড়া সকলেই ফানা হবে। আমার আব্বা, আম্মা, আমার ভাই এরা তো আমার চেয়ে উত্তম ছিল, তাঁদের জন্য এবং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (দ.) ছিলেন আদর্শের দৃষ্টান্ত। সে দৃষ্টান্ত থেকে ধৈর্যের শিক্ষা নাও।" এ রকম আরও কথাবার্তা বলে তাকে সান্তনা দিলেন। অতঃপর বললেন "প্রিয় বোন আমার, আমি তোমাকে শপথ দিচ্ছি, আমার এ শপথ পূর্ণ করো। শোনো, আমার ওফাতের পর (অধৈর্য হয়ে) জামাকাপড় ছেঁড়া-ছেঁড়ি করবে না, মুখে আচঁড়ও কাটবে না, হল্লামাতম কিংবা বিলাপ করবে না।" বোনকে সবর ও শোকর, ধৈর্য -নিয়ন্ত্রনের

তালীম দিয়ে তিনি তাঁবুর বাইরে আসলেন। সাহায্যকারীবাহিনীকে প্রতিরক্ষা জরুরী ব্যবস্থার নির্দেশমূলক দিলেন।

তাঁবুগুলো পরস্পর কাছাকাছি নিয়ে আসা হলো। তাঁবুর রশি একটির সাথে অপরটা সংযুক্ত করে দেয়া হলো । তাঁবুগুলোর পেছন দিকে পরিখা খনন করা হল। আর তাতে লাকড়ি ও ডালপালা স্তুপ করা হল, যাতে তুমুল যুদ্ধের মূহুর্তে আগুন লাগিয়ে দেয়া যায়। এর ফলে পেছন থেকে শত্রুরা হামলা করতে পারবে না। এর পর সকলে ইমামের সাথে সারা রাত নামায, দুআ, ইস্তেগফার এবং বিনয় বিগলিত একান্ত রোদনে কাটিয়ে দিলেন।

حکم فرمایا کہ خیموں کا تحفظ تو کرو + گرد خیموں کے تم اب گہری سی خندق کھودو

آمد و رفت کا بس ایک ہی رستہ رکھو + اور خندق میں بھی تم آگ کو روشن کر دو

حسب حکم آپ کے سب لوگوں نے خندق کھودی + اس میں پھر آگ بھی ان لوگوں نے روشن کر دی

شاہ نے فجر کی اس روز پڑھائی جو نماز + آخری تھی یہ نماز ان کی بصد عجز و نیاز

لطف سجدوں کے اٹھائے تھے جبینوں نے بہ ناز + اور زبانوں نے لیے ذائقہ سوز و گداز

اس کے بعد آپ نے خیموں کی طرف قصد کیا + دسویں تاریخ کے خورشید کا چہرہ چمکا

হুকুম দেন এ তাঁবুগুলোর করো হে খুব হেফাজত,
তাঁবুর পিছে গভীর গর্ত খুঁড়তে বললেন হযরত।
আসতে যেতে একটি রাস্তা রাখবে শুধু সেই না পথ,
'গর্ত জুড়ে আগুন লাগাও'- দিলেন তিনি এমনি মত।
অমনি খুড়ঁতে লাগলো সবাই যেইনা পেল এজাযত,
গর্তে আরো জ্বাললো আগুন যেমনটি চান সে হযরত।
সেই ফজরের নামাযেতে ছিলো যে তাঁর ইমামত,
বিনয় ভক্তিপূর্ণ এই যে ছিল তাঁর শেষ এবাদত।
লুটল সবাই সিজদারই স্বাদ, এমনি ছিল সে কসরত,
মুখগুলো সব নিল যে স্বাদ কতই ভক্তি মহব্বত!
অবশেষে তাঁবুর দিকেই ফিরলো যে তাঁর গতিপথ,
মুহররমের দশতারিখে ঘটলো সূর্যের যিয়ারত।

islamibookbd.wordpress.com

سجدوں سے نماوزں سے یہ رفعت کی سحر ہے
رونے کی تذلل کی عبادت کی سحر ہے
ہائے یہ سحر رنج و مصیبت کی سحر ہے
عاشور محرم ہے شہادت کی سحر ہے
لٹنے کا تباہی کا پریشانی کا دن ہے
اولاد پیمبر کی یہ قربانی کا دن ہے

সিজদা এবং নামাযেতে মর্যাদার এ ভোর,
বিনয় এবং এবাদতে সে কান্নার এ ভোর।
হায়রে এ ভোর, বিপদ এবং মুসীবতের ভোর,
মুহররমের দশ তারিখ এ শাহাদতের ভোর।
সর্বহরা সর্বনাশা বিষাদের এই দিন,
প্রিয় নবীর বংশধরের নিধনের এই দিন।

দশই মুহররম ৬১ হিজরী

ছোট ক্বিয়ামত

আশুরার রাত শেষ। আশুরার প্রভাত ছোটখাট এক কিয়ামতের রূপ নিয়ে বিপদের ঘনঘটার আভাস নিয়ে সমুপস্থিত। ইমামে আলী মাকামের তাঁবুতে আযানের ধ্বনি উচ্চকিত হয়ে উঠল। নবীজির দৌহিত্র নিজের সকল শুভানুধ্যায়ী ও পরিবারের সদস্যদের নিয়ে নামাযে ফজর আদায় করলেন। শোহাদায়ে কারবালার জন্য এটা ছিল শেষ নামায। আল্লাহই জানেন যে, তাঁদের এ নামাযের রকমটা কেমন ছিল। ধৈর্য সংযমের মূর্ত-প্রতীক নিজ নিজ স্রষ্টা ও মুনিবের সামনে মহাপ্রভুর দর্শন লাভের অনন্য পদ্ধতিতে বিনয়ের পরম পরাকাষ্টা হয়ে দন্ডায়মান। এইতো সেই শির গুলো, যা আর ক্ষণকাল পরেই আল্লাহর রাহে কর্তিত হবে, বিনয়ের আতিশয্যে সিজদায় নিপতিত।

নামায আদায়ের পর ইমামে পাক সকলের জন্য ধৈর্য্য ও দৃঢ়তা কামনা করে দুআ করলেন। দশই মুহররমের রক্তিম সূর্য তার পূর্ণাঙ্গ রক্ততৃষা নিয়েই উদিত হল। যার বেদনাদায়ক রূপ দেখে জ্বীন ইনসান থেকে শুরু করে ফেরেশতারা পর্যন্ত বিলাপ করে উঠল। হোসাইনী লস্করের বাহাত্তর জন নিবেদিত প্রাণ যোদ্ধা, বাইশ হাজার ইয়াযিদী বাহিনীর সাথে মোকাবেলা করতে প্রস্তুত হয়ে গেল। ক্ষুদে এ বাহিনীর প্রিয়তম মুনিব নিজ জাঁ-বায সৈনিকদের বিন্যাস করলেন। এভাবে ডান পার্শ্বে হযরত হাবীব ইবনে মুজাহিরকে মোতায়েন করলেন। দলের ঝান্ডা নিজ ভাই হযরত আব্বাসকে অর্পন করলেন। তাঁকে একারণেই আব্বাস আলামদার (আলাম মানে ঝান্ডা) নামে আখ্যায়িত করা হয়। (তাঁবুর পিছনে) গর্তে জমাকৃত লাকড়িগুলোতে আগুন লাগানো হল।

অপর দিকে আমর বিন সা'দ তার বাহিনীর ডান ভাগে আমর ইবনুল হাজ্জাজ আযযুবাইদীকে বাম দিকে শিমার বিন যিল জওশনকে এবং আরোহী বাহিনীর নেতৃত্বে আমর বিন কায়স আল আহমসী এবং পদাতিক বাহিনীর অগ্রভাগে শাবস বিন রিবঈ ইয়ারবুয়ীকে নিযুক্ত করল। দলীয় পতাকা ধারণের দায়িত্ব দিল স্বীয় গোলাম যুয়াইদাকে।

ইমামে আলী মকাম উটের উপর আরোহন করলেন। কুরআনুল কারীম চেয়ে নিয়ে নিজের সামনে রাখলেন এবং দু'হাত উঠিয়ে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করলেন,

islamibookbd.wordpress.com

"হে আল্লাহ, আমার সকল বিপদের সময় তুমিই একমাত্র ভরসা, সকল দুঃখে তুমিই আমার আস্থা। সকল বালা-মুসীবতে তুমিই আমার সহায়দাতা আর মনোবল। অনেক বিপদমূহুর্ত এমনও হয়, যাতে মন দমে যায়, সেই দুঃখযাতনা থেকে মুক্তির উপায় উপকরণও হ্রাস পায়, পরম বন্ধুও তখন সঙ্গ ত্যাগ করে, শত্রু তাতে আনন্দিত হয়ে উঠে। কিন্তু আমি ঐ রকম সব কটি মুহুর্তে তোমারই দিকে মনোনিবেশ করছি, আর তোমারই কাছে মনের ব্যথা খুলে বলছি, তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বলতে মন চায়নি। হে আল্লাহ্, তুমি প্রত্যেকবার অমন বিপদ আমার থেকে সরিয়ে দিয়েছ। আমাকে কঠিন মুহুর্ত থেকে বরাবর উদ্ধার করেছ। তুমিই সকল নেয়ামতের সর্বময় কর্তা, সকল কল্যাণের তুমিই মালিক, সকল আগ্রহ অভিপ্রায়ের তুমিই সর্বশেষ লক্ষ্য।

وہ صبر دے الٰہی جس میں خلل نہ آئے + تیروں پہ تیر کھاؤں ابرو پہ بل نہ آئے

দাও প্রভু সে ধৈর্য আমায় টলবেনা যা খুন-ত্রাসে
শরের মাঝে সাঁতরালেও সম্ভ্রমে না চোট আসে।

শিমারের ধৃষ্টতা

ওদিকে ইয়াযীদীরা যখন পরিখাতে জ্বালিয়ে দেয়া আগুন দেখতে পেল, যা তাঁবু গুলোর পেছনে নিরাপত্তার জন্য জালানো হয়েছিল, তখন অভিশপ্ত শিমার ঘোড়া ছুটিয়ে এদিকে আসল আর চেঁচিয়ে বলতে লাগল। "হে হুসাইন, তোমরা কি কিয়ামত আসার আগে দুনিয়াতেই নিজেদের জন্য আগুনের ব্যবস্থা করে ফেলেছ? (নাউযুবিল্লাহ্)।" তিনি (ইমাম) এরশাদ করলেন,"(শিমার) তুমিই সে আগুনে জ্বলার জন্য অধিকতর যোগ্য।" মুসলিম ইবনে আওসাজাহ্ আরয করলেন, "হে ইবনে রাসূলিল্লাহ্! আমি আপনার চরণে উৎসর্গ, অনুমতি করেন তো, একটি মাত্র তীর দিয়ে আমি তাঁর দফারফা করে দেই, এই চরম মূহুর্তে আমার তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না।" তিনি বললেন,"না যুদ্ধের সূচনা আমাদের পক্ষ থেকে না হওয়া চাই।" অতঃপর ইমামে পাক ইয়াযীদী সৈন্যদের কাছে গেলেন এবং উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন,

শেষ চেষ্টা

সমবেত জনতা, তাড়াহুড়ো করো না, আমার কথাগুলো শোনো, সুবচন ও সদুপদেশের যে দায়িত্ব আমার উপর রয়েছে, তা আদায় করতে দাও। এর পরে তোমাদের ইচ্ছা, যদি আমার ওজর গ্রহন করে নাও, আমার কথা সত্য বলে মনে করো এবং আমার সাথে ইনসাফ কর, তবে তা হবে তোমাদের সৌভাগ্য, আর আমার সাথে বিরোধিতার কোন বাহানা অবশিষ্ট থাকবেনা। আর যদি আমার ওজর কবুল না করো এবং ইনসাফ মত কাজ না কর তবে

فاجمعوا امركم و شركاء كم ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم اقضوا الى و
لا تنظرون ان و لى الله الذى نزل عليك الكتاب و هو يتولى الصالحين-

"অতঃপর তোমরা এবং তোমাদের শরীকদল সবাই মিলে একটি কথায় ঐকমত্য পোষন কর, যাতে ঐকথাটি তোমাদের কারো কাছে গুপ্ত না থাকে। তারপর তোমরা আমার ব্যাপারে যা করতে চাও, করে নাও। আমাকে অবকাশ দিও না।

নিঃসন্দেহে আমার সহায় হচ্ছেন আল্লাহ্, যিনি কিতাব নাযিল করেছেন, তিনিই পূণ্যবানের সহায় হয়ে থাকেন।"

এদিকে তাঁবুর মধ্যে মহিলারা যখন তাঁর কথা শুনলেন, তখন তাদের মধ্যে হাশর উপস্থিত , তাদের কান্নার আওয়াজ ক্রমশঃ বেড়ে যেতে লাগল, তখন ইমাম পাক ভাই হযরত আব্বাস এবং স্বীয় পুত্র আলী আকবরকে পাঠালেন, যাও, তাদের চুপ করাও, আমি আমাকে জানের দোহাই দেই, এখন তাদের তো বহু কান্না আসবে।" তাঁরা দু'জন গিয়ে তাঁবুর মহিলাদের শান্ত করালেন। যখন তাদের কান্নার আওয়াজ থেমে গেল, তখন ইমামে পাক আল্লাহর তা'য়ালার হামদ্ ও সানা, রাসূলে পাক (দ.) এবং আম্বিয়ায়ে কেরাম ও ফেরেশতাদের উপর দরুদ ও সালাম পাঠ করলেন। এই হামদ্ ও না'তে এমন চমৎকারিত্ব ও অলংকার সমৃদ্ধ ভাষা প্রয়োগ করলেন, যা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। বর্ণনাকারী বললেন,

فو الله ما سمعت متكلما قط قبله و لا بعده ابلغ فى منطق منه

খোদার কসম, আমি এত প্রাঞ্জল আর শৈল্পিক বক্তব্য না এর পূর্বে কখনো শুনেছি, না এর পরে কারো থেকে শুনেছি। অতঃপর প্রমাণ সম্পন্ন করতে তিনি বললেন,

islamibookbd.wordpress.com

فانسبونی فانظروا من انا ثم راجعوا انفسکم فعاتبوا ها وانظروا هل یصلح و یحل لکم قتلی و انتهاك حرمتی الست ابن بنت نبیکم و ابن وصیته و ابن عمه و اولی الؤمنین بالله والمصدق لرسوله او لیس حمزة سید الشهداء عم ابی او لیس جعفر الشهید الطیار فی الجنة عمی اولم یبلغکم قول مستفیض ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لی و لاخی انتما سیدا شباب اهل الجنة وقرة عین اهل السنة فان صدقتمونی بما اقول و هو الحق ما تعمدت کذبا مذ علمت ان الله یمقت علیه وان کذبتمونی فان فیکم من ان سالتموه عن ذالك اخبرکم سلوا جابربن عبد الله او ابا سعید او سهل بن سعد او زید بن ارقم او انسا یخبروکم انهم سمعوه من رسول الله صلی الله علیه و سلم اما فی هذا حاجز یحجزکم عن سفك دمی-

-"সমবেত জনতা, আমার বংশীয় কৌলিন্য চেয়ে দেখো, আমি কে? নিজেদের বিষয়ে লক্ষ্য করো, নিজেদের এ সিদ্ধান্তকে ধিক্কার দাও।চিন্তা করো, আমাকে হত্যা করা কিংবা লাঞ্ছিত করা তোমাদের জন্য আদৌ বৈধ কিনা, আমি কি তোমাদেরই নবীজির দৌহিত্র নই? এবং তাঁর ওয়াসী (উত্তরসূরী) ও চাচাতো ভাই (হযরত আলী)-এর পুত্র নই? যিনি আল্লাহর প্রতি উত্তম ঈমান আনয়নকারী এবং রাসূলের প্রকৃষ্ট আস্থা পোষণকারী ছিলেন। শহীদকুলশিরমনি বীরকেশরী হযরত হামযা (রাদি.) কি আমার পিতার পিতৃব্য নন? শহীদপ্রবর হযরত জাফর তাইয়ার যুল জানাহাইন কি আমার চাচা নন? এ মশহুর হাদীস কি তোমাদের কাছে পৌঁছেনি যে, রাসূলুল্লাহ (দ.) আমিও আমার ভাই সম্পর্কে এরশাদ করেছেন, তোমরা দু'জন বেহেশতের নওজোয়ানদের সরদার এবং আহলে সুন্নাতের চক্ষু সমূহের শীতলতা?" যদি তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস রাখতে, তাহলে (জানতে) নি:সন্দেহে আমি যা তোমাদের বলছি, হক্ব ও সত্য বলছি। কেননা যখন থেকে আমি এটা জেনেছি, মিথ্যুকের উপর খোদার গযব নাযিল হয়, খোদার কসম, সেইদিন থেকে আমি জ্ঞাতসারে কখনো মিথ্যা বলিনি। আমার কথা যদি সত্য বলে না মানো, বরং আমাকে মিথ্যুক মনে করে থাকো, তবে তোমাদের মধ্যে এখনও পর্যন্ত এমন লোক বিদ্যমান আছে, যাঁদের কাছে জিজ্ঞেস করে সত্যাসত্য জেনে নিতে পারো (অথবা সাহাবায়ে রাসূলদের মধ্যে) জাবের বিন আবদুল্লাহ আনসারী, আবু সাঈদ খুদরী, সাহল বিন সা'দ, যায়েদ বিন আরকাম রয়েছেন, তাঁদের কাছে জিজ্ঞেস করো, সত্যতার স্বীকৃতি দেবেন যে, তাঁরা রাসুলুল্লাহ (দ.) এর

যবান মোবারক থেকে এ হাদীস শুনেছেন। এখন আমাকে বলো, "এ কথা গুলোর মধ্যে কোন একটি কথাই কি এমন নেই, যা আমার রক্তপাত ও লাঞ্ছনা থেকে তোমাদের রুখতে পারে?"

এমন সময়ে শিমার ইমামের প্রতি এক অশোভন উক্তি করে বসলে হাবীব বিন মুযাহির তার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে বললেন, "আল্লাহ তোমার অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন, তাই তুমি বুঝতে পারছনা ইমামে পাক কী বলছেন।" শিমার এবং হাবীবের বাক-বিতণ্ডার পর ইমামে পাক আবারও বক্তব্য রাখলেন

فان کنت فی شك مما اقول او تشکون فی انی بن بنت نبیکم فوالله ما بین المشرق والمغرب ابن بنت نبی غیری منکم ولا من غیر کم اخبرونی اتطلبونی بقتیل منکم قتلته او بمالکم استهکت او بقصاص من جراحة فلم یکلموه فنادی یاشبث بن ربعی ویاحجاز بن ابجر ویا قیس بن الاشعث ویا زید بن الحارث الم تکتبوا الی فی القدوم وعلیکم قالوا لم نفعل ثم قال بلی فعلتم ثم قال ایها الناس اذ فکرهتمونی قدعونی انصرف الی مأفیمن الارض (ابن اثیرَ- طبری)

হে সমবেত জনতা, যদি তোমাদের কারো কারো এ কথার মধ্যে সংশয় থাকে, (জান্নাতের নওজোয়ানদের আমি সর্দার) তবে এতেও কি কোন সন্দেহ আছে যে, আমি তোমাদের নবীজিরই দৌহিত্র।? খোদার কসম, ভূপৃষ্টের পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত কোথাও এ সময়ে আমি ছাড়া আর কেউ নবীজির দৌহিত্র নেই। বলো, তোমরা আমার রক্তের পিপাসু কেন হলে ? আমি কি কাউকে হত্যা করেছি, কিংবা কারো সম্পদ হানি করেছি ? নাকি কাউকে আমি আহত করেছি যে, তোমরা তার প্রতিশোধ নিতে চাও?" (এ প্রশ্নগুলোর কোন উত্তরই তাদের কাছে ছিলনা।) সবাই নিরুত্তর রইল। এরপর ইমাম পাক তাদের জনা কয়েকের নাম ধরে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, "হে শাবস বিন রিব্ঈ, হে হেজায বিন আবজর, হে কায়েস বিন আশআস, হে যায়েদ বিন হারেস, তোমরা কি চিঠি লিখে আমাকে তোমাদের কাছে ডাকো নি?" তারা (এবার সরাসরি অস্বীকার করে) বলল, "আমরা কোন চিঠিপত্র লিখিনি"। তিনি বললেন, "তোমরা অবশ্যই লিখেছিলে" এরপর আবার বললেন, "তোমরা যখন আমাকে অপছন্দই করছো, তবে আমার পথ ছাড়, আমি নিরাপদ কোথাও চলে যাই।"

(ইবনে আসীর ২৫/৪, তাবরী-২৪৩/৬)

এরপর কায়েস বিন আশআস বলল, আপনি চাচাত ভাই ইবনে যিয়াদের নির্দেশ মাথা পেতে নিন। তবে আপনার সাথে কোন অশোভন আচরণ করা

islamibookbd.wordpress.com

হবে না।" ইমাম বললেন, "অবশ্য তুমিও তো মুহাম্মদ ইবনে আশআসের ভাই। তোমরা কি এটাই চাচ্ছ যে, বনু হাশিম মুসলিম ইবনে আকীলের রক্ত ছাড়াও আরো রক্তের বদলা চাইবে? খোদার কসম, হীন প্রকৃতি কোন লোকের মত না আমি ইবনে যিয়াদের হাতে কখখনো হাত দেবো, না কোন ক্রীতদাসের মত আমি আনুগত্যের অঙ্গীকার করবো।"

عباد الله الى عذت بر بى وربكم ان ترجمو نى اعوذ بربى وربكم من كل متكبر لا يومن بيوم الحساب-

"হে আল্লাহর বান্দারা আমি আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের কাছে আশ্রয় চাই তোমরা না আবার আমাকে পাথর নিক্ষেপ করো। হিসাবের দিবসকে যে বিশ্বাস করেনা এমন অহংকারী (র অনিষ্ট) থেকে আমি আমার ও তোমাদের রবের কাছে আশ্রয় চাই।"

جب سر محشر وہ پوچھینگے ہمارے سامنے + کیا جواب جرم دوگے تم خدا کے سامنے

তিনি যখন জিজ্ঞাসিবেন রোজ হাশরে সামনে মোর,
প্রশ্নে খোদার তোমাদের এ পাপের হবে কী উত্তর ?

এটুকু বলে তিনি সওয়ারী (বাহনের পশু)-কে বসালেন এবং সেখান থেকে অবতরণ করলেন। কুফাবাসীরা তাঁর দিকে এগিয়ে আসলো। তাদের গতি দেখে যুহাইর ইবনে কাইন সশস্ত্র ঘোড়সওয়ার হয়ে এগিয়ে আসলেন এবং দুশমনদের সামনে তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলতে লাগলেন,

"হে কুফা বাসী, আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করো, এক মুসলমানের উপর এটা কর্তব্য, যেন সে অপর মুসলিম ভাইকে সদুপদেশ দেয়। এখনও পর্যন্ত আমরা ভাই ভাই এবং এক দ্বীন ও অভিন্ন মিল্লাতে প্রতিষ্ঠিত। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ও তোমাদের মধ্যে তলোয়ার না চলে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের নসীহত করার অধিকার আমাদের আছে। যখন তলোয়ার চালাচালি হয়ে যাবে, তখন এ সম্বন্ধ টুটে যাবে। তখন আমরা একটি দল, আর তোমরা অপর একটি দল। শোনো, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা আমাদের ও তোমাদেরকে তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর আওলাদের ব্যাপারে এক মহাপরীক্ষায় অবতীর্ণ করেছেন। তিনি দেখছেন, আমরাও তোমরা তাঁদের সাথে কী আচরণ করছি। আমরা তোমাদেরকে আওলাদে রাসূলের সাহায্য সহযোগিতা করতে এবং অবাধ্যের সন্তান অবাধ্য ইবনে যিয়াদ ও ইয়াযীদের সঙ্গ ছাড়তে আহবান জানাচ্ছি। কেননা তাদের উভয়ের কাছ

থেকে অন্যায় ছাড়া তোমাদের আর কিছু হাসিল হবেনা। এরা তোমাদের চোখে তপ্ত শলাকা ঢুকিয়ে দেবে, হাত-পা কেটে লুলো-খোঁড়া বানিয়ে রাখবে,তোমাদের লাশ খেজুরের ঢালে লটকিয়ে রাখবে। হাজর বিন আদী সহচরদের এবং হানী ইবনে উরওয়ার মত তোমাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হত্যা করবে।"

এ বক্তব্য শোনার পর কুফা বাসীরা যুহাইর ইবনে কাইনকে গালমন্দ করল এবং ইবনে যিয়াদের প্রশংসা ও তার জন্য দু'আ করে বলতে লাগলো,

والله لا نبرح حتى نقتل صاحبك ومن معه او نبعث به وبا صحابه الى الامير عبيد الله سلما

অর্থাৎ খোদার কসম, আমরা এখান থেকে এক পা পিছু হটবোনা, যতক্ষণ না তোমাদের অগ্রনায়ক (হোসাইন) ও তার সঙ্গীদের কতল করি; অথবা তাদেরকে কয়েদী বানিয়ে ইবনে যিয়াদের হাতে সোপর্দ না করি। যুহাইর বললেন, "হে খোদার বান্দারা,

ان ولد فاطمةرضوان الله عليها احق بالود والنصر من ابن سمية فان لم تنصروهم فاعيذكم بالله ان تقتلوهم ،

হযরত ফাতেমার (রাদিঃ) সন্তান ইবনে সামিয়ার তুলনায় মুহাব্বত ও সাহায্য সহযোগিতা পাওয়ার অধিকতর হকদার। তোমরা যদি তাঁদের সাহায্য সহযোগিতা করতে না পার, আল্লাহর ওয়াস্তে অন্তত: তাদের হত্যা করতে চেয়ো না।"

তাঁদের বিষয়টি তাঁদের ও তাঁদের পিতৃব্যজাত ইয়াযিদের মাঝে ছেড়ে দাও। আমাকে নিজ প্রাণের শপথ দিয়ে বলছি, ইয়াযীদ তোমাদের আনুগত্য দেখে হুসাইনকে কতল করা ছাড়াও সন্তুষ্ট হবে। (অর্থাৎ এটা আমি দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় থেকেই বলছি)

এ কথা শুনে শিমার যুহাইরের উদ্দেশ্যে এক তীর ছুঁড়ে দিয়ে বলল, "ব্যস, এবার চুপ রও, খোদা তোমার মুখ বন্ধ করে দিন, তুমি এতক্ষণ যাবৎ বক বক করে আমাদের মগজ চেটেছো।" যুহাইর উত্তরে বললেন, "এ্যাই বাওয়ালের পুত, আমি তোমার সাথে কথা বলছিনা, তুমিতো একটা আস্ত জানোয়ার, আল্লাহর শপথ তুমিতো কুরআনের দুটি আয়াত বোঝারও ক্ষমতা রাখোনা,

فابشر با لخزى يوم القيامة و العذاب الاليم

islamibookbd.wordpress.com

কাজেই হাশর দিনের লাঞ্ছনা ও যন্ত্রনাকর শাস্তির সুসংবাদ তোমাকে আলিঙ্গন জানাচ্ছে।" শিমার বলল, "খোদা তোমার ও তোমার সঙ্গীর এই মূহূর্তেই মৃত্যু ঘটাবেন।" যুহাইর বললেন, "তুমি কি আমাকে মৃত্যুর ভয় দেখাচ্ছো? খোদার কসম! হুসাইনের পক্ষে জীবন দেয়া তোমাদের সাথে থেকে চিরদিন বেঁচে থাকার চাইতে অনেক পছন্দনীয়"। অত:পর উচ্চস্বরে ইয়াযীদের সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বললেন, "সমবেত জনতা, এসব পাষণ্ড, অত্যাচারীদের ধোঁকায় পড়ে নিজদের দ্বীনধর্ম বরবাদ করে দিওনা! খোদার কসম, যারা হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সন্তান-সন্ততি ও পরিবার -পরিজনের রক্ত ঝরাবে, আর সহযোগিতাকারীদের এবং তাঁদের মর্যাদার পক্ষে লড়াইকারীদের হত্যা করবে, তারা সেই প্রিয় নবীর সুপারিশ থেকে বঞ্চিত থাকবে।

حسین ابن علی کی زندگی قرآن کی صورت + رسول اللہ کی دنیا میں اک روشن نشانی ہے

হুসাইন ইবনে আলীর জীবন চলিষ্ণু রূপ কুরআনের,
এই ভবেতে নিশান নবীর, তাঁর সে স্বরূপ সন্ধানের।

ইমামে আলী মকাম যুহাইরকে ডেকে ফিরিয়ে নিলেন।

শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

দুভার্গ্য যখন কোন জাতির নিয়তির লিখন হয়ে যায়, তখন দৃষ্টিতে তাদের আবরণ পড়ে যায়। অন্তরে পড়ে যায় মোহরের অঙ্কন। পরিণামে সত্যকে দেখার ও বোঝার ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যায়।

যেমনটি আল্লাহ তালা এরশাদ করেন,

ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فا عرض عنها ونسى ما قدمت يداه انا جعلنا على قلو بهم اكنة ان يفقهوه وفى اذانهم وقرا وان تد عهم الى الهدى فلن يهتدوا اذاابدا وربك الغفور ذوالرحمة لو يواخذ هم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم مو عد لن يجدوامن دونه مؤنلا (القران 15/20)

এরশাদ হচ্ছে "তার চেয়ে বড় দুরাচার কে হতে পারে, যাকে তার প্রভুর আয়াত সমূহ বোঝানো হয়েছে, অথচ সে বিমূখ হয়ে গেল, আর ভুলে গেল ঐসব (আমল) কে যা তার হাতে পূর্বে করেছিল। (পরিণামে) আমি তাদের অন্তরসমূহে আবরণ পরিয়েছিলাম, যাতে তারা তা উপলব্ধি করতে না পারে। আর তাদের কানগুলোতে স্থাপন করলাম বধিরতা। কাজেই আপনি

যদি তাদেরকে হেদায়ত (সত্য পথ) এর দিকে আহবান করেন, মন্দ বরাত কস্মিনকালে ও তারা সত্যের দিকে ফিরবেনা। আপনার অত্যন্ত ক্ষমাশীল অসীম দয়াময় প্রভু, যদি তাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করতেন, তবে অত্যন্ত ত্বরিত শাস্তি তাদের জন্য প্রেরণ করতেন। (কিন্তু তিনি তা করেন না) বরঞ্চ তাদের শাস্তি প্রদানের জন্য একটি সময় নির্ধারিত আছে, আর ওই সময়টিতে কোন আশ্রয় তারা পাবেনা।

(কুরআন ২০:১৫)

কুফার ইয়াযীদপক্ষীয়দের অবস্থাও সম্পূর্ণ এমনিই হয়ে গিয়েছিল। যে কারণে কোন উপদেশই তাদের মধ্যে সামান্য প্রভাব সঞ্চার করতে পারেনি। তাদের আচরণ তো নিঃসন্দেহে এমনই ছিল যে, ঐ যালিমদেরকে শাস্তির যাঁতাকলে পিষে নিশ্চিহ্ন করে ফেলাই সমীচিন ছিল, সামান্যতম অবকাশও না দেয়াই যুক্তিযুক্ত ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'লা নিজ সহিষ্ণুতা ও দয়ার গুণে এবং স্বীয় প্রজ্ঞার কারণে তাঁদের অবকাশ দিয়ে রাখলেন। কেননা তাঁর নিকট প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট সময় বাঁধা আছে।

islamibookbd.wordpress.com

حر کو جنت بھی ملی اوج شہادت بھی ملا + اک نظر میں شاہ نے قطرے کو دریا کر دیا

জুটলো হুরের বেহেশ্‌ত্ ও ফের শাহাদাতের উচ্চমান,
শাহী নজর এমনি পারে আনতে ফোঁটায় জোয়ারবান।

হুরের আগমন

যুহাইর বিন কাইনের প্রত্যাবর্তনের পর আমর বিন সা'দ যুদ্ধ শুরু করার জন্য অগ্রসর হলে হুর ইবনে ইয়াযীদ ইবনে সা'দকে বলল,"খোদা তোমার মঙ্গল করুন, তুমি কি এঁদের সাথে যুদ্ধ করবে?" ইবনে সা'দ বলল, "হ্যাঁ, খোদার কসম, লড়াইও হবে এমন প্রচন্ড যে, যাতে নিদেন পক্ষে এতটুকু হবে তাদের মাথা ও হাত টুকরো টুকরো হতে থাকবে।" হুর বলল "তাদের তিনটি প্রস্তাব থেকে একটিও কি তোমার কাছে গ্রহনযোগ্য নয়?" ইবনে সা'দ বলল, "আল্লাহর শপথ, যদি বিষয়টি আমার ইচ্ছাধীন হতো, তবে আমি অবশ্যই তা করতাম। কিন্তু করবো কী, তোমাদের আমীর তো মানছে না।" হুরের মধ্যে কী এক স্পন্দন অনুভূত হল! দৃষ্টি থেকে অন্ধকারের পর্দা সরে গেল। সত্যের দীপ্তি স্বচ্ছ হয়ে ক্রমশঃ ফুটতে থাকল। হুরের এ অবস্থা লক্ষ্য করে তারই ভ্রাতৃ সম্পর্কের এক ব্যক্তি মুহাজির বিন আউস হুরকে বলল "হায় আল্লাহ, আজ তোমার অবস্থা যে অদ্ভুত! আমি তো কোন যুদ্ধেই তোমার এমন অবস্থা দেখিনি! অথচ আমার দৃষ্টিতে তুমি কুফার বীর কেশরীদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ বীর পুরুষ। তারপরও তোমার এ দশা কেন? "হুর বলল, "খোদার কসম, আমার এক দিকে জান্নাত, আর অপর দিকে জাহান্নাম। উভয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেছি যে কোথায় যাব।

حر نے فرمایا برادر تجھے یہ بھی ہے خبر + اس لڑائی میں مقابل ہے پیمبر کا پسر
عاقبت سے جسے لڑنا ہو بلا خوف و خطر + اس لڑائی میں دکھائے وہ دلیری کے ہنر
درمیان دوزخ و جنت کے کھڑا ہوں میں یہاں + خوف دوزخ سے ہوں اس وقت بے تاب و تواں

হুর বলে, "ভাই, তুমিও বুঝি টের পেয়েছো সেই খবর ?
নবীর তনয় বিপক্ষে তাই কঠিন লাগে এই সমর।
পরকালের বিনাশ চেয়ে লড়তে যাহার নেইকো ডর,
দেখাক সে জন এই লড়াইয়ে রণকুশলের তেজ বহর।

এক দিকেতে দোজখ হেরি, অন্যদিকে বেহেশ্‌ত মোর,
নরক ভয়ে কম্পিত মন, দ্বন্দ্বে ভুগি, লাগল ঘোর।

তারপর বলল, "এখন আমি জান্নাতের দিক স্থির করে ফেলেছি। তাতে আমাকে টুকরো টুকরো করে দেয়া হোক, কিংবা জীবন্ত জ্বালিয়ে দেয়া হোক!"

এই বলে তিনি ঘোড়ার লাগাম টেনে চাবুক হানলেন, আর হতভাগ্যদের দল থেকে বেরিয়ে ইমামে আলী মকামের নিকট পৌছে গেলেন।

حسین ابن علی کی زندگی قرآن کی صورت + رسول اللہ کی دنیا میں اک روشن نشانی ہے

বেরিয়ে সে হুর দরাজ গলায় দুশমনেরে শুধায় ফের,
'দেখলি, কেমন আল্লাহ ওয়ালা নরক থেকে হয় সে বের?'

ইমামে পাকের চরণে উপস্থিত হয়ে হুর আরজ করল, "হে ইবনে রাসূলিল্লাহ! আমার প্রাণ আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, আমি সেই ব্যক্তি, যে আপনাকে ফিরে যেতে দেয়নি। সারাটি পথ আপনার সাথে সাথে থেকে পাহারা দিয়েছে এবং এ জায়গায় থেমে যেতে আপনাকে বাধ্য করেছে। কিন্তু লা-শরীক এক আল্লাহর কসম, আমার এটুকু ধারণা পর্যন্ত ছিলনা যে, তাদের মন্দ-অদৃষ্ট এ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, আর তারা আপনার সব শর্তগুলো প্রত্যাখ্যান করবে। আমি ধারণা করছিলাম যে, তারা আপনার শর্তসমূহ থেকে কোন একটি শর্ত মেনে নেবে এবং একটি সমঝোতার দিক উন্মোচিত হবে। আল্লাহর কসম, আমি যদি জানতে পারতাম যে, এ লোকগুলো আপনার সাথে এমনতর আচরণ করবে, তবে আমি কখনো তাদের সাথে থাকতাম না এবং যে সব বে-আদবী আমার পক্ষ থেকে প্রকাশ পেয়েছে আমি কখনো তা করতাম না। এখন আমি কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত, আল্লাহর কাছে তাওবা করছি। আর নিজ প্রাণ আপনার জন্য উৎসর্গ করছি, দয়া করে বলুন, আমার এ তাওবা কি কবুল হবে?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আল্লাহ তোমার তওবা কবুল করবেন এবং তোমাকে ক্ষমাও করবেন। তোমার নাম কি, ভাই?" বলল, "হুর ইবনে ইয়াযীদ।" ইমাম বললেন, "তুমি দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর ইচ্ছায় 'হুর' তথা স্বাধীন হবে। ঘোড়া থেকে অবতরণ করো।" হুর বললেন,আমি তো তখনই অবতরণ করবো, যখন ঐ যালিমদের বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে এ প্রাণ আপনার জন্যে উৎসর্গ করে দেব।" তিনি ফরমালেন, "ঠিক আছে, যেমনটি মন চায় করো। আল্লাহ তোমায় রহম করুন।

islamibookbd.wordpress.com

عرض کی ابن رسول اک خطا کاروں میں + آپ کے پہلے قاتل کا گنہگاروں میں

اس بیابان میں سرکار کو میں نے روکا + یہ جسارت ہوئی سرکار میں اس حر سے شبا

یہ تمنا ہے مرے جرم کو اب عفو کرو + جاں فدا کرنے کی اب مجھ کو اجازت دے دو

آپ نے ہاتھ سر حر پہ شفقت رکھا + اور فرمایا تیرا عذر بھی مقبول ہوا

توبہ کر رب سے وہ بخشے گا تیرے جرم و خطا + تیری تقصیر کو حر میں نے بھی اب عفو کیا

"আরজ করি, ইবনে রাসূল, আমি যে এক গোনাহ্গার,
প্রথম থেকেই এই গতিরোধ ছিল শুধু সেই আমার।
বিজন মাঠে আমিই মুনিব রুখেছিনু এই চলা,
ধৃষ্টতা এই হুরের ছিল, পাপটা ছিল ভিন্নকার?
পাপটি আমার মাপ হবে সে, আরাধনা তাই করি।
জীবন দিতে আদেশ হলে এই যাচনা তাই করি।"
পরম মায়ার হাতটি মাথায় রাখেন ইমাম আর শুধান,
"তোমার ওজর কবুল হবে, দোয়া দিনু প্রাণভরি।
তওবা করো প্রভুর কাছে, ক্ষমা হবে পাপরাশি,
আমিও তোমায় দিলামগো হুর, সন্তোষের এ সুখ হাসি,
অনুমতি দিলেম তোমায়, যুদ্ধে জীবন দাও বাজী,
শাহাদাতের পুণ্য সুধা, জুটবে ভালে দুঃখনাশি।

হুর এর অভিভাষণ

ইমামে আলী মকামের নিবেদিত প্রান সহযোদ্ধাদের সাথে শামিল হওয়ার পরে হুর ইবনে ইয়াযীদ কুফাবাসী ইয়াযীদপক্ষীয়দের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন,

"হে জনগোষ্ঠি, হুসাইন তোমাদের সামনে যে তিনটি প্রস্তাবনা রেখেছেন, তার কোন একটি তোমরা মেনে নিচ্ছ না কেন ? যাতে আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচিয়ে দিতেন।" কুফাবাসীরা বলল, আমাদের আমীর ইবনে সা'দ এর সাথে কথা বলুন। ইবনে সা'দ বলল, "আমি তো চেয়েছিলাম, তবে তা হবার নয়।" হুর বললেন, "হে কুফাবাসী, আল্লাহ তোমাদের ধ্বংস করুন। তোমরা নিজেরাই হুসাইনকে

আহবান করেছ, যখন তিনি এসে পৌঁছলেন, তোমরা তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করলে, উপরন্তু শত্রুর হাঁতে সঁপে দিলে। তোমরা এটাতো বলেছিলে যে, আমরা নিজেদের জীবন (আপনার পক্ষে) উৎসর্গ করবো, আর এখন তোমরাই তাঁকে আক্রমন করতে এবং হত্যা করতে উদ্যত হয়েছ। তোমরা চারদকে থেকে তাঁকে ঘিরে ফেলেছ। তাঁকে ও আহলে বাইত (পরিবারবর্গ)-কে আল্লাহ তালার প্রশস্ত ও বিস্তৃত ভূখন্ডের কোন এক স্থানে গিয়ে স্বস্তি ও নিরাপত্তার সাথে থাকতে বাধা সৃষ্টি করছো। এখন তিনি সম্পূর্ণ কয়েদীর হালে। তোমরা তাঁর জন্য ফোরাত নদীর পানি বন্ধ করে রেখেছ, যা ইহুদী, নাসারা, অগ্নি পূজারী নির্বিশেষে সকলেই পান করছে, এ অঞ্চলের কুকুর-শুকর পর্যন্ত সেখানে অবাধে ফিরছে, সেই পানির জন্য হুসাইন এবং তাঁর পরিবার পরিজন হাহাকার করছে। তোমরা হযরত মুহাম্মদ (দ.) এর পরে তাঁর আওলাদগণের সাথে কতই না খারাপ আচরণ করছ! যদি এখনই তোমরা তাওবা না করো এবং নিজেদের এ ইচ্ছা পরিত্যাগ না কর, তবে রোজ কিয়ামতে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরও পিপাসার যন্ত্রনায় অস্থির রাখবেন।"

এর পর কুফাবাসী ইয়াযীদ পক্ষীয়রা হুর এর প্রতি তীর বর্ষন করতে শুরু করে। হুর সেখান থেকে সরে ইমামে পাকের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

যুদ্ধের সূচনা

হুরের সরে আসার পর ইবনে সা'দ নিজ পতাকা নিয়ে এগিয়ে আসল এবং একটি তীর ইমামের দিকে নিক্ষেপ করে বলল, "স্বাক্ষী থেকো, সর্ব প্রথম তীর আমিই মেরেছি। এর সাথে সাথেই যুদ্ধের দামামা প্রচন্ডভাবে বেজে উঠে। অন্যরাও তীর ছুড়ঁতে শুরু করে। যুদ্ধ এ ভাবে শুরু হয়ে গেল, আর উভয় পক্ষ থেকে সৈন্যরা বের হয়ে হয়ে আসতে লাগল এবং নিজেদের বীরত্ব দেখাতে লাগল।

যিয়াদ ইবনে আবু সুফিয়ানের আযাদকৃত গোলাম ইয়াসার এবং ইবনে যিয়াদের আযাদকৃত গোলাম সালেম উভয়জন কুফাবাসীর সবার আগে বের হয়ে ময়দানে এসে যুদ্ধের আহবান জানায়। তাদের সাথে মোকাবিলা করার জন্য হাবীব ইবনে মুজাহির এবং বরীর ইবনে হুদ্বাইর এগিয়ে আসেন, কিন্তু ইমাম তাঁদের থামিয়ে দিলেন। এটা দেখে উমাইয়া ইবনে আব্দুল্লাহ্ কালবী মোকাবিলা করার অনুমতি চাইলেন। ইমাম তাঁকে অনুমতি দেন। দু'জনের

islamibookbd.wordpress.com

মোকাবেলায় তিনি একা এসে গেলেন। তারা জিজ্ঞেস করল, "তুমি কে?" আব্দুল্লাহ্ নিজের বংশপরিচয়সহ নাম বললেন। তারা বললো, "আমরা তোমাকে তো চিনিই না।" যুহাইর ইবনে কাইন অথবা হাবীব ইবনে মুজাহির আমাদের সামনে আসুক।"ঐ সময় ইয়াসার আগে ও সালেম পিছনে ছিল। আব্দুল্লাহ বললেন, "নির্লজ্জের সন্তান, আমার সাথে লড়তে বুঝি তোর অপমানবোধ হচ্ছে?" এটা বলেই এক আক্রমনেই তাকে ধরাশায়ী করে দেন। সালেম তখন প্রচন্ডভাবে তাকে হামলা করল। আব্দুল্লাহ্ বাম হাতে তার তরবারী প্রতিহত করতে তাঁর একটি আঙ্গুল উড়ে গেল। কিন্তু তিনি ডান হাতে তাকে এমন পাল্টা আক্রমন চালান, তাতে সালেমও অক্কা পায়। এ সময় তিনি আবৃত্তি করছিলেন,

ان تنكرونى فانا ابن كلب + نسبى وبيتى فى عليم حسبى

যদি তোমরা আমাকে না চিনে থাক, তবে শুনো, আমি 'কালব' গোত্রের একজন সন্তান, এ আমার বংশ পরিচয়, আমার পক্ষে যথেষ্ট যে, উলাইম গোত্রে আমার ঘর।

انى امرء ذو مرة وغضب + ولست يا لخوار عند النكب

আমি অমিততেজী এক যোদ্ধা তরবারী হাতে, কঠিন ও বিপদঘন মূহুর্তে আমি কাপুরুষ কিংবা অক্ষম ব্যক্তি নই।

انى زعيم لك ام وهب + يا لطعن فيهم مقدما و الضرب
ضرب غلام مؤمن بالرب

হে উম্মে ওহাব, আমি তোমার ঐ কথার জামিন রইলাম যে, দুশমনদের উপর অত্যন্ত দাপট আর দুঃসাহসিকতার সাথে বর্শা ও তরবারী চালাব, আর তা হবে এমন আঘাত, যা আল্লাহ্তে বিশ্বাসীদের দ্বারাই সম্ভব।

আবদুল্লাহর স্ত্রী উম্মে ওয়াহাব এর আবৃত্তি শুনে তাঁবু থেকে এক কাঠ নিয়ে বেরিয়ে এসে বলল "আমার মা-বাবা তোমার জন্য উৎসর্গ, আওলাদে রসুলের পক্ষ হয়ে তুমি লড়ে যাও।" আবদুল্লাহ তাকে মহিলার তাঁবুর দিকে ফিরিয়ে দিতে চাইলে সে যেতে অস্বীকৃতি জানাল। আর বলতে লাগল, "আমি তোমার সঙ্গ ছাড়ব না; তোমার সাথে এ জীবন বিসর্জন দেব।" ইমামে আলী মাকাম বলে উঠলেন, "তোমাদের উভয়ের জন্য আহলে বাইতের পক্ষ থেকে আল্লাহ তায়ালা উত্তম প্রতিদান দিন। বিবি তুমি তাঁবুতে ফিরে যাও, মেয়েদের জন্য প্রত্যক্ষ যুদ্ধ ফরজ নয়।" ইমামের আহ্বানে স্ত্রী তাঁবুতে ফিবে গেলেন।

আবদুল্লাহ্ ইবনে উমাইর কালবী

ইনি বনু উলাইম গোত্রের একজন। অতি সম্প্রতি কুফায় এসেছিলেন। হামদান গোত্রের জা'দ এর কূপের নিকট একটি গৃহে অবস্থান করেছিলেন। নুমাইর বিন ফাসেত বংশোদ্ভুত তাঁর স্ত্রী উম্মে ওয়াহাবও তখন তাঁর সাথে ছিলেন। আবদুল্লাহ নুখায়লা নামক জায়গায় অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত এক সৈন্যদল দেখে লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, "এ সৈন্যগুলো যাচ্ছে কোথায়?" কেউ উত্তরে বলল, "ফাতেমা বিনতে রাসুলুল্লাহ (দ.) এর বেটা হুসাইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে।" আবদুল্লাহ বললেন, "খোদার কসম, আমি মনে মনে এ আকাংখা পোষণ করতাম, কখনো যদি মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে পারতাম! যখন এ ঘটনা শুনলাম এবং কুফার সৈন্যদের দেখলাম তখন, আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে গেল যে, যারা নিজ নবীজির দৌহিত্রকে খতম করার জন্য সৈন্য পাঠাতে পারে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার পুরস্কার, প্রতিদানও আল্লাহর নিকট মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার বিনিময় থেকে কোন অংশে কম নয়।"

অতঃপর তিনি নিজ স্ত্রীর কাছে আসলেন এবং নিভৃতে ডেকে নিয়ে তাকে সার্বিক অবস্থাও নিজের অভিপ্রায়ের কথা খুলে বললেন। স্ত্রী বললেন, "তোমার অভিপ্রায় অতি উত্তম। আল্লাহ তোমার উত্তম আকাংখা ও পূণ্য ইচ্ছা পূর্ণ করুন। চলো আমাকেও সাথে নিয়ে চলো।" আবদুল্লাহ স্ত্রীকে সাথে নিয়ে রাতারাতিই ইমামের কাফেলায় উপনীত হন। তারই এ সৌভাগ্য হয়েছিল যে, তিনি ইমামের আগে নিবেদিতপ্রাণ সিপাহী হিসাবে বের হয়ে সালেম ও ইয়াসারকে মৃত্যুর ঘাটে পৌঁছিয়ে দেন।

সালেম ও ইয়াসারের কতলের পর ইয়াযীদ বাহিনীর ডানপার্শ্বস্থ সৈন্যদলের প্রধান আমর বিন হাজ্জাজ ব্যাটালিয়ান নিয়ে ইমামের দিকে অগ্রসর হল। ইমামের উৎসর্গিতপ্রাণ সহচরবৃন্দ পা ঠুকে বুক টান করে দাঁড়িয়ে গেলেন, তীর বৃষ্টির মাধ্যমে কুফাবাহিনী ঘোড়াগুলোকে পেছনে ফিরতে বাধ্য করলেন।

islamibookbd.wordpress.com

কারামত

কুফাবাসীদের মধ্যে এক দুরাত্মা ইবনে জুযাহ উচ্চকিত কণ্ঠে দু'বার বলল, "হুসাইন আছে?" তৃতীয়বার বলাতে ইমামের সহযোগিরা বললেন, "তোমার কী দরকার"? ঐ দুরাচার বলল, "হুসাইন, তোমার প্রতি জাহান্নামের সুসংবাদ!" (নাউযুবিল্লাহ্) ইমামে আলী মাকাম এরশাদ ফরমালেন, "তুমি মিথ্যুক! আমি দোযখে না; বরং দয়াময় প্রভূ ও মান্যবর সুপারিশকারী প্রিয় নবীর কাছেই যাবো।" অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন, "লোকটি কে?" সহযোগিরা আরজ করলেন, "এটা ইবনে জুযাহ্।" তখন ইমাম হাত উঠিয়ে বলতে লাগলেন, "হে খোদা, এ নরাধমকে তুমি আগুনে নিক্ষেপ কর।" এ দু'আ করতে না করতেই ইবনে জুযাহর ঘোড়া দিকবিদিক দৌড়াতে দৌড়াতে ইমামের তাঁবুর পেছনে যে পরিখায় (গর্তে) আগুন জ্বলছিল ঐ দিকে চলে গেল। ইবনে জুযাহ্ ঐ গর্তকে পাশ কাটিয়ে যেতে চাইল; কিন্তু ঘোড়ার লম্ফ জম্ফের সময় সে আছড়ে পড়ল, আর একটি পা ঘোড়ার রেকাবের মধ্যে আটকে যায়। তার একটি পা রেকাবের মধ্যে আটকেছিল, বাকী অস্থিত্ব লটকানো অবস্থায় রইল, কিন্তু ঘোড়া বড়ই অস্থির হয়ে ছুটোছুটি করতে রইল। এভাবে তার মাথা, উরু গোড়ালি ও অপর পা ঘোড়ার নিচে পড়ে আছড়াতে আছড়াতে চূর্নবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। পরিশেষে বিরক্ত ঘোড়া তাকে আছড়ে আগুনেই ফেলে দিল। এভাবে ঐ জালিম জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে মিশে গেল।

মাসরুক বিন ওয়ায়েল হাদ্বরামীও ছিল ঐ অশ্বারোহীদের একজন, যে পুরো ব্যাটালিয়নের আগে আগে ছিল। তার বর্ণনা হল, "আমি আগে আগে থাকার উদ্দেশ্য ছিল যে, কোনো উপায়ে আমি হুসাইনের শিরচ্ছেদ করতে পারি কিনা দেখি, যাতে এ কৃতিত্বের দ্বারা ইবনে যিয়াদের কাছে আমার সম্মানও মর্যাদা বেড়ে যায়। কিন্তু যখনই আমি হুসাইনের বদদুআ (অভিশাপ)'র দ্বারা ইবনে জুযাহ্র করুণ পরিনতি দেখলাম, তখনই আমার মনের গতি পরিবর্তন হয়ে যায়। ইয়াযীদের সৈন্যবাহিনী থেকে আমি সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে গেলাম।" তার সহোদর আব্দুল জব্বার সৈন্যবাহিনী থেকে তার বিচ্ছিন্নতার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলতে লাগল, "আমি ঐ খান্দানের মানুষগুলোর কাছে এমন একটি ব্যাপার লক্ষ্য করেছি, যদ্দরুণ আমি কখনোই তাঁদের সাথে আর লড়তে যাব না। সমঝোতার যৌক্তিকতা

সম্পাদনের ধারাবাহিকতার এটাও ছিল একটি অংশ। ইমামে আলী মাকামের এটাই দেখানো উদ্দেশ্য ছিল যে, আল্লাহ্র কাছে আমার গ্রহনযোগ্যতায় যদি তোমাদের কিছু সন্দেহ থাকে, তবে চোখ থাকে তো দেখে নাও, আমার মুখ থেকে এদিকে যেটাই বের হচ্ছে, ও দিকে সেটাই হয়ে যাচ্ছে। এখন ভেবে দেখো এমন কবুল হওয়া সত্ত্বা ও গৃহীত-প্রার্থনা (যাঁর দু'আ কবুল) ব্যক্তির সাথে লড়াই করা ও তাঁকে কষ্ট দেওয়ার পরিণাম কতটা কঠিন হবে, এখনও সুযোগ আছে , ফিরে আসো। কিন্তু এ মৃত দুনিয়ার প্রতি লোভ-লালসা যাদের অন্ধ ও বধির করে দিয়েছে, সে সমস্ত হতভাগাদের এটা মোটেও স্পর্শ করল না।

এরপর কুফাবাহিনী থেকে ইয়াযীদ ইবনে মা'কাল বের হল ও ইমাম বাহিনী থেকে বের হল বরীর ইবনে হুযাইর। ইয়াযীদ বল্ল, "বরীর, তুমি তো দেখলে, খোদা তোমাদের সাথে কী আচরণ করলেন।" বরীর বললেন, "খোদার কসম, তিনি আমাদের সাথে ভাল ব্যবহারই করেছেন; বরং তোমার সাথেই অনভিপ্রেত আচরণ করা হয়েছে।" ইয়াযীদ বলল, "তুমি মিথ্যা বললে, অথচ এর আগে তুমি কখনো মিথ্যা বলোনি। আর আজ আমি তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি যে, আজ তুমি পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভূক্ত হয়েছো।" বরীর বললেন, "তবে এস,আসো আগে 'মোবাহালা' (পারস্পারিক অভিশম্পাত দেওয়া) সেরে নিই, আস, খোদা তালা'র কাছে প্রার্থনা করি, মিথ্যাবাদীর উপর লা'নত হোক, পথভ্রষ্টকে আল্লাহ্ ধ্বংস করুন। এরপর দু'জন লড়াই করবো। তবে প্রমাণ হয়ে যাবে যে, কে পথভ্রষ্ট। কথানুযায়ী দু'জনই দুআ করলেন, যাতে আল্লাহ্ মিথ্যুকের উপর অভিশম্পাত দেন, আর যে সত্যের উপর আছে, সে যেন পথভ্রষ্টকে কতল করে। উভয়ে তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ন হয়ে গেলেন। ইয়াযীদ বরীরের উপর হামলা চালালেও এটা ব্যর্থ হয়। কিন্তু বরীর তার জবাবে এমন প্রচন্ড আঘাত হানলেন যে, তরবারী ইয়াযীদকে বিদীর্ণ করে তার মগজ পর্যন্ত পৌছে যায়। সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল আর তরবারী তার মাথার খুলিতে আটকে যায়। বরীর তরবারী টেনে বের করছিলেন, এমন সময় রাদ্বী ইবনে মুনকিয আল আবদী তাঁকে জাপটে ধরে কিছুক্ষণ উভয়ের কুস্তি চলতে থাকল, শেষে বরীর রাদ্বীকে ধরাশায়ী করে তার বুক চেপে বসে যান। রাদ্বী চিৎকার করে বলতে লাগল, "প্রতিরোধকারী আর আমাকে রক্ষাকারীরা কোথায়? আমাকে এসে রক্ষা করছ না কেন?" রাদ্বীর চিৎকার শুনে কা'ব বিন জাবের বরীরকে বর্শার

islamibookbd.wordpress.com

আঘাত করে, বর্শা তার পিঠে গেঁথে যায়। পিঠে বর্শা বিদ্ধ অবস্থায় তিনি রাদ্বীর বুক থেকে উঠতে উদ্যত হতেই কা'ব পুনরায় আক্রমন করে তাঁকে শহীদ করে দেয়। এ কা'ব যখন তাঁবুতে ফিরে গেল, তখন তার বোন নাওয়ার বিনতে জাবের বলল, "তুমি ফাতেমা বিনতে রাসুলুল্লাহ্‌র সন্তানদের শত্রুকে সাহায্য করেছ, তাঁদের কারীকুল শিরমনি হযরত বরীরকে কতল করে ফেলেছ! খোদার কসম, আমি কখনো তোমার সাথে কথা কলবো না।"

হযরত বরীর'র পর হযরত উমর ইবনে কুরযা আনছারী নিম্নোক্ত শেএর আবৃত্তি করতে করতে অগ্রসর হলেন।

قد علمت كتيبة الانصار + انى ساحمى حوزة الذمار

ضرب غلام غير نكس سارى + دون حسين مهجتى وذارى

আনসারের এ বীর কেশরী নিঃসন্দেহে অবগত,
কোন্ মনিষীর সহায়তায় যুদ্ধ মাঝে আছি রত।
এই গোলামের অসির চালন অব্যর্থ ও অবিরত,
হুসাইনের এই রক্ষা ফরজ, শত্রু করে হতাহত।

এই বীর পুরুষ অমিততেজে লড়াই করে বীরত্ব প্রদর্শন পূর্বক শহীদ হয়ে যান। তাঁর ভাই আলী ইবনে কুরযা ছিল ইবনে সা'দের সাথে। ঐ যালিম নিজ সহোদরকে রক্তাক্ত দেহে মাটিতে লুটাতে দেখে বলে উঠে, "হে হুসাইন, মিথ্যুকের সন্তান মিথ্যুক! তুমিই আমার ভাইকে বিভ্রান্ত করেছ, বোকা বানিয়ে তাকে মৃত্যুর দুয়ারে ঠেলে দিয়েছ।" (নাউযু বিল্লাহ্) উত্তরে ইমাম বললেন, "খোদা তোমার ভাইকে গোমরাহ করেননি; বরং সুপথের দিশা দিয়েছেন, আর তোমাকেই পথভ্রষ্ট করেছেন।"এ জওয়াব শুনে সে বলতে লাগল, "আমি যদি তোমাকে কতল না করি, তো আল্লাহ্ আমাকে নিধন করবে।" এ বলেই সে ইমামের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। হযরত নাফে' বিন হেলাল মুরাদী দ্রুত এগিয়ে এসে তাকে প্রতিহত করলেন এবং এমন ভাবে আঘাত করলেন যে, সে হাত পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেল। তার সঙ্গী-সাথীরা দৌড়ে এসে তাকে রক্ষা করল এবং উঠিয়ে নিয়ে গেল।

এরপর ইমামে পাক এর পক্ষে হুর ইবনে ইয়াযীদ বের হলেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইয়াযীদ ইবনে সুফিয়ান। হুর প্রথম আঘাতেই তাকে চির নিদ্রায় শায়িত করে দিলেন। হুরের পরে দ্বন্দ্বের জন্য নাফে' বিন হেলাল এগিয়ে আসলেন। তাঁর মোকাবিলায় মুযাহিম ইবনে হারীস বের হল। নাফে' তাকেও মৃত্যু যন্ত্রনায় কাতরানোর মধ্যে ফেলে রাখলেন। এ পর্যন্ত

লড়াই এভাবে চলছিল যে, দুপক্ষ থেকে এক একজন করে রণাঙ্গনে আসছিল। কিন্তু কুফাবাহিনীর পক্ষ থেকে যে-ই আসছিল সে প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারছিল না। ব্যাপারটি লক্ষ্য করে আমর বিন হাজ্জাজ চেঁচিয়ে বলতে লাগল, "রে আহম্মক কুফাবাহিনী, তোমাদের কি জানা নেই যে, তোমরা কাদের সাথে লড়ছো? এরা যে, মৃত্যুকে জীবনের চেয়ে বেশী প্রিয় জানে। কাজেই এক এক করে তাদের মোকাবেলা করতে কক্ষনো যেও না। এরা মুষ্টিমেয় ক'জন লোক, তোমরা তো তাদের শুধু পাথর মেরে মেরেও খতম করে দিতে পারো। কুফা বাহিনী শোন, আনুগত্য ও ঐক্য অপরিহার্য্য রাখো, আর ঐ ব্যক্তি (হুসাইন)কে হত্যা করতে কোনরূপ দ্বিধা সংশয় করবে না, যে ব্যক্তি ইমাম (!) ইয়াযীদের বিরোধিতা করেছে এবং দ্বীনকে পরিত্যাগ করেছে (!)" এটা শুনে ইমাম পাক বললেন, "হে আমর বিন হাজ্জাজ! তোমরা যেসব আচরণ করে চলেছ, মৃত্যুর পরেই তোমরা জানতে পারবে, দ্বীনকে কে পরিত্যাগ করেছে, আর কে জাহান্নামের ইন্ধন হচ্ছে।"

আমর বিন হাজ্জাজের অভিমত আমর বিন সা'দের ও পছন্দ হল। একজন করে মোকাবিলা করার বিষয়ে সে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করল। আমর বিন হাজ্জাজ তার অধীনস্থ ইয়াযীদ বাহিনীর ডান দিকের ব্যাটালিয়ন (গ্রুপ বাহিনী) নিয়ে ইমাম পাকের বাম দিকে সর্বাত্মক হামলা শুরু করে দিল। অনেকক্ষণ ধরে সংঘর্ষ চলতে থাকল। এ সংঘর্ষে ইমামের সহযোগীদের মধ্যে হযরত মুসলিম ইবনে আওসাজাহ্ আসাদী শহীদ হন। তাঁকে আব্দুল্লাহ দ্বাবাবী ও আব্দুর রহমান বজলী শহীদ করে। ইমামে পাক তাঁদের লাশ মোবারকের নিকটে গমন করলেন। তখনও তাঁদের মধ্যে কিছু প্রানস্পন্দন অবশিষ্ট ছিল। তিনি বললেন, "মুসলিম, খোদা তা'লা তোমাদের প্রতি রহম করুন।" এরপর তেলাওয়াত করলেন,

فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا

আর এদের মধ্যে কেউ কেউ নিজ কর্তব্য সম্পন্ন করলেন, আর কেউবা রইলেন অপেক্ষায়, এঁরা (নিজ সংকল্প) একটুও বদলাননি।

হাবীব ইবনে মুজাহির কাছে এসে বললেন, মুসলিম, তোমার এ স্বর্গ যাত্রাকে অভিনন্দন।" মুসলিম অতি অস্ফুটে বললেন, "খোদা তা'লা তোমাদের কল্যাণ ও নেক উদ্দেশ্যকে মোবারক করুন।" হাবীব বললেন, "আমি জানি;খুব সহসা আমিও তোমাদের কাছেই চলে

islamibookbd.wordpress.com

আসব, না হয়, অবশ্যই তোমাকে বলতাম যে, কোন অসিয়ত (অন্তিম অনুরোধ) থাকে তো বলো, আর সে অসিয়ত আমি অবশ্যই পূরণ করতাম," মুসলিম তখন ইমামে পাকের দিকে ইশারা করে বললেন, "শুধু একটিই অসিয়ত করছি যে, ইমামের জন্য প্রাণ বিসর্জন করো।" হাবীব দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, "আল্লাহ্‌র কসম, আমি এটাই করবো।" অতঃপর হযরত মুসলিম বিন আওসাজাহ্‌র রূহ মোবারক তাঁর প্রাণপ্রিয় ব্যক্তিত্বের সামনে অনন্তে উড়াল দিল। (রাদি.)

এরপর শিমার যিল জওশন তার নেতৃত্বাধীন ইয়াযীদ বাহিনীর বাম ব্যাটলিয়ন নিয়ে হামলা করল। এ হামলার সাথে সাথে ইয়াযীদ বাহিনী চতুর্দিক থেকে ইমামের সহচরদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সংঘর্ষ তীব্রতর হয়ে উঠল। ইমামের সাথে মাত্র বত্রিশ জন আরোহী ছিলেন, কিন্তু তাঁরা নজীরবিহীন সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করলেন। যে দিকেই তাঁরা ফিরতেন কুফা বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দিতে লাগলেন। ইয়াযীদ বাহিনীর মধ্যে শোরগেরল, হৈচৈ পড়ে গেল। অশ্বারোহীদের নাস্তানাবুদ বানিয়ে দিলেন, অশ্বারোহীদের প্রধান আজরা ইবনে কায়েস নিজ সৈন্যদের চতুর্দিকে পিছপা হতে দেখে আব্দুর রহমান ইবনে হোসাইনকে ইবনে সা'দের কাছে এবলে পাঠালো যে, তুমি তাকিয়ে রয়েছ, সামান্য সংখ্যক আরোহীরা আমার অশ্বারোহী ব্যাটালিয়নকে পরাস্ত করে দিচ্ছে। অবস্থা এমন হয়েছে যে, আমার বাহিনী দিকবিদিক পালিয়ে বেড়াচ্ছে। প্রাণ বাঁচানোর চিন্তায় পড়েছে। জলদী কিছু পদাতিক সৈন্য ও তীরন্দাজকে আমার সাহায্যে পাঠানো হোক। ইবনে সা'দ আজরা'র আবেদনের প্রেক্ষিতে শাবছ ইবনে রিবঈকে সেখানে যেতে নির্দেশ দেয়। কিন্তু শাবছ তা না করে পালিয়ে যায়।[৫] এর পর ইবনে সা'দ হোসাইন ইবনে নুমাইর

[৫] মুসআব ইবনে যুবাইরের শাসনকালে এই শাবছ ইবনে রিবঈ বর্ণনা দিত যে, কুফাবাসীদের আল্লাহ্ তা'লা কখনো বরকত হেদায়ত দেবেন না। তোমরা কি অবাক হবে না যে, আমরা হযরত আলী ইবনে আবু তালেব এবং তাঁর সন্তান হাসানের অনুরক্ত হয়ে পাঁচ বছর পর্যন্ত আবু সুফিয়ান বংশীয়দের সাথে লড়তাম অর্থাৎ আলী (রাদি.) এর ভক্ত ছিলাম। আবার হযরত আলী (রাদি.) এর সন্তান ইমাম হুসাইনের দুশমন হয়ে গেলাম! যে হুসাইন সেই সময়ে ভূপৃষ্টের সমগ্র মানবমন্ডলীর মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন। আর আমরা মুয়াবিয়ার খান্দান এবং সামিয়্যার পুত্রের মদদদাতা হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলাম। হায়, হায়রে গোমরাহী, হায়, হায়রে গোমরাহী (ইবনে আসীর)

তামীমীকে ডাকল এবং তার সাথে সকল বর্মধারী আরোহী ও পাঁচশ তীরন্দাজকে পাঠিয়ে দিল। তারা সবাই ইমামবাহিনীর কাছে পৌছে তীরের বৃষ্টি ছুঁড়তে লাগল। অল্প সময়ে ইমামে পাকের সহযোগীদের সবগুলি ঘোড়াকে আহত করে দিল। ইমামের মরন-পণ সঙ্গীদের আত্মপ্রত্যয়ে এতে সামান্য ভাটা পড়ল না, তাঁরা ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। এর পর অনেক দীর্ঘ সময় ধরে পদাতিক অবস্থাতেই তারা এমন বীর বিক্রমে ও প্রানপণে লড়তে থাকলেন যে, কুফাপক্ষীয়দের নাকানি-চুবানি খাইয়ে দিলেন।

আইয়ূব ইবনে মাশরাহ আল খাইওয়ানী বলাবলি করত যে, "খোদার কসম! হুর বিন ইয়াযীদের ঘোড়ায় আমার তীর লেগেছিল, যা ওটার কণ্ঠনালীতে বিদ্ধ হয়ে গেল। কাঁপতে কাঁপতে ঘোড়া লুটিয়ে পড়ল। আর হুর! সে ঘোড়ার পিঠ থেকে বাঘের মত লাফ দিয়ে ময়দানে এসে পড়ল। আর নাঙ্গা তলোয়ার উদ্যত করে এ শেএর আওড়াতে শুরু করল,

ان تعقروا ابى فانا ابن الحر - اشجع من ذى بعد هزبر

আমার ঘোড়াকে যদিও বা তোমরা ঘায়েল করে অচল করে দিয়েছ, (তো কী হয়েছে) আমি স্বাধীনচেতা, বাঘের চেয়েও ভয়ঙ্কর সাহসী।

আইয়ূব বিন মাশরাহের বর্ণনায় এও রয়েছে যে, "আমি হুরের মত এমন অসি চালনা করতে কাউকে দেখিনি," প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, এমনতর প্রচন্ড যুদ্ধ সম্ভবত আর কোথাও হয়নি, যা কারবালার ময়দানে হুসাইনী ও ইয়াযীদিদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল।

ইমামে পাক নিজেদের তাঁবু গুলো এমন বিন্যাসে গেঁড়েছিলেন এবং পরস্পর বেঁধেছিলেন, যাতে কুফাপক্ষীয়রা একটি মাত্র দিক ছাড়া অন্য কোন দিক থেকে হামলা করতে পারছিল না। এ অবস্থা দেখে ইবনে সা'দ নির্দেশ দিল যে, তাঁবু গুলো উপড়ে ফেলো, যাতে চর্তুদিক থেকে আক্রমন করা যায়। নির্দেশ মত যখন কুফাবাহিনী তাঁবু উপড়াতে এগিয়ে এল, তখন ইমামে পাকের কিছু নিবেদিতপ্রাণ সঙ্গীরা তাঁবুগুলোর অভ্যন্তরে এসে পড়লেন, আর তাঁবুর দিকে আগত, তাঁবু উপড়ানোরত এবং লুটতরাজকারীদের তীর-তরবারী নিয়ে প্রতিহত ও বিনাশ করতে লাগলেন। ইবনে সা'দ এ পর্যায়েও নিজ সৈন্যদের ক্ষয়ক্ষতি ও ব্যর্থতা দেখতে পেয়ে নির্দেশ দিল যে, "তাঁবু গুলো জ্বালিয়ে দাও।" নির্দেশ পাওয়ামাত্র আগুন লাগিয়ে দেয়া হল। আগুনে তাঁবু গুলো পুড়তে লাগল। ইমামে পাক তা দেখে বললেন, "ওগুলো জ্বালাতে দাও, এ অবস্থায়ও এরা চর্তুদিকে থেকে হামলা করতে পারবে না।

islamibookbd.wordpress.com

কেননা প্রথম দিকে তাঁবু গুলো প্রতিবন্ধক হয়েছিল, আর এখন আগুন। বস্তুতঃ তাই হল। আগুন প্রতিবন্ধক হওয়ায় ওরা আর পেছন দিক থেকে হামলা করতে পারছিল না। অভিশপ্ত শিমার ইমামের খাস তাঁবু যা, অপরাপর তাঁবুগুলো থেকে আলাদা ছিল, যেখানে মহিলা ও শিশুরা অবস্থান করছিলেন, তাতে বল্লমের আঘাত করতে করতে তার সাথীদের বলছিল, 'আগুন নাও, আমি এ তাঁবু এবং এর অভ্যন্তরে যারা আছে তাদের জ্বালিয়ে দেব।" তাঁবুর মহিলারা একথা শুনে হাউ মাউ করে বেরিয়ে পড়লেন।

ইমামে পাক যখন এ অবস্থা দেখলেন, তখন বললেন, "রে যুল-জওশনের পুত্র,তুই আমার আহলে বাইতকে আগুনে জ্বালাতে চাইছিস, খোদা তোকে জাহান্নামের আগুনে জ্বালাবেন। শিমারের সঙ্গীদের মধ্যে হামিদ বিন মুসলিম ও শাবছ বিন রিবঈ তাতে বাধা দিল বরং তার আত্মমর্যাদায় ঘা দিয়ে বলল, "তোমার মত বীর পুরুষের জন্য মহিলাদের সাথে এমন আচরন করা নিতান্ত লজ্জাষ্কর। খোদার কসম, তোমাদের পক্ষে শুধু পুরুষদের কতল করাই তোমাদের আমীরকে খুশী করার জন্য যথেষ্ট।" তাদের কথায় শিমার তার মত পরিবর্তন করে ফিরে দাঁড়াল। শিমার ফিরে দাঁড়াতেই যুহাইর ইবনে কাইন দশজন সঙ্গীদের নিয়ে তার উপর এবং তার সঙ্গীদের উপর হামলা করলেন। আবু ইযয আদ দ্বাবাবীকে মেরে তাঁবু থেকে দূরে হটে যেতে বাধ্য করলেন।

ইত্যবসরে আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমাইর কালবী ইয়াযীদের বাহিনীর সাথে প্রচন্ড যুদ্ধে লড়তে লড়তে শহীদ হয়ে গেলেন। তাঁর বিবি দৌড়ে লাশ মোবারকের নিকট আসলেন। শিয়রে বসে চেহারা থেকে রক্ত ধুলো ময়লা ইত্যাদি পরিস্কার করতে করতে বলছিলেন, "তোমার বেহেস্ত যাত্রা শুভ হোক।" পাপিষ্ট শিমার বাক্যটা শুনে ক্ষোভে ফেটে পড়ল। সে স্বীয় গোলাম রুস্তমকে ডেকে বলল,"এই বেটীর মাথায় লোহার ডান্ডা মার।" গোলাম তাঁর কথামত এক ঘা বসাতেই পূন্যাত্মা বিবির মাথা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। আর সেই মূহুর্তেই সে নিজ স্বামীর কাছে বেহেশতী ঠিকানায় পৌঁছে গেল।

بہاروں پر ہیں آج آرائشیں گلزار جنت کی + سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی

জান্নাতের ওই কুসুম কানন ভর ফাগুনে হাসছে কী!
প্রেমের বলি শহীদানের বরাত গুলো আসছে কি?

যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হওয়া কুফাপক্ষীয়দের জন্য বিরক্তিকর ঠেকছিল। ওরা চাইছিল যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব এটা শেষ করে দিতে। আর সামান্য মুষ্টিমেয় কিছু লোকদের খতম করে দিতে। ইমামে পাকের সাথে ছিলেন কিছু আত্মোৎসর্গিত ব্যক্তি তাঁদের মধ্যে কেউ শহীদ হয়ে গেলে ক্ষুদ্রতা আরো প্রকটভাবে অনুভত হতো। পক্ষান্তরে কুফাবাহিনীর সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। বিশাল বাহিনীর দু'এক জন নিহত হলেও তেমন পার্থক্য দেখা যেতো না। এমন অবস্থা দৃষ্টে আবু সুমামা আমর ইবনে আব্দুল্লাহ্ আস সায়েদী ইমামে পাকের খেদমতে আরজ করলেন; "আমার জীবন আপনার জন্য উৎসর্গ হোক! এ লোকগুলো আপনার খুব কাছিকাছি আনাগোনা করছে। আমার সামনে আপনার উপর কোন আঘাত বা চোট আসুক সে দৃশ্য আমি সইতে পারবো না। এ জন্য আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আমি আপনার সামনেই জীবন বিসর্জন দেবো। কিন্তু আমি এখনো নামায পড়িনি। মন চাইছে নামায আদায় করেই নিজ প্রভূর সান্নিধ্যে যাই।" মাথা উঁচিয়ে ইমামে পাক বললেন,"এমন সময়ে তুমি নামাযের কথা স্মরণ করেছো, আল্লাহ্ তোমায় নামাযী এবং তাঁর স্মরণকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন! হ্যাঁ; এখন তো নামাযের সময়। ওই লোকদের বলো আমাদের জন্য নামাযের অবকাশ দিতে।" এই প্রস্তাবে হোছাইন বিন নুমাইর চেঁচিয়ে বলল, "তোমাদের নামায তো কবুল হবে না। " উত্তরে হাবীব ইবনে মোযাহির বললেন,"তবে রে গর্দভ! তুই মনে করছিস যে, রাসূল (দ.) এর প্রিয় পরিজনের নামায কবুল হবে না। আর তোরটা কবুল হবে?" এটা শুনে হোছাইন ক্রোধোন্মত্ত হয়ে হাবীবের উপর হামলা করে বসল, হাবীব বিদ্যুৎ গতিতে এগিয়ে এসে তার ঘোড়ার মুখে তলোয়ারের এমন আঘাত হানলেন যে, ঘোড়া তার সামনে দুই পা শুন্যে তুলে দাঁড়িয়ে গেল। হোছাইন ছিটকে নিচে পড়ে গেলে। তবে তার সঙ্গীরা দৌড়ে এসে তাকে বাঁচিয়ে নিল। হাবীব তখন আত্মযশ গাইতে লাগলেন,

انا حبیب و ابی مظاهر – فارس هیجاء و حرب تسعر -
انتم اعدعدة و اکثر – و نحن اوفی منکم و اصبر -
و نحن اعلی حجة و اظهر - حقا و اتقی منکم و اعذر -

মোযেহেরের বেটা আমি হাবীব আমার নাম,
যুদ্ধে আগুন ছড়ানো এই বীর সিপাহীর কাম।
সংখ্যা তোদের হোক না বেশী কুচ পরোয়া নেই,
প্রতিজ্ঞাতে আমরা অটল, যুদ্ধে জীবন দেই।

islamibookbd.wordpress.com

সত্যে মোদের দীপ্ত, সদা ন্যায় নীতি,নির্ভয়,
আল্লাহ্ ছাড়া ভয় করি না, সে-ই তো মোদের জয়।

দারুণভাবে তরবারী চালিয়ে অনেকক্ষণ ধরে তিনি প্রচন্ড লড়াই করলেন। বনু তামীম গোত্রের বদীল ইবনে সুরাইম নামে এক ব্যক্তিকে নিহতও করলেন। কিন্তু লড়াই ছিলো বিশাল বাহিনীর বিপক্ষে। সম্পূর্ন একাকী কতক্ষনই বা লড়তে পারেন? তামীম গোত্রীয় একজন তাঁর উপর বর্শা দিয়ে জোরে ঘা লাগায়। যাতে তিনি পড়ে যান, উঠতে যাচ্ছিলেন হোছাইন বিন নুমাইর তাঁর মাথায় তরবারী দিয়ে আঘাত হানল, এতে তিনি আবারও পড়ে গেলেন। তামীমী সৈন্যটি এসে তাঁর শিরচ্ছেদ করে ফেলল। ইন্নালিল্লাহি..... রাজিউন।

হাবীবের শাহাদাতে ইমামে পাকের একটি শক্তবাহু ভেঙ্গে গেল যেন। জীবনবাজী রাখা এ প্রিয় সহচরের চির বিদায়ে তিনি ভীষণ মুষড়ে পড়লেন। তিনি এরশাদ ফরমালেন,"আমি খোদা তা'লার কাছে নিজের ও নিজ সাথীদের প্রতিদান চাইব।"

হুর ইবনে ইয়াযীদ প্রিয় দিশারীকে বিষন্ন দেখে আত্মযশঃ গাইতে গাইতে অগ্রসর হলেন,

اليت لااقتل حتى اقتلا- ولن اصاب اليوم الا مقبلا-
اضربهم بالسيف ضربا مفصلا- لا ناكلا عنهم و لامهللا-

শাহাদত অবধি আমি এ যুদ্ধ চালিয়ে যাব,
দিন তো আজ এগুবার শুধু এগিয়েই যাব,
কাটবো তাদের এমন ভাবে আস্ত নাহি ছেড়েই যাব,
হটবো নাকো পিছে, তাদের কাউকে বুঝি রেহাই দেব?

প্রসিদ্ধ আত্মোৎসর্গিত সঙ্গী যুহাইর ইবনে কাইনও তাঁর সহযাত্রী হন। তার আবৃত্তি ছিল,

انا زهير وانا ابن القين- ازودهم بالسيف عن حسين-

আমি কাইনের পুত্র যুহাইর, হযরত হুসাইনের পক্ষ থেকে নিজ তরবারী দিয়ে ঐ দুশমনদের আমি প্রতিহত করবো।

তারা দু'জনে অসীম বীরত্ব ও সাহসিকতার চমক দেখালেন, কিন্তু তারাও বা কতক্ষন লড়বেন! শেষমেষ কুফার সৈন্যদের বিরাট বাহিনী হুরের উপর প্রচন্ড হামলা করে তাঁকেও শহীদ করে দিলেন।

আবু সুমামা আছ ছায়েদী এগিয়ে আসলেন। তিনি কুফা বাহিনীর সঙ্গে থাকা তাঁর চাচাতো ভাইকে কতল করলেন। ইমামে পাক "সালাতে খাওফ (রণাঙ্গনের নামায) আদায় করলেন। এরপর এমন তুমুলভাবে সংঘর্ষ শুরু হলো যে, কারবালার যমীন প্রকম্পিত হল। শত্রুসৈন্য বাড়তে বাড়তে ইমামে পাকের নিকটে এসে গেল। তারা তাঁর উপর তীর বৃষ্টি করল। তাঁর একজন জাঁবাজ হানাফী সঙ্গী তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন। ঝাঁকে ঝাঁকে আসা তীর গুলো বুক পেতে রুখে দিলেন। একটি তীরও ইমামের দিকে যেতে দিলেন না। কিন্তু একজন মানুষ অনবরত ছুটে আসা তীরের প্রতিবন্ধক হিসাবে কতক্ষন দাঁড়াতে পারেন। পরিণামে বুক ঝাঁঝরা হয়ে এক সময় তিনিও ইমামে পাকের চরণে ঢলে পড়ে উৎসর্গ হলেন।

এরপর আসল নাফে' ইবনে হেলাল আলবাজলীর পালা। এই বীর বাহাদুর বারো জনের মত কুফার সেনাকে খতম করলেন। অনেকজনকে আহতও করলেন। পরিশেষে শত্রুসৈন্য জোট বেধে তাঁকে এমন ভাবে আক্রমণ করল যে,তাঁর দু'টি বাহু কাটা পড়ল। আর তাঁকে ওরা জীবন্ত অবস্থায় টেনে হিঁচড়ে ইবনে সা'দের নিকট নিয়ে গেল। তাঁর চেহারা থেকে রক্ত ঝরছিল। তিনি বলতে থাকলেন, জখম করা ছাড়াও আমি তোমার বারো সৈন্যকে কতল করেছি। হাত দু'টি না কাটলে আমাকে বন্দী করতে পারতে না।" ইবনে সা'দ বলল, "নাফে', তুমি নিজ প্রাণের উপর অবিচার করেছ।"নাফে বললেন,"আল্লাহ্ই উত্তম জানেন, আমি কী করেছি।" শিমার ইবনে সা'দকে বলল,"খোদা আপনাকে সহি সালামত রাখুন, একে কতল করে দিন না কেন।" ইবনে সা'দ বলল, "তুমিই একে নিয়ে এসেছ, কাজেই তুমিই কতল কর।" শিমার তাকে কতল করার জন্য তরবারী উত্তোলন করলে নাফে'বলে উঠলেন,"আল্লাহ্র কসম, যদি তোমরা মুসলমান হতে, তবে আমাদের খুনের দায় ঘাড়ে নিয়ে আল্লাহ্র সামনে যাওয়া তোমাদের কাছে অবশ্যই কঠিন ব্যাপার মনে হতো। আল্লাহ্র শোকর, যিনি আমার মৃত্যু নিকৃষ্টতম সৃষ্টির হাতে নির্ধারণ করেছেন।" এরপর শিমার তাঁকে শহীদ করে দিল।

অতঃপর শিমার বহুসংখ্যক একটি সৈন্যদল নিয়ে যশঃগীতি পড়তে পড়তে অহংকারী ও দাম্ভিক উচ্চারণ মুখে নিয়ে ইমামে পাকের দিকে এগুতে থাকল। ইমামে পাকের সাথে যে কয়জন নিবেদিত প্রান সঙ্গী তখনও অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁরা দেখলেন যে, এ বিশাল সৈন্যদলের মোকাবেলায় তাঁরা বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারবেন না। ফলে তাঁরা এ সিদ্ধান্ত নিলেন

islamibookbd.wordpress.com

যে, ইমামে পাকের উপর কোনো সঙ্গীন অবস্থা আসার আগে একে একে সকলেই তাঁর নিরাপত্তার স্বার্থে জীবনপাত করে দিবেন। সে অনুযায়ী একে একে পতঙ্গসম সব অনুরক্ত ইমামতের আলোকপিন্ড হযরত হুসাইনের জন্য কুরবান হতে লাগলেন। সবার আগে আব্দুল্লাহ্ এবং আব্দুর রহমান ইবনে আযরা আলগিফারী তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে শত্রুর মোকাবেলায় লিপ্ত হলেন। এরপর জওয়ান সাইফ ইবনে হারেস ও মালেক ইবনে আব্দ আসলেন। এরা দু'জন পরস্পর চাচাত ভাই অথচ একই মায়ের উদর জাত। ময়দানের দিকে যাওয়ার সময় দু'জন অশ্রুপাত করছিলেন। তাঁদের কাঁদতে দেখে ইমামে পাক জিজ্ঞেস করলেন," প্রিয় ভাইপো'রা, তোমরা কাঁদছো কেন? খোদার কসম এইতো কিছুক্ষণ পরেই তোমরা আনন্দচিত্ত হয়ে আমার চোখ জুড়াবে।" তারা আরজ করলেন, "আমরা আপনার জন্য কুরবান; নিজেদের জানের মায়ায় আমরা কাঁদছি না; বরং আপনারই কথা ভেবে আমাদের কান্না আসছে। কেননা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, দুশমনেরা আপনাকে চর্তুদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। অথচ তাদের প্রতিহত করার ক্ষমতা আমাদের নেই।" তিনি বললেন, "বাছারা, আল্লাহ্ তোমাদের মুত্তাকীদের মত উত্তম বিনিময় দান করুন, যেহেতু তোমরা আমার অবস্থা দৃষ্টে দুঃখিত হয়েছো এবং সমবেদনা প্রকাশ করছো। (আমীন)"

ইত্যবসরে হানযালা ইবনে আসআদ আশশিয়ামী ইমামে পাকের সামনে এসে দাঁড়িয়ে যান এবং চিৎকার করে করে বলতে লাগলেন,'হে জনগোষ্ঠি, আমার আশংকা হচ্ছে যে, তোমাদের উপর খন্দকের দিনের মত এবং নূহ, আদ ও সামূদ সম্প্রদায়ের মত আর তাদের পরবর্তী দলগুলোর মত আযাব নাযিল হবে কিনা। আল্লাহ্ তা'লা বান্দাদের জন্য অবিচার পছন্দ করেন না। হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা, তোমাদের জন্য রোজ কিয়ামতে আমার ভয় হচেছ, যে দিন তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাতে থাকবে, কেউ তোমাদের আল্লাহ্র পাকড়াও থেকে বাচাঁতে পারবে না, আল্লাহ্ যাকে গোমরাহ করবেন, তাকে হেদায়ত করার কেউ নেই। হে আমার কৃওমের মানুষেরা, হযরত হুমাইনকে কতল করো না, আবার পরিস্থিতি এমন না হয় যে, আল্লাহ্ তোমাদের উপর আযাব নাযিল করে তেমাদের ধংস করে দেবেন। অপবাদ রটনাকারী সবর্দা ব্যর্থই হয়ে থাকে।" ইমামে পাক বললেন, "আল্লাহ্ তা'লা তোমায় রহম করুন। এ লোকগুলো নিজের উপর আযাবকে তো ঐ সময়েই অপরিহার্য কেও নিয়েছিল, যখন তারা সত্যের

দিকে আমার আহবানকে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছিল, আর এখন এরা আমাদের সবাইকে খতম করে দেওয়ার জন্য ময়দানেই এসে গিয়েছে। আর তারা তোমাদের পূণ্যবান ভাইদেরকে কতলই করে দিয়েছে। এখন এরা কিভাবে (সুপথে) ফিরে আসবে? কাজেই এখন এদেরকে বুঝানো নিরর্থক।" হানযালা বললেন,"আমি আপনার জন্য উৎসর্গ, আপনি সত্যিই বলেছেন। এখন আমায় অনুমতি দিন, যাতে আমিও আমার ওই ভাইদের সাথে গিয়ে মিলতে পারি।" তিনি বললেন, "যাও ঐ অনন্ত জীবনে, যা দুনিয়া ও তার সব কিছুর চাইতে উত্তম। হানযালা বললেন, "আসসালামু আলাইকা ইয়া আবা আবদিল্লাহ্, আপনার ও আপনার আহলে বাইতের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে দরূদ ও সালাম, আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে বেহেশতে মিলিত করবেন। " ইমামে পাক এ কথার উপর দু'বার 'আমিন' বললেন। হানযালা অগ্রসর হলেন, বীরের লড়াই লড়তে লড়তে শহীদ হয়ে গেলেন। এরপর সাইফ ও মালেক দু'জনই 'আসসালামু আলাইকা ইয়া ইবনা রাসুলিল্লাহ্' বলে এগিয়ে গেলেন। ইমাম বললেন, 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহ্' তারাও উভয়ে লড়াই করতে করতে জীবন উৎসর্গ করে দিলেন। এরপর আবেস ইবনে আবী শাবীব শাকেরী তাঁর আযাদকৃত গোলাম শওযবকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কী ইচ্ছা? উত্তরে শওযব বললেন, "ইচ্ছে তো এটাই যে, ফাতেমা বিনতে রাসুল (দ.) এর সন্তানের পক্ষে তাঁর দুশমনদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিয়ে দিই।" আবেস বললেন, "তোমাদের কাছে আমি এটাই আশা করছিলাম, এসো, আবু আবদিল্লাহ্ হুসাইনকে সালাম জানিয়ে অনুমতি চেয়ে নাও। আজকের দিনটি হচ্ছে ঐ দিন, যাতে আমাদের দ্বারা যতটুকু সম্ভব সওয়াব লুটে নেওয়া যায়। আজকের পর এমন পূণ্য কাজের সুযোগ আর মিলবে না। শওযব ইমামে পাককে সালাম করলেন এবং এগিয়ে গিয়ে লড়াই শুরু করলেন। এক পর্যায়ে তিনিও শহীদ হয়ে গেলেন। এরপর আবেস সালাম করে ইমামের কাছে আরজ করলেন,"ইয়া আবা আবদিল্লাহ্! খোদার কসম, এ বিশ্বব্রহ্মান্ডে আমার কাছে আপনার চেয়ে প্রিয় আর কেউ নেই। কিন্তু হায়! আমি আমার জান দিয়ে হলেও আপনাকে এ দুশমনদের হাত থেকে যদি বাচাঁতে পারতাম!" এই বলে তিনি খাপ থেকে তলোয়ার টেনে নিলেন এবং দুশমনের দিকে অগ্রসর হলেন। ইনি বীরত্ব ও শৌর্যে বীর্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন। রবী' ইবনে তমীম তাঁকে চিনতে পেরেও নিজ সঙ্গীদের বলল, "এ লোকটি রণাঙ্গনের সিংহশার্দুল! খরবদার তোমাদের কেউ একা তার সাথে কখনো

islamibookbd.wordpress.com

লড়তে যেওনা।" আবেস হুংকার দিয়ে উঠলেন, "আছ কি কেউ? যে আমার সাথে লড়তে আসবে? "শত্রুদের কারো সাহস হচ্ছিলনা। ইবনে সা'দ বলল, "সকলে সম্মিলিত ভাবে পাথর ছুঁড়তে থাক।" নির্দেশমাত্র চারদিক থেকে তাঁর উপর পাথর আসতে লাগল। তিনি তাদের এ কাপুরুষতা দেখে নিজের বর্মও শিরস্ত্রান খুলে ফেলে দিলেন এবং সর্বশক্তি নিয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তারা ভীত হয়ে পালাতে লাগল। আর তিনি আক্রমন করতে করতে তাদের সারির অভ্যন্তরেই ঢুকে পড়লেন, শত্রুদের ছত্রভঙ্গ অবস্থা সৃষ্টি করলেন।

আবেস যদিও অত্যন্ত বীর বাহাদুর ছিলেন,কিন্তু সহস্র সৈন্যের মোকাবেলায় একাই একাকী কতক্ষণবা লড়তে পারবেন। শেষ দিকে শত্রুরা তাকে ক্রমশঃ ঘেরাও করে ফেলল। বেষ্টনী দিয়ে চারদিক থেকে একযোগে হামলা করে অবশেষে তাঁকে শহীদ করে দিল।

আবু শা'সা ইয়াযীদ ইবনে যিয়াদ আল কিন্দী প্রথম দিকে ইবনে সা'দের সৈন্যদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন যে, ইয়াযীদ বাহিনী ইমামে পাকের দেওয়া সবগুলো শর্তই প্রত্যাখ্যান করে দিল, তখন তিনি ইয়াযীদ বাহিনী থেকে বের হয়ে ইমামে পাকের সহযোগীদের মধ্যে শামিল হয়ে গেলেন। তীর চালনায় তিনি অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। এবার তিনি ইমামে পাকের সামনে এসে দুই হাঁটু মাটিতে গেঁড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং আবৃত্তি করলেন,

انا یزید وابی مهاصر + اشجع من لیث بغیل خادر
یارب انی للحسین ناصر + ولابن سعد تارك وهاجر

(আমি ইয়াযীদ, আমার পিতা মুহাছির,আমি দুঃসাহসিকতায় হিংস্রবাঘ, হে খোদা, আমি ইমাম হুসাইনের মদদকারী, ইবনে সা'দকে পরিত্যাগকারী আর তার থেকে দুরত্ব রক্ষাকারী)

অতঃপর তিনি শত্রুর দিকে উপুর্যপরি, একশ'টি তীর চালালেন। তন্মধ্যে মাত্র পাঁচটি তীরই শুধু লক্ষ্যচ্যুত হয়। এছাড়াও তিনি আরো পাঁচজন শত্রু সৈন্যকে পূর্বেই নিহত করে ছিলেন। পরিশেষে এ যোদ্ধাও ময়দানে লড়তে লড়তে শহীদ হয়ে গেলেন।

এভাবে আমর বিন খালেদ, জব্বার ইবনে হারেস, সা'দ মজমা ইবনে ওবায়দুল্লাহও এক এক করে উৎসর্গ হয়ে গিয়েছেন। শুধুমাত্র সুয়াইদ ইবনে

উবাই আলমুতা আল-খাসআমী একজনই বাকী ছিলেন। (ইবনে আসীর-৩০/৪,ত্বাবরী ২৫১/৬)

ইমামের এই নিবেদিত প্রাণ সঙ্গীরা যে ধৈর্য্য ও সংযম, বীরত্ব ও সাহসিকতা এবং আত্মোৎসর্গ হওয়ার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে ছিলেন, তার কোন দৃষ্টান্ত মিলবেনা। ছোট্ট একটি কাফেলার উপর মুসীবতের পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছিল। অন্যায় অত্যাচারের ঝড় বয়ে গিয়েছিল, তথাপিও তারা মনোবল হারাননি,সত্যের প্রহরা থেকে মুখ ফেরাননি। নিজ প্রাণের মায়া কেউই করেননি। বরং প্রত্যেকেই আলোকপিন্ডে পতঙ্গের মতই ইমামের জন্য আত্মাহুতি দিয়েছিলেন এবং বেহেশতী কাননের শোভা বর্ধন করেছিলেন।

اسکے ہر قطرے سے پیدا ہوگئی دنیائے نو - کون کہتا ہے شہیدوں کا لہو ناکارہ ہے
ابر رحمت اسکے مرقد پر گہرباری کرے - حشر میں شان کریمی ناز برداری کرے

প্রতি ফোঁটায় উঠল হেসে এক এক নতুন বিশ্ব ধাম,
কে বলেরে শহীদানের রক্ত ফোঁটা হয় নাকাম?
বিধাতারই দয়ার ছায়া সমাধিতে ঘর বানায়,
হাশর মাঠে সেই করুণা দেখবি পুরায় মনোষ্কাম ।

islamibookbd.wordpress.com

اے ہیں اب میدان میں علی مرتضی کے پھول
زہرا بتول اور چمن مصطفے کے پھول
ان کی وفا صبر و رضا حق رثبات سے
ہردم ہیں تازہ گلشن دین میں وفا کے پھول
حورین جناں سے ائیں ملک اَے عرش سے
لے کر خدا کی طرف سے صل علی کے پھول
ہشیار اہل بیت کی لاشوں سے اے زمین
کملا نہ جائیں یہ ہیں رسول خدا کے پھول

ময়দানেতে আসলো আলী মর্তূজারই ফূল,
মোস্তাফারই কানন সে মা ফাতেমারই ফুল,
সত্যে দৃঢ়পদ, অবিচল, আনুগত্য, ধৈর্য্য অটল,
দ্বীনের বাগে সজীব সে এক সত্য, সেবার ফুল।
বেহেশ্‌ত হতে আসলো যে হুর, স্বর্গীয় দূত আসল প্রচুর,
আনল খোদার তরফ হতে 'সাল্লে আলা'র ফুল।
শুনরে যমীন খুব হুঁশিয়ার, লাশগুলো এ দেখিস সে কার,
নবীজির এ আহলে বাইত, দলিস্ নে মর্যাদার ফুল।

এবার অপরাজেয় বীর, শেরে খোদার ব্যঘ্রশালার বাঘগুলোর, যাহ্‌রার বাগানে প্রস্ফুটিত গোলাপদের, নবীকুলশিরমণি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (দ.)র কলিজার টুকরোগুলোর পালা এসে গেলো। ঐ হাশেমী নওজোয়ানদের ময়দানে আগমন হচ্ছিল, যাঁদের দেখে বীরপুরুষের বুকেও হৃদপিন্ডের দাপাদাপি শুরু হয়। বীরত্বের মূর্ত-প্রতীক ঐ নওজোয়ানদের খুন-পিয়াসী তরবারীগুলোর হামলায় সিংহ-প্রাণ বীরও আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠে। তাঁরা রনকূশল,আক্রমনের এমন শৈলী দেখালেন যে, কারবালার তৃষার্ত যমীনকে শত্রুর রক্তে পরিতৃপ্ত করে দিলেন। কিন্তু এঁরা তো মাত্র জনাকয়েক। পক্ষান্তরে সহস্রাধিক সুসজ্জিত শত্রুসৈন্য, কতক্ষনই বা লড়তে পারেন। যেহেতু তাঁদের জন্য পানি বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। যুদ্ধও একজনের বিরুদ্ধে একজন করছিল না। কাজেই আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে ক্রমশঃ শাহাদাতের অমীয় সুধাই পান করে যাচ্ছিলেন তাঁরা। ইবনে সা'দ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল যে, যদি এসব জাঁ-বাজ পুরুষদের জন্য পানি বন্ধ করা না হত এবং একজনের মোকাবেলা একজনই করতো, তবে আহলে বাইতের এক জওয়ান তার পুরো বাহিনীকেই পরাস্ত করে দিত।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুসলিম

নিকটজনদের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুসলিম ইবনে আকীল ইমামে পাকের খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন,"চাচাজান,আমাকে অনুমতি দিন,আমি সত্যের পথে জীবন দিতে এবং আব্বাজানও ভাইদের কাছে পৌছে যেতে উদগ্রীব।" ইমামে পাকের চোখে অশ্রু এসে গেল। বললেন,"বাবা তোমার আব্বার এবং ভাইদের বিয়োগব্যথা যে, এখনও আমার অন্তর থেকে মুছেনি, আমি কীভাবে তোমাকে যাওয়ার অনুমতি দেই! তুমি বরং এক কাজ করো, তোমার আম্মাজানকে সাথে নিয়ে যেখানেই তোমার মন চায়, কোন নিরাপদ জায়গায় চলে যাও। এরা তোমার পথ আটকাবে না;কেননা এদের যে শুধু আমারই রক্তের পিপাসা! আব্দুল্লাহ্ আরজ করলেন, "চাচাজান, এ আপনি কী বলছেন? আপনাকে ছেড়ে আমি কোথাও চলে যাবো? খোদার কসম, এটা হতেই পারে না। আপনাকে ছেড়ে আমি কক্ষনো যাবো না, বরং আপনার সামনেই শাহাদাতের পেয়ালায় চুমুক দেবো।" তিনি তাঁর জেহাদের তীব্র আকাংখাও শাহাদাতের অদম্য আগ্রহ দেখে বিগলিত নয়নে তাঁকে বুকে জড়িয়ে নিলেন এবং বললেন,

islamibookbd.wordpress.com

"যাও,সত্যের পথে কুরবান হয়ে যাও।" হাশেমী বংশের এ যুবক ময়দানে আসলেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য শত্রুকে আহবান জানালেন। ইবনে সা'দ তার সৈন্যদের জিজ্ঞেস করল, এ যুবকের মোকাবেলা করবে কে?" এরপর সে কুদামা ইবনে আসাদ ফাযারীর দিকে তাকিয়ে বলল, "কুদামা, তুমিই তার মোকাবেলা করতে পার।" কুদামাকে অত্যন্ত রণনিপূন ও বীর যোদ্ধা মনে করা হোত, সেই আব্দুল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে লড়তে আসল। কিছুক্ষণ উভয়ের মধ্যে লড়াই চলতে থাকল, এক সময় আব্দুল্লাহ্ তলোয়ারের এমন এক কার্যকর আঘাত হানতে সক্ষম হলেন যে, কুদামাকে দ্বিখন্ডিত করে ফেললেন। আর তার কোমরবন্দ ধরে টান দিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে তাকে নিচে ফেলে নিজেই ঘোড়ায় চেপে বসলেন। তাঁর ঘোড়াটি ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় একেবারে কাহিল পড়েছিল। এবার তিনি বর্শা উঁচিয়ে শত্রুকে আহবান করতে লাগলেন। তাঁর মুখে কিছু শেএর আবৃত্তি হচ্ছিল, যার ফার্সীরূপ কেউ এভাবে প্রদান করেছেন,

امروز بہ بینم جگر سوختہ جان را - پیش شہ مظلوم کشم روح درواں را

بادولت جاوید در آغوش درارم - در روضۂ فردوس عروسان جناں را

ফুটন্ত এক হৃদয় নিয়ে দেখিনু এক যুবক আজ,
নিপীড়িত প্রাণনাথের ওই চরণে প্রাণ জ্বলার ঝাঁজ,
অনন্তের ওই প্রাচুর্য কী গড়াগড়ি তাঁর সে ঠাঁই,
স্বর্গ কানন সমাধি তায় নজর আসে হুরের সাজ।

কুদামার পুত্র সালামা ইবনে কুদামা আব্দুল্লাহ্‌র সাহসিকতা ও বাহাদুরী দেখে ইবনে সা'দকে বলল,"আমি এমন তেজস্বী বাহাদুর জওয়ান আর দেখিনি।"এবার তাঁর সামনে একাকী লড়তে আর কারো হিম্মত হচ্ছিল না। তিনি ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় তাদের উপর আক্রমন চালালেন। নরাধম বাহিনীকে তছনছ করতে করতে তাদের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়লেন। অনেক শত্রু সৈন্যকে নিহত ও আহত করে ছাড়লেন। শেষ দিকে তারা তাঁকে ঘিরে ধরল এবং জেদা ও মশকী পেছন দিক থেকে অতর্কিত তলোয়ার চালাল। এতে তাঁর ঘোড়ার পা কেটে গেল। তখন তিনি নিচে অবতরণ করে পদব্রজেই মোকাবেলা করে চললেন। আচানক নওয়াফেল ইবনে মুজাহেম হিময়ারী তাঁকে বর্শার আঘাতে ঘায়েল করল, কারো মতে আমর বিন সাবীহ

সায়দাভী তীরের নিশানা বানিয়েছিল। এভাবে আকীল খান্দানের এ বীরপ্রাণ অবশেষে বেহেশ্‌তে পাড়ি জমালেন। (রাদি.)

হযরত আকীল রাদি.'র পুত্রগণ

হযরত জা'ফর ইবনে আকীল যখন নিজ ভাইপোকে ধুলো ও রক্তে লুটোপুটি খেতে দেখলেন,তখন অশ্রুভেজা নয়নে এগিয়ে আসলেন ও ইমামে পাককে সালাম করে অনুমতি চাইলেন। ইমাম পাক তাঁকেও বুকে টেনে নিলেন এবং অনুমতি দিলেন।

হযরত জা'ফর "রাজ্‌য" (যুদ্ধকালীন বীরত্বব্যঞ্জক কবিতা) পড়তে পড়তে যুদ্ধের ময়দানে আসলেন। আবুল মানাখির ঐ কবিতার তর্জমা করেছেন এভাবে,

قرۃ العین عقیل من و مولائے حسین - دل و جان پاک زآلائش ہر تہمت و شین

پسر عم منست ایں شہ و شہزادہ کہ ہست - قرۃ العین نبی چشم و چراغ ثقلین

ایں حسین ابن علی است کہ جبریل امین - پرورش دادہ ورا در حلل اجنحتین

আকীলেরই নয়নমণি,আমি হোসাইন অন্ত-প্রাণ,
নেইকো ত্রুটি, কলুষতা, এমনি সে পাক দিল ও জান।
বাদশাহ্ তনয় বাদশাহ্ ও ফের হৃদয়নিধি মোর চাচার,
দুইভূবনের আলো নবীর চোখ জুড়ানো সত্তা যাঁর।
শেরে খোদার পুত্র হোসাইন এমনি গৃহে তাঁর লালন,
জিব্রীঈল আমীন গুটায় ডানা, বেহেশ্‌তেরই সেই কানন।

তিনি (জাফর বিন আকীল) লড়তে শুরু করলেন। বীরত্বের প্রদর্শন এমনভাবে করলেন যে, অনেক ইয়াযিদীদের জাহান্নামে পাঠিয়ে ছাড়লেন। একপর্যায়ে দুশমনেরা চতুর্দিক থেকে ঘিরে, তীরের বৃষ্টি শুরু করলে আকীল পুত্র নিজ রক্তে রঙ্গিন হয়ে শেষ পর্যন্ত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আযরা খাসআমীর তীর বিদ্ধ হয়ে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করলেন। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আকীল যখন নিজের ভাইয়ের এহেন করুণ পরিণতি দেখলেন, তখন স্থির থাকতে পারলেন না। সিংহের মত রণক্ষেত্রে লাফিয়ে পড়লেন। এমন বাহাদুরীর চমক দেখালেন যে, নরাধমদের রক্তে যুদ্ধের ময়দান রক্তস্নাত

islamibookbd.wordpress.com

করে দিলেন। শেষ পর্যন্ত ওসমান ইবনে খালেদ জুহানী এবং বশর ইবনে সওত হামদানীর হাতে শহীদ হয়ে যান। (রাদি.)

দুই ভাইয়ের শাহাদাতের পর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আকীল এগিয়ে আসলেন এবং ইমামের নিকট অনুমতি চাইলেন। ইমামে পাক বললেন,"যদি তোমাদের এটাই উদ্দেশ্য হয়, আর তোমরা সবাই এটাই মনস্থ করে থাকো যে, যুদ্ধের ময়দানে একজন একজন করে প্রিয়জনদের আহত ও নিহত হওয়া আমি নিজের চোখে দেখি এবং স্বজনহারানোর যন্ত্রনা সইতে থাকি, তবে আমি তার জন্যও প্রস্তুত!"আব্দুল্লাহ বললেন,"আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মধ্য থেকে একজন সহযোগীও বেচেঁ থাকি,ততক্ষণ রাসূলে সাকলাইনের এ আমানত হযরত হুসাইনের পায়ের নোখেও দুশমনদের ঘেঁষতে দেবো না।" কারবালার মুসাফির চাচাতো ভাইকে বুকে জড়িয়ে নিলেন। চোখ থেকে পানি বইতে লাগল। এবারে আব্দুল্লাহ্‌কেও বিদায় জানালেন। যুদ্ধের ময়দানে এসে আব্দুল্লাহ্ তলোয়ার উঠালেন। হাশেমী বীরত্বের চমক দেখালেন। চকচকে কৃপাণ থেকে বিদ্যুৎ বর্ষন হতে লাগল। শত্রুর রক্তে গঙ্গা রচনা করে শেষ তক ওসমান ইবনে আসীম আল জুহানী ও বশর বিন সওতের যৌথ আক্রমনে শাহাদাতের পেয়ালায় চুমুক দিলেন। (রাদি.)

হযরত আলী (কারামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-র পুত্রগণ

আকীল(রাদি.)র পুত্রগণের শাহাদাতের পর এবার হায়দারে কাররার আলী (রাদি.)'র সন্তানদের পালা আসলো। এরা ছিলেন সেই সিংহশার্দূল, যাদের শিরায় বইছিল শেরে খোদা আলী মর্তুজার রক্ত। আকীলের সন্তানেরা যখন শাহাদাতের রক্তে স্নান সম্পন্ন করে ফেললেন,তখন আমীরুল মুমিনীন সাইয়িদুনা আলী (রাদি.)'র পুত্রবর্গের মধ্যে প্রথম শহীদ হওয়ার মর্যাদা ও রক্তাক্ত পোশাক লাভে ধন্য হবার জন্য (প্রথম খলিফা হযরত ছিদ্দীকে আকবরের নামে নাম) হযরত আবু বকর ইবনে আলী (রাদি.) এগিয়ে এসে ইমামের খেদমতে আরজ করলেন,"ভাইজান, আমাকেও দয়া করে অনুমতি দিন।" তিনি বললেন, "হায়রে ভাই, তোমরা এক এক করে আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছ।" উত্তরে ভাই বললেন,"প্রিয় ভাই, আজ এ প্রাণটি ছাড়া আর কিছুই যে নেই! ওটাই আপনার জন্য উৎসর্গ,গ্রহন করুন ভাই, দয়া করে যাওয়ার অনুমতি দিন।" তিনি নিরুপায় হয়ে অনুমতি দিলেন। আবু বকর

বিন আলী(রাদি.) ময়দানে উপস্থিত হয়ে কিছু শেএর আবৃত্তি করলেন। শেএর গুলোর তর্জমা নিম্নরূপ,

شاہ و برادر من است اختر آسمان دین + مہتر و بہتر زمان قبلہ و قدوۂ زمیں

لالۂ روضۂ صفا گلبن باغ اصطفی + چشم و چراغ مصطفیٰ میر و امام راستیں

گوہر کان اجی مہر سپہر ابتدی + طرہ نشان طاہا چہرہ کشائے یاوسیں

من نہ برادر و یم خادم و چاکر و یم + پیش دو دیدۂ شما خار جیان تیرہ دیں

تحفۂ جان و دل بہ کف آمدہ ام بدر بکش + دیدہ و رخ بر آستاں تیغ و کفن در آستیں

দ্বীন আকাশের তারা আমার ভাইটি শাহানশাহ্,
কালের সেরা ব্যক্তিটি যে,আদর্শে কিবলাহ্।
পাক রওজার পুষ্প, সে যে পবিত্রতার ফুল,
প্রিয় নবীর নয়ন জ্যোতি,কুলহারাদের কুল।
গুপ্তখনির মুক্তো সে যে, রক্ষে নবীর দ্বীন,
তোয়াহার তিনি আজব নিশান, স্মারক ইয়া ও সীন।
ভাই হবো কোন্ দুঃসাহসে, ভৃত্য এই অধম,
তীরের নিশান হবো তোদের, শোনরে নরাধম।
তাঁর চরণে অর্ঘ্য দেবো নিলাম হাতে জান,
নয়ন পাতা স্বর্গে, হাতে কাফন ও কৃপাণ।

এ আবৃত্তি শুনে ইমাম পাক তাঁকে দোয়া করলেন। তিনি লড়তে শুরু করলেন। প্রমাণ করে দিলেন যে, আমি হায়দারে কাররার'র পুত্র। তিনি যেদিকেই অগ্রসর হতেন, তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিতেন। সর্বশেষ আঘাতে জর্জরতি অবস্থায় কাহিল হয়ে কুদামা মোসেলীর বর্শার আঘাতে, বর্ণনান্তরে আব্দুল্লাহ ইবনে ওকবা আনকারীর তীরের আঘাতে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করতঃ বেহেশতে পৌছে যান। (রাদি.)

এরপর তাঁর ছোট ভাই দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর(রাদি.) এর নামে যাঁর নাম হযরত ওমর ইবনে আলী ইমামে পাকের অনুমতিক্রমে ময়দানে আসলেন। খোদাপ্রদত্ত শক্তি ও বীরত্বের মাধ্যমে অনেক ইয়াযিদীকে খতম করে পরিশেষে জান্নাতে গমন করলেন।

এরপর তৃতীয় ভাই তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান গনি(রাদি.)'র নামে নাম হযরত ওসমান ইবনে আলী(রাদি.) যখন দুই সহোদরের রক্ত মাটিতে

islamibookbd.wordpress.com

বইতে দেখলেন, তখন তার তাঁর চোখে পৃথিবী অন্ধকার মনে হলো, এদিকে প্রিয় ভাই ইমামে পাকের খেদমত করার আগ্রহ রক্তের মতো শিরায় দাপাদাপি করছিল। এগিয়ে এসে আরজ করলেন, "আপনার দু'টি প্রান-পণ যোদ্ধা ভাই শাহাদাতের গর্বিত পোশাক গায়ে চড়িয়ে চলে গেলেন, তেমন একটি আমার জন্যও বরাদ্দ হোক, কেননা আমিও তো আপনার ভাই!" ইমামে পাক বললেন,"তুমিতো আমার মর্যাদার মুকুট,যাও ভাই,কাউসার থেকেই তোমার পিপাসা মিটিয়ে নাও। আমিও তোমার পাশে এসে পড়ছি।" হযরত ওসমান ইমামে পাকের অনুমতি নিয়ে ময়দানে আসলেন এবং নিম্নোক্ত ভাবার্থের কবিতা আওড়ালেন,

امدہ عثمان بجنگ تیغ یمان در یمین +خوردہ بہ قتل شاہ پیش برادر یمین

شامی مدبخر اتیغ کشد بر حسین +نیست دلش را مگر دمدہ انصاف بیں

صبح شہادت دمید وقت صبوح من است+مست شوم دم بدم از قدح حور عین

ওসমান এই আসলো রণে ডান হতে তার মুক্ত কৃপাণ,
পণ করেছি ভাইয়ের সনে রক্তে তোদের করবো যে স্নান,
হতচ্ছাড়া গোলাম যত হুসাইন পরে চালায় অসি,
ইনসাফ যেই বুকটি জুড়ে একটি নীতি যায়নি খসি।
শাহাদাতের প্রভাত হাঁকে, আসলো আমার উষার ঘড়ি,
ক্রমান্বয়ে ভরবে নেশায়, বিলায় যেটা বেহেশ্‌ত্‌-পরী।

এরপর মরনপণ লড়াই করলেন। এমন প্রচন্ড হামলা চালালেন যে, ঘোড়সরওয়ারদের ঘোড়ার পিঠে টিকে থাকা দায় হয়ে পড়ল। পদাতিকরা তো পেছনে পড়ে রইলো। অবশেষে রণক্লান্ত সৈনিক আঘাতে জর্জরিত হয়ে খোলী ইবনে ইয়াযীদ আছবাহীর হাতে শাহাদাতের পেয়ালা পান করে চির শান্তির কাননে রওয়ানা হয়ে গেলেন। (রাদি.)

অতঃপর ইমাম পাকের চতূর্থ ভাই হযরত জাফর ইবনে আলী (রাদি.) খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন, এখন উৎসর্গের জন্য আমিই তো হকদার।" ইমামে পাক তাঁর দিকে এক নজর দেখলেন। বললেন, "ভাইটি আমার, বীরত্বের দীপ্তি তো তোমার কপালে চমক দিচ্ছে। কিন্তু বিশাল বাহিনীর সাথে একাকী লড়তে গিয়ে কেউই তো ফিরে আসেনি। এজন্যে এটাই উত্তম হবে যে, মল্লযুদ্ধ ডেকে একেক জনের সাথে লড়ে যাওয়া।"

হযরত জাফর বললেন," ভাইয়া যে মনমগজে জীবন বাজি আর প্রান পণ করার ঔৎসুক্য, তাতে সংখ্যায় কম বেশী প্রশ্ন তো অবান্তর। এখন তো ফিরে আসার কথা নয়; বরং আপনার জন্য জীবন উৎসর্গ করে জান্নাতুল ফিরদাওসে আব্বা জানের নিকট পৌঁছারই আকুলতা। ইমামে পাক তাঁকে বুকে টেনে নিলেন এবং অনেকক্ষণ কান্না করলেন। হযরত আব্বাস ছাড়া ইনিই ছিলেন সর্বশেষ ভাই, যিনি বিদায় নিচ্ছেন। ইমামে পাক থেকে অনুমতি নিয়ে ময়দানে আসলেন। বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে অবশেষে বেহেশতের পথে পাড়ি জমালেন। (রাদি.)

ইমাম হাসান মুজতবার সন্তানগণ

ভাই চতুষ্ঠয় শাহাদাত বরণ করার পর ইমামে পাকের আপন ভাইপো আব্দুল্লাহ ইবনে হযরত ইমাম হাসান (রাদি.) অগ্রসর হলেন। আরজ করলেন,"শ্রদ্ধেয় চাচাজান, আমাকেও অনুমতি করুন, দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়তে চাই,আর এ জীবনটা সত্যের পথে উৎসর্গ করতে চাই। ইমামে পাক তাঁকে বুকে জড়িয়ে নিলেন এবং অনেক বুঝাতে চাইলেন; কিন্তু অনুমতি না দিয়ে কিছুতেই তাঁকে নিবৃত্ত করা গেল না। অমিততেজী এ সিংহশার্দূল যুদ্ধের ময়দানে আসলেন। শত্রুর সামনে দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করলেন,

پدرم محترم وعالی جاہ + نور بینائے زہرا حسن است

وایں شہنشاہ گراں مایہ حسین +ہادی راہ حق وعم من است

শ্রদ্ধাভাজন পিতাজী মোর উচ্চ মর্যাদার,
হাসান নামে নয়ন জ্যোতি সেই যে জোহ্‌রার,
এই যে হুসাইন শাহান শাহ অমূল্য রতন,
সত্য পথের দিশারী যে চাচাটি আমার।

এবং তরবারী উদ্যত করলেন। এমন নৈপূণ্য প্রদর্শন করলেন যে, শত্রুদের মধ্যে হৈ চৈ পড়ে গেল। প্রমাণ করলেন তিনি হায়দারে কাররার এর পৌত্র। আমর বিন সা'দ বলল,"এ যুবকটিকে ঘেরাও করে শেষ করে দাও।" বুখতরী বিন আমর শামী পাঁচ শো আরোহী নিয়ে অগ্রসর হল এবং চারদিকে থেকে তাঁকে ঘিরে ফেলল। তিনি বীরত্বের সাথে মোকাবিলা করলেন। পরিশেষে অসংখ্য আঘাতে জর্জরিত হয়ে শাহাদাতের সুধা পান করলেন। (রাদি.)

islamibookbd.wordpress.com

সাইয়িদুনা কাসেম বিন হাসান

হযরত আব্দুল্লাহ্‌র শাহাদাতের পরে ইমামে পাকের চরণে নবীকুঞ্জের অপর পুষ্প হযরত কাসেম বিন হাসান (রাদি.) হাজির হলেন। উনিশ বছরের তরুণ। ইনি নওজোয়ান, যাঁর সাথে ইমামে পাকের কলিজার টুকরো হযরত সকীনার ভবিষ্যত জড়িত। ভগ্নহৃদয়ের এ সারথী, নবী-বংশের নয়ন-পুতুল, আকাংখার অবতার হয়ে আরজ করলেন, "চাচা হুজুর, আমিও সত্যের পথে আত্মাহুতি দিতে এবং আব্বাজানের কাছে যেতে অস্থির। আমাকেও অনুমতি দিতে মর্জি হোক।" ইমামে পাক এ চোখের মণিকে দেখলেন এবং বললেন, "কীসের জন্য আমি তোমাকে অনুমতি দেবো? তীরের আঘাতে চালুনী হবার জন্য? তরবারীর ধারে টুকরো হবার জন্য? তুমি যে আমার ভাই হাসান মুজতবার স্মৃতি চিহ্ন!" হযরত কাসেম আরজ করলেন, "চাচাজান, দোহাই আল্লাহর! আমাকে ঐ দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়াই করার অনুমতি দিন, আপনার চরণে উৎসর্গ হবার সৌভাগ্য থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না।" ইমামে পাক অশ্রু-সজল চোখে তাঁর মাথায় চুমো খেলেন এবং তাঁকে বুকে লাগালেন। অতঃপর তাঁকেও বিদায় দিলেন। হায় আল্লাহ্! কী অপূর্ব ত্যাগ! ইমামে পাক না নিজের যুবক ভাইপো'র যৌবন দেখলেন, না নিজ কন্যার ভবিষ্যৎ দেখলেন। দেখলেন শুধু এটাই যে, ইসলামের বাগান যেন শুষ্কতার শিকার না হয়। এ বাগানের সজীবতার জন্য নিজ বংশের জওয়ানদের রক্তও যদি দিতে হয়, তবে তাই দেবো।

یہ شہادت اک سبق ہے حق پرستی کے لیے+اک ستون روشنی ہے بہر ہستی کے لیے

সত্যচারীর তরে যেন এই শাহাদত এক সবক,
জগৎ কুলে এমনি সে এক উজ্জ্বলতম মাইল ফলক।

হযরত কাসেম ময়দানে এসে ইয়াযিদীদের লক্ষ্য করে বললেন,"হে দ্বীনের দুশমনেরা, নিজ নবীর গৃহ উজাড়কারীরা, আমি হাসান ইবনে আলীর বেটা, আমি নবীবংশের নয়নমণি, কুলপ্রদীপ, আমি বিবি যাহরার পুষ্প কাননের এক প্রস্ফুটিত ফুল, এসো আমাকেও তীরবাণে জর্জরিত করো, তরবারীর আঘাতে আমাকেও ঘায়েল করো, আর আমার জন্য জান্নাতের পথ প্রশস্ত করে দাও। তোমাদের মধ্যে কে আছে যে, একাকী আমার সাথে লড়তে পারে?"

ইবনে সা'দ আরযাক নামের এক সেনাপতিকে বলল," "এ তরুণকে কতল করে আস।" আরযাক বলল, "বাহ্ চমৎকার, জনাব! আপনি আমার যথার্থই মূল্যায়ন করেছেন, আমি সেই বীরজওয়ান, যে কিনা একাই অযুত সৈন্যের মোকাবিলা করতে পারে। ঐ পুচকে ছোঁড়ার সাথে লড়তে যাওয়া তো আমার অবমাননা! " ইবনে সা'দ উত্তেজিত হয়ে বলল, "তুমি জান না এ জওয়ান কে? এ যে আলীর পৌত্র! তিন দিনের পিপাসার্ত, তবুও তাঁর সাহস ও বীরত্ব দেখতে চাও, তো একটু সামনে গিয়েই দেখো।" সে বলল, আমি তো যাব না, তবে সৈন্যের মধ্যে আমার চার ছেলে রয়েছে, তাদের মধ্য থেকে একজনকে পাঠাচ্ছি! তার মোকাবেলায় ঐ একজনই যথেষ্ট হবে।" কথামত সেই এক পুত্রকে পাঠাল। সে তাঁর (কাসেম) সাথে মোকাবেলায় আসল। তিনি এগিয়ে আসলেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আরযাক পুত্রকে মাটিতে ছটফটরত অবস্থায় রেখে দিলেন এবং তার ব্যবহৃত খুবই উত্তম তরবারীটা কব্জায় নিয়ে নিলেন। আরযাকের আরেক পুত্র নিজ ভাইকে রক্ত ও ধূলোয় লুটোপুটি খেতে দেখে ক্রোধে উম্মাদ হয়ে ভায়ের প্রতিশোধ নিতে এগিয়ে আসল। হযরত কাসেম তাকেও ধরাশায়ী করে দিলেন। এবার আরযাকের তৃতীয় পুত্রও মূর্তি মান ক্রোধ হয়ে এগিয়ে আসল এবং সামনে এসে তাকে গালিগালাজ করতে শুরু করল। তিনি বললেন,"হে আল্লাহর দুশমন! তোমার গালির জবাব আমি গালি দিয়ে দেবোনা। এটা আমার পক্ষে শোভনীয় নয়। তবে প্রত্যুত্তরে আমি তোমাকে তোমার ভাইদের কাছে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিচ্ছি।" এটা বলেই তিনি আক্রমন চালালেন। আর তাকে দ্বি খন্ডিত করে রেখে দিলেন। আরযাক যখন নিজের তিন পুত্রেরই মন্দ পরিণাম দেখতে পেল, তখন রাগে ক্ষোভে অগ্নিশর্মা হয়ে গর্জাতে লাগল। নিজেই মোকাবেলা করতে এগিয়ে আসছিল, তার চতুর্থ ছেলে প্রলাপ বকতে বকতে এগিয়ে এসে বলল,"বাবা, একটু থাম। ঐ যুবকের সাথে লড়তে আমাকে সুযোগ দাও।" ক্ষুধার্ত বাঘের মত সে কাসেম (রা.) এর উপর উদ্যত হলো। তিনি তরবারী দ্বারা তার আক্রমন প্রতিহত করলেন, তারপর তীব্র আক্রমনে তার ডান হাত কেটে ফেললেন। ফলে তার হাত থেকে তরবারী পড়ে গেল। দ্বিতীয় আক্রমনেই তার দফারফা করে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন। এখন তো আরযাকের দুর্দশা দেখার মতই হয়ে উঠল। তার সমস্ত অহংকার ধূলোয় মিশে গেল। জীবনের সমগ্র অর্জনই যেন লুণ্ঠিত হয়ে গেল। নির্বংশ হয়ে যাওয়া পিতার চোখে সমগ্র দুনিয়াটাই অন্ধকারে পরিণত হল। তার স্বপ্নের সকালে যেন বিষাদের

islamibookbd.wordpress.com

সাঁঝ নেমে এল। তার সেই আত্মম্ভরিতা, যা এখন পর্যন্ত কাসেমকে বাচ্চা মনে করে মোকাবেলায় যাওয়া থেকে তাকে বিরত রেখেছিল, মূহুর্তেই তা উবে গেল। ঐ দূরাচার পুত্রের বদলা নিতে রাগ ও ক্রোধের আগুনে জ্বলতে জ্বলতে একঘায়ে এ যুবককে শেষ করে দিতে এগিয়ে আসলো; কিন্তু তার তো এটা জানা ছিল না যে, তার মোকাবিলায় আজ ঐ তরুণ, যার বাহুতে ঐশী শক্তি কাজ করছে। সে সামনে এসে হস্তীর মত গর্জন করতে লাগল, বাঘের মত হুঙ্কার ছাড়তে লাগল। তার তরবারী বিদ্যুতের মত শুন্যে চমক দিচ্ছিল। যখনই তার দৃষ্টি হযরত কাসেমের সে তলোয়ারের উপর পড়ল, যা তিনি তার ছেলের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন, তখন সে বলতে লাগল, "খোদার কসম, এ তলোয়ার আমি এক হাজার দিনার দিয়ে কিনেছিলাম। আরো এক হাজার দিনার দিয়ে তাতে বিষের প্রলেপ লাগিয়েছি। এটা আমি তোমার হাতে থাকতে দেবোনা। ওটার সাথেই তোমাকে শেষ করছি।" তিনি (কাসেম) বললেন, "তোমার তিন ছেলেই তো এটার স্বাদ গ্রহণ করে নিয়েছে, তুমি আকাংখা সামলে রাখো, এখন তোমাকেও তার স্বাদ বুঝিয়ে দিচ্ছি।" অতঃপর তিনি যুদ্ধের কুটকৌশল অবলম্বন করে বললেন, "আরযক, আমি তো তোমাকে যুদ্ধনিপুণ বীর বাহাদুর বলে ভেবেছিলাম; কিন্তু তুমি দেখছি একেবারেই আনাড়ী। তোমার তো ঘোড়ার জিন পরানোর কায়দাও জানা নেই।" আরযক একটু ঝুকে ঘোড়ার পড়ানো জিন দেখতে লাগল। এই ফাঁকে তিনি যুৎসই একটি আক্রমন চালিয়ে তাকে দ্বিখণ্ডিত করে দিলেন। অতঃপর এক লাফ দিয়ে নিজের ঘোড়া থেকে আরযকের ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে গেলেন, আর দ্রুত উভয় ঘোড়াকে চালিয়ে তাঁবুর দিকে চলে আসলেন। ইমামে পাকের খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন, "বড়ই পিয়াস, চাচাজান, একটি পেয়ালা পানি যদি মিলতো, তবে এই মূহুর্তেই এদের সবাইকে আমি নিঃশেষ করে দিতাম।" ইমামে পাক ফরমালেন, "বেটা, খুব সহসাই তুমি কাওসার পরিবেশনকারীর হাত থেকে কাওসারের পেয়ালা নেবে। দেখো, ঐ পেয়ালা পান করার পর তোমাকে পিপাসা আর কখনো কষ্ট দেবে না। দেখো, তোমার পিতাজী তোমার পথ চেয়ে আছেন। যাও, তাঁদের কাছে যাওয়ার সময় এসে গেছে। তাঁদেরকে আমার সালাম জানিও।" হযরত কাসেম আবারও ময়দানে আসলেন। ইবনে সা'দ বলল, "এ নওজোয়ান আমার খাসা জোয়ানদের হত্যা করেছে, একে এখন আর সুযোগ দিওনা। এদের চারিদিক থেকে ঘিরে ফেল, আর খতম করে দাও।" তার নির্দেশমত

দুশমনেরা তাঁকে চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করে ফেলল। এরপর একযোগে আক্রমন চালাল। তুমুল লড়াই শুরু হয়ে গেল। তিনি এ অবস্থায়ও অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে লড়তে লাগলেন। কারবালার এক খন্ড ধুলোর মেঘ হযরত হাসান (রাদি.)'র চাঁদকে গ্রাস করলো। তীরের বৃষ্টিতে তিনি জর্জরিত হতে লাগলেন। এক হতভাগ্য শীশ ইবনে সা'দ, মতান্তরে সা'দ বিন আমর বিন নুফাইল ইয়াযদী তাঁর মাথায় তরবারীর আঘাত হানে। তিনি বলে উঠলেন, "ইয়া আম্মাহ্, আদরিকনী" অর্থাৎ "চাচাজান, আমাকে ধরুন, সামলে নিন।" বলতে বলতে লুটে পড়লেন। ইমামে পাক তাঁর আওয়াজ শুনতে পেয়ে দৌড়ে তাঁর কাছে চলে আসলেন। দেখলেন, তাঁর কমনীয় দেহ মোবারক আঘাতে জর্জরিত। মাথাটি কোলে নিয়ে বললেন, "কাসেম তাদের ধ্বংস অনিবার্য, যারা তোমাকে কতল করেছে কিয়ামতের দিন তোমার প্রপিতামহের কাছে তারা কী জবাব দেবে, যখন তিনি তাদেরকে তোমার খুনের বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। ইমামে পাকের কোলেই তাঁর রূহ মোবারক উড্ডয়ন করে। (ইন্নালিল্লাইহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন) ইমামে পাক তাঁর লাশ মোবারক এমনভাবে উঠিয়ে নিলেন, যাতে কাসেমের সিনা মোবারক ইমামের সিনার সাথে মিলানো ছিল। দুটি পা মাটির সাথে আছড়ে যাচ্ছিল। ইমামে পাক লাশ মোবারক শহীদানের লাশের পাশে রেখে দিলেন।

ہائے جنت کو تم بھی سدھارے + میرے بھائی کے فرزند قاسم
داغ فرقت ہے دل پر ہمارے + میرے بھائی کے فرزند قاسم
کاش تم ساتھ میرے نہ آتے + ہو کے رخصت نہ میدان کو جاتے
بھوکے پیاسے نہ گردن کٹاتے + میرے بھائی کے فرزند قاسم
یاد کس کس کی دل سے بھلاؤں + ہائے کس کس کی لاشیں اٹھاؤں
کس کو اپنی کہانی سناؤں + میرے بھائی کے فرزند قاسم

হায় রে! শেষে তুমিও বুঝি সাজলে শোভা জান্নাতের,
হায়গো কাসেম, প্রিয় বাছা মোর ভায়ের।
আবার কী হে অন্তরে মোর দাগ লাগালে বিচ্ছেদের।
হায়গো কাসেম! দুলাল প্রিয় মোর ভায়ের ॥

islamibookbd.wordpress.com

যদি তুমি আসতে নাগো মোর সাথে,
যেতে নাগো যমদূতের ওই সাক্ষাতে,
ক্ষুধা ও তৃষায় জীবন নাহি দিতে ফের,
হায়গো কাসেম হৃদয় নিধি মোর ভায়ের ॥
বলো, আমি কার বিরহ পাশ কাটাই,
কার আগে হায় কোন্ স্বজনের লাশ উঠাই?
কাকে বুঝাই দুঃখ, ব্যথা বলো না এ অন্তরের,
হায়গো কাসেম! প্রিয় বাছা মোর ভায়ের ॥

হযরত কাসেম (রাদি.)'র শাহাদাতের পর তাঁর ভাই হযরত উমর এবং হযরত আবুবকর বিন হযরত ইমাম হাসান (রাদি.) ও দূরাচার ইয়াযিদ বাহিনীর আক্রমনে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করল।

হযরত মুহাম্মদ ও আউন

চার ভ্রাতুষ্পুত্রের শাহাদাতের পর আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ত্বাইয়ার এর দুই পুত্র ইমাম আলী মাকামএর আপন ভাগ্নেদ্বয়, হযরত সাইয়েদা যয়নবের কলিজার টুকরোদ্বয় হযরত মুহাম্মদ এবং আউনের পালা আসল। 'বাগে যাহরা'র দুটি জান্নাতী ফুল এগিয়ে এসে আরয করল, 'মামাজান, আমাদেরও উৎসর্গ হবার অনুমতি দিন।' ইমামে পাক বললেন, 'না, তোমাদের জন্য অনুমতি নেই, আমি তোমাদেরকে এ জন্য সাথে নিয়ে আসিনি যে, নিজের চোখেই তোমাদের তীরের লক্ষ্য হতে এবং বর্শার মাথায় তড়পাতে দেখব। তোমরা তোমাদের মায়ের সাথে,থেকো।' মুহাম্মদ এবং আউন বলল, 'মামা হুযুর, আম্মাজানের নির্দেশ এটাই। দেখুন, উনিও সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।' ইমামে পাক নিজ সাহোদরা সাইয়িদা যয়নবকে লক্ষ্য করে বললেন, "প্রিয় বোন আমার, একটু খেয়াল করো। আমার উপর আঘাতের পাহাড় কেন?" আমি কোন্ চোখে এই ফুলের মত বাচ্চাদের বুক তীর বর্শায় ছেদ হতে দেখব? সাইয়িদা যয়নব বলতে লাগলেন, "ভাইয়া, প্রিয় ভাই আমার, আমি ক্ষুদ্র বলেই কি আমার এ সামান্য উপহারটুকু গ্রহণ করবেন না? আপনি যদি আমার এ উপহার গ্রহণ না করেন, তবে আম্মাজান ফাতিমা যাহ্‌রাকে কী জবাব দেব? যখন তিনি প্রশ্ন করবেন, "বেটি, ঐ কঠিন সময়ে তুমি কী নযরানা দিয়েছিলে, যখন সরওয়ারে কাওনাইন'র শাহজাদার সমীপে সবাই জানের নযরানা

পেশ করছিল? দেবার মত এ দুটি সন্তানই শুধু আছে। দু'জনকেই আপনার চরণে উৎসর্গ করলাম।" বলতে বলতেই সাইয়িদার কণ্ঠ কান্নারুদ্ধ হয়ে পড়ে। ইমামে পাক সজল চোখে নিজের বোনকে দেখলেন। হৃদয় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। ভাগ্নেদ্বয়কে বুকে জড়িয়ে নিলেন। বিদায় দেবার সময় মা তাকিয়ে রইলেন, আমার নয়নের তারা দুটি ইয়াযিদী যজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে চিরতরে চলে যাচ্ছে। তারা যাবার সাথে সাথেই তো নেকড়ের পালের মত দুশমনেরা ঝাঁপ দেবে এবং এদের ছিন্ন ভিন্ন করে ছাড়বে। কিন্তু ধৈর্যশীলা মা জননী নিজ বুকে হাত রাখলেন, আর আসমানের দিকে মুখ তুলে বললেন, "মাওলা, তোমার সন্তুষ্টিতে আমিও সন্তুষ্ট।

যাহরা-বাগানের বেহেশতী ফুল জা'ফর ত্বাইয়ার'র পৌত্র, মাওলা আলী'র দৌহিত্র যুদ্ধ ক্ষেত্রে আসলেন। শত্রুর সামনে এসে বললেন, "শোনো আমাকে চিনে রাখো,

دادا ہے شہنشاہ دو عالم کا مددگار + سردار جہاں فخر عرب جعفر طیار
وہ شہ طراز علم احمد مختار + آلودہ رہی خون میں جس شیر کی تلوار
ہاتھوں کے عوض حق سے سر دست لیے ہیں + اللہ نے پران کو زمرد کے دیے ہیں
نانا اسد اللہ مددگار دو عالم + دیں دار نموں دار جہاں دار دو عالم
سلطان ولایت واسرار دو عالم + سرتاج فلک جبہ و دستار دو عالم
تم یہ نہ سمجھنا کہ یداللہ نہیں ہیں + ہم شیر تو ہیں کر اسد اللہ نہیں ہیں

দাদা আমার দোজাহানের সম্রাটেরই ইয়ার,
ভুবন জয়ী ফখরে আরব, জা'ফরে ত্বাইয়ার।
প্রিয় নবীর জান-গরিমার অংশে পেলেন বর,
রক্তে সাদা চকমকে যার উদ্যত খঞ্জর।
আল্লাহ থেকে পেলেন যিনি হাতের বিনিময়,
জমরুদেরই ডানা তাঁকে দিলেন দয়াময়।
নানা আমার শেরে খোদা দুই কুলে সহায়,
দ্বীনদার ও সমৃদ্ধি দুই কুলে পান তায়।
উভয় কুলের রহস্য ও বেলায়তের রাজ,
আসমানে যে রাজ পোশাকে ধাঁধায় মাথার তাজ।
ভেবো না যে নেইকো বেঁচে, আজ সে 'ইয়াদুল্লাহ্ (রাদি.)

islamibookbd.wordpress.com

আমরা আছি সিংহ-তনয়,নেই আসাদুল্লাহ্ (রাদি.)।

উভয় রণাঙ্গনে এমন কুশলীর পরিচয় দিলেন যে, শত্রুর সারিতে রীতিমত শোরগোল পড়ে গেল। শেষতক বহু ইয়াযিদীকে মেরে কেটে নিজেরাও তীর তলোয়ারের নিশানা হয়ে বেহেস্তে যাত্রা করলেন। হযরত আউনকে আবদুল্লাহ বিন কিবতা ত্বাঈ এবং হযরত মুহাম্মদ (রাদি.) কে আমের বিন নাহ্শাল শহীদ করেছিলেন। ইমামে পকের সহযোগিরা তাঁদের লাশগুলো উঠিয়ে নিয়ে তাঁবুর পাশে রাখলেন।

لاشوں کے قریب آکے شہامت نے پکارا + اے بھانجو! موجود ہے ماموں یہ تمہارا
اے شیر جوانو! مجھے الفت تھی تمہیں سے + اے تشنہ دہانوں مجھے ہمت تھی تمہیں سے
ہاتھوں کو اٹھا کے ذرا بات تو کرلو + سینے سے لگو اٹھو ملاقات تو کرلو

লাশের কাছে এসে ইমাম বলেন, "ভাগ্নেরা,
দেখো আজো বেঁচে আছি মামা বুকচেরা।
তোমরা আমার বুকের মায়ায় ছিলে বীর জোয়ান,
ছিলে বুকের সাহস হয়ে, হে তৃষিতপ্রাণ!
হাত তুলে হে বাছারা মোর একটু কথা কও,
উঠে এসে বুকে লাগো, একটু মায়া দাও।

ইত্যবসরে সাইয়িদা যয়নবও কাছে আসলেন। ইমামে পাক বললেন, 'নাও বোন, তোমার কুরবানী ও মঞ্জুর হয়ে গেছে। শহীদ সন্তানের মুখ দেখে যাও।" মা যখন নিজ সন্তানদের কাঁটা ছেড়া লাশগুলো দেখলেন, তখনই লাশের উপর আছড়ে পড়ে বলতে লাগলেন, 'বাছারা আমার, হায় !তোমাদের জায়গায় যদি তোমাদের মা যেতে পারতাম! (রাদি.)

হযরত আব্বাস আলামদার

এক এক করে প্রিয়জনদের লাশ হয়ে পড়ে থাকা ইমামে পাকের জন্য এতটাই হৃদয় বিদারক ছিল যে, কখনও তিনি হাঁটুতে মুখ গেড়ে কারবালার মাটিতে বসে পড়েন, কখনও আসমানের দিকে শুন্য দৃষ্টি মেলে নিজ শাহাদাতের শুভমূহুর্তটি আসার বাকী প্রহর গুণতে থাকেন, কখনও বা স্বজনহারা বেদনাক্লিষ্ট, বিষন্ন মজলুম মহিলাদের প্রতি অসহায় নেত্রে তাকাতে লাগলেন। একজন শাহজাদা আলী আকবরই বেঁচে, বাকী আব্বাস আলামদার বাহুবল হিসেবে সামনে আছেন। এখন মজলুম ইমামের কোমর ভেঙ্গে যাওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে। যুলুম-নির্যাতনের পাহাড় নেমে আসছে। তাই চূড়ান্ত ধৈর্য ও সংযমের অন্বেষায় উৎসর্গের শির ঝুঁকিয়ে নিজ স্রষ্টা ও মুনিবের প্রতি আরাধনায় মশগুল। যখন উজ্জল ললাট প্রভুর উদ্দেশ্যে ঝুঁকিয়ে রহস্যের মনযিল অতিক্রম করতঃ উপরে উঠালেন, তখন আব্বাস আলামদার (রাদি.) আরজ করলেন, "এখন গোলামদের মধ্যে তো আমি এ ঝান্ডাবরদার ছাড়া আর কেউ অবশিষ্ট নেই। শিশুদের অন্তর, যুবকদের জেহাদ এবং বৃদ্ধদের দূর্বল হাতে চালানো তরবারী দেখলাম। যদ্দরুন এ পর্যন্ত ঝান্ডা উঁচিয়ে রাখা ছাড়া যেজ আর কোন কাজেই আসল না, সেতো আপনার এ গোলাম আব্বাস।

হে ফাতিমার নয়ন জ্যোতি, এখন তো শিরা ফেটে রক্তগুলো বেরিয়ে এসে আল্লাহ্র রাস্তায় বয়ে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। অনুগ্রহ করে আমাকেও অনুমতি দিয়ে আমার সৌভাগ্যের তারা দীপ্ত করুন।" ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার প্রতীক ইমামে পাক ভায়ের মাথাটি বুকে লাগালেন। স্নেহ ও ব্যথাবিগলিত কিছু অশ্রু মুক্তোবিন্দুর মত চোখ বেয়ে নেমে গন্ডদ্বয়ে চিকচিক করতে লাগল। অনেকক্ষণ এ অবস্থায় থেকে বলতে লাগলেন, "কী আর করবো, আল্লাহ্র ইচ্ছেই চূড়ান্ত। তাঁরই ইচ্ছায় আমরা সমর্পিত। কিন্তু কাওসার এর সাকীর হে মানিক, শিশুদের তৃষ্ণা মায়েদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে দিচ্ছে। পিপাসায় অস্থির শিশুরা। তাদের অস্থিরতা মায়েদের সহ্য হচ্ছে না কিছুতেই।" এটা শুনে আব্বাস আলাম'দার তাঁবুর দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁবুর মুখেই তিনি হযরত সাকীনা ও আলী আসগরের পিপাসার যন্ত্রণা দেখে ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। আলীর শার্দুল রাগে ঠোঁট কামড়ে ধরে বলে উঠলেন, "আফসোস! সামনেই ফোরাত নদী, আর এ বাচ্চারা একটি একটি ফোঁটা পানির জন্য ধুঁকে মরছে। আমি এখনই ফোরাতের পাড়ে

islamibookbd.wordpress.com

যাচ্ছি, পানি এনে শিশুদের তৃষ্ণা আমি মেটাবোই।" এ কথা শুনতেই সাইয়িদা যয়নবের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলো। তিনি আর্তনাদ করে বলে উঠলেন, "ভাইয়া, নদীর কিনারায় সশস্ত্র বাহিনীর প্রাচীর মোকাবিলা করতে তুমি একাই যাবে? আব্বাস আলমদার বললেন, "বোন আমার, তোমার উদ্বেগ কীসের? যদি সেখানে সশস্ত্র বাহিনী থাকে, তোমার ভায়ের হাতে কি নাঙ্গা তলোয়ার নেই?" হায়দার পুত্রের তেজোদীপ্ত কথাশুনে পিপাসার্তদের কিছুটা প্রবোধ আসলো। ভগ্নহৃদয়ে কিছুটা আশার আলোর সঞ্চার হয়। পানির মশক কাঁধে ঝুলিয়ে ফোরাতের দিকে রওয়ানা হলেন। শত্রুরা পথ রোধ করে দাঁড়ালে তিনি বললেন,

শেষ চেষ্টা

"হে কুফাবাসী, শাম (সিরিয়া) বাসী, আল্লাহ্‌কে ভয় কর। রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাহকে সমীহ কর, আফসোস, শত আফসোস! তোমরা রাসুলের দৌহিত্রকে আহ্বান করে এনেছ, আবার তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতাও করেছ। শত্রুদের সাথে মিলে তাঁদের জন্য পানি বন্ধ করে দিয়েছ। তাঁর সঙ্গী-সাথী, প্রিয়জন ও নিকটাত্মীয়দের হত্যা করেছ। নবী পরিবারের শাহজাদী এবং ছোট্ট শিশুদেরকে এক ফোঁটা পানির জন্য যন্ত্রণা দিচ্ছ? দেখো, তোমাদের মধ্যে কারো জন্যে তাওবার দুয়ার খোলা আছে। এখনো সময় আছে, যুলুম-নির্যাতন আর আওলাদে রাসুল হত্যা থেকে ফিরে এসো!" হতভাগ্য দলের মধ্য থেকে শিমার যুল জওশন, শাবস বিন রিবঈ, হাজর ইবনুল আহজার- এ তিন জন সামনে এসে বলল, "যদি সমগ্র পৃথিবীও পানিতে ভরে যায়, তবুও আমরা তোমাদের এক ফোঁটা পানি নিতে দেব না।" এটা শুনতেই শেরে হায়দার ক্রোধে ফেটে পড়লেন। বাঘের মত হুঙ্কার দিয়ে তিনি বললেন, "এ মাথা কাটা পড়তে পারে; কিন্তু পাপিষ্ট দুরাচারের সামনে ঝুঁকতে পারে না।" বলেই চকচকে কৃপাণ নিয়ে তিনি তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। শায়ের বলেন-

آتا ہے خبردار اب عباس علم دار + ناگاہ زمین ان کی ہوئی مطلع انوار

ہر چار طرف سے یہ اٹھا غلغلہ اک بار + ہوشیار خبردار خبردار خبردار

اے صل علی کیا پسر شیر خدا ہے + یہ شیر خدا کرتیں شمشیر خدا ہے

আব্বাস আলমদার আসেন, শত্রু খবরদার
যুদ্ধ মাঠে চকিত হেরে দীপ্তি সে যোদ্ধার।

চতুর্দিকে শোর পড়ে যায় অমনি আরেক বার,
হুঁশিয়ার হে দুশমন সবে, হুঁশিয়ার! খবরদার!
সাবাশ! সবে অবাক মানে, পিতা যে হায়দার
খোদার সিংহ নয় তো বটে, কিন্তু যুলফিকার!

হযরত আব্বাস (রাদি.)'র রণ-হুঙ্কার,

ہاں مجھ کو رکھو یاد میں حیدر کا پسر ہوں + اور باغ نبوت کے ثمر کا میں ثمر ہوں

میں دیدۂ ہمت کے لیے نور نظر ہوں + پیاسا ہوں مگر ساقی کوثر کا پسر ہوں

واللہ میری ضرب طمانچا ہے بلا کا + دل بند ہوں میں شیر خدا شیر خدا کا

হায়দারেরই পুত্র আমি রাখবি স্মরণে,
বৃক্ষে যেন ফল শোভা পায় নবীর কাননে।
সাহস দেখে খুশী হলে দেখবি নয়নে,
পিয়াস হলেও কাওসারওয়ালার খুন যে বদনে।
শপথ, দেখিস মারব যেন গজব ভূবনে
শেরে খোদার আশেক আমি, শান্তি সেই মনে।

আব্বাস আলমদার (রাদি.)'র হামলা তো নয়, যেন ইয়াযিদীদের উপর নেমে আসা আল্লাহ্‌র গজব। ঘোড়া হুমড়ি খেয়ে পড়তে লাগল। অশ্বারোহী সৈন্যদের হাত থেকে তলোয়ার ছিটকে পড়তে লাগল। পলায়নপর ভীত হরিনীর মত ওরা দিগিবিদিক ছুটতে লাগল। আর তিনি মারতে মারতে কাটতে কাটতে নদীর কিনারায় গিয়ে উপনীত হলেন। নদীর তীরে বহু সৈন্য অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত পাহারায় মোতায়েন ছিল। তারা তাঁর সামনে লোহার [illegible] হয়ে দাড়িয়ে গেল। তিনি তাদের বললেন, "তোমরা কি মুসলিম, না কাফির?" তারা উত্তর দিল "মুসলমান।" তিনি বললেন, "এটাই কি তোমাদের মুসলমানের পরিচয় যে, ফোরাতের পানি পশু পাখি পান করে তৃপ্ত হবে, আর রাসূল (দ.) এর পুত্র, কন্যা এবং দুধের শিশুরাও এক ফোঁটা পানির অভাবে ছটফট করবে? আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি, তারা পিপাসার যন্ত্রণায় কেউ নেতিয়ে পড়ছে, কেউবা বেহুঁশ হয়ে পড়ছে।" তিনি তাদের সাথে এসব কথাবার্তা বলছিলেন, ওদিক থেকে ইয়াযিদী বাহিনীর সিপাহী তাদের সেনানায়ক আমর বিন সা'দের হুকুম নিয়ে পৌঁছে। নদীতীরে নিয়োজিত সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বলল, "আমাদের সেনা প্রধানের নির্দেশ, পানির একটি ফোঁটাও যেন হুসাইনের তাঁবু পর্যন্ত

islamibookbd.wordpress.com

পৌঁছতে না পারে।" নির্দেশ শুনে ইয়াযীদ বাহিনী বর্শা উঁচিয়ে দাঁড়াল। শেরে খোদার শার্দুল এক ঝটকা মেরে শত্রু সৈন্যের সারি ভেদ করে ঘোড়া চালিয়ে দিলেন এবং নদীর পানিতে নামিয়ে দাঁড়াকরলেন। বেহেশতী তৃষাতুর আঁজলা ভরে পানি নিলেন; কিন্তু আহলে বায়তের তৃষ্ণা মনে পড়ে যাওয়ায় আর পান করতে পারলে না। স্বগত বলে উঠলেন, "আব্বাস, তুমি তো নিজের তৃষ্ণা মেটাতে নদীর কিনারায় আসনি! যতক্ষণ নিষ্পাপ শিশু আলী আসগর এবং সকীনার তৃষ্ণা মেটাতে পারবে না, ততক্ষণ এ পানি পান করা তো তোমার উচিৎ হবে না।" এই বলে তিনি পানি ফেলে দিলেন। এবার হযরত আব্বাস মশক ভর্তি করে পানি নিলেন। আর তা বাম কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে আসলেন। চারদিক থেকে শোরগোল পড়ে গেল, "যদি এ মশক হুসাইনের তাঁবু পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তবে আমাদের সকল শ্রম পন্ড হয়ে যাবে। জলদী তাকে বাঁধা দাও। মশক কেড়ে নাও। পানি ফেলে দাও।" এদিকে আহলে বায়তের এ পানি সরবরাহক আব্বাসের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা এটাই চলছিল যে, কোন ক্রমে এ মশক পিপাসার্তদের তাঁবু পর্যন্ত যেন পৌঁছছে যায়। তিনি চাচ্ছিলেন ঘোড়া উড়িয়ে নিয়ে হলেও তাঁবুতে পৌঁছে যাবেন; কিন্তু সামনে কয়েক শত তীর পানির মশককে তাক করে দেখতে পেলেন। তিনি পানির মশক বাঁচাতে একদিকে সরে আসতে আসতে সৈন্যদের অপর সারির এতটাই কাছাকাছি হয়ে গেলেন যে, উভয় সারির ঘেরায় পড়ে গেলেন। যখন তিনি নিজকে শত্রুদের ঘেরার মধ্যে দেখলেন, তখন উম্মত্ত বাঘের মত আক্রমন শুরু করলেন। শত্রুশিবিরে শোরগোল পড়ে যায়। লাশের পর লাশ পড়তে লাগল, রক্তের স্রোত প্রবাহিত হতে লাগল। শেরেখোদার কলিজার টুকরা কারবালার ময়দানে প্রমাণ করে দিলেন যে, আমার বাহুতে আছে হায়দরী ত্বাকৎ, শিরায় বইছে আলীর রক্ত। লাশের স্তুপ বানিয়ে দিলেন। আচানক যারারা নামের এক পাপিষ্ট ধোঁকার আশ্রয় নিয়ে তাঁর বাম বাহুতে এমন এক আঘাত হানল তা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। তিন তৎক্ষনাৎ মশক ডান কাঁধে নিয়ে নিলেন এবং (ডান) হাতে তলোয়ারও চালাতে থাকলেন। কিন্তু এখন না হাতে ঐ শক্তিও থাকল, না এক হাতে দুই কাজ সমাধা হতে পারছিল। আত্মরক্ষামূলক চেষ্টা করতে তিনি একদিক থেকে পাহারারত ফৌজের উপর ঘোড়া উঠিয়ে দিলেন। ভেবেছিলেন এভাবে রাস্তা হয়ে যাবে। কিন্তু এ গাজী (ধর্মযোদ্ধা)'র খেদমত সম্পন্ন হওয়ার সময় দ্রুত ঘনিয়ে আসছিল। এক পর্যায়ে নাফেল ইবনুল আরযাক ডান বাহুতে ও আঘাত করে বসল। ফলে ঐ হাতও কাটা পড়ল। হায় আল্লাহ্! শেরে খোদার এ সন্তানের কেমন সে

হিম্মত! মশকের ফিতে দাঁতে চেপে ধরলেন; কিন্তু মশক বাঁচানোর কোন চেষ্টাই আর সফল হলনা। এক অভিশপ্ত এবার মশক লক্ষ করে একটি তীর এমনভাবে ছুঁড়ল যে, তা মশক ভেদ করে চলে গেল। ফলে সব পানি নিচে পড়ে গেল। আরব বীরত্বের কলঙ্ক সে কাপুরুষরা দেখল যে, এ বীর মুজাহিদ এখন তা বাহু কর্তিত। এজন্য চারপাশ থেকে তাঁর উপর হুমড়ে পড়ল। এক যোগে আক্রমন চালিয়ে তাঁকে আঘাতে জর্জরিত করে ফেলল। এক যালিম হাতুড়ি দিয়ে মাথায় এমন আঘাত করে বসল যে তিনি يا اخاه ادركنى (ভাইয়া, আমাকে ধরুন) বলে ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন।

ناگاہ صدا آئی کہ آؤ میرے آقا + اخر ہوا عباس اٹھاؤ میرے آقا

سر کاٹتی ہے فوج بچاؤ میرے آقا + آؤ مجھے سینے سے لگاؤ میرے آقا

سن کر یہ صدا شاہ پکارے کئی باری + ہم شکل نبی دوڑو کمر ٹوٹی ہماری

হঠাৎ করে আর্তি আসে, কোথায় আমার প্রিয়জন,
শেষ হল আব্বাসের সময়, উঠাও আমার প্রিয়জন।
শত্রুরা যে কাটলো এ শির, বাঁচাও আমার প্রিয় জন,
এ মাথাটি তোমার বুকে লাগাও আমার প্রিয় জন।
শুনতে পেয়ে সেই সে আওয়াজ, উঠলো হেঁকে ইমাম শাহী,
"জলদী এসো নবীর ছবি, ভাঙলো কোমর, বাঁচলে নাহি।"

ভায়ের আর্তি শুনামাত্র ইমামে আলী মাকাম দৌড়ে আসলেন। সেই মুহূর্তে ইমামের মুখে শব্দ ছিল। انكسر ظهرى الان (এখন আমার আমার পিঠটাও ভেঙ্গে গেল।) দু'বাহু কর্তিত, আঘাত জর্জরিত ভায়ের কাছে এসে তাঁর বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। কবির ভাষায় সে চিত্র-

چلائے گر کے لاش پر شبیر نامدار + بھائی تمہاری نرگسی آنکھوں پہ میں نثار

اس نرغہ میں بھی تھا تمہیں بھائی کا انتظار + آنکھیں پھرا کے ڈھونڈتے ہو مجھ کو بار بار

شاید زبان بند ہے جو لب کھولتے نہیں + روتے ہوئے ہم آئے ہیں تو بولتے نہیں

بے تاب ہے حسین برادر جواب دو + اے میرے نوجواں میرا اے صفدر جواب دو

اب جاں بلب ہے سبط پیمبر جواب دو + اے نور چشم ساقئ کوثر جواب دو

ہچکی کے ساتھ موت کا خنجر بھی چل گیا + سر گود میں دھرا رہا اور دم نکل گیا

اکبر پکارے ہائے چچا بھی گزر گئے + رو کر حسین بولے بھائی کدھر گئے

islamibookbd.wordpress.com

مرتے تھا وہ خاک سے رخسار بھر گئے + واحسرتا حسین کو بے آس کر گئے

اب کون دے گا دکھ میں نبی کے پسر کا ساتھ + دم بھر میں تم نے چھوڑ دیا عمر بھر کا ساتھ

اے شیر صف شکن اے میرے نوجواں + پاؤں گا تم سا چاہنے والا میں اب کہاں

شیر خدا کا آج جہاں سے معاشان + تم کو حسین جانتا تھا اپنے تن کی جان

تیغوں میں اب پہ تیں بھائی کے ہوتے ہو + بازو کٹائے شیر سے دریا پہ سوتے ہو

লাশের পরে ঝুঁকে হোসাইন কাঁদে জার জার,
পদ্ম নয়ন দুটির পরে মরি, ভাই আমার ॥
শত্রু ঘেরা যুদ্ধেও ভাই ভায়ের প্রতীক্ষায়
ঘুরিয়ে দু চোখ খুঁজছে বুঝি ভাইকে বার বার ॥
ভাষা কোন মৌন তোমার, খুলছে না ওই মুখ,
বলছ না কই কথা, আমি কেঁদেই যে উন্মুখ ॥
ব্যাকুল হয়ে শুধায় হোসেন, ভাইগো জবাব দাও,
জওয়ান আমার, সহযোগী ভাই গো জবাব দাও ॥
প্রাণ যে তোমার ওষ্টাগত নবীর দৌহিত্র,
নূর নবীজির নয়ন জ্যোতি ভাই গো জবাব দাও ॥
হেঁচকি দিয়ে প্রাণ পাখীও যায় বেরিয়ে যায় ॥
কোলের পরে এলিয়ে মাথা, বিদায় নিয়ে যায় ॥
চাচাও বুঝি বিদায় নিলেন হায়' বলে আকবর,
কান্না জড়া হোসেন বলে, 'ভাই কেন নিথর?
মুখ তুলে চাও, ধুলোয় ভরে গেল যে অধর,
হুসাইনের আজ নেইকো সহায়, হায়রে ভুবন পর ॥
কে দেবে আজ নবীজির এই দুলালে সহায়,
ভর জীবনের সখ্যতা আজ ধুলোয় যে লুটায় ॥
শত্রুকুলে আতঙ্ক, হে আমার যুবক ভাই,
আমার এমন অনুরাগী আর খুঁজে না পাই ॥
শেরে খোদার চিহ্ন বুঝি জগৎ ছেড়ে যায়,
হোসেন তোমায় জানত নিজের পরান, বুকের ঠাঁই ॥
অসির সহায় ছেড়ে দিয়ে আসলে ভায়ের কোল,
শ্বাপদ কুলে ছিন্ন এখন সাগরে কল্লোল ॥

হযরত সাইয়্যেদুনা আলী আকবর

পরিস্থিতি এখন এমন পর্যায়ে আসল যে, পাষাণ দিলও ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাবে ॥ সহায় সঙ্গী হীনতার শেষ পর্যায়। সত্তর জনের মত আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, পরিবার পরিজন এর প্রায় সকলের শাহাদাতশেষে মর্মান্তিক ও হৃদয় বিদারক এক দৃশ্যের অবতারণা হল। হোসাইন কাননের একান্ত স্নিগ্ধতা, নবীকুঞ্জের মায়াবী পুষ্প, আলীর নয়ন জ্যোতি ফাতেমার বুকের প্রাণস্পন্দন, পিতার অসহায় মুহূর্তে একমাত্র সহায়, পুরো পরিবারের চোখের মণি, নবীজির আহলে বাইতের উজ্জ্বল প্রদীপ, অবিকল নবী (দ.) এর অবয়ব হযরত আলী আকবর (রাদি.) কে দেখলে নূর নবীজির চেহারা পাকই যেন সামনে এসে যেত, আঠার বছরের টগবগে তরুণ, ভগ্নমনোরথ পিতার সামনে মূর্ত আবেদন হয়েই আরজ করলেন, আব্বা হুজুর, আমাকেও অনুমতি দিন, আমিও সত্যের পথে আত্মাহুতি দিতে চাই। চাই আপনার জন্য উৎসর্গ হবার সৌভাগ্য ॥

اکبر کی ہے یہ عرض کہ میداں کی رضا دو + رستہ مجھے فردوس کے جانے کا بتا دو

بابا مری الفت کو بس اب دل سے اٹھا دو + اماں سے بھی رخصت مجھے جانے کی دلا دو

کٹوائے گا سر رن میں غلام آپ سے پہلے + زندہ ہے وہ بیٹا جو مرے باپ سے پہلے

আরজ করে আকবরে, চাই যুদ্ধ যাবার আজ্ঞা হোক,
চাই সে পথের নির্দেশনা, কোন্ পথের যায় স্বর্গে লোক।
আব্বা আমার সব মমতা, মন থেকে দিন দূর করে,
আম্মাজানের অনুমতি আদায় করে দিন মোরে।
আপনার আগে যুদ্ধে এ শির কাটাতে চায় এই অধীন,
বাবার আগে মরলো সেজন অমর থাকে রাত্র দিন।

ব্যথিত মনে পিতা তাঁর প্রিয় পুত্রের দিকে তাকালেন। বললেন, "বাবা, তোমায় আমি কীসের অনুমতি দেব? তীর তালোয়ারের ঘায়ে ক্ষত বিক্ষত হতে? বৎসা, তুমি তো নানা জানের প্রতিচ্ছবি। কোন্ চোখে আমি তাঁরই নূরানী আদলকে রক্তে ধুলায় লুটোপুটি খেতে, আর চলে যেত দেখবো? আমার চোখের মণি, তুমি যেওনা, আমাকেই যেতে দাও। এরা আমারই রক্তের পিপাসু! তাদের পিপাসা যে শুধু আমারই রক্তে নিবারণ হবে।" নবীর সদৃশ (আকবর) সবিনয়ে আরজ করলেন, "বাবা, আমি আপনার বিচ্ছেদ নিয়ে বাঁচতে চাই না। আমাকে ওই হীনচক্রের কয়েদী বানিয়ে

islamibookbd.wordpress.com

ছেড়ে যাবেন না; বরং নানাজান হুজুর সরওয়ারে দোজাহান (দ.) এবং বাবা আলী মূর্তজা (রাদি.)'র সান্নিধ্যে বেহেশতে পৌছিয়ে দিন।" হায় আল্লাহ! কতো বড় সে পরীক্ষা ছিল, যা ফাতেমার দুলাল ধৈর্য্য ও সংযমের মাধ্যমে অতিক্রম করেছিলেন। তিনি বললেন, "বেটা, আল্লাহ্ তায়ালা ও তাঁর রাসুল (দ.) এর সাথে আমি অঙ্গীকারাবদ্ধ, নচেৎ তোমার মত অমূল্য রত্ন এ সন্তানকে মাটিতে লুটে গড়াগড়ি খেতে কে দেবে? ঠিক আছে, যাও বাবা! হুসাইন (রাদি.) ও আজ পাষানে বুক বেঁধেছে। দেখছি, পরীক্ষার শেল কত ভারী হয়।" সুন্দরকুলের সুন্দরতম হযরত ইউসুফ (আ.)এরও প্রিয়তম প্রেমাস্পদ আখেরী নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র দৌহিত্র হযরত হুসাইন (রাদি.) ওই সুন্দর যুবকপুত্র, মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাদৃশ্য-অবয়ব ঐ হতভাগ্য (ইয়াযিদী) দের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, যেখান থেকে এ পর্যন্ত কেউ ফিরে আসছিল না। ওই সময় ইমামে পাক তো বলেননি যে, বেটা, আমার চোখে পট্টি বেঁধে দাও।" এখন হযরত ইবরাহীমও ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম) কে সালাম জানিয়ে, তাঁদের আহ্বান করে বলতে ইচ্ছে করছে, আমাদের শেষ নবীর দৌহিত্রের ধৈর্য্য তো দেখুন!

কারবালার মজলুম নিজ হাতে আঠার বছরের সৌম্য তরুণপুত্রকে রণসাজে সজ্জিত করলেন। ঘোড়ায় আরোহন করিয়ে বললেন, বেটা, যাও, জান্নাতে পৌছে নানাজানের খেদমতে আমার সালাম বলবে। আব্বা আলী মূর্তুজা ও আম্মাজান ফাতেমাকেও সালাম জানাবে।" হযরত আলী আকবর নিজ পিতাকে এবং তাঁবুতে অপেক্ষমান কষ্টকাতর বিবিদেরকে সালাম জানালেন। অতঃপর যুদ্ধের ময়দানে রওয়ানা হলেন। ওই সময়ে ইমামে পাক ও আহলে বায়তের পাক বিবিগণ এবং বাচ্চাদের উপর যে ঝাড় বয়ে গিয়ে ছিল, নিঃসন্দেহে তাতে আল্লাহ্র আরশ দুলে উঠেছিল।

داغ اولاد نہیں آہ ' اٹھاما جاتا + ایسا بیٹا نہیں ہاتھوں سے گنوا جاتا
درد وہ ہے کہ زباں پر نہیں لایا جاتا + زخم وہ ہے کہ جگر پر نہیں کھایا جاتا
داغ فرزند حسین ابن علی سے پوچھو + نوجواں بیٹے کا غم باپ کے جی سے پوچھو

সন্তানের এ বিচ্ছেদ এমন, 'উহ্' করাও যাচ্ছে না,
তাদের ছিল সংখ্যা এমন, হিসাব করাও যাচ্ছে না।

ব্যথার ক্ষতও ছিল এমন, মুখে বলাও যাচ্ছে না,
আঘাতগুলো ছিল এমন নিজে নেয়াও যাচ্ছে না।
পুত্র হারার দুঃখ কেমন হুসাইন থেকে নাও জেনে,
যুবক ছেলের কী বিরহ, চাও তো পিতার বুক পানে।

বিরহ কাতর, যন্ত্রণা ক্লিষ্ট মা তরুণ ছেলেকে বিদায় দেবার সময় বলছিলেন,

علی اکبر مری محنت کی طرف دھیان کرو + اماں داری مری بستی کو نہ ویران کرو
چھوڑ کر ماں کو نہ تم کوچ کا ساماں کرو + پھر فدا ہو جیو پہلے مجھے قربان کرو
میرے جیتے جی نہ قدم گھر سے نکالو بیٹا + اپنی مادر کا جنازہ تو اٹھالو بیٹا
چھوڑ کر روتا انہیں خیمہ سے اکبر نکلے + پیچھے فرزند کے روتے ہوئے سرور نکلے
پر عجب حال سے ہم شکل پیمبر نکلے + مڑ کے تکتے تھے کہ خیمہ سے نہ مادر نکلے
ماں کے رونے کی جو کانوں میں صدا آتی تھی + ٹکڑے ہوتا تھا جگر چھاتی پھٹی جاتی تھی

"আলী আকবর, আমার শ্রমের কথাটা কিন্তু মনে রাখো,
শান্ত বাগান উজার করো না, মিনতি আমার শুনে রাখো।
মায়েরে একেলা ছেড়ে গো মানিক, চিরতরে তুমি যেও না ধন,
যুগ যুগ তুমি বেঁচে থেকো, মরি, আমারে আগে তো করো দাফন।
মা যতকাল বেঁচে আছি এই, হয়োনাকো তুমি ঘরের বা'র
তুমি যদি বাপু, যাও গো চলেতো কী হবে আমার জানাযা'র?
তাঁবু ছেড়ে আসে আলী আকর, পেছনে মায়ের কান্নাস্বর,
এগিয়ে দিতে যে আব্বা আসেন ফেটে যায় বুঝি সে অন্তর।
অপূর্ব সে এক যাত্রা ছিলো যে, পয়গম্বরের ছবি তো যায়,
পেছন ফিরে সে দেখে নেয়, ফের জননী পিছে না ছুটে তো হায়।
মায়ের কান্না বিলাপ হয়ে সে বাজিছে কানেতে বারংবার,
দীর্ণ করে কী হৃদয় সে সুর, ফাটে না এমন সে বুক কার?

এবার তিনি ইয়াযিদবাহিনীর মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন। খোদাপ্রদত্ত নূরের জ্যোতিতে যুদ্ধ ক্ষেত্র জ্বলজ্বল করছিল, উজ্জ্বল ললাট থেকে নবীর রূপচ্ছটা যেন বিকীর্ণ হচ্ছিল, চেহারার চমক রণক্ষেত্রে আলোর ভূবন রচনা করছিল।

islamibookbd.wordpress.com

সদরুল আফাযেল হযরত মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী (রহ.) কতই না সুন্দর করে বর্ণনা করেছেন,

لخت دل امام حسین ابن بوتراب + شیر خدا کا شیر دہ شیر دل میں انتخاب
صورت تھی انتخاب تو قامت تھا لاجواب + گیسو تھے مشک ناب تو چہرہ تھا آفتاب
شہزادہ جلیل علی اکبر جمیل + بستان حسن میں گلشن منظر شباب
چہرہ میں آفتاب نبوت کا نور تھا + آنکھوں میں شان صولت سرکار بوتراب
صحرائے کوفہ عالم انوار بن گیا + چمکا جوان میں فاطمہ زہرا کا ماہ تاب
صولت نے مرحبا کہا شوکت تھی رجز خواں + جرأت نے مانگ تھامی شجاعت نے لی رکاب
چمکا کے تیغ مردوں کو نامرد کر دیا + اس سے نظر ملاتا یہ تھی کس کے دل میں تاب
مردان کارزار زہ برا اندام ہو گئے + شیر فگنوں کی حالتیں ہونے لگیں خراب
کہتے تھے آج تک نہیں دیکھا کوئی جواں + ایسا شجاع ہوتا جو اس شیر کا جواب
کہہ پکیروں کو تیغ سے دو پارہ کر دیا + کی ضرب خود پر تو اڑا دالا تار کاب
تلوار تھی کہ صاعقہ برق بار تھا + یا از برائے زخم شیاطین تھا شہاب
میدان میں اس کے حسن و ہنر دیکھ کر نعیم + حیرت سے بدحواس تھے جتنے تھے شیخ و شاب

বু তুরাবের তনয় তিনি হুসাইন বুকে মানিক ধন,
শেরে খোদার সিংহ শাবক, বীরকুলে অতুল রতন।
অপূর্ব সে বীরের ছবি, তেজস্বী দেহের গড়ন,
সুবাসভরা সে কেশরাজি, সূর্যমুখী সেই বদন।
শাহ্‌জাদা সে বীর তনয়, আলী আকবর সুদর্শন,
রূপ কাননে পুষ্প সেরা, উছলে পড়ে সে যৌবন।
চেহারাতে ফুটছিল কী জীবন রবির সেই কিরণ,
হযরত আলীর বীরত্বে সে উদ্ভাসিত সেই নয়ন।
মরুর যমীন কুফায় যেন চমকে সে আলোর ভূবন,
যখন এলো যুদ্ধ সাজে মা ফাতেমার চাঁদ-বদন।
মর্যাদারা সুযশ গায় আর সাহস কয় অভিবাদন,
বীরত্বেরা লাগাম টানে, হিম্মতে আগলে চরণ।

কৃপাণ হবে মরন দ্যুতি, পৌরুষের আজ হয় মরণ,
চোখ তুলে চায় সেদিক পানে কার সে সাহস হয় এমন?
শত্রু কুলে ভয় জাগে কী! কাঁপছে যেন বীর চরণ,
বীরের মাঝে শংকা জাগে সাহসহারা হয় যে মন।
শোর পড়ে যায় এমন যুবক দেখছে কি কেউ কখন?
বীর বাহাদুর জগত কুলে জন্মেবুঝি কেউ এমন?
বিদীর্ণ হয় মাথার খুলি, কৃপাণ হানে কোপ যখন,
শরস্ত্রান ও বর্ম লোহার যায় উড়ে যায় সেই সে ক্ষণ।
বজ্র হানে, বিজলী খেলে, তালোয়ারে মার এমন,
শয়তানেরে উল্কা ছোঁড়ে, উথাল পাথাল হয় গগন।
যুদ্ধ কলা, শৈলী রণের, দেখো নঈমের নয়ন,
আবাল বৃদ্ধ অবাক মানে, আকবরের এ কেমন রণ!

কারবালার ময়দানে আলী (রাদি.) পৌত্র কৃপান উম্মুক্ত করলেন, যার দ্যুতি চোখ ধাঁধিয়ে গেল। বীর ব্যঞ্জক কবিতা আওড়ালেন,

انا علی بن الحسین بن علی نحن اهل البیت اولی بالنبی
اطعنکم بالرمح طعن صیب اضربکم بالسیف احمی عن ابی
ضرب غلام هاشمی عربی من ال بیت الهاشمی ایشربی

আমি হুসাইন ইবনে আলীর বেটা নাম আলী আকবর
মোরা নূর নবীজির আহলে বায়ত তাঁর নিজস্ব ঘর।
সব বর্শা কি তীর ছুঁড়বো এমন, নয় যা লক্ষ্যচ্যুৎ,
দেখো, হানব আস মোর পিতারে রক্ষে যা মজবুত।
হবে বীর হাশেমী নওজোয়ানের সেই সে কৃপাণ তেগ,
আমি সেই হাশেমী, আহলে বায়তে এমনি জোশ, আবেগ।

কবিতার এ পংক্তি আওড়ানোর পর তিনি আল্লাহ্‌র নামের এক হায়দরী হুঙ্কার দিয়ে বললেন, "রে দুরাচার, যদি তোরা নবী বংশের রক্তেরই পিপাসু হয়ে থাকিস, তবে তোদের মধ্যে বীর যোদ্ধা যে, তাকে ময়দানে পাঠিয়ে দে"। হায়দরী বাহুর ত্বাকৎ দেখতে চাস, তো আয় আমার সাথে লড়তে।" কিন্তু সামনে বাড়ার মত এমন হিম্মত কার আছে? কার বুকে এমন ছতি আছে, যে একাকী সেই নরশার্দুলের সামনে আসে। যখন তিনি দেখলেন যে, কেউ এগিয়ে আসছে না, দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হওয়ার মত সাহস তাদের কারো নেই, তখন তিনি লাগাম টেনে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। আর বিদ্যুৎ গতিতে হামলা শুরু করে দিলেন। যে দিকেই তিনি অগ্রসর হতেন,

islamibookbd.wordpress.com

দুশমনের দল ভেড়া বকরীর পালের মত পালাতে দেখা যাচ্ছিল। এক একটি ঝটিকা আক্রমনে বহু মাথা কাটা পড়তে লাগল। একবার ডান পাশে এগিয়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করেন, আবার বাম পাশে হামলা করেন তো তারা দিগবিদিক ছুটতে থাকে। আরেকবার মাঝখানে চক্কর মেরে লাশের স্তুপ রচনা করেন। এবার চতুর্দিকে শোর পড়ে যায়। বীর কুলের হৃদস্পন্দন যায় থেমে, বাহাদুরেরা হিম্মত হারায়। আহলে বায়তের এ রাজপুত্রের হামলা তো নয়, যেন ইয়াযিদীদের উপর নেমে আসা আল্লাহর আযাব। মরুর বুকে সূর্যের তাপে লড়াই করতে করতে নবীকুঞ্জের সজীব পুষ্পে তৃষ্ণা প্রবলতর হয়ে উঠল। ঘোড়া ঘুরিয়ে শ্রদ্ধেয় পিতার খেদমতে হাজির হয়ে আরজ জানালেন, العطش يا ابتاه(আব্বা, বড়ই পিয়াস) "পিপাসার যন্ত্রণায় যে অস্থির হয়ে গেলাম। এক পেয়ালা পানি পেলে এদের সব কটিকেই মৃত্যুর ঘাটে পৌছিয়ে দিতাম।" ইমামে পাক নিজের নয়নমণিকে তৃষ্ণার্ত দেখলেন; কিন্তু শাহাদত পিয়াসী এ সন্তানকে দেবার মত পানিই বা কোথায়? স্নেহ সিক্ত হাতে সন্তানের রক্তিম চেহারা থেকে ধুলো ময়লা মুছে সাফ করে দিলেন। বললেন, "বেটা, তৃষ্ণা মেটাবার সময় তোমার এখন ঘনিয়ে এসেছে। এবার কাওসার পরিবেশন কারীর হাত থেকে কাওসারের পেয়ালা পান করতে পাবে। যার স্বাদ না কল্পনা করা যাবে, না মুখে বর্ণনা করা যাবে। এর পর পিপাসা তোমাকে আর কষ্ট দেবেনা। প্রিয় বৎস, (শৈশবে) আমি কখনো পিপাসার্ত হলে রাসুলাল্লাহ্ (দ.) আমার মুখের মধ্যে তাঁর পবিত্র জিহ্বা স্থাপন করতেন। আজ এ পিপাসায় তুমি আমার জিভ চুষে নাও। কিছুটা শান্তি হয়তো পাবে। তৃষিত সন্তান ইমামে পাকের জিভ চুষলেন। বাস্তবিকই তার কিছুটা স্বস্থি বোধ হল। দ্বিতীয় বার বিদায় দেবার সময় ইমামে পাক প্রিয় পুত্রের মুখে বৃদ্ধাঙ্গুলী রাখলেন। তিনি আবার ময়দানে অভিমুখী হলেন। শত্রু সৈন্যের সামনে এসে ডাক দিলেন هل من مبارز (একাকী লড়ার মত কেউ কি আছে?) আমর বিন সা'দ তারেক বিন শীশকে বলল, "বড় লজ্জার কথা তো, এ তরুণ হচ্ছে একা, আর তোমরা আছ সহস্র সৈন্য, তোমাদের মধ্যে কারো সাহস হচ্ছে না তার সামনে যেতে! শেষ পর্যন্ত সে এগিয়ে এসে হামলা চালাল, আর তোমাদের সৈন্য সারি তছনছ করে দিল, তোমাদের বীর জওয়ানদের খতম করল। ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, প্রচন্ড রোদে যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত, শ্রান্ত! এর পরও সে তোমাদের চ্যালেঞ্জ করে হুঙ্কার ছাড়ছে? আর তোমাদের কেউ তার সামনে যাবার সাহস করছ না। ধিক তোমাদের বীরত্বের দাবীকে! আত্মমর্যাদা কিছু থাকে তো, এ তরুণের মোকাবিলা করে তাকে শেষ করে দাও। যদি তুমি তা করতে পার, তবে ওয়াদা করছি তোমাকে মৌসেল'র শাসনভার দিয়ে দেব।" তারেক বলল, "দেখো শেষে আবার এটা হবে না তো যে, আমি

নবী-দৌহিত্র, ফাতেমার দুলালকে কতল করে নিজের আখেরও বরবাদ করব, আর তুমিও ওয়াদা পূরণ করবে না।" ইবনে সা'দ শপথ করে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করল। এবার বদ নসীব মৌসেল এর হুকুমত লাভের লালসায় রাসুল কাননের ফুল'র সাথে মোকাবিলা করতে বের হল। সামনে আসামাত্রই সে নবী সদৃশ (আলী আকবর) মহান সত্তার প্রতি বর্শা ছুঁড়ে মারল। অভিজাত পুরের রাজপুত্র সুনিপূণ রণকৌশলে তার আক্রমন প্রতিহত করে শত্রুর বিদ্বেষপূর্ণ বক্ষে বর্শার এমন এক আঘাত চালালেন যে, তাঁর বক্ষ ভেদ করে চলে যায়। আর সে ঘোড়ার পিঠ থেকে ঢলে পড়ে। শাহজাদা তার লাশ পদদলিত করলেন। এটা দেখে তার পুত্র আমার বিন তারেক ক্রোধোন্মত্ত হয়ে প্রিয় দর্শন শাহজাদার উপর আক্রমণ চালাল। শাহজাদা সে আক্রমণ থেকেও নিজেকে বাঁচিয়ে এক হায়দরী হামলায় সে দুশমনের দফারফা করে তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন। তার পর তারেকের দ্বিতীয় পুত্র তালহা বিন তারেক নিজ পিতার ও ভায়ের বদলা নিতে আগুনের হল্কা হয়ে ইমামজাদার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। হুসাইনজাদা তার মোকাবেলা করলেন এবং তাকেও রক্তে ধুলোয় মিশিয়ে শত্রু সৈন্যদের হায়দরী সিংহের এমন ভীতি-আক্রান্ত করে দিলেন যে, সবাই হতভম্ব হয়ে রইল।

ইবনে সা'দ খ্যাতিমান বাহাদুর মিসরা' বিন গালিবকে হুসাইনতনয়ের মোকাবিলায় পাঠাল। মিসরা' বর্শা নিয়ে শাহজাদার উপর হামলা চালাল। শাহজাদায়ে হুসাইন তলোয়ার চালিয়ে সে হামলা রুখে দিয়ে মিসরা'র মাথায় এমন হায়দরী আঘাত হানলেন যে, মিসরা' দুটুকরো হয়ে পড়ে রইলেন। এখন শাহজাদার মোকাবিলা একাকী করতে আর কারোরই হিম্মত হচ্ছিল না। শেষতক 'ইবনে সা'দ মাহকম বিন তোফাইল বিন নওফেলকে এক হাজার আরোহী সৈন্য নিয়ে হযরত আলী আকবরকে আক্রমন করতে হুকুম দিল। নির্দেশমত ঐ দুর্বৃত্তরা তাঁকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে হামলা চালাল। ইমামের শাহজাদাও সাহস-বীরত্বের জৌলুস দেখিয়ে শত্রু নিধন করতঃ রক্তে ধুলোয় মেশাতে থাকলেন। কিন্তু চতুর্দিক থেকে আসা মুহুর্মুহু তীর বর্শার অবিরাম হামলায় তিনি জর্জরিত হয়ে গেলেন এবং প্রচুর রক্তক্ষরণে ক্রমশঃ দূর্বল হয়ে হাতপা অসাড় অনুভব করতে লাগলেন। হাত তাঁর অবশ হতে চলল আর চতুর্দিক থেকে উপূর্যপরি তলোয়ার আসতে থাকল। এভাবে ফাতেমী কাননের এ রক্তিম পুষ্প নিজ রক্তে স্নাত হয়ে গেলেন।

نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر + کرتے ہیں کس کی لاش پامال اہل شر
کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر + خیمے سے نکلے کہتے ہوئے آہ مرا پسر
پایا تھا مدتوں میں جسے خاک چھان کے + وہ لعل ہم نے کھو دیا جنگل میں اُن کے

islamibookbd.wordpress.com

বর্শাঘাতে কার সে বাছার দীর্ণ হল বুক,
লাশের পরে অসুর নাচে পায় তারা কী সুখ?
রণাঙ্গনে ডাক পড়ে কে আব্বা, আব্বা হায়;
তাঁবু ছেড়ে বাইরে এসে কে বলে, 'বাপ, আয়?
মর্ত্যেরই এ পরীক্ষাতে কাটল সময় ঢের,
শ্বাপদ কুলে হারাই মানিক এই যে সময়ের।

শাহ জাদা ঘোড়ার পিঠ থেকে ঢলে পড়তে পড়তে ডাক দিলেন يا ابتاه ادركنى(আমাকে ধরুন, আব্বাজান!)

جس دم سنی حسین نے یہ جان گزا صدا + صابر اگرچہ تھے پر کلیجا الٹ گیا
ھاتھوں سے دل کو تھام کے دوڑے رہنہ پا + نعرہ کیا کہ اے علی اکبر کروں میں کیا
مل کر غریب دبے کس وتنہا سے جائیو + اَئے ضعیف باپ تو دنیا سے جائیو
جا کر صفوں کے پاس پکارے بہ اشک واہ + ہے کس طرف مرے علی اکبر کی قتل گاہ
اے ظالمو! یہ شب ہے کہ دن ہو گیا سیاہ + کس ابر میں چھپا ہے مرا چودھویں کا ماہ
بتلاؤ جان ہے کہ نہیں جسم زار میں + زخمی پڑا ہے شیر مرا کس کچھار میں
جلادوں سے کہتے تھے یہ رو رو کے بتاؤ + اکبر ہیں کہاں لاش مجھے ان کی دکھاؤ
یا ان کے برابر مرا لاشہ بھی کراؤ + یا قتل کر دو یا علی اکبر سے ملاؤ
سید ہوں مسافر ہوں کئی دن سے ہوں پیاسا + یارو میں پیمبر کا تمہارے ہوں نواسا
اَئے یہ بات کہہ کے جو سلطان بحر و بر + بیٹے کی لاش باپ نے دیکھی لہو میں تر
اٹھا وہ دل میں درد کہ خم ہو گئی کمر + دیکھا جو زخم تن کے قریب اَ گیا جگر
اکبر تیرے الم سے جگر چاک چاک ہے + جب تو نہ ہو تو باپ کے جینے پہ خاک ہے
دشمن کو بھی نہ بیٹے کا لاشہ خدا دکھائے + حضرت زمین پر کر کے پکارے کہ ہائے ہائے
زندہ رہے یہ پیر جواں یوں جہاں سے جائے + اے لال تیں روز کے فاقے میں زخم کھائے
شاید جگر کے زخم سے تم بے فرار ہو + زخمی تمہاری چھاتی پہ بابا نثار ہو

করুন স্বরে এ আর্তি যেই শুনেন আব্বাজান,
সহিষ্ণুতার পাহাড় তবু হৃদয় যে খান খান
নাঙ্গা পায়ে ছুটেন তিনি, বক্ষে চেপে হাত,
"করব কী হে আলী, আমি কত সই আঘাত?
স্বজনহারা এই মুসাফির একা যাই কোথা?
অসহায় এ বাপের এমন বিচ্ছেদ ও ব্যথা!
সজল চোখে খুঁজেন কোথায় মোর আলী আকবর?
কোথায় শুয়ে আমার মানিক দাও মোরে খবর।
যালিম তোরা, বলতো এখন দিনের আলো কই?
আমার চাঁদে বাদল ঘিরে আঁধার নামে ওই।
বলো, বেটার ঝাঁঝরা বুকে আছে নাকি প্রাণ?
কোন্ সে তীরে ব্যঘ্র শাবক শুয়েছে নিষ্প্রাণ?
কেঁদে বলেন, জল্লাদেরা বলো গো আমায়,
আকবরের ওই লাশটা দেখাও আছে সে কোথায়?
শোনরে, নচেৎ তার পাশে আজ শুইয়ে দে আমায়,
কাটরে আমায়, নয়তো দেখা সেই প্রিয় বাছায়।
সৈয়দ এই মুসাফির আজ ক্লান্ত যে তৃষ্ণায়,
তোমাদেরই নবীজির এ দৌহিত্র হায়"!
এই না বলে হুসাইন যিনি দুই কুলে সুলতান,
রক্তে ভেজা দেখেন যবে সেই প্রিয় সন্তান।
দুঃখে ভাঙ্গে বুকটা আরো ন্যুব্জ হয় কোমর,
প্রাণটা আসে মুখে দেখে, ভাঙ্গা সেই পাঁজর।
"আকবর গো, তোমার দুঃখে ভাঙ্গবে যে পাষান,
বাপ কেন আজ থাকবে ধরায় হারিয়ে সন্তান?"
কাঁদেন ইমাম যেই না হেরে দুঃখেরই পাহাড়,
শত্রু যেন দেখে না লাশ, কভু নিজ বেটার,
বুড়ো বাপে রেখে চলে যুবক সন্তানে,
ক্ষুধার মুখে তীরের জখম খেল ওই জানে।
তোমায় বুঝি দুঃখ দিল ঘাতের পরে ঘাত,
কুরবান হই দুঃখী বাবা, তোমার দুঃখের সাথ।

islamibookbd.wordpress.com

কারবালার মজলুম শাহজাদার শির মোবারক নিজ কোলে তুলে নিলেন। আলী আকবর চোখ খুললেন।

اکبر نے آنکھیں کھول کے دیکھا رخ پدر + سوکھی زباں دکھائی کہ پیاسا ہوں اے پدر
زردی اجل کی چھا گئی چہرے پہ سر بسر + دو بار لی کراہ کے کروٹ ادھر ادھر
دنیا سے انتقال ہوا نور عین کا + ہنگام ظہر تھا کہ لٹا گھر حسین کا

নয়ন মেলে সামনে দেখেন পিতাকে আকবর,
জিভ দেখালেন শুষ্ক এমন তৃষিত অধর।
অন্তিমতার পাংশুটে রূপ ঘিরলো চাঁদ বদন,
এপাশ ওপাশ ফিরলো দুবার জড়িয়ে আসে স্বর।
ভবের লীলা সাঙ্গ করে বুঁজলো দুই নয়ন,
হুসাইনের ওই ঘর যে উজাড় সে যোহরের ক্ষণ।

অমিত তেজী যুবক পুত্র যখন বাবার কোলে এসে প্রিয় জীবন আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সঁপে দিয়ে ফেরদৌস অভিমুখে যাত্রা করলেন, তখন মজলুম পিতা তাঁর পুত্রের লাশ মোবারক কারবালার মাটিতে শুইয়ে দিয়ে বললেন,

قتل الله قوما قتلوك يا بنى

বৎস, তোমায় যারা কতল করেছে, আল্লাহ্ তাদের কতল (ধ্বংস) করুন।

ما اجر أهم على الله و على انتهاك حرمة الرسول على الد نيا بعد ك العفاء

এ লোক গুলো আল্লাহ্ ও রাসুল (দ.) এর মর্যাদা হানি করতে কী স্পর্ধা দেখাল। প্রিয় সন্তান আমার। তোমার পরে ধিক্ এই পৃথিবীকে!

শত্রু সেনাদের অন্তর্ভূক্ত হুমাইদ বিন মুসলিমের বর্ণনা, 'আমি দেখলাম, তাঁবুর মধ্য থেকে এক ভদ্র মহিলা দৌড়ে বেরিয়ে আসলেন, তিনি এমন রূপ ঐশ্বর্যের অধিকারী ছিলেন যে, মনে হলো যেন হঠাৎ এক সুর্যের উদয় হয়েছে। তিনি "ভাইয়া, হায়রে আমার ভাইপো!" বলে আর্তনাদ করতে করতে আসছিলেন। পাগলপ্রায় হয়ে আলী আকবরের লাশের পর মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। আমি লোকদের কাছে মহিলার পরিচয় জানতে চাইলে তারা বললো, "ইনি হুসাইনের সহোদরা যয়নব বিনতে ফাতিমা বিনতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।'

اے میرے لمبے گیسوؤں والے کدھر ہے تو + ہائے ہائے میری غریبی کے پالے کدھر ہے تو
واری کہاں گئے تجھے بھالے کدھر ہے تو + کیوں کر پھوبھی جگر کو سنبھالے کدھر ہے تو
اٹھارواں برس تھا کہ موت آگئی تجھے + اے نور عین کس کی نظر کھا گئی تجھے

প্রিয় আমার দীর্ঘকেশী লুকালে কোথায়,
বিজন দেশে ময়না আমার হারালে কোথায়?
কোথায় তোমার চোট লেগেছে দেখাও সে আমায়,
দুঃখিনী এই ফুফুর বুকে প্রাণ রাখা যে দায়!
অষ্টাদশী এই জীবনেই সমন এলো হায়,
শ্যন পড়েছে কোন্ সে চোখে আমার কলিজায়?"

ব্যথিত হৃদয়, বিষন্নচিত্ত এ ফুফুই শাহজাদা ইমাম আলী আকবরকে বড় যত্নে লালন পালন করেছিলেন। মহিলাদের তাঁবু থেকে এতক্ষণ শাহজাদার প্রলঙ্করী শাহাদাতের দৃশ্য অবলোকন করছিলেন, যখনই প্রিয় ভাতিজাকে রক্তেধুলোয় গড়াতে দেখলেন, অধৈর্য হয়ে পড়লেন, নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা মোটেই অবশিষ্ট রইল না। তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এসে ভাতিজার খন্ডবিখন্ড লাশের পাশে পড়ে গেলেন। কারবালার মজলুম (ইমাম হুসাইন) দুঃখিনী বোনের এ দশা দেখে তাঁর হাত ধরে তাঁবুতে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, হে রাসূলের প্রিয় আহলে বায়ত, আল্লাহ্ তায়ালা আজ তোমাদের ধৈর্যের শেষ দেখতে চান। ধৈর্য্য ও সংযম এর পরিচয় দাও। আজ সবকিছু কুরবানী দিয়ে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করে নাও।

ইমাম তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসলেন। শাহজাদার লাশ মোবারাক, প্রাণপ্রিয় পুত্রের খন্ডিত দেহ উঠিয়ে তাঁবুর পাশে এনে রাখলেন। এর পর আসমানের দিকে তাকিয়ে রাব্বুল ইযযতের দরবারে আরজ করলেন, "মাবুদ, আজ তোমার একজন অনুগত বান্দা তোমারই উদ্দেশ্যে তার সবচে' বড় নযরানা পেশ করে ইবরাহীম (আ.) এর সুন্নত পালন করল। মাওলা, আমার এ অর্ঘ্যটুকু গ্রহণ করে আমায় ধন্য করো। (রাদি আল্লাহু আনহু)

বিপন্ন, বিরহী জননী যখন তাঁরই নয়নমণি সন্তানের টুকরো হয়ে যাওয়া লাশ দেখলেন তখন আর্তনাদ করে বলে উঠলেন,

islamibookbd.wordpress.com

اے جان فاطمہ مرا پیارا کہا گیا + اماں کی زندگی کا سہارا کہاں گیا

وہ تیس دن کی پیاس کا مارا کہاں گیا + آل نبی کی آنکھ کا تارا کہاں گیا

مرتی ہوں اپنے سرو سہی قد کو دیکھ لوں + اکبار پھر شبیہ محمد کو دیکھ لوں

কোথায় গেলি হে ফাতেমার লা'ল আমারও বুকের ধন?
কোথায় হারালি দুঃখিনী মায়ের জীবনের বন্ধন?
তিন দিন ধরে পিপাসায় ছিলি, কোথায় লুকালি আজ?
নবীর আহ্‌লে বাইতের ধন, পরিলি খুনের সাজ?
মরি, মরি, আমি প্রাণের দুলালে একটির বার তো দেখি,
মুহাম্মদের প্রতিচ্ছবিটি আরেকটিবার দেখি।

মা'সুমে কারবালা হযরত আলী আসগর

এক দিকে এক এক করে মুজাহিদ বৃন্দ রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় দৌহিত্র হযরত ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু'র জন্য উৎসর্গ হয়ে গেলেন, আর ঐদিকে শত্রু সৈন্যদের মধ্যে হাজার হাজার সৈন্য তূণ-বাণ আর কামান উঁচিয়ে, তলোয়ার হাতিয়ারে সুসজ্জিত হয়ে এখনও রাসুল খান্দানের রক্তের পিপাসু হিয়ে বিদ্যমান। রাসূলের পবিত্র কোল-আরোহী, জান্নাতী ফুল, বতুলের কলজে চেরা ধন, সাইয়্যিদুনা ইমাম হুসাইনের মর্মান্তিক দুঃখ যাতনার বিষয়টি কল্পনা করুন। বিজন দেশে মুসাফিরীর এ হালতে তাঁর উপর কী দুর্দশাই না আপতিত হয়েছে! সহস্র ঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হৃদয়, অগণিত হৃদয় বিদারক দৃশ্যাবলী, ক্ষুধা-তৃষ্ণার প্রচন্ড জ্বালা, সহযোগী ও প্রিয়জনদের বিয়োগ ব্যথা, প্রাণ উৎসর্গকারী, নিকটজন, ভাই, ভাতিজা, ভাগ্নে এবং প্রিয় পুত্রদের কাফন বিহীন দাফন, পবিত্রাত্মা লাশসমুহের মরুভূমির উত্তপ্ত রোদে পড়ে থাকা, পুতঃপবিত্র, সতী সাধ্বী অন্তপুর বাসিনীদের অসহায়ত্ব, স্বজনহারা, মর্মস্পর্শী একাকীত্বের ভাবনা তাঁর চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। শ্বাপদসঙ্কুল এ কারবালা আজ দুশমনে ছেয়ে গেছে। যাঁদের কাছে রেখে যাওয়া অনাশ্রিত আপনজনদের জন্যে এতটুকু দয়ামায়ার প্রত্যাশাও রইলনা! এমনি মর্মন্তুদ সহস্র ভাবনা। এটা সেই কঠিন দুঃখ-যাতনার পাহাড়, যা কিনা কোন মানব সন্তানের জীবনেই এভাবে একত্রিত হয়নি। না ইতোপূর্বে এমন দৃশ্য

পৃথিবীর কেউ প্রত্যক্ষ করেছে। নিঃসন্দেহে প্রিয় নবীর দৌহিত্র, ফাতেমার হৃদয়নিধি সেদিন যে ধৈর্য্য সহিষ্ণুতার পরাকাষ্টা দেখিয়ে ছিলেন, তাঁর নজীর পৃথিবীতে নেই। এটা তাঁরই মর্তবা ও মর্যাদা এবং তাঁরই জন্য নির্ধারিত অবস্থান। আর বিশ্ব নিয়ন্তার পক্ষ থেকে তাঁর জন্য এক অনন্য অনুগ্রহই বটে। সত্য-ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাঁর অবিচল নিষ্ঠা, দৃঢ়চেতা ও অজেয় সংকল্পে সামান্যতম বিচ্যুতি কিংবা অনুযোগের একটি বর্ণমাত্রও মুখে আসেনি।

সকাল থেকে এ পর্যন্ত যত মুজাহিদীন (যোদ্ধা) যুদ্ধের ময়দানে গিয়েছিলেন, তাঁরা কতলও করেছিলেন, নিজেরাও শহীদ হয়েছিলেন। কিন্তু ...? এ মূহুর্তে ছয় মাসের ছোট্ট একটি দুধের শিশু ক্ষুদে যোদ্ধা রণক্ষেত্রে শত্রু সৈন্যের সামনে এসে পৌছলেন, যে কিনা রাগের বশে কারো দিকে কখনো একটি আঙ্গুলও উঁচে দেখাননি। ক্রোধের দৃষ্টিতে কারো দিকে একবার তাকায়ওনি পর্যন্ত। তবে কেন এ শিশুর আগমন? নিজের পবিত্র খুন (রক্ত) দিয়ে ইতিহাসের পাতায় শুধু লিখে দিতে এসেছিলেন তাঁর নিষ্পাপ সত্তার প্রতি নির্যাতনের কাহিনী, সেই নরাধমদের পৈশাচিক নির্মমতার কলঙ্ক স্বাক্ষর। আর অনাগত প্রজন্মকে জানান দিতে এসেছিলেন যে, দেখো পাষণ্ড ইয়াযিদীরা আমার মত নিষ্পাপ কোমলমতি শিশুর প্রতি দেখায়নি এতটুকু মমত্ববোধ. তিন দিনের পিপাসার্ত কণ্ঠনালীতে পানি দেওয়ার পরিবর্তে দিয়েছিল বিষাক্ত তীরবাণ।

নিষ্পাপ শিশু আলী আসগরের আম্মাজান হযরত সাইয়িদা রুবাব ইমামে পাকের খেদমতে আরজ করলেন, "প্রাণ নাথ, অতি দুঃখে, অনাহারে আমার বুকের দুধ শুকিয়ে গেছে, এক ফোঁটা পানিও কোথাও নেই। আমার নাড়ির ধন দুধের বাছাটিকে একটু দেখুন, প্রচন্ড তৃষ্ণায় ওর অবস্থাটা কেমন হয়ে যাচ্ছে! তাঁর অস্থিরতা আর কান্না যে আমি আর সইতে পারছি না। আমার হৃদপিন্ডটাতো চৌচির হয়ে গেল। দোহাই আল্লাহর! একে নিয়ে যান। ওই পাষান দিল জালিমদের একটু দেখিয়ে আনুন। এর মর্মান্তিক অবস্থা দেখে অবশ্যই কারো না কারো রহম এসে যাবে। শিশুদের প্রতি যে সবারই দয়া হবে।" হযরত সাইয়িদা রুবাবের আবেদনে ইমামে পাক স্বীয় পুষ্প আলী আসগরকে (যা এখনও ফুটতেই পায়নি) কোলে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। এভাবে তাকে নিয়ে কলুষিত মন শত্রুদের নিকট পৌছে গেলেন। বললেন,

islamibookbd.wordpress.com

جب رن میں حسین اصغر بے شیر کو لائے + لخت جگر بانوئے دل گیر کو لائے
جلادوں میں اس صاحب توقیر کو لائے + ہاتھوں پہ دھرے چاندی تصویر کو لائے
غل پڑ گیا دیکھو شہ والا کے پسر کو + خورشید نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے قمر کو
گر میں بقول شمر و عمر و ہوں گنہگار + یہ تو نہیں کسی کے بھی آگے قصوروار
شش ماہ و بے زبان نبی زادہ شیر خوار + ہفتم سے سب کے ساتھ یہ پیاسا ہے بے قرار
سن ہے جو کم تو پیاس کا صدمہ زیادہ ہے + مظلوم خود ہے اور یہ مظلوم زادہ ہے
ان پھول سے رخساروں کے کملانے کو دیکھو + گہوارے سے میداں میں چلے آنے کو دیکھو
ان سوکھے ہوئے ہونٹوں کے مرجھانے کو دیکھو + غش آنے کو اور سانس الٹ جانے کو دیکھو
ناحق ہے عداوت تمہیں نازوں کے پلے سے + پھر دو گے تو پانی بھی نہ اترے گا گلے سے

রনাঙ্গনে আসেন হোসাইন কোলে সে আসগর,
বুকের সে ধন পায় না যে দুধ, কাঁপছে সে থর থর!
জল্লাদের এই সামনে আসেন মর্যাদার ওই বর,
চাঁদের টুকরো আগলে যেন আসেন মান্যবর।
শোর পড়ে যায়, দেখো, সেথা রাজার মানিক ওই,
সুরুজ বুকে চন্দ্র জাগে- এমন দৃশ্য কই?
শুধান শাহে "আমর, শিমার আমায় দোষী কয়,
এই যে শিশু কোথায় বা কার করল কিছু ক্ষয়?
বংশে নবীর ছ' মাস আয়ুর দুধ পোষা, নির্বাক,
সাত দিন তক পানি বিহীন তৃষ্ণাতে সে খাক।
বয়েসটা খুব কম হলেও তৃষ্ণা তো কম নয়,
জুলুম আমি সইব, বাছায় কী করে যে সয়?
গন্ড দুটো পুষ্পে যেন কচলে দেয়া রূপ,
সইছে না তাই অনুনয়ের ভাষা না রয় চুপ।
একটু দেখো শুষ্ক কেমন ওষ্ঠ যুগল, হায়,
উল্টে দু'চোখ মাসুম শিশু বেহুঁশ হয়ে যায়।
শিশুর প্রতি শত্রুতা যে কাউকে মানায় না,
একটু পানি দিলেও কি, যা হলকুমে যায় না।

"রে পাপিষ্ট জনগোষ্ঠী, আমি তোমাদের নবীজিরই দৌহিত্র। আর এই ছোট্ট শিশুটি আমারই বুকের মানিক। তোমাদের ভ্রান্ত ধারণামতে আমিই যদিবা দোষী; কিন্তু এ শিশুটিতো কোন অপরাধ করেনি। একেই না হয় একটু পানি দাও। দেখো, প্রচন্ড তৃষ্ণায় তার কী দশা হয়েছে। হে দুশমনেরা, পানির পেয়ালা আমার হাতে দিওনা, সম্ভবতঃ ওখান থেকে একটু পানি আমিও পান করব বলে তোমাদের আশংকা হচ্ছে। পানির দুটি বিন্দু দিয়ে এ শিশুর শুষ্ক কণ্ঠটি একটু ভিজানো যাবে, আর কয়েক ফোঁটা পানির কারণে ফোরাতের বহমান দরিয়ায় কোন কমতি তো হবে না। নিষ্পাপ শিশুর প্রতি একজন কাফিরের ও মায়া হবে, অথচ তোমরা তো মুসলমান পরিচয় দিচ্ছ। তোমাদের কি জানা আছে এ শিশুটি কে?"

یہ کون بے زباں ہے تمہیں کچھ خیال ہے + در نجف ہے بانوئے بے کس کا لال ہے
لو مان لو تمہیں قسم ذوالجلال ہے + بطحا کے شہزادے کا تم سے سوال ہے
تم کو قسم ہے روح رسالت مآب کی + ٹپکا دو اس کے حلق میں دو بوند آب کی

অবোধ, অবুঝ এই শিশু কার, আছে সেই খেয়াল?
ওই নজফের মুক্তো সে যে, ফাতেমারই লা'ল,
কসম লাগে সেই বিধাতার, যিনি যুলজালাল,
আরব দেশের শাহজাদারই জন্য এ সওয়াল।
রাসূল কুলের সম্রাটের ওই জানের দোহাই দেই,
দুই ফোঁটা জল দাও না ওগো শিশুর তেষ্টাতেই!

আফসোস! শত আফসোস!! পাষাণ দিল দুরাচারদের বদনসীবে তা কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করল না। তাদের সামান্য দয়াও দেখা গেল না। পানি দেয়ার পরিবর্তে এক মন্দ কপাল হতভাগ্য হারমালা ইবনে কাহেল আসাদী লক্ষ্যস্থির করে এমন জোরে এক তীর ছুঁড়ে মারলো, যা আলী আসগরের কণ্ঠনালী ভেদ করে ইমামে পাকের বহু মোবারকে গিয়ে বিঁধল। ইমাম সে তীর টেনে বের করে নিলেন। খল খল বেগে তীরের সাথে বেরিয়ে আসল রক্তের ফোয়ারা। শিশুপুত্রের গরম গরম রক্ত হাতের আঁজলা পুরে নিয়ে আসমানের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে তিনি বললেন,

"আল্লাহুম্মা ইন্নী উশহিদুকা আলা হা-উলাইল কাউমি।"

islamibookbd.wordpress:com

হে আল্লাহ্, এই লোক গুলোর কর্মকান্ডে আমি তোমাকে স্বাক্ষী রাখছি। হে পরওয়ারদিগার, এই একটি সময়ে আমি যে পথে দ্রুত যাত্রা করছি, তার কঠিনতর মনযিলগুলো তোমার করুনাতেই হতে চলেছে সহজতর।

وہ دیکھ دست امامت پہ شیر خوار کی لاش + وہ دیکھ پھر بھی کہیں ڈگمگا سکے نہ قدم

ওই দেখো আজ ইমাম হাতে দুধের শিশুর লাশ,
চরণ দুটি টলবে না যাঁর, হোক্ না সর্ব নাশ।

আলী আসগরের কচি দেহটি খিঁচুনীর মত একটু কম্পিত হয়ে মজলুম পিতার হাতে একবার নড়ে উঠেই নিথর হয়ে গেল। মজলুম পিতা শিশু শহীদের মুখে চুমো খেলেন। হাতে লেগে থাকা রক্তে দাঁড়ি মোবারক রঙিন করে নিয়ে বললেন, "যাও আমার চাঁদবদন, আমিও এ অবস্থায় তোমার রক্তে মাখা মাখি হয়ে নানাজীর কাছে এসে পড়ছি। আর তাঁকে দেখাতে আসছি যে, এ দুরাচার উম্মতেরা তোমার এবং আমার কী অবস্থা করেছে!

এদিকে তাঁবুর বিবিদের ধারণা ছিল অবোধ শিশুর করুণ দশা দেখে নির্দয় পাষাণচিত্তদের অবশ্যই দয়া হবে। এবং তাকে একটু পানি দেবেই। যখন তাঁরা তাঁদের আশার কলিকে ইমামে পাকের হাতে খুন-রঙিন পেল, তখন তাঁদের দুঃখে বুক ফেটে গেল।

کیا یہی انصاف ہے اک بوند پانی کے عوض + حلق اصغر میں عدو کا تیر ہونا چاہیے

এই কি বিচার, একটি ফোঁটা পানির বিনিময়,
আসগরের ওই কণ্ঠে তাদের তীর চালাতেই হয়?

ইমামে পাক শিশু শহীদকে আলী আকবরের পাশে শুইয়ে দিলেন। যে মাত্র দুঃখিনী মা তাঁর কোলে অস্থির শিশুকে কারবালার মাটিতে পরম শান্তিতে শায়িত দেখলেন, তখন (যেন) বলে উঠলেন,

اے زمیں کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا + بے زبان اصغر تیری گودی میں کیسے سو گیا

বল্ দেখি আজ কিইবা হল, হায়রে মাটি কারবালার
তোর কোলে নিশ্চুপ শুয়ে যে কীভাবে আসগর আমার?

হয়তো নিষ্পাপ আলী আসগর তৃষ্ণার তীব্রতায় নয়; বরং শহীদ হবার উদগ্র বাসনায় এমনি অস্থির হয়েছিল। অপর দিকে ঐ বদনসীব লোকগুলো নিষ্পাপ শিশু আলী আসগরকে কতল করা সম্ভবতঃ নিজেদের কীর্তি মনে করেছে, কিন্তু ছয় মাস বয়েসী এ বেহেশতী ফুল নিজের জীবন দিয়ে জানিয়ে গেলেন যে, ইয়াযীদের সৈন্যদের মধ্যে যোগ দিয়ে এ কম বখ্তরা মানবতাকে বিসর্জন দিয়েছিল। তারা জুলুম নিপীড়নের চূড়ান্ত করেছিল।

تیر اصغر معصوم پہ اعدا نے لگایا فریاد خدایا + بے دردی و بے رحمی سے ہے خون بہایا فریاد خدایا

کس طرح جگر اس کے محبوں کا نہ شق ہو کیوں کر نہ قلق ہو + تڑپا کیا بے چین رہا پانی نہ پایا فریاد خدایا

بچوں پہ ترحم کی نظر رسم جہاں ہے مشہور و عیاں ہے + افسوس لعینوں نے ذرا ترس نہ کھایا فریاد خدایا

پانی کیلیے پیاسے تڑپتے رہے سادات اور مانگا تو ہیہات + بے دینوں نے اب دم شمشیر پلایا فریاد خدایا

سچ ہے غم فرزند اٹھائے نہیں اٹھتا یہ سب پہ ہے بالا + ٹوٹی ہے کمر ہائے یہ صدمہ جو اٹھایا فریاد خدایا

پھٹتا ہے جگر کیا کریں تدبیر بھلا ہم دارو ہے نہ مرہم + یہ زخم تو کاری دل مجروح پہ کھایا فریاد خدایا

کہتے ہیں شقی آپ جو بیعت نہ کرینگے پانی نہ دینگے + ہے آل محمد ﷺ کو یہوں نے ستایا فریاد خدایا

দুশমনে দেয় অবোধ শিশুর কণ্ঠে তীরের স্বাদ, হে খোদা ফরিয়াদ!
নির্মমতায় রক্ত বহায় শিশুর, তাদের শুরু, হে খোদা ফরিয়াদ!
সুহৃদ কুলের কী করে বুক ভাঙবে নাকো হায়, কেমনে সওয়া যায়,
দেয়না পানি, অস্থিরতায় বেহাল, প্রায় উম্মাদ, হে খোদা ফরিয়াদ!
শিশুর প্রতি রহম করে প্রতিটি ইনসান, জানে এই জাহান,
আফসোস! ঐ দুর্মতিদের দয়ার কথা বাদ, হে খোদা ফরিয়াদ!
নবীর ঘরের অবোধ শিশু তৃষ্ণাতে তড়পায়, পানিই যে না পায়!
শত্রু এদের কৃপাণ হাতে বিলায় খুনের স্বাদ, হে খোদা ফরিয়াদ।
পুত্রহারার শোক কি কভু ভুলতে পারে কেউ, জাগে ব্যথার ঢেউ,
কোমর ভাঙে, দুঃখে হৃদয় করে আর্তনাদ, হে খোদা ফরিয়াদ!
দুঃখে ফাটে কল্জে এমন, পাইনা উপশম, শুনবে কে মাতম?
বিক্ষত এ হৃদয় আরো আঘাতে বরবাদ, হে খোদা ফরিয়াদ!
বদ নসীবে শুধায় যদি বশেই না আনি, দেবইনা পানি,
মন্দেরা আজ বিনাশ করে নবীজির আবাদ, হে খোদা ফরিয়াদ!

islamibookbd.wordpress.com

حشر تک چوڑ کے اک درخشندہ مثال +حق پرستوں کو نہ بھولے گا یہ احساں حسین

সত্যলোকে হোসাইনের এ দান যে অবিমল!

ওলীকুল শিরমণি, হযরত খাজা নিজাম উদ্দীন মাহবুবে ইলাহী (রহ.) বলেন, শায়খুল ইসলাম ওয়াল মসলিমীন বুরহানুশ শারই ওয়াদ্দীন হযরত বাবা ফরীদ উদ্দীন মসউদ গঞ্জে শকর (রাদি.) এরশাদ করেছেন,

সেদিন আমীরুল মুমিনীন হযরত হুসাইন (রাদি.) শাহাদত বরণ করেন, ঐ রাতে এক বুযুর্গ ব্যক্তি হযরত ফাতিমা যাহরা (রাদি.)কে এক স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি আম্বিয়ায়ে কেরাম (আলাইহিমুস সালাম) এর বিবিদের সঙ্গে শুভাগমন করলেন। আঁচল মোবারক কোমরে বেঁধে কারবালার মাঠে যেখানে আমীরুল মুমিনীন হযরত হুসাইন (রাদি.) শাহাদত লাভ করেছিলেন, সে জায়গাটি ঝাড়ু দিতে লাগলেন। আর নিজ জামার আস্তিন মোবারক দিয়ে পরিস্কার করতে লাগলেন। জিজ্ঞেস করা হল, "ওগো হাশর সম্রাজ্ঞী! হাশর দিবসে সুপারিশ কারিনী, এটা কোন জায়গা, যা আপনি নিজ আস্তিন মোবারক দিয়ে পরিস্কার করছেন?" তিনি বললেন, "এটা যে সেই জায়গা, যেখানে আমার মুসাফির পুত্র হুসাইন শাহাদত লাভের জন্য শির কাটাবে। (রাহাতুল কুলুব; ৫৯)

وہ سبط مصطفے کی شہادت کی رات تھی +زہرا و مرتضی پہ قیامت کی رات تھی

মুস্তফারই দৌহিত্রের শাহাদাতের এই যে, রাত
যাহ্‌রা ও মুর্তজারই কিয়ামতের এই যে রাত।

তাজেদারে কারবালা সাইয়িদুনা

ইমাম হুসাইন (রাদি.)

এখন নবীজির পবিত্র কাঁধের আরোহী, মা ফাতিমার নয়ন দ্যুতি, আলী মর্তুজার হৃদয় নিধি, হাসান মুজতবার প্রাণের প্রশান্তি, জান্নাতী যুবকদের সর্দার, প্রেমিকদলের অগ্রনায়ক, নবী বংশের নয়নমনি, ভগ্ন হৃদয়ের পরম আশ্রয়, ধৈর্য্য ও সংযমের মূর্ত প্রতীক, কারবালার শহীদ, মুমিনকুলের আত্মার শান্তি, হযরত ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাহাদাতের সময় সমুপস্থিত। এখনই সংঘটিত হবে দুঃখ-বিষাদের প্রলয়, আসমানও যমীনে

এখন শোকের মাতম শুরু হবে। আসমান যমীন এখন রক্তের অশ্রু বিসর্জন করবে, এখনই আসবে সেই বিপদঘন মূহুর্তগুলো, যা কল্পনা করতেই শিউরে উঠবে গোটা ইসলামী জাহান। আর এমনটি কেনইবা হবে না, দোহাজানের শাহ্‌জাদা, যাঁকে হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ বুকে ঘুম পাড়াতেন, কাধ মোবারকে আরোহন করাতেন, নিজের জিহ্বা মোবারক চুষতে দিতেন, সেই প্রাণ প্রিয় দৌহিত্র, স্নেহময়ী জননী সাইয়িদা ফাতেমার (রাদিয়াল্লাহ আনহা) কোলে যাঁর কেঁদে উঠা নবীকুল-সর্দারকে অস্থির করে তুলত, সেই আদরের পোষ্য, যিনি তাঁর পবিত্র কাঁধে চড়ে বসলে প্রিয় নবীজি সিজদাকেও দীর্ঘায়িত করে দিতেন, কাঁধ মোবারক হতে যাঁর পড়ে যাওয়া রাসুলকুল-শিরমণির কিছুতেই সইত না, সে আওলাদে রাসূল, যাঁর ভক্তি মুহব্বত প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরজ, যাঁর সাথে মুহব্বত রাখা আল্লাহও রাসূলের সাথেই মুহাব্বত রাখা, যাঁকে দুঃখ কষ্ট দেয়া আল্লাহ ও রাসূলকেই দুঃখ-কষ্ট দেয়া- সেই তাঁকেই যে আপন পরিবার পরিজনের সামনে, তীর-তরবারী আর বর্শার আঘাতে ঘায়েল করে ঘোড়া থেকে নিচে ফেলে দেয়া হবে। তাঁরই পবিত্র লাশকে যে ঘোড়ার খুরে দলিত করা হবে। তাঁবুগুলো জ্বালিয়ে দেয়া হবে। রাসূল জাদীদের সমস্ত আসবাব-পত্র লুঠ করে নেয়ার পরে তাঁদেরকে যে কয়েদী বানানো হবে। হায়রে আফসোস!!

جن کے صدقے میں ہوئے آزاد صدیوں کے اسیر +کیا انہیں کو مستحق زنجیر ہونا چاہیے

শত বর্ষের কয়েদী যাঁদের কল্যাণে পায় ছাড়া,
তাঁদেরই বুঝি পরাতে হয় বন্দীর হাতকড়া!

অতঃপর কারবালার তাজেদার[৬] পরিবারের সকল সদস্য, আত্মীয় স্বজন, সাহায্য ও সহযোগিতাকারী সবাইকে উৎসর্গ করার পর এবার নিজ প্রাণের নযরানা আসল মুনিবের দ্বারে নিবেদন করতে প্রতিজ্ঞা করছেন। আহলে বাইতের তাঁবুতে আগমন করে দেখতে পেলেন, তাঁর সে অসুস্থ পুত্র যিনি কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হয়ে কয়েকদিন ধরে বিছানায় পড়ে আছেন, সফরের ক্লান্তি, ক্ষুধা-তৃষ্ণার প্রচন্ডতায় এবং চোখের সামনে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক ঘটনাবলী যাকে এমন কাহিল আর দূর্বল করে দিয়েছে যে, দাঁড়াতে চাইলে

[৬] রাজ মুকুট ধারী

islamibookbd.wordpress.com

তাঁর শরীর মোবারক কাঁপছিল, তিনি সে অবস্থায়ও বর্শা সামলে নিয়ে যুদ্ধের মাঠে যেতে বদ্ধ পরিকর। কারবালার তাজেদার তাঁর চোখের মণি যয়নুল আবেদীনকে সস্নেহে আলিঙ্গন করলেন। আদর করে বললেন, "বেটা, তোমার পালাতো এখনও আসেনি। এখন তো তোমার এ মা বোনদের রক্ষা করতে হবে। আর এ অসহায় আহলে বাইতকে স্বদেশে পৌছাতে হবে। বাছা আমার! আল্লাহ্ তা'য়ালা তোমার থেকেই আমার বংশ এবং হোসাইনী বংশধারা জারী করবেন। দেখো, ধৈর্য্য ও সংযমে অটল থেকো, খোদার পথে যত কষ্ট আর বিপদই আসুক না কেন হাসিমুখেই সব সহ্য করবে। সর্বাস্থায় নানা জানের শরীয়ত ও সুন্নাতের অনুসরণ করবে। বৎস, বিপদ-আপদ সইতে সইতে যখন কভূ মদীনা মুনাওওয়ারায় পৌছতে পারো তবে সর্বপ্রথম রাওযায়ে আনওয়ারে হাজিরা দেবে, আর নানাজানকে আমার সালাম জানাবে, তোমার চোখে দেখা সার্বিক অবস্থার কথাই তাঁকে জানাবে। এর পর আমার আম্মাজানের কবর শরীফে যাবে, তাঁকেও সালাম জানাবে, ভাই হাসান মুজতবাকে সালাম দেবে। কলিজার টুকরো আমার, তুমিই যে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে।" ইমামে পাক নিজ পাগড়ি মোবারক খুলে যয়নুল আবেদীনের মাথায় রাখলেন। তারপর সহিষ্ণুতার মূর্ত প্রতীক পীড়িত পুত্রকে বিছানায় শুইয়ে দিলেন।

شفقت والفت مری جتنی ہے اہل بیت پر + بعد میرے تم بھی رکھیو بلکہ اس سے بیشتر
یہ امانت سونپتا ہوں تم کو اے جان حسین + اتباع مصطفے ملحوظ رکھیو نور عین
بے پدر ہونے کا غم دل پر سکینہ کے نہ ہو + رنج تنہائی نہ اے زینب وکلثوم کو
پنجہ اعدا سے آخر صبر میں ہے مخلصی + رفتہ رفتہ تا وطن تم لوگ پہنچو گے کبھی
واقعات کربلا کی جو حضور حد بیاں + ائی جب نوبت ہماری اس قدر کہیو وہاں
گو یہ تن از بارگاہت بس کہ دور افتادہ ام + لیکن از جان ہم چناں سر بر درت بہ نہادہ ام

আহলে বাইতে ছিল আমার যেটুক মায়া আর আদর,
তুমিও রেখো তেমনি দয়া, বরং বেশী তাদের'পর।
ইমামতের এ আমানত সঁপে দিলাম তোমায় জান,
নূর নবীজির পথ চলাকে স্মরণ রেখো, হে সন্তান।

এতিম হওয়ার ব্যথা যেন পায় না কভু সকীনায়,
যয়নব এবং কুলসুমেও কভু যেন চোট না পায়।
শত্রু কুলের কজাতে ওই ধৈর্য্য যেন নাই হারাও,
এমনি ভাবে ধীরে ধীরে স্বদেশ যেন পৌছে যাও।
কারবালার এ দুঃখ গাঁথা যতেক পারো মন ভরে,
বলবে, যখন পৌছে যাবে মোর নানাজীর দরবারে।
দেহ আমার সেখান হতে যদিও দূরে রয় পড়ে,
শির কাটা এ আত্মা সেথায় পৌছে গেছে, নাই ধড়ে।

ইমামে পাক তাঁবুতে প্রবেশ করলেন। যুদ্ধসামগ্রী বের করলেন। মিসরী ক্বাবা (কোট বিশেষ) পরিধান করলেন। নানাজান হুযুর মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র ব্যবহৃত পাগড়ী মুবারক মাথায় বাঁধলেন। শহীদকুল-সর্দার হযরত আমীর হামযা (রাদি.)'র বর্ম গায়ে জড়িয়ে নিলেন। বড় ভাই হযরত ইমাম হাসান (রাদি.)'র কোমরবন্ধ নিজ কোমরে বাঁধলেন। আব্বাজান হায়দার কার্রার (রাদি.) এর তলোয়ার ঐতিহাসিক যুলফিক্বার হাতে নিয়ে শহীদানের সম্রাট, জান্নাতী যুবকদের অগ্রনায়ক আল্লাহর রাহে সবকিছুই উৎসর্গ করে নিজের শির মোবারক নযরানা দিতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। মহিলাদের তাঁবুতে এলেন। বিবিগণ এ অবস্থা দেখে যারপরনাই অসহায়বোধ করলেন। চেহারা বিবর্ণ হয়েগেল। দুঃখ-বেদনার নিরব প্রতিচ্ছবি সে পবিত্রা মহিলাদের চোখ বেয়ে বেদনার অশ্রু মুক্তো বিন্দুর মত টপকে পড়তে লাগল।

এ দিকে ইমামে পাক বলতে লাগলেন, তোমাদের প্রতি আমার সালাম! ব্যথায় নিমজ্জিত আহত কণ্ঠে বোনেরা ডাকল, 'প্রিয় ভাইয়া' বিবি বললেন, 'প্রাণ নাথ', সকীনা বললেন, "আব্বাজান! কোথায় যাচ্ছেন? এ জঙ্গলে আমাদের কার কাছে সঁপে যাচ্ছেন? যে পশুরা আলী আসগরের মত নিষ্পাপ শিশুর প্রতি সামান্য দয়া করেনি, তারা আমাদের সাথে কীরূপ আচরণ করবে?" তিনি বললেন, "আল্লাহ তোমাদের রক্ষাকারী"। তিনি তাঁদের ধৈর্য্য ধারণের পরামর্শ দিলেন এবং আল্লাহ্র ইচ্ছায় সহনশীল এবং কৃতজ্ঞ থাকতে উপদেশ দিলেন।

islamibookbd.wordpress.com

اللہ کو سونپا تمہیں اے زینب وکلثوم + لگ جاؤ گلے تم سے بچھڑتا ہے یہ مظلوم
اب جاتے ہی خنجر سے کٹے گا مرا حلقوم + ہے صبر کا ماں کے طریقہ تمہیں معلوم
مجبور ہیں ناچار ہیں مرضی خدا سے
بھائی نہیں جی اٹھنے کا فریاد و بکا سے

جس وقت مجھے ذبح کرے لشکر ناری + رونا نہ سنو آئے نہ آواز تمہاری
بے صبروں کا شیوہ ہے بہت گریہ وزاری + جو کرتے ہیں صبر ان کی خدا کرتا ہے یاری
ہوں لاکھ ستم رکھیو نظر اپنی خدا پر
اس ظلم کا انصاف ہے اب روز جزا پر

তোমাদের সঁপে দিয়েছি খোদায় যয়নব ও কুলসুম,
মমতায় কাছে এসো তো বারেক, চলে যাই মজলুম,
যেতে না যেতেই কাটা যাবে আজ এ ভায়ের হলকুম,
ধৈর্য্য ধারণ, নিরাপত্তার রীতি রেখো মা'লুম।
নিরুপায়, আমি অসহায় আজ, বিধাতার ইচ্ছায়,
অভিযোগ কিবা কান্নার এ যে নয়, নয় মওসুম।
দোষখীরা যাবে চালাবে কৃপাণ এ কণ্ঠে আমার,
না শুনি যেন তোমাদের কোন কান্নার উচ্চার,
ধৈর্য্য হীনেই করে শোর গোল, বিলাপের হাহাকার,
ধৈর্য্য শীলের সাথে থাকে জেনো, সাহায্য আল্লাহর।
হোকনা হাজার নিপীড়ন, তবু মনে রেখো আল্লাহ্য়,
হাশরের দিন হবে নিশ্চিত জুলুমের সুবিচার।

ইমামে পাকের অত্যধিক প্রিয় কন্যা যরত সকীনা এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরলেন। আর্তস্বরে বলে উঠলেন, "বাবা, আপনি চলে গেলে আমি "বাবা" বলে কাকে ডাকব? পরম মমতায় আমার মাথায় হাত বুলাবে কে?" ইমামে পাক সকীনাকে কোলে তুলে নিলেন। অনেক আদর করে বোন হযরত যয়নবের কোলে দিতে দিতে বললেন, "বোন, এ আমার অনেক যত্নে গড়া বড় আদরের মেয়ে। তাকে কখনো কাঁদতে দিও না। এতিমের বেদনা যেন আমার এ কন্যাটি বুঝতে না পারে। আমার লাশের কাছে তাকে আসতে দিও না।" যয়নব বললেন, "মরণ আমার! আজ

এক সকীনাই শুধু এতিম হচ্ছেনা; বরং আজ আমরা সকলেই নিরাশ্রয় আর এতিম হতে চলেছি। হায়, আজ যদি আমার মৃত্যুই এসে যেত, আমার চোখে এ মর্মান্তিক পরিস্থিতি দেখতে হোত না। ভাইয়া, আপনাকে ছাড়া এবং আপনার পরে আমাদের আর বেঁচে থাকার কী অর্থ আছে? আমাদেরও আপনার সাথে নিয়ে চলুন। আপনার সাথে সাথে লড়াই করতে করতে আমরাও জীবন উৎসর্গ করে দেবো।" ইমাম বললেন, "বোন আমার, তোমরা যে ধৈর্য্যশীলদের সন্তান সন্ততি! নিয়তি আর খোদায়ী সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থেকো। মুখে অভিযোগের একটি বর্ণও আসতে দিওনা। এ দুনিয়া তো ক্ষণিকের পান্থশালা। পরকালই হচ্ছে স্থায়ী ও অনন্ত নিবাস। দুনিয়া ক্ষণিকের, আখের চিরস্থায়ী। শোন বোন, আমাদের স্নেহময় নানাজান আল্লাহর রাসুল লোকান্তরিত হয়েছেন, আম্মাজান সাইয়িদাও বিরহের জ্বালা দিয়ে বিদায় নিয়েছেন। আব্বাজানের মাথায় ক্ষত তিন দিন তক নিজ চোখে দেখেছি। পরিশেষে তিনিও সমাধিতে লুকিয়ে গেছেন। ভাই হাসানের টুকরো টুকরো কলজে তোমরা আমরা তশতরীতে দেখেছি। এতকিছুতেও আমরা সবুর করেছি। এখন আমার বিষয়েও ধৈর্য ধর। তোমাদের তো আসন্ন মহা বিপয়েও ধৈর্যের মোহর লাগাতে হবে।" অতপর তিনি এক এক জনের নাম ধরে অন্তঃপুরের সবাইকে সালাম জানালেন। ধৈর্য্য ও সংযমের অন্তিম উপদেশ শোনালেন। ক্ষত বিক্ষত আহত হৃদয় আসন্ন বিচ্ছেদ ভাবনায় চুর্ণ বিচূর্ণ হতে থাকলো। দুঃখভরা কাতর দৃষ্টিগুলো আলো ভরা চেহারা মোবারকের দর্শন সুধা উপভোগ করতে থাকল। বেদনা বিধুর ক্ষণকাল পরে এ আলোর দীপ্তি চিরতরে মিলিয়ে যাবে। ইমাম শেষ বিদায় জানিয়ে তাঁবু ছেড়ে আসলেন।

کہ کر یہ سخن شاہ چلی شاہ چلی خیمہ کے باہر + اس وقت بپا ہو گیا ہنگامہ محشر
چلا کے کوئی کہتی تھی ہے ہے مرے سرور + کہتی تھی کوئی اب نہیں آئیں گے برادر
بابا کو قسم دے کے بلاتی تھی سکینہ + روتی ہو پیچھے چلی آتی تھی سکینہ
چلاتی تھی قربان ہو بیٹی چلے آؤ + مر جاؤں گی بابا مجھے تم چھوڑ نہ جاؤ
صدقے گئی تنہا سا مرا دل نہ دکھاؤ + بے تاب ہوں مڑ کر مجھے صورت تو دکھاؤ
شہ کہتے تھے ماں پاس رہو نکلو نہ تم گھر سے + اب حشر میں ہووے گی ملاقات پدر سے

islamibookbd.wordpress.com

বিদায় দিয়ে আসেন ইমাম তাঁবুর বাহিরে,
হাশর যেন আসল নেমে সেই তাঁবু ঘিরে।
কেউ বলে, মোর পতির ছায়া হারিয়ে গেল যে,
কেউ বলে, মোর ভায়ের স্নেহ ছাড়িয়ে নিল কে?
দোহাই দিয়ে ডাকেন বাবায়, দুঃখী সকীনা,
কান্নাজড়া কণ্ঠে শুধায় দুঃখী সকীনা।
মরি! আমার আব্বা এসো ফিরে তাঁবুর ঠাঁই,
কেন ছেড়ে যাবে বাবা, আমার যে কেউ নাই!
আর ভেঙো না এমনি করে ছোট্ট এই হৃদয়,
ফিরে দেখাও সেই প্রিয় মুখ প্রাণে যে না সয়।
বাবা বলেন, মা মনি যাও, বাইরে এসোনা,
হাশর ছাড়া আর যে কভু দেখা হবে না।

কারবালার মজলুম ডানে বামে চোখ বুলালেন। গোটা ময়দান আজ ফাঁকা। নিবেদিত প্রাণ সহচরদের কেউ নেই, যারা সারাক্ষণ তাঁর সাহায্যে প্রস্তুত থাকতেন। আরোহন করার সময় যারা পা দানি এগিয়ে দিতেন। হযরত যয়নব দেখলেন যে, ভাইকে সওয়াব করিয়ে দেবার মতও কেউ নেই। বললেন, "রাসুল-কাঁধের সওয়ারী, রেকাব ধারণের সেবায় কেউ নেই বলে নিরাশ হবেন না। রাসুলের এ নাতনী যে সেই খেদমতে হাজির।

زینب نے پکارا مرے ماں جائے برادر + ناشاد بہن لینے رکاب آئے برادر

اب کوئی مددگار نہیں ہائے برادر + صدقے ہو بہن گر تمہیں پھر پائے برادر

کس عالم تنہائی میں سید کا سفر تھا

بھائی نہ بھتیجا نہ ملازم نہ پسر تھا

যয়নব বলে, "হয়োনা নিরাশ, ওগো মোর সহোদর,
ধরতে রেকাব বোন আছে আজো, নেই যদি সহচর।
জানি আমি আজ, সাহায্যে তব কেউ নেই অনুচর,
মানি মান্নত, ভাই ফিরে এলে আমাদেরই বরাবর।
সিপাহ্-সালার একাকী, এমন বান্ধবহীন আজ,
ভাই, ভাতিজারা সব চলে গেছে, বিষন্ন অন্তর।"

এবার কারবালার তাজেদার সওয়ার হয়ে ময়দান অভিমুখে রওয়ানা হলেন।

خیمہ کی طرف مڑ کے یہ کرتے تھے اشارا + زینب بہن اللہ نگہ بان تمہارا

گر روضۂ انور پہ گزر ہووے قضارا + نانا سے مرا صبر بیاں کیجیو سارا

وہ کہتی تھی اللہ نہ لے جائے وطن میں

ہم شیر کو پہلو ہو نصیب آپ کا رن میں

ہم شیر نے لاشوں کو اٹھانا ترا دیکھا + مردہ لئے معصوم کا آنا تیرا دیکھا

ہونٹوں پہ زباں خشک پھرانا ترا دیکھا + اکبر کے لیے اشک بہانا ترا دیکھا

ہر چند بہادر مرے بابا بھی بڑے تھے

پیاسے کبھی چوبیس پہر کے نہ لڑے تھے

তাঁবুর দিকে ফিরে তিনি বললেন ইশারায়,
"যয়নব যাও, সবারে আমি সঁপেছি খোদায়।
যেতেই যদি তোমরা পারো নবীর রওজায়,
ধৈর্য আমার ছিল কেমন জানাবে নানায়।
বোন বলে, "ভাই, ফিরতে দেশে মন তো নাহি চায়,
যুদ্ধে তোমার পরিণতিই শুধু ভাবনায়।
দেখলো বোনে তোমায় হাতে লাশ সরাতে ভাই,
অবোধ শিশুর লাশ কোলেতে, তাও দেখতে পাই,
শুষ্ক তোমার জিহবা মুখে, দুঃখেরই শেষ নাই,
আকবরের ওই বিচ্ছেদে সে অশ্রু দেখে যাই।
বাবাও ছিলে যোদ্ধা পুরুষ, বীর কেশরী সেই,
তৃষ্ণা নিয়ে অষ্ট প্রহর লড়তে দেখি নাই।

সাইয়িদা যয়নব বলতে ছিলেন,

اے اہل جہاں آج کے دن کر لو زیارت + دنیا سے محمد کے نواسے کی ہے رحلت

یہ شکل نہ آئے گی نظر پھر کسی صورت + سمجھو پسر فاطمہ زہرا کو عیمت

ڈھونڈو گے تو شبیر سا آقا نہ ملے گا + پھر تم کو محمد کا نواسا نہ ملے گا

islamibookbd.wordpress.com

দুনিয়াবাসী আজকের এই দিনটা দেখে নাও,
নবীর দুলাল শেষ বিদায়ে এই উঠালেন পাও,
এই ছবি না দেখবে কভু,একটু নজর দাও,
মা ফতেমার নয়নমণির মূল্য বুঝে নাও।
দুনিয়া জুড়ে খুঁজলে এমন ইমাম পাবে না,
মুহাম্মদের ঘরের আলো তাঁরেই চিনে নাও॥

ইমামে পাক ময়দানে কারবালায় অবতীর্ন হলে মনে হলো যেন অসত্যের অন্ধকার চির সত্যের দীপ্ত সূর্যের রূপ উদ্ভাসিত হল। নিজের ব্যক্তিত্ব ও বংশ মর্যাদার যশঃগীতি সম্বলিত কবিতা পড়লেন।

انا ابن على الخير من ال هاشم + كفانى بهذا مفخرا حين افخر
وجدى رسول الله اكرم من مشى + ونحن سراج الله فى الناس اذا هر
وفاطمة امى سلا لة احمد + وعمى يد عى ذا الجناحين جعفر
وفينا كتاب الله انزل صادقا + وفينا الهدى والوحى والخبر

সত্য প্রিয় ইবনে আলী, বংশ আমার হাশেমী,
এই পরিচয় গর্ব আমার, বংশে নবীর এই আমি।
নানা আমার প্রিয় নবী, যাঁর তুলনা নেই ধরায়,
মানবকুলে প্রদীপ যেন খোদার পথে রইনু ঠায়।
জননী মোর মা ফাতেমা নূর নবীজির শাহ্জাদী,
বেহেশ্ত জুড়ে উড়ছে পাখায় জা'ফর আমার চাচাজী।
মোদের আছে সত্য নিয়ে নাযিল হওয়া এই কিতাব,
ঐশী বাণীর আলোক দিয়ে গড়া মোদের নেক-স্বভাব।

শেষ চেষ্টা

অতঃপর বললেন, "হে জনগোষ্টি, তোমরা যে রাসুলের কলেমা পড়ে থাক সেই রাসুলের এরশাদ, 'আমার এই দৌহিত্রদ্বয় হাসান হোসাইন হচ্ছে বেহেশতী যুবকদের সর্দার।' তোমাদের মধ্যে কে এই হাদীস অস্বীকার করবে? সম্ভ্রমবোধ নেই? একটু লাজ শরম তো করো। আল্লাহ্ ও রাসূলের উপর যদি ঈমান থাকে তো, চিন্তা করো সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, সর্বত্র দৃষ্টিনিক্ষেপকারী সেই আল্লাহ্কে কী জবাব দেবে? শ্রেষ্ঠ ত্রাতা, নূরানী সত্তা, রাহ্মাতুল্লিল আলামীন হুযুর মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে মুখ দেখাবে কী করে? নিজ রাসূলেরই গৃহ উজাড়কারীরা, ক্বিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস থাকে তো, নিজের পরিণাম তো ভাবো! হে বিশ্বাস ঘাতকেরা, তোমরাই আমাকে চিঠি লিখেছিলে,

নিজেদের দূত পাঠিয়ে বলেছিলে, দোহাই আমাদের পথনির্দেশনা দিন। নচেৎ আল্লাহর কাছে আপনার পোশাক টেনেই নালিশ জানাব।' আমি তোমাদের বিশ্বাস করেই এখানে এসে পৌঁছেছি। হে নির্লজ্জরা তোমাদের তো উচিৎ ছিল আমার আগমন পথে দৃষ্টি বিছিয়ে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাবে, আমার চরণধুলি তোমাদের চোখে সুরমা বানিয়ে নেয়া, ওয়াদামতে তোমাদের সর্বস্ব আমার উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য দেয়া। কিন্তু তোমরা তার সম্পূর্ণ বিপরীত আমার সাথে এতটাই খারাপ আচরণ করেছ, যে অনাচার কদাচারের আর অন্ত রইল না। রে দুরাচার যালিম, তোমরা আমার সামনেই যাহরা-কাননের দোলায়িত পুষ্পের মত নিরাপরাধ তরুণদের হত্যা করেছ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রাণ প্রতীম সন্তানদের রক্ত ধুলোয় গড়াগড়ি করিয়েছ, আমার সাহায্যকারী ও সহযোগীদের কতল করেছ, এখন আমাকেও জবাই করতে চাচ্ছ!! এখনও সময় আছে, লজ্জা ও অনুশোচনায় বিদ্ধ হও। আমারও রক্তে হাত রঙিন করা থেকে সংযত হও। আমাকে হত্যা করার অভিশপ নিজ ঘাড়ে নিতে যেও না। বলো, তোমাদের কী উত্তর?" তারা বলল, "আপনি ইয়াযীদের বশ্যতা মেনে নিন, অন্যথায় যুদ্ধ ছাড়া উপয় নেই।

তিনি জানতেন যে, তাঁর এ সব কথায় তাদের কোন প্রতিক্রিয়া হবে না। কারণ তাদের অন্তরে যে দূর্ভাগ্যের সীল পড়ে গেছে। মন্দ নিয়তি তার প্রান্ত সীমায় উপনীত। কিন্তু তিনি একথাগুলো প্রমান প্রতিষ্ঠার জন্য বলেছিলেন। যাতে পরবর্তীতে তাদের (আত্মপক্ষে) আর ওযর অবশিষ্ট না থাকে।

এবার নবুওয়ত রবি প্রিয় নবীর নয়ন তারা, বেলাংতের সম্রাট আলী (রাদি.)'র কলিজার টুকরো, বিশ্ব দুলালী খাতুনে জান্নাতের প্রাণের প্রশান্তি, ধৈর্য-সংযমের মূর্ত প্রতীক সাইয়িদুনা হুসাইন তৃষ্ণার্ত-অভুক্ত অবস্থায়, বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের বিয়োগ ব্যথা বুকে নিয়ে কারবালার উত্তপ্ত বালুকায় বিশ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনীর সামনে বলতে লাগলেন, "যদি একান্ত ই নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ থেকে নিরস্ত হবে না, তবে এসো, আকাংক্ষা চরিতার্থ করো, আমার রক্তে তোমাদের পিপাসা মিটিয়ে নাও। আর তোমাদের অধিকতর সাহসী, যুদ্ধপ্রিয় রণকুশলীদের এক এক করে আমার মোকাবেলায় পাঠাতে থাকো এবং খোদা প্রদত্ত শক্তি, হুসাইনী বীরত্ব ও হায়দরী আঘাত দেখতে থাকো।"

সুতরাং জরুরী অবস্থায় ব্যবহার্য বিখ্যাত যোদ্ধা আর তেজস্বী সৈন্যদের বিশেষ সংরক্ষিত এক ব্যাটেলিয়ন থেকে তমীম বিন কাহ্তাবা পূর্ণ প্রস্তুতি

islamibookbd.wordpress.com

নিয়ে, নিজ বাহাদুরী চালে অহংকার আর অহমিকাপূর্ণ বাক্যে গজড়াতে গজড়াতে ইমামের মোকাবেলায় আসল। রক্তমুখী চিতার মত ইমামের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তিনি চোখ ধাঁধানো বিজলীর মত থীক্ষ্ম তলোয়ারের আঘাত হানলেন। মূহর্তেই তমীমের মাথা ঠুনকো কুটোর মত ধড় থেকে উড়িয়ে তার সমস্ত অহংকার ও স্পর্ধা ধুলোয় মিশিয়ে দিলেন। এ ঘটনাদৃষ্টে জাবের ইবনে কাহের কিন্দী অত্যন্ত শক্তিমত্তার ঠমক দেখিয়ে বকাবকি করতে করতে সামনে এগিয়ে আসল। হুঙ্কার ছেড়ে বলতে লাগল, "সিরিয়া ও ইরাকের বীর মহলে আমার শৌর্য-বীর্যের প্রচার রয়েছে। আমার সাথে লড়তে কেউ সাহস করে না।" সিরীয় সৈন্যদের এ উদ্ধত দূরাচার যখন ইমামের সামনে এসে তলোয়ার চালাল, তখন তিনিও আত্মরক্ষা করতঃ শাণিত তরবারীর এমন এক আঘাত হানলেন যে শত্রুর একটি বাহু কাটা গিয়ে মাটিতে ছিটকে পড়ল। সে পেছন ফিরে পালাতে লাগলে মৃত্যুদূত তার পথরোধ করে দিল। ইমামে পাক দ্বিতীয় আঘাতে তার মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন।

প্রচন্ড ক্রোধে লাল হয়ে বদর বিন সুহাইল ইয়ামনী আমর বিন সা'দকে বলতে লাগল, "কী সব বীরত্বের কলঙ্ক আর কাপুরুষদের আপনি হুসাইনের মোকাবেলায় পাঠাচ্ছেন, যারা ভাল করে দু'দন্ড লড়তে পারে না। আমার চার পুত্রের মধ্যে যাকে চান এখন ময়দানে পাঠিয়ে দিন। আর দেখুন, আমার কাছ থেকে শিখে আমার সন্তানেরা আজ কেমন যুদ্ধ বিদ্যার পারদর্শিতা দেখায়।" আমর বিন সা'দ বদরের বড় পুত্রকে ইশারা করল। সে রীতিমত ঘোড়া উড়িয়ে হযরতের মোকাবেলায় আসল। হযরত বললেন, "ময়দানে তোমাদের পিতা আসলেই ভাল হোত। তাতে তোমাদের অশুভ পরিনতির তামাশা তাকে দেখতে হোত না।" এটা বলেই ইমামরক্ত পিয়াসী তলোয়ার দিয়ে এমন এক আঘাত হানলেন যে, তার দফা রফা হয়ে গেল। বদর যখন পুত্রকে মাটিতে ছটফট করতে দেখল, তখন সে দু'চোখে অন্ধকার মনে হল। মূতিমান ক্রোধ হয়ে বর্শা হেলিয়ে যে ময়দানে বেরিয়ে এসে ইমামের উপর হামলা চালাল। ইমাম নিজ ঢাল নিয়ে এমন সুন্দর কায়দায় তার হামলাকে প্রতিহত করলেন যে, মূহুতেই তার বর্শার অগ্রভাগ খুলে পড়ে গেল। হতভাগা বর্শার খালি দন্ডটা রাগে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলল আর তলোয়ার প্রস্তুত করল। হযরত বললেন, "দেখো, বকাবকি এক বিষয়, আর বীরত্ব ভিন্ন বিষয়। সাবধান, এখন তোমার সময়ও ফুরিয়ে গেছে।" এ বলেই চাঁদ খন্ডন কারী (নবী)-র প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র 'তাকবীর' হাকঁলেন, আর উম্মুক্ত কৃপাণ দিয়ে এমন আক্রমন চালালেন যে, বদরকে দুখন্ড করে ছাড়লেন। এ ভাবে একেক

জন তলোয়ারবাজ, বর্শাধারী সিরিয়া ও ইরাকের বীরপুরুষদের মত যোদ্ধারা গর্জাতে পর্জাতে এবং হাতির চিৎকার করতে করতে হযরতের মোকাবেলায় আসতে থাকল। কিন্তু যে-ই সামনে আসে সে আর নিয়ে ফিরতে পারে না। শে'রে খোদার যোগ্যপুত্র বীরত্বের এমন চমক দেখালেন যে, কারবালায় ময়দানকে কুফা ও ইরাকের বীরজওয়ানদের ক্ষেত বানিয়ে ছাড়লেন। যশস্বী বীর যোদ্ধাদের তাজা তাজা রক্তে কারবালার মাঠকে রক্তস্নাত করে ছাড়লেন। নিহতের স্তুপ রচনা করলেন।

آئی ندائے غیب کہ شبیر مرحبا + اس ہاتھ کے لیے تھی یہ شمشیر مرحبا

یہ ابرو یہ جنگ یہ توقیر مرحبا + دکھلا دی ماں کے دودھ کی تاثیر مرحبا

غالب کیا خدا نے تجھے کائنات پر

بس خاتمہ جہاد کا ہے تیری ذات پر

অদৃশ্যের ওই আওয়াজ এলো শাব্বীর, মার হারা,
তোমার হাতেই পায় শোভা শমশীর মারহাবা।
এই মর্যাদা, এই যুদ্ধ, বটে বীর, মারহার
করলে প্রমাণ প্রভাব মায়ের ননীর, মারহাবা।
সৃষ্টি জুড়ে তোমায় খোদা করল বিজয়ী,
তোমার পরেই খতম ক্রিয়া অশীর, মারহাবা।

শত্রু মহলে শোর গোল পড়ে গেল যে, যদি যুদ্ধের অবস্থা এভাবে চলতে থাকে, তবে এ সিংহ শার্দূল কাউকেই জ্যান্ত ছাড়বেন না। সিদ্ধান্ত হল যে, সময়ের চাহিদা মতে তাকে চার দিক থেকে ঘিরে একসাথেই হামলা করতে হবে।

ناگاہ ابن سعد نے لشکر کو دی ندا + کیسے جری ہو کچھ بھی ہے یارو تمہیں حیا

نرغے میں لو حسین کو اب دیکھتے ہو کیا + اک بار ہر طرف سے پڑیں حربۂ قضا

دم لینے دو نہ فاطمہ کے نور عین کو

سینے پہ نیزے رکھ کے گرا دو حسین کو

یہ سن کے مستعد ہوئے وہ سارے نابکار + پہلو میں آئے تان کے نیزوں کو نیزے دار

سینہ کے آگے تیر زنوں نے کیا قرار + پتھر لیے یمین و یسار آئے دو ہزار

پیدل سوار گرد سب اس آن ہو گئے

بے کس کے قتل ہونے کے سامان ہو گئے

islamibookbd.wordpress.com

হঠাৎ করে ইবনে সা'দ লস্করে শুধায়,
এ্যাই, তোমাদের লজ্জা শরম, গেলই বা কোথায়?
দেখছ কী হে হুসাইনেরে ফেল বর্শা ঘা'য়
চার দিকেতে ঘিরে তারে আনবে তো হামলায়।
ফাতেমার ওই নয়ন মণি দম যেন না পায়।
ধরাশায়ী হোসাইনেরে করো না বর্শায়।
যেই না শোনা কাপুরুষে তৈরী হয়ে যায়,
বর্শা নিয়ে সজ্জিত ওই সৈন্যরা আগায়।
সামনে এলো তার ধনুকের বাহিনী পায় পায়,
দুই পাশে দুই হাজার আসে মারতে পাথর গা'য়।
পদাতিক আর অশ্বারোহী তারাও এসে যায়,
লক্ষ্য তাদের এক মুসাফির কাতর, অসহায়!

যথারীতি ফাতেমার চাঁদকে যুলুম নির্যাতেনের কালো মেঘে চারিদিক থেকে ছেঁয়ে ফেলল। সহস্র জওয়ান সৈন্যরা ইমামকে ঘিরে ফেলল। তিনি বললে "হে অত্যাচারীর দল, তোমরা যদি ইবনে যিয়াদ আর ইয়াযীদকে খুনী করতে আওলাদে রাসুলের রক্ত বহানো জরুরী মনে করে থাক, তবে আওলাদে রাসুলও আল্লাহ্ তা'লা ও রাসুলুল্লাহ (দ.)-এর সন্তুষ্টি এবং দ্বীনে ইসলামের হেফাজতের জন্য সবকিছুই কুরবানী দিতে প্রস্তুত।

یہ کہتے تھے حضرت کہ بڑھے برچھیوں والے +اور آئے پس پشت سواروں کے رسالے
دہنے کو پیادے گئے تلواریں نکالے+ زہرا کے جگر بند پہ چلنے لگے بھالے
غل تھا کہ کرو ٹکڑے محمد کے جگر کو+ گھوڑے پہ سنبھلنے نہ دو زہرا کے پسر کو

হযরতের এ উক্তি শেষে বর্শাধারী সামনে আসে,
আরোহীরা পেছন থেকে ঘিরল তাঁকে চতুর্পাশে।
ডান পাশে সব পদাতিকে খাপ খোলা তরবারী হানে
যাহরা-তনয় লক্ষ্য তাদের, ছুঁড়ছে তাঁহার বক্ষপানে।
'মুহাম্মদের সন্তানেরে টুকরো করো'- শোর পড়ে যায়।
ঘোড়ার পিঠে শান্তিতে সে একটু যেন বসতে না পায়।

হযরত ইমাম হুসাইন রক্তপাগল শত্রুদের ভিড়ে তাঁর তলোয়ার যুলফিকারের চমক শাণিত করতে থাকলেন। যেদিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিতেন লাশের পর লাশ পড়তে লাগল। শত্রুরা আতঙ্কে প্রমাদ গুনতে লাগল।

আবদুল্লাহ্ ইবনে আম্মার নামে এক সৈন্যের বর্ণনা

فوالله ما رايت مكسوراقط قد قتل ولده واهل بيته و اصحابه اربطحاشا ولا امضى جنا نا منه ولا اجراء مقدما والله ما رايتقبله ولا بعده مثله ان كانت الرجالة لتتكشف من عن يمينه وشما له انكشاف المعزى اذا اشد فيها الذئب (طبرى 2/259)

অর্থাৎ- আল্লাহ্র কসম, আমি সন্তান-সন্ততি .পরিবার-পরিজন, বন্ধুবান্ধব সবাই নিহত হয়ে যাওয়া সহায় স্বজনহীন কাউকে এমন তেজস্বীতা ও বীরত্ব নিয়ে লড়াই করতে না পূর্বে না পরে কখনো দেখিনি, যেমনটি ইমাম হুসাইনকে দেখেছি। তাঁর প্রচন্ড হামলায় উভয় পাশের শত্রুদের আমি এ ভাবে পালাতে দেখেছি যেভাবে এক বাঘের আক্রমণ থেকে বাঁচতে ছাগল ভেড়ারা পালাতে থাকে।" (ত্বাবরী ২৫৯/৬)

ইমামে পাক লড়াই করে যাচ্ছিলেন এবং বলে যাচ্ছিলেন, "আমাকে হত্যা করতে একত্রে আসা লোক সকল, খোদার কসম, আমার পরে তোমরা এমন কাউকেই আর হত্যা করবে না, যার নিহত হওয়া আমার শাহাদাতের চাইতে আল্লাহর আযাব নাযিল হওয়ার অধিকতর কারণ হবে। আল্লাহ আমাকে সম্মান দান করবেন এবং তোমাদেরকে লাঞ্চিত করবেন। যতক্ষণ তোমাদের প্রতি কঠোর আযাব নাযিল করবেন না, ততক্ষণ তিনি সন্তুষ্ট হবেন না।"

যদিও তিনি তিনদিনের পিপাসার্ত, মর্মে মর্মে ছিলেন জর্জরিত, শাহাদাতের পরে পূতঃপবিত্রা, রক্ষণশীলা অন্তঃপুর বাসিনীদের বন্দীদশা ও অসহায় অবস্থায় কথাও তাঁর মনে ছিল, কিন্তু তাঁর ধৈর্য ও মনোবল এবং শাহাতের তীব্র আকাংখার কাছে যে ঘাট মানতেই হয়। তিনি বাতিলের সামনে কোনরূপ দূর্বলতার লেশমাত্র প্রকাশ করেন নি। প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, তাঁর ধমনীতে নবীজির রক্ত, আর বাহুতে ছিল হায়দরী তাক্বৎ। তাঁর মন বলছিল যে, আমার মত শাহী সওয়ার আর কেউ নেই; কেননা আমি যে আমার নবীজির পবিত্র কাঁধে সওয়ার হয়েছিলাম। আমার মত বাহাদুরই বা কে আছে? যেহেতু আমাকে রাসুলুল্লাহ (দ.) নিজ বীরত্ব দানে ধন্য করেছেন। আমি যে প্রিয়নবীর বীরত্বের প্রকাশস্থল!

islamibookbd.wordpress.com

ইবনে সা'দ এবং তার পরামর্শ দাতারা যখন দেখল যে, ইমামে পাক একাই কুফা আর সিরিয়ার বিখ্যাত বীর বাহাদুরদের বীরত্ব ও শৌর্য বীর্য্যকে মাটিতে মিশিয়ে দিলেন; তখন তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, এক একজন করে যুদ্ধ করার বদলে ইমামে উপর চতুর্দিকে থেকে তীর বর্ষন করতে হবে। যখন তিনি প্রচন্ড যখমে জর্জরিত হয়ে যাবেন, তখন পবিত্র ওই দেহকে বর্ষার আঘাতের লক্ষ্য বানাতে হবে। কাজেই ওই নরাধমদের নির্দেশে তীরন্দাজেরা চারপাশ থেকে তাঁর প্রতি তীর বৃষ্টি শুরু করে দিল। অনবরত তীরের আঘাতে ইমামে পাকের ঘোড়া এতই আহত ও কাহিল হয়ে পড়ল যে, চলার মত শক্তি ও তেজ হারিয়ে ফেলল। নিরুপায় ইমামকে একটি জায়গায় দাঁড়য়ে যেতে হল।

এখন চারিদিক থেকে তীর আসতে থাকল। ইমামে পাকের পবিত্র দেহই ছিল তাদের একমাত্র লক্ষ্য। যালিমেরা তাঁর নুরানী দেহকে তীরে তীরে ঝাঁজরা আর রক্তাক্ত করে ফেলে। আবুল হুনুক নামে এক অভিশপ্ত ব্যক্তির নিক্ষিপ্ত তীর তাঁর কপাল মোবারকে এসে বিদ্ধ হয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে যে কপাল নিয়মিত ঝুঁকত, যা ছিল প্রিয় নবী আল্লাহ্‌র হাবীর (দ.) এর চুম্বন ধন্য, তা এই মূহুর্তে বিদীর্ণ হয়ে গেল। রক্তের ফিনকি ধারায় নুরানী চেহারা মোবারক লালে লাল হয়ে গেল। তিনি চেহারা মোবারকে হাত ফিরালেন। বললেন, "বদনসীব, তোমরা তো রাসূলুল্লাহ (দ.)'র দুঃখবোধকেও গ্রাহ্য করলেনা।" দৃশ্যতঃ মনে হচ্ছিল, যেন শাহাদতের মসনদে সমাসীন জান্নাতের দুলহা বহমান রক্তের পুষ্পালঙ্কার পরিধান করেছেন। আঘাতের মনিহার গলায় পরে আছেন। ও দিকে বেহেশতের হুর পরীরা জান্নাতের ঝরোকা থেকে বেহেশতী যুবকদের সর্দারকে অপলক তাকিয়ে আছেন। তিন দিনের পিপাসার্ত কারবালার মুসাফিরের জন্য 'হাউজে কাউসার' তার সুপেয় ঠান্ডা পানীয় নিয়ে অপেক্ষায় আছে। নবীগণ অলিআওতাদ আর শহীদকুলের পবিত্র আত্মাসমূহ নবীকুল সম্রাটের প্রিয় দৌহিত্র শহীদ-সম্রাটের সমাদর অভ্যর্থনা জানাতে অধীর প্রতীক্ষায় প্রস্তুত। জান্নাতুল ফেরদাউসের সাজ-সজ্জার ধুমধাম চলছিল।

بہاروں پر ہیں آج آرائشیں گلزار جنت کی + سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی

"জান্নাতের ওই রঙিন শোভা বসন্তে আজ খুব হাসে,
মুহাব্বতের শহীদ নিয়ে কাফেলা আজ ওই আসে।"

এক ফাঁকে খোলী ইবনে ইয়াযীদ আসবাহী হিংসামুক্ত ওই পবিত্র বুকে একটি তীর এমনভাবে ছুঁড়ে মারলো যে, তা ইমামের হৃদপিন্ডে গিয়ে বিঁধল। এখন পয়গম্বর কাঁধের আরোহী (হুসাইন)'র ঘোড়ার পিঠে বসে থাকা মুশকিল হয়ে পড়ল। হাত থেকে ঘোড়ার লাগাম ছুটে গেল। ইমামে আরশে মকীন ঘোড়ার জিন থেকে কারবালার যমীনে পড়ে গেলেন। এবার অভিশপ্ত শিমার মুখাবয়ববে তলোয়ারের আঘাত হানল। তার সাথে সাথেই সিনান ইবনে আনাস নখয়ী এগিয়ে এসে বর্শার আক্রমন চালাল, যা দেহ মোবারক এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল।

تشنہ لب ذروں پہ خون مشک بو بہنے لگا + خاک پر اسلام کے دل کا لہو بہنے لگا

তৃষ্ণাতুরের টুকরো ছুঁয়ে সুবাস ভরা রক্ত বহে,
দ্বীন ইসলামের বুকের খুনে সিক্ত মাটি বিলাপ কহে।

বাগে রেসালতের জান্নাতী ফুল, বেলায়তের পুষ্পোদ্যানের বিকশিত কলি, হায়দরী কুসুমকাননের পুষ্পস্তবক, খান্দানে নবুওয়তের অন্যতম স্মারক শাহজাদায়ে কওনাই ইমাম হুসাইন (রাদি.) পরম করুণাময়ের উদ্দেশ্যে সিজদারত অবস্থায় ইহধাম ত্যাগ করলেন। (ইন্নালিল্লাহি------- রাজিউন)

شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا + کہتی ہے زمیں کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں

শমসীর হাতে দুশমন খাড়া, কেউবা রয়েছেন সিজদায় পড়া
কারবালা বলে "রক্তিম ধরা, এই সিজদা কি খেল্ বুঝে ওরা?"

প্রাণপ্রিয় বোন সাইয়িদা যয়নব এ প্রলয়ঙ্করী দৃশ্য দেখে তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসলেন। আর্তনাদ করতে করতে তিনি ছুটে আসলেন। বলতে লাগলেন, "হায়রে প্রাণধিক ভাই আমার! হায় আমাদের কর্ণধার! আসমান ছিঁড়ে যদি মাটিতে পড়তো!" সেই মুহুর্তে ইবনে সা'দ ইমামের পাশেই দাঁড়ানো ছিল। তাকে দেখে সাইয়িদা বলে উঠলেন, "আমর বিন সা'দ, ইমাম আবু আবদুল্লাহ (হুসাইন) এর হত্যাকান্ডের এ দৃশ্য তুমি উপভোগ করছ?" ইবনে সা'দের চোখে দুনিয়ার চাকচিক্যের মোহ ও লোভের আবরণ পড়ে গিয়েছিল। তবে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল বলেই সাইয়িদা যয়নবের এ বুকফাটা আর্তনাদ আর এ মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে এ পাষাণেরও চোখ ফেটে পানির ধারা দু'গন্ড বেয়ে নেমে আসল। লজ্জায় এতটুকু হয়ে সাইয়িদার দিক থেকে সে চোখ ফিরিয়ে নিল। (ত্বাবরী ২৫৯/৬)

islamibookbd.wordpress.com

চির-অভাগা খোলী ইবনে ইয়াযীদ হযরত ইমাম পাকের নুরানী শির মোবারক পবিত্র দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে এগিয়ে আসল। কিন্তু ভয়ে তার হাত কেঁপে উঠল। কম্পিত দেহে সে পেছনে হটে গেল। তার ভাই কুলাঙ্গার হাশাল বিন ইয়াযীদ ঘোড়া থেকে নেমে শির মোবারককে দেহ মোবারক থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার ভাই খোলীর হাতে অর্পন করল। কেউ বলেছেন, শিমার ছিল শ্বেতী রোগ বিশিষ্ট। সেই হতভাগ্যই শির মোবারক কেটে নিয়েছিল। হুযুর (দ.) এরশাদ করেছিলেন, "আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, এক ডোরাকাটা ককুর আমার আহ্‌লে বাইতের পবিত্র রক্তে মুখ দিচ্ছে।" হযরত ইমাম জা'ফর সাদেক (রাদি.) বলেন, "সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা পঞ্চাশ বছর পরে প্রকাশ পেল, যখন শ্বেতীরোগী শিমার যুল জওশন ইমামে পাকের রক্ত বইয়েছিল।" হযরত মুহাম্মদ বিন ওমর বিন হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আমি কারবালায় হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহ্ আনহুর সাথে ছিলাম। তিনি শিমারকে দেখে বললেন, "আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল সত্য, রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন "যে, আমি এক ডোরা কাটা কুকুরকে আমার আহলে বাইতের পবিত্র রক্তে মুখ দিতে দেখেছি।" সাইয়িদা যয়নব (রাদিয়াল্লাহু আনহা) দৌড়ে প্রিয় ভায়ের দিকে অগ্রসর হলেন।

القصہ گرتی پڑتی گئیں فوج کے قریں + آیا نظر نہ فاطمہ زہرا کا مہ جبیں
گھیرے ہوئے تھی چار طرف سے سپاہ کیں + چلائیں راہ دو مجھے اے دشمنان دیں
یہ ابن فاطمہ ہے میں زہرا کی جائی ہوں + دیدار آخری کی تمنا میں آئی ہوں
قاتل تو اس طرف کو سر پاک لے چلا + تڑپا زمین پہ یاں بدن شاہ کربلا
طبل ظفر بجانے لگے دشمن خدا + غل پڑ گیا شہید ہوا ابن مرتضی
کہتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی + پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی
ناگاہ بہن کو آیا نظر لاشہ امام + بغلوں میں ہاتھ ڈال کے لپٹی وہ تشنہ کام
رکھ کر گئے گلے پہ گلا یہ کیا کلام + اپنی کہی نہ میری سنی ہو گئے تمام
ہائے ہائے یہ میرے آتے ہی بے داد ہو گئی + تم ہو گئے شہید میں برباد ہو گئی

দিশেহারা ছুটতে গিয়ে পড়েন বুঝি এই,
অযুত সেনায় যয়নবের আজ কুচ্ পরোয়া নেই।
সৈন্যরা যে রাখলো ঘিরে ইমামের ওই লাশ,
চেঁচিয়ে বলেন, "পথ করে দাও, যাবো ভায়ের পাশ।
ফাতিমার এ পুত্র, আমি কন্যা যাহ্‌রার,
প্রিয় ভাইকে দেখবো আমি, এই দেখা শেষবার।
ওই যায় তো চলে, নিয়ে কাটা শির,
বিনা শিরে পবিত্র ধড় কী তড়পথ অস্থির!
শত্রু খোদার আনন্দেতে ফেরে ঢোল,
'আলীর বেটা শহীদ হল' পড়ে তো শোর গোল।
আলীর বাগান উজাড় আজি, বসতি হয় লোপাট,
এ প্রবাসে ভায়ের শোকে বোন যে মরণ ঘাট।
হঠাৎ দেখে যয়নবে ওই ভাই ইমামের ধড়,
ঝাপটে ধরে ভয়ের লাশে কাঁদে নিরন্তর।
লাশের পরে ঝুঁকে কাঁদে বিরহী যয়নব,
"তোমার কথাই পূর্ণ, আমার ব্যর্থ হল সব।
আর্তি ছাড়া ভাগ্যে আমার আর কিছু না রয়,
শহীদ হলে তুমিই মোরা সবে নিরাশ্রয়।"

'তাযকেরায়ে সিবতে ইবনে জোযী'তে রয়েছে, ইমামের পবিত্র দেহে ৩৩ (তেত্রিশ)টি বর্শার জখম, ৪০ (চল্লিশ)টি তরবারির জখম এবং তাঁর পিরহান (জামা) শরীফে ১২১ (একশ'একুশ) টি তীরের ফুটো (ছিদ্র)ছিল।

آسمان تھا زلزلے میں اور تلاطم میں زمین + اس سے آگے کیا ہوا مجھسے کہا جاتا نہیں

আসমানে ওই কাঁপন জাগে, আন্দোলিত এই যমীন,
এর আগে কী ঘটেছিল, সে বর্ণনা খুব কঠিন।

বেহায়া, বদনসীব পাষন্ডেরা খুলে নিল তাঁর পবিত্র দেহের সবগুলো কাপড়। সম্পূর্ণ নিরাবরণ করে ফেলল মুসলিম জাহানের শ্রদ্ধেয় ইমামকে। মস্তকবিহীন দেহ মোবারক থেকে তাঁর জুব্বা শরীফ কায়েস বিন মুহাম্মদ বিন আশআস নিয়ে ফেলল। বাহর বিন কা'ব নিল পায়জামা। আসওয়াদ বিন খালেদ জুতো জোড়া খুলে নিল। আমর বিন ইয়াযীদ নিল পাগড়ী মোবারক, চাদর মোবারক নিল ইয়াযীদ বিন শোবল, সিনান ইবনে আবস

islamibookbd.wordpress.com

নখয়ী বর্ম আর আংটি লুঠে নিল। বনু নহশলের জনৈক ব্যক্তি তরবারী নিয়ে ফেলল, যা পরবর্তীতে হাবীব ইবনে বদীল'র বংশে আনীত হয়। এতটা যুলুম অনাচার করার পরও সিরিয়া ও কুফার পাষণ্ড খুনীদের হিংসা বিদ্বেশের আক্রোষ মেটেনি। চির দুর্ভাগারা ইমামের পবিত্র শরীরের উপর ঘোড়া দৌড়িয়ে তাঁকে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলে। এ পাশবিক উম্মত্ততার পর ইয়াযিদী দস্যুরা পর্দানশীন পবিত্র মহিলাদের তাঁবুতে প্রবেশ করে, আহ্‌লে বাইতের যাবতীয় মালামাল লুঠ করে নেয়। (ত্বাবরী)

এ পাশাবিকতা ও বর্বরতায় প্রকম্পিত হল যমীন, আল্লাহর আরশ দুলে উঠল, আকাশ বাতাস রক্তাশ্রু বর্ষণ করল, জড় বৃক্ষ, তরু-লতা থেকে ক্রন্দন ও বিলাপের আর্তধ্বনি উচ্চকিত হল।

اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں + لعنۃ اللہ علیکم دشمنان اہل بیت

আহলে বাইতে পাকের প্রতি ঘৃণ্য তোদের এ আচরণ
খোদার লা'নৎ তোদের প্রতিই আহলে বাইতের হে দুশমন।

কারবালার এ বিজন মাঠে যুলুম অত্যাচারের মরুঝড় বয়ে গেল, গুলশানে মুস্তফা (দ.) এর পুষ্প কলিরা টর্ণেডোর বলি হয়ে গেল, লুণ্ঠিত হল আলীর ঘর বাড়ী, উৎপাটিত হল যাহ্‌রার সজীব কানন। দলিত মথিত করা হল প্রিয় নবীর এ সাজানো কুঞ্জ। পরদেশের অচিন পরিবেশে শিশুরা হয়ে গেল ইয়াতীম, বিধবার শ্বেতবাস নিলেন সম্ভ্রান্ত বিবিগণ। বিশ্ব মুসলিমের পরম শ্রদ্ধেয়রা আজ বরণ করলেন করুণ বন্দী দশা। ৬১ হিজরীর ১০ মুহররম পবিত্র জুমা'র দিন সংঘটিত হল এ মর্মান্তিক ঘটনা। সেদিন ইমাম পাকের বয়স ছিল ৫৬ বছর ৫ মাস ৫দিন। সত্যানুরাগীদের অহংকার, সেই প্রাণপণ যোদ্ধা সেদিন মাতামহের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছিলেন। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে আপনজনদের নিয়ে এমন দৃঢ় চিত্তে নিজ প্রাণ আল্লাহ্‌র পথে উৎসর্গ করেছিলেন যে, যার কোন নজীর পাওয়া যাবেনা।

حشر تک چھوڑ گئے اک درخشندہ مثال + حق پرستوں کو نہ بھولے گا یہ احسان حسین

এমনি নজীর রেখে গেলেন ইমাম হুসাইন হাশর তক্,
ভুলবে না সে এই অবদান, সর্বদা যে খুঁজবে হক।

প্রথম খন্ডের এখানে সমাপ্তি

শাহাদত পরবর্তী ঘটনাসমূহ

কারবালার ময়দানে রাসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র পরিবার-পরিজনের উপর এমন ভয়ানক নির্যাতন-জুলুম চলেছিল, যাতে আসমান-যমীন পর্যন্ত রক্ত-অশ্রু বর্ষণ করেছিল। সৃষ্টিকুল হয়েছিল অন্ধকারে নিমজ্জিত।

আল্লামা ইব্‌নে হাজ্‌র আসকালানী, ইমাম বায়হাক্বী, হাফেয আবু নুআইম, আল্লামা ইবনে কাসীর, আল্লামা ইবনে হাজ্‌র মক্কী, ইমাম সুয়ুতী এবং শাহ্ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহ্‌লভী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর মত সর্বজন শ্রদ্ধেয় মুহাদ্দিসগণ স্ব-স্ব গ্রহণযোগ্য কিতাব সমূহে এ বর্ণনাদি লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমন হযরত বুসরাহ্ আযদিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন,

لـمّـا قتل الحسين مطرت السمآء دما فاصبحنا و حبابنا و جرارنا وكل شئ لنا ملان دما (بيهقى، ابو نعيم سر الشهادتين صـ٣٢، صواعق محرقه صـ ١٩٢)

"লাম্মা কুতিলাল হুসাইনু মাত্বারাতিস সামা উ- দামান ফাআসবাহনা ওয়াহিবা-বুনা ওয়া জারা-রুনা ওয়া কুল্লু শাইয়িন লানা মালআনুন দামা"

"যখন হযরত হুসাইন (রাদিয়াল্লাহ আনহু) কে শহীদ করা হল, তখন আসমান থেকে রক্ত-বর্ষণ হল, প্রভাতে (আমরা দেখি) আমাদের মটকি আর কলসী গুলো রক্তে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।"

(বায়হাকী, আবু নুআইম, সিররুশ শাহাদাতাইন ৩২, সাওয়াকে মুহরিকা ১৯২)

হযরত যুহ্‌রী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "আমি জানতে পারলাম,

انه يوم قتل الحسين لم يقلب حجرمن احجاربيت المقدس الاوجد تحته' دم عبيط. (بيهقى، ابو نعيم سر الشهادتين صـ٣٢، تهذيب التهذيب صـ٢/ ٣٥٤، صواعق محرقة صـ ١٩٢)

"আন্নাহু ইয়াওমা কুতিলাল হুসাইনু লাম ইউক্‌লাব হাজরুম মিন আহ্‌জা-রি বাইতিল মুকাদ্দাসি ইল্লা উজিদা তাহতাহু দামুন আবীত্ব"

islamibookbd.wordpress.com